CENTRAL LIBRARY

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী-বিরচিত

চণ্ডীমঙ্গল

ধনপতি উপাখ্যান

৪৭৭.১
ঈ ১৪৭
০৪০
ঈ.ভ.
.২২৩

BENGALI MANUSCRIPT LIBRARY UNIVERSITY OF CALCUTTA

শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য
সম্পাদিত

BENGALI MANUSCRIPT LIBRARY
Serial No. 48614
UNIVERSITY OF CALCUTTA

Not to be issued.
19.9.77

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৬৬

CENTRAL LIBRARY

ভারতবর্ষে মুদ্রিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসের
সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীশিবেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল
কর্তৃক ৪৮ হাজরা রোড, কলিকাতা
হইতে প্রকাশিত

BCU 1048

মূল্য—১৫·০০

GS 2783

4864

মুদ্রক
শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ১৩

CENTRAL LIBRARY

অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত স্মরণে

BENGALI MANUSCRIPT LIBRARY
Serial No.....
UNIVERSITY OF CALCUTTA

CENTRAL LIBRARY

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
হরগৌরীর দ্যূতক্রীড়া	১
ধনপতির জন্ম ও বিবাহ	২
রত্নমালাকে দেবসভায় আহ্বান	৩
রত্নমালার প্রতি অভিশাপ	৪
রত্নমালার নিবেদন	৬
খুল্লনার জন্ম	৭
খুল্লনার রূপ	৯
রম্ভাবতীর চিন্তা	১০
উজানী বন্দনা	১১
পারাবত ক্রীড়া	১৩
পারাবত বর্ণনা	১৪
ধনপতির খুল্লনা দর্শন	১৫
খুল্লনার সহিত আলাপন	১৬
জনাই পণ্ডিতের লক্ষপতি-ভবনে গমন	১৮
খুল্লনার বিবাহ-প্রস্তাব	১৯
পাত্র-নির্বাচন	২০
বিবাহ সম্বন্ধ	২১
নারীগণের বরদর্শন	২২
বামাগণের পতিনিন্দা	২৩
লহনার খেদ	২৫
লহনাকে প্রবোধদান	২৬
ধনপতির ভোজন	২৭
দম্পতি কলহ	২৮
বিবাহের দিননির্ণয়	৩০
লহনার সন্তোষ বিধান	৩১
অধিবাস	৩৩
বিবাহের নান্দীমুখ	৩৪

CENTRAL LIBRARY

বিষয়	পৃষ্ঠা
রম্ভাবতীর ঔষধ-সংগ্রহ	৩৫
বরানুগমন	৩৭
স্ত্রী-আচার	৩৮
লক্ষপতির কন্যাদান	৩৯
বিবাহ করিয়া ধনপতির প্রত্যাবর্তন	৪০
শুক-শারী বৃত্তান্ত	৪২
অভিশাপ-প্রাপ্তি	৪৪
খগান্তক ও মৃগান্তকের বনপ্রবেশ	৫৭
শুকের উক্তি	৪৮
রাজবাটী যাত্রা	৪৯
শুকের আত্মপরিচয়	৫০
রাজার সহিত শুকের কথোপকথন	৫৪
গৌড়নগরে যাইতে ধনপতির প্রতি রাজার আদেশ	৫৬
গৌড়সভায় ধনপতির আত্মপরিচয়	৫৮
সপত্নী প্রেম	৫৯
দুর্বলা দাসীর চিন্তা	৬১
দুর্বলার উপদেশ	৬২
লীলাবতী সন্নিধানে গমন	৬৪
লহনা-লীলাবতী সংবাদ	৬৬
লীলাবতীর উক্তি	৬৮
লহনার প্রতি লীলাবতীর উপদেশ	৬৯
লীলার প্রতি লহনার বিনয়	৭১
ঔষধ ব্যবস্থা	৭২
কপট পত্র	৭৩
কোন্দল প্রবন্ধ	৭৬
দুর্বলার নিকট খুল্লনার প্রার্থনা	৭৮
খুল্লনার ছাগরক্ষণে স্বীকার	৮০
খুল্লনাকে ছাগপ্রদান	৮১
খুল্লনার ছাগচারণ	৮২

CENTRAL LIBRARY

বিষয়	পৃষ্ঠা
দুর্বলার ইছানি গমন	৮৩
রম্ভাবতীর খেদ	৮৩
খুল্লনার গৃহে আগমন	৮৪
খুল্লনার বারমাসের খেদ	৮৬
বসন্তের উপাখ্যান	৮৮
সারীশুকের প্রতি খুল্লনা	৮৯
ভ্রমরের প্রতি খুল্লনা	৯০
কোকিলের প্রতি খুল্লনা	৯১
চণ্ডীর ছলনা	৯৩
খুল্লনার আক্ষেপ	৯৪
ছাগ অন্বেষণ	৯৫
খুল্লনার পরিচয়	৯৭
দেবকন্যাগণের পরিচয়	৯৯
চণ্ডীপূজা	১০০
চণ্ডীর বরদান	১০১
দেবীর স্বপ্নাদেশ	১০৪
লহনার চিন্তা	১০৫
সপত্নী মিলন	১০৭
সপত্নী প্রীতি	১০৮
খুল্লনার বিরহ	১১০
চণ্ডীর কাকরূপ	১১২
সাধুর প্রতি স্বপ্নাদেশ	১১৩
ধনপতির স্বদেশ প্রত্যাবর্তন	১১৪
সারিশুকের অন্তর্ধান	১১৬
রাজার সম্ভাষণ	১১৭
দুর্বলার পরামর্শ	১১৮
খুল্লনার অভিসার	১২০
বেশভূষা	১২১
প্রিয় সম্ভাষণ	১২২

CENTRAL LIBRARY

বিষয়	পৃষ্ঠা
লহনার প্রসাধন	১২৩
ঔষধ প্রবন্ধ	১২৪
লহনার প্রতি ধনপতির প্রেমসম্ভাষণ	১২৬
দুর্বলার হাটে গমন	১২৮
দুর্বলার বেসাতি	১২৯
দুর্বলার হিসাব	১৩১
রন্ধনশালে চণ্ডিকার আগম	১৩২
খুল্লনার রন্ধন	১৩৩
ভোজন	১৩৫
শয্যাবিরচন	১৩৭
লহনার ক্রোধ শান্তি	১৩৮
খুল্লনার প্রসাধন	১৪০
লহনার উপদেশ	১৪১
সপত্নীর উপদেশ	১৪২
লহনার প্রতি খুল্লনার উত্তর	১৪৩
খুল্লনার বাসগৃহে গমন	১৪৫
খুল্লনার বিলাপ	১৪৬
খুল্লনার অন্তর্ধান	১৪৭
বিহার বর্ণনা	১৪৮
খুল্লনা ও সদাগরের কথোপকথন	১৫০
সদাগরের হস্তে পত্রপ্রদান	১৫১
ধনপতির উত্তর	১৫২
খুল্লনার বারমাস্যা	১৫২
খুল্লনার সহিত পাশাক্রীড়া	১৫৬
সাধুর বিলাস	১৫৭
মালাধরের অভিসম্পাত	১৫৮
মালাধরের স্তুতি	১৬০
ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধ	১৬১
কুটুম্ব সমাগম	১৬৩

CENTRAL LIBRARY

বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রাদ্ধ সমাপন	১৬৪
মালাচন্দনের বিবাদ	১৬৬
হরিবংশ কথা	১৬৮
রামায়ণ কথন	১৭১
সীতার অগ্নিপরীক্ষা	১৭২
জ্ঞাতিগণের ক্রোধ	১৭৫
লহনাকে ভৎর্সনা	১৭৭
খুল্লনাকে সান্ত্বনা	১৭৯
খুল্লনার পরীক্ষাদানে আগ্রহ	১৮০
খুল্লনার পরীক্ষা	১৮২
বণিক সভায় খুল্লনার পরীক্ষা প্রদান	১৮৩
জতুগৃহ নির্মাণ	১৮৬
খুল্লনার চণ্ডিকাস্তোত্র	১৮৮
চণ্ডীর আশ্বাসদান	১৮৯
খুল্লনার জতুগৃহে প্রবেশ	১৯১
সাধুর বিলাপ	১৯২
খুল্লনার পরীক্ষায় বণিকগণের শঙ্কা	১৯৩
ধনপতির রাজসম্ভাষণ	১৯৭
রাজসমীপে ভাণ্ডারীর উক্তি	১৯৮
রাজসমীপে ধনপতির বিনয়	১৯৯
খুল্লনার চিন্তা	২০০
সদাগরের প্রতি খুল্লনার বিনয়	২০১
ধনপতির জয়পত্র প্রদান ও ডিঙ্গা উত্তোলন	২০২
ধনপতির বিনিময় দ্রব্য সংগ্রহ	২০৪
লহনার তরণীপূজা	২০৫
খুল্লনার চণ্ডীপূজা	২০৬
ধনপতির প্রতি লহনার উক্তি	২০৭
ধনপতির কোপ	২০৮
খুল্লনার বিনয়	২১০

CENTRAL LIBRARY

বিষয়	পৃষ্ঠা
চণ্ডিকার ক্রোধ	২১১
পদ্মার উপদেশ	২১২
দেবীর বরপ্রদান	২১৪
ধনপতির সিংহল যাত্রা	২১৫
পথের বিবরণ (১)	২১৬
পথের বিবরণ (২)	২১৭
গঙ্গামাহাত্ম্য	২১৭
মগরা অভিমুখে যাত্রা	২১৯
দুর্জয় ঝড়	২২০
মগরায় নদনদীগণের আগমন	২২২
ধনপতির শিবস্মরণ	২২৩
চণ্ডীর আক্ষেপ	২২৪
ছয় ডিঙ্গার বিনাশ	২২৫
জগন্নাথ দর্শন	২২৭
সেতুবন্ধ দর্শন	২২৮
কালীদহে আগমন	২২৯
কমলেকামিনী দর্শন	২৩০
কমলেকামিনী বর্ণন	২৩২
ধনপতির সিংহল যাত্রা	২৩৪
সিংহলে শিবির নির্মাণ	২৩৭
কোটালের সহিত ধনপতির দ্বন্দ্ব	২৩৮
রাজসমীপে ধনপতির পরিচয় দান	২৪০
বাণিজ্য সামগ্রী বিনিময়	২৪২
কমলেকামিনীর কথা	২৪৪
ধনপতির সহিত শালিবাহনের কথোপকথন	২৪৫
কালিদহ দর্শনার্থ সজ্জা	২৪৬
শালিবাহনের ক্রোধ	২৪৯
ধনপতির মিনতি	২৪৯
কর্ণধার মুখে অপ্রমাণ	২৫১

CENTRAL LIBRARY

বিষয়	পৃষ্ঠা
ধনপতির কারাদণ্ড	২৫২
স্বর্গে দেবীর দর্শনদান	২৫৩
সাধের সাজ	২৫৫
খুল্লনার সাধ	২৫৬
শ্রীমন্তের জন্ম	২৫৭
শ্রীমন্তের নামকরণ	২৫৯
শ্রীমন্ত হরণ	২৬০
ঘুমপাড়ানী গান	২৬২
শ্রীমন্তের বর্ষপূর্তি	২৬৩
শ্রীমন্তের শৈশব	২৬৫
প্রলম্ববধ ক্রীড়া	২৬৬
খুল্লনাকর্তৃক বালকগণের সন্তোষবিধান	২৬৮
শ্রীমন্তের কর্ণবেধ	২৬৯
দ্বিজের নিকট খুল্লনার নিবেদন	২৭০
শ্রীমন্তের বিদ্যারম্ভ	২৭২
ছাত্রগণের নিকট পূর্ব-পক্ষ	২৭৩
জনার্দন ওঝার সহিত শ্রীমন্তের দ্বন্দ্ব	২৭৫
শ্রীমন্তের অভিমান	২৭৮
ওঝার নিকট খুল্লনার প্রার্থনা	২৮০
ওঝার কোপ	২৮১
লহনার বিদ্রূপ	২৮২
শ্রীমন্ত প্রতি খুল্লনার বিনয়	২৮৪
শ্রীমন্তর দুঃখ নিবেদন	২৮৫
সিংহল গমনের অনুমতি প্রার্থনা	২৮৬
সিংহল গমনে অনুমতি দান	২৮৯
বিশ্বকর্মার আগমন	২৯১
বিশ্বকর্মার পরিচয়	২৯২
ডিঙ্গা নির্মাণ	২৯৪
গণকের আগমন	২৯৬

CENTRAL LIBRARY

বিষয়	পৃষ্ঠা
গণক বিদায়	২৯৭
বিনিময় দ্রব্য-সংগ্রহ	২৯৮
শ্রীমন্তের রাজসভায় আগমন	৩০০
শ্রীমন্তের রাজাজ্ঞা প্রাপ্তি	৩০১
শ্রীমন্ত প্রতি খুল্লনার উপদেশ	৩০৩
খুল্লনার চণ্ডীপূজা	৩০৫
খুল্লনার চণ্ডীস্তব	৩০৭
শ্রীমন্তের প্রতি খুল্লনার উপদেশ	৩০৮
সিংহল যাত্রা	৩১০
গঙ্গার উৎপত্তি কথন	৩১১
নবদ্বীপ দর্শন	৩১৩
জগন্নাথ দর্শন	৩১৪
বিভিন্ন দেশ দর্শন	৩১৫
সপ্তগ্রাম বর্ণন	৩১৬
মগরায় ঝড় বৃষ্টি	৩১৯
নদ নদীগণের মগরায় আগমন	৩২০
নাবিকগণের প্রতি শ্রীমন্তের উক্তি	৩২২
চণ্ডিকাস্তব	৩২৩
সগররাজার উপাখ্যান	৩২৫
গঙ্গা আনয়নে ভগীরথের যাত্রা	৩২৮
সগর বংশ উদ্ধার	৩৩৩
শ্রীমন্তের জগন্নাথ দর্শন	৩৩৪
পুরী মাহাত্ম্য	৩৩৪
শ্রীমন্তের সেতুবন্ধ গমন	৩৩৮
সেতুবন্ধ বিবরণ	৩৪০
সেতুভঙ্গ বিবরণ	৩৪৫
শ্রীমন্তের কমলেকামিনী দর্শন	৩৪৭
কালীদহ বর্ণন	৩৪৮
কমলেকামিনীর রূপবর্ণন	৩৫০

CENTRAL LIBRARY

বিষয়	পৃষ্ঠা
কমলেকামিনী দর্শনে শ্রীমন্তের বিতর্ক	৩৫১
সিংহলে শিবির স্থাপন	৩৫১
কোটালের সহিত শ্রীমন্তের কলহ	৩৫৬
শ্রীপতি দত্তের রাজদ্বারে গমন	৩৫৮
শ্রীমন্তের পরিচয় প্রদান	৩৫৯
বাণিজ্য বিনিময়	৩৬১
রাজপুরোহিতের আগমন	৩৬১
সমুদ্রযাত্রার বিবরণ	৩৬৩
উভয়ের প্রতিজ্ঞা	৩৬৪
সিংহলরাজের কালীদহে গমন	৩৬৫
শ্রীমন্ত প্রতি রাজার ক্রোধ	৩৬৮
রাজার প্রতি শ্রীমন্তের বিনয়	৩৬৯
কর্ণধারের সাক্ষ্য প্রদান	৩৭০
নাবিকদিগের রোদন	৩৭২
শালিবাহন প্রতি শ্রীমন্তের উক্তি	৩৭২
কোটালের কাছে শ্রীমন্তের বিনয়	৩৭৪
শ্রীমন্তকৃত চণ্ডিকাস্তুতি	৩৭৬
শ্রীমন্তকর্তৃক পুনঃস্তুতি	৩৭৮
পদ্মার জ্যোতিষ গণনা	৩৮১
চণ্ডীর ক্রোধ	৩৮৩
চণ্ডিকার রণসজ্জা	৩৮৬
চণ্ডীর জরতীবেশ ধারণ	৩৮৯
কোটালের নিকট চণ্ডীর গমন	৩৯১
কোটালের প্রতি চণ্ডীর উপদেশ	৩৯৩
কোটালের বিনয়	৩৯৪
শ্রীমন্তকে অভয়দান	৩৯৬
কোটালের প্রতি শ্রীমন্তের উক্তি	৩৯৮
শ্রীমন্তের প্রতি কোটালের অস্ত্র-প্রয়োগ	৩৯৯
দেবীর প্রতি কোটালের উক্তি	৪০০

CENTRAL LIBRARY

বিষয়	পৃষ্ঠা
কোটালের সহিত যুদ্ধ	৪০২
যুদ্ধ বর্ণন	৪০৩
রাজসমীপে কোটালের নিবেদন	৪০৫
সিংহলরাজের সমর সজ্জা	৪০৬
শ্রীমন্তের করুণা	৪০৮
চণ্ডীর অভয়দান	৪১০
দানাগণের মহলা	৪১১
দানাগণের যুদ্ধ	৪১২
রাজসেনার রণে ভঙ্গ	৪১৪
দেবীগণের যুদ্ধে আগমন	৪১৫
শোণিতের নদী	৪১৬
প্রেতের হাট	৪১৮
রাজার মশানে গমন	৪১৯
সিংহলেশ্বর প্রতি চণ্ডীর দয়া	৪২১
সিংহলেশ্বর সহিত চণ্ডীর কথোপকথন	৪২৩
রাজার খেদ	৪২৫
দেবীর প্রতি শ্রীমন্তের উক্তি	৪২৭
হনুমানের প্রতি দেবীর আজ্ঞা	৪২৮
মৃত সৈন্যের পুনর্জীবন প্রাপ্তি	৪২৯
সিংহলেশ্বরের চণ্ডীস্তব	৪৩১
বিবাহের দিন নির্ণয়	৪৩৪
শ্রীমন্তের পিতৃদর্শনার্থ উৎকণ্ঠা	৪৩৫
নাবিকদিগের প্রতি শ্রীমন্তের করুণ উক্তি	৪৩৬
কারাগার হইতে ধনপতিকে আনয়ন	৪৩৮
শ্রীমন্তের পিতৃদর্শন	৪৩৯
ধনপতির বিনয়	৪৪০
পিতাপুত্রে কথোপকথন	৪৪২
ধনপতির প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ	৪৪৬
শ্রীমন্তের পরিচয় দান	৪৪৯

CENTRAL LIBRARY

বিষয়	পৃষ্ঠা
শ্রীমন্তের বিবাহে ধনপতির নিষেধ	৪৫২
সুশীলার গন্ধাধিবাসন	৪৫৩
শ্রীমন্তের বিবাহ	৪৫৫
শ্রীমন্তকে দেবীর ছলনা	৪৫৬
চণ্ডীর স্বপ্ন প্রদান	৪৫৭
স্বপ্নদর্শনে শ্রীমন্তের বিলাপ	৪৫৮
সুশীলা কর্তৃক শ্রীমন্তকে প্রবোধদান	৪৫৯
বারমাসিয়া	৪৬১
শ্রীমন্তকে বিদায় দানে সিংহলরাজের আপত্তি	৪৬৫
শ্রীমন্ত সহ শালিবাহনের কথোপকথন	৪৬৮
ধনপতির সমীপে শালিবাহনের স্তুতি	৪৭০
শালিবাহনের প্রতি ধনপতির উক্তি	৪৭২
বরকন্যার বিদায়	৪৭৩
সুশীলার গমনে রাণীর রোদন	৪৭৫
ধনপতির স্বদেশযাত্রা	৪৭৬
মগরা দৃষ্টে ধনপতির খেদ	৪৭৭
ধনপতির বিনষ্ট ধনাদি প্রাপ্তি	৪৭৯
শ্রীমন্তকে সান্ত্বনা দান	৪৮১
ভাগীরথীর তট বর্ণন	৪৮২
স্বদেশে দূত প্রেরণ	৪৮৪
ধনপতির গৃহাগমন	৪৮৫
লহনা-খুল্লনার জিজ্ঞাসা	৪৮৭
সিংহলের দুঃখবার্তা	৪৮৮
সাধুর দুঃখবর্ণন	৪৯০
নৃপতির অবিশ্বাস	৪৯১
উত্তর মশানে চণ্ডিকার আবির্ভাব	৪৯৩
বিক্রমকেশরীর কমলেকামিনী দর্শন	৪৯৪
জয়াবতীর বিবাহ	৪৯৬
বিবাহ এবং ফুলশয্যা	৪৯৭

CENTRAL LIBRARY

বিষয়	পৃষ্ঠা
ধনপতির হরগৌরী দর্শন	৪৯৮
সপত্নী দর্শনে সুশীলার অভিমান	৫০১
জরতীবেশে চণ্ডিকার যৌতুকদান	৫০২
অথ অষ্টমঙ্গলা	৫০৪
ধনপতির সুন্দর রূপ প্রাপ্তি	৫০৮
চণ্ডীর কৃপা	৫০৯
কলির দোষ কীর্তন	৫১০
কলির গুণ কীর্তন	৫১২
হরিনামের মাহাত্ম্য কথন	৫১৪
গণেশের জয়	৫১৬
স্বর্গগমন	৫১৬
যমদূতের সহিত দেবীর যুদ্ধ	৫১৯
যমদূতগণের অভিযোগ	৫২০
যমদূত ও শক্তিসেনার যুদ্ধ	৫২১
চণ্ডীর সমীপে যমের বিনয়	৫২২
কবির প্রার্থনা	৫২৩
হরগৌরীর কথোপকথন	৫২৪
গৌরীর প্রতি শিবের উক্তি	৫২৭
শিব-প্রতি গৌরী-উক্তি	৫২৮
চণ্ডীর উক্তি	৫২৯
ফলশ্রুতি	৫৩১
কবির ক্ষমা প্রার্থনা	৫৩২

CENTRAL LIBRARY

BENGALI MANUSC
Serial No....
UNIVERSITY OF C

ভূমিকা

॥ ১ ॥

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের কাল নিরূপণ এক দুরূহ সমস্যা। এ সমস্যার মূলে অনেকগুলি কারণ বিদ্যমান, তাহার মধ্যে তিনটি প্রধান। প্রথম, কাল নির্ণায়ক তথ্যাদির অভাব অথবা অল্পতা। দ্বিতীয়, অঙ্কের স্থলে প্রতীক ব্যবহার। তৃতীয়, লিপিকর-প্রমাদ।

বঙ্গীয় কবিগণ বিশেষভাবে ইতিহাস-সচেতন ছিলেন না। সাহিত্যের ইতিহাস যাঁহারা লিখিতে গিয়াছেন, সালতারিখ লইয়া তাই তাঁহাদিগকে পদে পদে বিপদে পড়িতে হইয়াছে। পুরাতন কবিরা কেহই নিজ নিজ জন্মতারিখ উল্লেখ করেন নাই। পূর্ববর্তী কবিদের জন্ম বা মৃত্যুর নির্ভুল তারিখও তাঁহাদের রচনার মধ্য হইতে পাওয়া যায় না। যাঁহারা গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ দিয়াছেন তাঁহারাও কদাচিৎ সাল তারিখের উল্লেখ করিয়াছেন। যেখানে আনুমানিক একটা সাল কোনো রকমে খাড়া করা যায় সেখানেও সেটা কিসের সাল, রচনা-আরম্ভের না রচনা-সমাপ্তির, তাহা লইয়া আর এক সমস্যার উদ্ভব হয়। কাহারও কাহারও আত্মপরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সেগুলির মধ্য হইতে কবিদের বংশবিবরণ জানা যায় বটে কিন্তু তাঁহাদের জন্ম বা কর্ম সম্পর্কে কালবিষয়ক তথ্য একান্ত দুর্লভ।

অঙ্কের উল্লেখ করিতে অঙ্কের পরিবর্তে প্রতীকের ব্যবহার একটা প্রথা দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। যেখানে ১ লিখিলেই কাজ চুকিয়া যায় সেখানে চন্দ্র বা তাহার প্রতিশব্দ শশী, ইন্দু, বিধু, শশাঙ্ক, সমুদ্রকুমার প্রভৃতির মধ্যে কাহাকেও তলব করা হইত। প্রাচীন কাল হইতে বাঙ্গালী 'একে চন্দ্র' দিয়া শতকিয়া অভ্যাস করিয়া আসিতেছে। সুতরাং চন্দ্র বা তাহার কোনো প্রতিশব্দকে এক-এর সংকেত বলিয়া বুঝিতে তাহার অসুবিধা হইবার কথা নয়। কিন্তু কোনো কোনো কবি তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া মহী, ধাতা, ব্রহ্ম প্রভৃতি একার্থজ্ঞাপক আরও অনেক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ এক-এর কথা উল্লেখ করিলাম কিন্তু এক হইতে শূন্য পর্যন্ত সকল অঙ্ক সম্পর্কেই এইরূপ নানা বিকল্পের প্রয়োগ বাঙ্গালা সাহিত্য-পাঠকের দৃষ্টিগোচর হইয়া

BENGALI MANUSCR
LIBRARY
UNIVERSITY OF
CALCUTTA.

CENTRAL LIBRARY

থাকে। একই শব্দের একাধিক সংখ্যাজ্ঞাপকতার সম্ভাবনা থাকিলে বিপদ আরও বৃদ্ধি পায়। রস অলংকার-শাস্ত্রে নয়, বৈদ্যকশাস্ত্রে ছয়। কবি তো একটি রস বসাইয়া প্রহেলিকা সৃষ্টি করিলেন, কিন্তু কালানু-সন্ধিৎসুর সমস্যা বাড়িয়া গেল।

লিপিকর-প্রমাদ সর্বত্রই ক্ষতিকর, কিন্তু কালনিরূপণের ক্ষেত্রে ইহা যে অনিষ্ট সংঘটন করে তাহা অতিশয় মারাত্মক। সিন্ধুর স্থলে বিন্দু অনবহিত লেখকের হাত দিয়া সহজেই বাহির হইতে পারে। কাব্যে বা দর্শনে বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুকে প্রত্যক্ষ করিতে বাধা নাই কিন্তু গণিতে উভয়ের মধ্যে দুস্তর পার্থক্য। এই জাতীয় প্রমাদের ফলে অসংগত অনুমান প্রশ্রয় পায়, সমস্যার গ্রন্থিগুলির সংখ্যা না কমিয়া বাড়িতে থাকে, জটিলতার জট আরও ঘোরাল হইয়া উঠে।

ইহা ছাড়াও একটি চতুর্থ বিপদ আছে। অনেক লিপিকর দুর্বোধ অংশকে নিজেদের মনের মত করিয়া সুবোধ্য করিয়া লন।[১] কবিকঙ্কণের কাল নির্ণয় করিতে গেলে উল্লিখিত সব কয়টি অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা জানিবার মত কোনো ঐতিহাসিক উপকরণ অদ্যাবধি আমাদের হস্তগত হয় নাই। কবে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল তাহা অবশ্য তাঁহার কাব্য হইতে জানিবার প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু তাঁহার পরবর্তী কোনো লেখকের হাত হইতেও সে সম্বন্ধে কোনো নির্ভরযোগ্য সংবাদ মিলে নাই। মুকুন্দরাম তাঁহার কাব্যরচনায় কবে হাত দিয়াছিলেন এবং কোন্ অব্দে তাহা শেষ করিয়াছিলেন আজ পর্যন্ত তাহার নিশ্ছিদ্র প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই।

কবির কাল সম্পর্কে একটিমাত্র সূত্র আমাদের অবলম্বন। গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ অধ্যায়ে আত্মপরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছেন,—

---

১ প্রাচীন কাব্যর একটা দোষ এই যে যত লোকে ঐ ছড়া কপি করে তাহারা অবুঝ, অংশ সোজা করিয়া লয়। যে সকল পুরাণ কথার অর্থ বুঝে না, নূতন করিয়া দিয়া সেগুলিকে বদলাইয়া ফেলে।—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের গতি', প্রবাসী বৈশাখ ১৩২২।

CENTRAL LIBRARY

ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদাম্বুজ ভৃঙ্গ
গৌড়বঙ্গ উৎকল অধিপ।
সে মানসিংহের কালে প্রজার পাপের ফলে
ডিহিদার মামুদ সরিপ ॥[২]

উদ্ধৃত চারি ছত্রের আর একটি উল্লেখযোগ্য পাঠান্তর পাই রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭৩) গ্রন্থে। রামগতি ন্যায়রত্ন যে পুঁথি হইতে এই পাঠ সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা আড়রার নিকটবর্তী সেনাপত্যা নামক গ্রামে রাজা রঘুনাথ রায়ের এক বংশধরের গৃহে রক্ষিত ছিল। তাঁহাদের নিকট হইতে রামগতি ন্যায়রত্ন শুনিয়াছিলেন যে ওই পুঁথি মুকুন্দরামের স্বহস্তলিখিত। যতদূর মনে হয় তিনি একথা অবিশ্বাস করেন নাই। ওই পাঠান্তর এইরূপ :—

ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদাম্বুজ ভৃঙ্গ
গৌড়বঙ্গ উৎকল সমীপে।
অধর্মী রাজার কালে প্রজার পাপের ফলে
খিলাৎ পায় মহম্মদ সরিফে ॥

---

২ এই ছত্রগুলি বঙ্গবাসী সংস্করণ কবিকঙ্কণ চণ্ডী (পৃষ্ঠা ৬) হইতে উদ্ধৃত। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত নূতন সংস্করণ (১৯৬২) কবিকঙ্কণ চণ্ডী গ্রন্থে 'গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ' অধ্যায়টি পুরাপুরি বঙ্গবাসী সংস্করণ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। দীনেশচন্দ্র সেন, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হৃষীকেশ বসু সম্পাদিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ (১৯২৪) কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রথম ভাগের মূল পাঠে এই ছত্রগুলি নাই। তবে কাইতি পুঁথি হইতে অধ্যায়টি সম্পূর্ণরূপে পাদটীকায় উদ্ধৃত করা হইয়াছে। উক্ত পাদটীকায় আলোচ্য ছত্রগুলির পাঠান্তর এইরূপ :—

ধন্য রাজা মানসিংহ কৃষ্ণপদে লোলভৃঙ্গ
গৌড়বঙ্গে উৎকল মহীপ।
রাজা মানসিংহ কালে প্রজার পাপের ফলে
হলা রাজা মামুদ সরীপ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১০৯৩ সংখ্যক পুঁথিতে ডিহিদার শব্দটির 'কর্সিদার' এই পাঠান্তর পাওয়া যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত নূতন সংস্করণ কবিকঙ্কণ চণ্ডী (১৯৬২) ২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

CENTRAL LIBRARY

মানসিংহ এবং মহম্মদ বা মামুদ সরীফ (বা সরিপ) এই দুইটি নাম, বিশেষত প্রথম নামটি, ধরিয়াই সকলে কালনির্ণয়ে অগ্রসর হইয়াছেন। মামুদ সরীফ লোকটি ডিহিদার থাকিতে পারেন নাও পারেন। কথা উঠিয়াছে মানসিংহের আমলে 'ডিহিদার' নামক শাসক পদের নাকি উদ্‌ভব হয় নাই।[৩] তাহা মানিয়া লইলেও বর্তমান আলোচনার ক্ষেত্রে কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না। এ ক্ষেত্রে প্রধান লক্ষ্য মানসিংহ। মানসিংহের কালে যখন মামুদ (বা মহম্মদ) সরীফ শাসনক্ষমতা পাইয়া প্রজাগণের উপর অত্যাচার করিতে

---

৩ ডিহিদার। ফারসী দিহ্ হইতে ডিহি শব্দ আসিয়াছে। ইহার অর্থ গ্রাম বা গ্রামের সমষ্টি বা জেলা। '-দার'ও ফারসী, অর্থ অধিকারী। ডিহিদার শব্দের অর্থ দাঁড়ায় কয়েকটি গ্রামের শাসনভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি, এখন যাহাকে জমিদার বলি অনেকটা সেই রকম। কবিকঙ্কণের সময় ফারসী শব্দ বহুল পরিমাণে বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়াছে। অস্ত্যর্থক বা বৃত্তি-বাচক ফারসী -দার উপসর্গযুক্ত সিঙ্গাদার এবং পোতদার শব্দও কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে পাইতেছি। ডিহিদার পদটি তাঁহার কালে বিশেষ অর্থে না হইলেও সাধারণ অর্থে একেবারেই প্রচলিত ছিল না এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না। ডিহিদার পদটি যে প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে না তাহার আর একটি নির্ভরযোগ্য প্রমাণ আছে। মুকুন্দরাম গ্রন্থের অন্যত্রও এই শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। বুলান মণ্ডলের প্রতি কালকেতুর নিম্নোদ্ধৃত উক্তি লক্ষণীয় :

খন্দে নাহি নিব বাড়ি রহে বসে দিব কড়ি
ডিহিদার নাহি দিব দেশে।—বঙ্গবাসী সং
নাহিক বাউড়ি দেড়ি রয়্যা বস্যা দিবে করি
ডিহিদার নাহি দিব দেশে।
—কবিকঙ্কণ চণ্ডী, নূতন সং, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

নাহিক বাউরি ডেড়ি রয়্যা বস্যা দিহ কড়ি
ডিহিদারি নাহি দিব দেশে।
—কবিকঙ্কণ চণ্ডী, পুরাতন সং (১৯২৪), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

তিনটি স্বতন্ত্র সংস্করণের পাঠেই এস্থলে 'ডিহিদার' বা 'ডিহিদারি' শব্দ পাওয়া যাইতেছে। হস্তলিখিত পুঁথি যতগুলি দেখিয়াছি সর্বত্রই আলোচ্য অধ্যায়ে ডিহিদার বা ডিহিদারি আছে। এ অবস্থায় ডিহিদার শব্দকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া সংগত বলিয়া মনে করি না। বর্তমান সংস্করণের ৫৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

CENTRAL LIBRARY

আরম্ভ করিলেন তখনই মুকুন্দরাম নিরুপায় হইয়া দামুন্যা হইতে মেদিনীপুর যাত্রা করেন। মানসিংহ 'গৌড়বঙ্গ-উৎকল-অধিপ' ছিলেন খ্রীঃ ১৫৯৪ হইতে ১৬০৬ পর্যন্ত। তাহা হইলে এই এগার বৎসরের মধ্যেই কোনো এক সময় কবি দেশত্যাগ করিয়াছিলেন ইহাই ধরিয়া লইতে হয়। কিন্তু বিপদ বাধিল এই ছত্রগুলি লইয়া :—

শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কতদিনে দিলা গীত হরের বনিতা॥
অভয়ামঙ্গল গীত গাইল মুকুন্দ।
আসর সহিত মাতা হইবে সানন্দ॥

প্রায় দেড়শত বৎসর (১৮২৩) পূর্বে মুকুন্দরামের কাব্য প্রথম মুদ্রিত হয়। প্রকাশ করেন রামজয় বিদ্যাসাগর। ওই গ্রন্থে এই ছত্রগুলি ছিল। পরবর্তী বিভিন্ন সংস্করণে ইহারই অনুসরণে ওই ছত্রগুলি মুদ্রিত হইতে থাকে। কেহ কেহ এই ছত্রগুলিকে প্রক্ষিপ্ত মনে করেন। প্রক্ষিপ্ত মনে করিবার কারণ এই যে চণ্ডীমঙ্গলের কোনো পুঁথিতে এই ছত্রগুলি পাওয়া যায় নাই। কিন্তু সম্প্রতি বর্ধমান সাহিত্য সভার একটি পুঁথিতে ওই ছত্রগুলি প্রায় অভিন্ন রূপেই পাওয়া গিয়াছে। পুঁথির লিপিকাল খ্রীঃ ১৮৪৮।[৪] অর্থাৎ মুদ্রিত গ্রন্থ হইতেই যে উহা উক্ত পুঁথিতে তোলা হয় নাই—এমন কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। অন্ততঃ এরূপ সন্দেহ হইলে সে সন্দেহ নিরসন করিবার মত কোনো প্রমাণ কেহ দিতে পারেন নাই। বানান ভুল ছাড়া মুদ্রিত গ্রন্থের সহিত পুঁথির ছত্রগুলির কোথাও পার্থক্য নাই।[৫] এমনও হইতে পারে, একই পুঁথি বা তাহার প্রতিলিপি হইতে রামজয় বিদ্যাসাগরের সংস্করণ মুদ্রিত এবং বর্ধমানের

---

৪ ডঃ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ।

৫ শকে রষ রসে বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কতমত দিলা গিত হরের বণিতা॥
অভয়ামঙ্গল গিত গাইল মুকুন্দ।
আশোর সহিত মাতা হইবে সানন্দ॥

শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়ের 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। তিনি লিখিয়াছেন "পুঁথি থেকে শ্লোকগুলি অবিকলভাবে উদ্ধৃত" করিয়াছেন।

CENTRAL LIBRARY

পুঁথি অনুলিখিত হইয়াছিল। কিন্তু সে অনুমানও পুরাপুরি মানিয়া লইবার পক্ষে বাধা আছে। রামজয় বিদ্যাসাগরের মুদ্রিত সংস্করণের মূল পাঠের সহিত বর্ধমানের পুঁথির মূল পাঠের তেমন মিল নাই। অথচ কালজ্ঞাপক ছত্রগুলি প্রায় অবিকল। এত বাধা সত্ত্বেও ছত্রগুলির প্রামাণিকতা যদি স্বীকার করা যায় তাহা হইলে কাল নির্ণয়ের পক্ষে কি সুবিধা হয় দেখা যাক।

শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা—শশাঙ্ক বেদ রস রস (যেহেতু অঙ্কস্য বামা গতিঃ) পর পর রাখিয়া গণনা করিলে যে শকাব্দ পাওয়া যায় সেই অব্দে হরের বনিতা অর্থাৎ চণ্ডী গান লিখিবার আদেশ দেন।

শশাঙ্ক—১, বেদ—৪, রস—৬, রস—৬। এই হিসাবে যে শকাব্দ পাওয়া যায় তাহা হইল ১৪৬৬ অর্থাৎ খ্রীঃ ১৫৪৪। কিন্তু রস—৯ ধরিলে শকাব্দ হয় ১৪৯৯ এবং খ্রীষ্টাব্দ হয় ১৫৭৭। দীনেশ চন্দ্র সেন রস—৯ ধরিয়া ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দকে মুকুন্দরামের বর্ধমান হইতে মেদিনীপুর অভিমুখে যাত্রার বৎসর বলিয়া স্থির করেন। তাঁহার অনুমান, ১৫৭৭ সালে দামুন্যা ত্যাগের সময় তাঁহার বয়স ছিল ৪০ বৎসর।[৬]

আমাদের মনে হয় দামুন্যা ত্যাগ করিবার সময় কবির বয়স চল্লিশের অপেক্ষা অনেক কম ছিল। তিনি যখন মেদিনীপুরের পথে যাত্রা করেন তখন তাঁহার সঙ্গে একটি শিশু পুত্র ছিল যে "ওদনের তরে" কাঁদিয়া কবিকে বিচলিত করিয়াছিল। অনুমান করি এই শিশু কবির প্রথম সন্তান। বাল্য বিবাহের যুগে কবির বয়স তখন খুব বেশী হইবার কথা নয়। আত্ম-পরিচয়ে এই শিশু ছাড়া আর কোনো পুত্র কন্যার উল্লেখ নাই। একাধিক সন্তান থাকিলে কবি নিশ্চয় সে কথা উল্লেখ করিতেন। কাজেই ধরা যাইতে পারে আরড়ার রাজবাটীতে যখন পৌছেন তখন কবির বয়স চব্বিশ পঁচিশের বেশী নয়। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্তির পূর্বে তাঁহাকে বৃদ্ধ পিতামহরূপে পৌত্রের কল্যাণ কামনা করিতে দেখিতেছি। আরড়ায় পৌছিয়াই যে তিনি

---

৬ দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পঞ্চম সংস্করণ, পৃ ৩৬৬।

CENTRAL LIBRARY

গ্রন্থ রচনায় হাত দিয়াছিলেন তাহাও মনে হয় না। তিনি যখন রাজা বাঁকুড়া রায়ের গৃহে পৌছেন তখন রঘুনাথ বালক। এই রঘুনাথ রাজা হন ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। রাজা রঘুনাথের অনুরোধেই যে তিনি গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা কাব্যের ভণিতাগুলি অনুধাবন করিলেই বুঝিতে বাকি থাকে না। দৃষ্টান্ত

ধন্য রাজা রঘুনাথ কুলে শীলে অবদাত
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

—কবিকঙ্কণ চণ্ডী, বঙ্গবাসী ২য় সং, পৃ ৩

বীর মাধবের সুত রূপে গুণে অদভুত
বীর বাঁকুড়া ভাগ্যবান্।
তার সুত রঘুনাথ রাজ গুণে অবদাত
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান।

—কবিকঙ্কণ চণ্ডী, বঙ্গবাসী ২য় সং, পৃ ৭ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নূতন সং, ১ম ভাগ, পৃ ৩৪

শ্রীরঘুনাথ নাম অশেষ গুণধাম
ব্রাহ্মণ ভূমির পুরন্দর।
তাঁহার সভাসদ রচিয়া চারুপদ
গান মুকুন্দ কবিবর ॥

—কবিকঙ্কণ চণ্ডী, বঙ্গবাসী ২য় সং, পৃ ৩৪

BENGALI MANUSCRIPT LIBRARY UNIVERSITY OF CALCUTTA.

পালধি বংশেতে জাত দ্বিজরাজ রঘুনাথ
সভাসদ শ্রীকবিকঙ্কণ।
চণ্ডীর চরণে চিত রচিল নূতন গীত
শিব লয়্যা শুনহ বচন ॥

—কবিকঙ্কণ চণ্ডী, বঙ্গবাসী ২য় সং, পৃ ৭৮

শ্রীমুকুন্দ গাইল গীত শুনিয়া হরষচিত
রঘুনাথ রায় কুতূহলী।

—কবিকঙ্কণ চণ্ডী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬২ সং, পৃ ৭৭

রচিয়া ত্রিপদি ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
ব্রাহ্মণ রাজার কুতূহলী।

—কবিকঙ্কণ চণ্ডী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২৪ সং, পৃ ৫৮

CENTRAL LIBRARY

বাঁকুড়া রায়ের নাম দুই একবার মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাও কেবল রঘুনাথের পিতৃ-পরিচয় হিসাবে। কাজেই দেখা যাইতেছে বাঁকুড়া রায়ের সহিত কাব্য রচনার সম্পর্ক নাই। রঘুনাথ রাজা হইবার আগে মুকুন্দরাম লেখা আরম্ভ করেন নাই। পূর্বেই দেখা গিয়াছে রঘুনাথ রাজা হন খ্রীঃ ১৫৭৩ সালে। যদি ধরিয়া লই তখন তাঁহার বয়স ছিল ৩০ বৎসর এবং কবি যখন তাঁহাকে পড়াইতে আরম্ভ করেন তখন তাঁহার বয়স ছয় বৎসর তাহা হইলে কবির দামুন্যা ত্যাগের তারিখ পড়ে ১৫৪৯-এর কাছাকাছি কোনো সময়ে। শাকে রস ইত্যাদির গণনায় দুইটা অব্দ পাওয়া যায়— একটা খ্রীঃ ১৫৪৪ আর একটা খ্রীঃ ১৫৭৭। ১৫৪৪ টা আমাদের অনুমিত তারিখের সঙ্গে অনেকটা মিলে।

চব্বিশ পঁচিশ বৎসরের মধ্যে 'শিশুপুত্র'ও বড় হইয়াছে, বিবাহ করিয়াছে এবং কবিও পিতামহ হইয়াছেন। শাকে রস-এর প্রামাণিকতা স্বীকার করিলে ১৫৪৪ সালকেই ১৫৭৭ অপেক্ষা অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হইবে। আর এক হিসাবে ১৫৪৭ সাল পাওয়া যায়, ১৫৪৯-এর আরও নিকটবর্তী।[৭] কিন্তু অনুমানের সংখ্যা বাড়াইয়া সমস্যার জটিলতা আর বৃদ্ধি করিয়া লাভ নাই। আমরা ১৫৪৪-কেই দামুন্যা ত্যাগের কাল ধরিয়া আলোচনায় অগ্রসর হইতেছি।

১৫৪৪, ১৫৪৭, ১৫৭৪ ও ১৫৭৭ যাহাই ধরি না কেন মানসিংহকে কোনোক্রমেই পাওয়া যায় না। মানসিংহ গৌড়-বঙ্গ-উৎকলের অধিপতি অর্থাৎ সুবাদার হন খ্রীঃ ১৫৯৪ সালে এবং ১৬০৬ পর্যন্ত এই পদে নিযুক্ত থাকেন। ১৫৪৪ এবং ১৫৯৪-এর মধ্যে অর্ধ শতাব্দীর ব্যবধান। অনুমান করি, কবি যখন গ্রন্থ রচনা শেষ করেন তখন মানসিংহ বঙ্গদেশের অধিপতি। কিন্তু তিনি যখন দেশত্যাগ করেন তখন যে 'অধর্মী রাজা' ছিল সে অন্য লোক। কবি কাব্য রচনার শেষে আত্ম-পরিচয় অংশ লেখেন। আত্ম-পরিচয়ে তৎকালীন শাসনকর্তার স্তুতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন "ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদাম্বুজ ভৃঙ্গ"।

---

৭ রসের সংখ্যা কবি স্বেচ্ছায় দুইবার দুইরকম ধরিয়া থাকিলে আরও দুইটি অব্দ পাওয়া যাইতে পারে,— ১৪৬৯ (=খ্রীঃ ১৫৪৭) ও ১৪৯৬ (=খ্রীঃ ১৫৭৪)।

CENTRAL LIBRARY

সে মানসিংহের কালে এই পাঠটি কাজে কাজেই অচল হইয়া পড়ে। "অধর্মী রাজার কালে" অধিকতর গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়।

কেহ কেহ মানসিংহ সমস্যার সহজ সমাধানের জন্য একটি নূতন পথ ধরিতে চান। তাঁহাদের মতে মুকুন্দরামের দামুন্যা ত্যাগ এবং তাঁহার কাব্যরচনার মধ্যে দীর্ঘকালের ব্যবধান ছিল না। "সুধন্য বাঁকুড়া রায় ভাঙ্গিল সকল দায় শিশুপাঠে[৮] কৈল নিয়োজিত। তার সুত রঘুনাথ রাজগুণে অবদাত গুরু করি করিল পূজিত॥" —এই ছত্রগুলির অর্থ তাঁহাদের মতে এইরূপ।—বাঁকুড়া রায় কবিকে গুরুমহাশয়ের কাজে নিযুক্ত করিলেন এবং তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র কবির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। এই অর্থ ধরিলে কবির দেশ-ত্যাগ ও কাব্যরচনা উভয় ঘটনাকেই মানসিংহের কালের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেওয়া যায়। কিন্তু এই অর্থ গ্রহণে বাধা আছে।

রঘুনাথ যে বয়ঃপ্রাপ্ত ছিলেন এ-কথা পাঠের মধ্য হইতে কোথাও পাওয়া যায় না। যে শিশুর পাঠে বা পাছে—অর্থাৎ গৃহশিক্ষক রূপে সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানের জন্য—কবি নিযুক্ত হইয়াছিলেন সে যে রাজার পুত্র রঘুনাথ নহে এমন কথাও পাঠের মধ্যে পাই না। রঘুনাথ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও মুকুন্দরামের কাছে তাঁহার দীক্ষা গ্রহণ স্বাভাবিক নহে। কুলগুরু ত্যাগ করা রীতিবিরুদ্ধ। রঘুনাথ দীক্ষা গ্রহণ করিতে চাহিলে পিতার দীক্ষাগুরু বা তাঁহারই বংশের আর কাহারও নিকটে দীক্ষা লইবেন ইহাই প্রত্যাশিত। সুতরাং পাঠে যে গুরু শব্দ আছে তাহা শিক্ষাগুরু অর্থেই গ্রহণীয়, দীক্ষাগুরু অর্থে নহে।

কবির যাত্রাকালে একটি শিশুপুত্র ছিল এবং কাব্যরচনার সমাপ্তি-কালে তাঁহার সেই পুত্রের অথবা পরবর্তীকালে জাত আর কোনো পুত্রের সন্তান হইয়াছে। মানসিংহের কালে কবির দেশত্যাগ এবং গ্রন্থরচনা এই দুই ঘটনাকে সম্মিলিত করিতে গেলে এই কালব্যবধানের সামঞ্জস্য সাধিত হয় না। গুরুকে দীক্ষাদাতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেও এই সমস্যা অমীমাংসিতই থাকিয়া যায়। স্থূলকথা,—১৫৯৪ হইতে ১৬০৬ পর্যন্ত এই কয় বৎসরের মধ্যেই যাঁহারা মুকুন্দরামকে বর্ধমান

---

৮ পাঠান্তর,—শিশু পাছে, সুতপাঠে, সুতপাছে।

CENTRAL LIBRARY

হইতে মেদিনীপুরে আনাইয়া তাঁহার দ্বারা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যটি পুরাপুরি লেখাইয়া লইতে চান তাঁহাদের ব্যাখ্যায় কল্পনাকে কিছু অধিক পরিমাণে প্রশ্রয় দিতে হইয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের কাল নির্ণয় করিতে কল্পনার আশ্রয় অপরিহার্য একথা অস্বীকার করিব না। কিন্তু কল্পনার অনিয়ত গতিকে যুক্তির বল্গায় সংযত করিতে না পারিলে তাহাকে দিয়া দৌড় যতই করাই না কেন সে যে সর্বদা ইতিহাসের পথ ধরিয়া চলিবে এমন ভরসা নাই। মুকুন্দরামের আবির্ভাব কাল প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত,' আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' এবং সুখময় মুখোপাধ্যায়ের 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের কালক্রম'—এই গ্রন্থগুলি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

॥ ২ ॥

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে এই কাব্যধারার অন্যতম প্রধান কবি দ্বিজমাধবের নাম স্বভাবতই আসিয়া পড়ে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মাধব আচার্য নামে আর একজন খ্যাতিমান কবির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তাঁহার কাব্যকৃতির নাম শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সহিত তাঁহার কোনো সম্পর্ক নাই। তবে মাধবাচার্যের ভণিতায় মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা জাতীয় পুঁথি দুর্লভ নহে। তাহা হইতেই বোঝা যায় শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল কাব্যের গ্রন্থকার ছাড়াও আচার্যোপাধিক এক বা একাধিক মাধব-নামা কবির অস্তিত্ব ছিল। চণ্ডীদাসের ক্ষেত্রে দ্বিজ দীন বড়ু লইয়া এক সময় যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছিল, দ্বিজ ও আচার্য লইয়া মাধবের ক্ষেত্রেও অনুরূপ সমস্যা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর আকারে দেখা দিয়াছিল। চণ্ডীদাস সমস্যা এখনও সম্পূর্ণ সমাহিত হয় নাই, কিন্তু মাধব সমস্যা বোধ হয় মিটিয়া গিয়াছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের যিনি রচয়িতা তিনি মাধব আচার্য

CENTRAL LIBRARY

নহেন, তাঁহার নাম দ্বিজ মাধব। তাঁহার কাব্যের ভণিতায় দ্বিজ মাধব নামই অধিকাংশ স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। মাধব, মাধবানন্দ ও মাধু ভণিতাও পাওয়া যায়। যেমন,—

গণেশের চরণ সরোজ মধু লোভে।
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হইয়া শোভে॥
ম. গী. (মঙ্গলচণ্ডীর গীত, শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য), পৃ ১৮

মাধবানন্দের মন ঐ (তুয়া) রসে অনুক্ষণ
রহু পড়ি তুয়া পদবন্ধে॥ ম. গী., পৃ ১৯ ও পৃ ২৩৪

দুই সৈন্যে বোলাবুলি কেহ নাহি সহে।
শুনিয়া রুষিল প্রচণ্ড মাধবে গায়ে॥ ম. গী., পৃ ৮৪
ভৃঙ্গ হইয়া মাধু দেবীপদ আশ।
সাধুর হৃদয়ে নাম করিল প্রকাশ॥ ম. গী., পৃ ১৭১
হাসে আধ আধ মধুর বোল।
গাহে মাধব কেশ খসি পড়ে ফুল॥ ম. গী., পৃ ১৬৯

দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের একটি সংস্করণ কয়েক বৎসর পূর্বে 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' নামে শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছে। 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' এই নামটি কবি স্বয়ং একবারও ব্যবহার করেন নাই। গ্রন্থমধ্যে 'চণ্ডিকা' সহ অপর্ণা দুর্গা মহেশ্বরী নারায়ণী গৌরী ভগবতী ভবানী পার্বতী এবং সারদার নাম আছে। গ্রন্থকার ভণিতায় স্বীয় কাব্যকে সারদাচরিত ও সারদামঙ্গল বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।[৯] এ অবস্থায় গ্রন্থের নাম সারদামঙ্গল বা সারদাচরিত করিলে বাদ প্রতিবাদের অবকাশ থাকিত না। চণ্ডীমঙ্গল ধারার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া কতকটা নির্বিশেষ ভাবে চণ্ডীমঙ্গল বলিলেও ক্ষতি ছিল না। মুকুন্দরামের অভয়ামঙ্গল চণ্ডীমঙ্গল নামেই পরিচিত হইয়া গিয়াছে। আলোচ্য কাব্যকে ওইভাবে 'দ্বিজমাধবের চণ্ডীমঙ্গল'

---

৯ স্বপ্ন কহিয়া দেবী রথে কৈলা ভর।
দ্বিজ মাধবে গায়ে সারদামঙ্গল॥ ম. গী. পৃ ২৫
ইন্দু বান বিধাতা শক নিজোজিত।
দ্বিজ মাধবে গাএ সারদাচরিত॥ ম. গী. পৃ ৭

CENTRAL LIBRARY

নামে অভিহিত করিলেও চলিত। কিন্তু সম্পাদক স্বেচ্ছাক্রমে নূতন নামকরণ করায় তাঁহাকে সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। অবশ্য সম্পাদক স্বপক্ষে যে সব যুক্তি উত্থাপন করিয়াছেন সেগুলিও উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু যে পক্ষের বক্তব্য যতই প্রবল হউক না কেন বিতর্কের বিষয়টা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া আমরা মনে করি না।

দ্বিজ মাধবের কাব্যরচনার কাল ১৫০১ শকাব্দ অর্থাৎ খ্রী ১৫৭৯। কবিকঙ্কণের কাব্য সমাপ্ত হয় খ্রী ১৫৯৪ হইতে ১৬০৬-এর মধ্যে। দ্বিজ মাধব কবে রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন জানি না কিন্তু মুকুন্দরাম বহু পূর্বেই তাঁহার কাব্যে হাত দিয়াছিলেন। দুই কাব্যের কিছু কিছু অংশ একই কালে রচিত হওয়াও অসম্ভব নহে। উভয় কাব্যের রচনাকালের মধ্যে ব্যবধান থাকিলেও সে ব্যবধান খুবই অল্প।

এবার রচনাস্থানের কথায় আসা যাউক। মুকুন্দরাম যে মেদিনীপুরে রাজা রঘুনাথের আশ্রয়ে বসিয়া তাঁহার কাব্য লিখিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে আর কোনো মতান্তর নাই। কিন্তু মাধবের কাব্য যে কোথায় রচিত হইয়াছিল তাহার কোনো সন্ধান মিলিতেছে না। কবি নিজে সে সম্বন্ধে কোথাও কিছু বলেন নাই, তাঁহার সমসাময়িক অন্য লেখকদের রচনা হইতেও কোনো হদিস পাওয়া যায় নাই।

দ্বিজ মাধবের কাব্যের যত পুঁথি এ-যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার প্রায় সবগুলিই পাওয়া গিয়াছে চট্টগ্রাম বা চট্টগ্রামের সন্নিহিত অঞ্চলে। এই কারণেই কেহ কেহ কবিকে চট্টগ্রাম অঞ্চলের অধিবাসী বলিয়া মনে করেন। কবি যদি চট্টগ্রামের অধিবাসী হন স্বভাবতঃ চট্টগ্রামেই কাব্যটি লিখিত হইবার কথা।

কাহারও কাহারও অনুমান, দ্বিজ মাধবের আদিবাস ছিল পশ্চিমবঙ্গে। কোনো কারণে তাঁহাকে দেশত্যাগ করিয়া পূর্ববঙ্গে চলিয়া যাইতে হয়। সেই কারণে পূর্ববঙ্গেই তাঁহার কাব্যের প্রচলন হইয়াছিল, পশ্চিমবঙ্গে হয় নাই।

উল্লিখিত দুইটি ধারণাই একান্তভাবে অনুমানভিত্তিক। তবে দ্বিতীয় ধারণাটিকেই আমরা অধিকতর সংগত বলিয়া মনে করি। ইহার এক কারণ, দ্বিজ মাধবের আত্মবিবরণীতে যে সকল স্থান-নামের উল্লেখ আছে তাহার একটিও পূর্ববঙ্গীয় নহে; আত্মবিবরণীতে কবি

CENTRAL LIBRARY

পঞ্চগৌড়, সপ্তদ্বীপ এবং ত্রিবেণীর নাম করিয়াছেন। অন্য কারণও আছে। ফুল্লরা-কালকেতুর চরিত্রের মধ্য দিয়া যে ব্যাধজাতির পরিচয় পাওয়া যায় তাহারা পূর্ববঙ্গের মানুষ নয়, বিহার উড়িষ্যা পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত অঞ্চলে তাহাদের অবস্থান। মেদিনীপুর অঞ্চলে চিড়িমার নামধেয় একটি শিকারী সম্প্রদায়ের বাস আছে। মেদিনীপুর শহরে একটি পাড়ার নাম চিড়িমারসাই। এই পাড়া ও পাড়ার নামটি বেশ পুরাতন। এ অঞ্চলে বহু উচ্চশ্রেণীর নাগরিকের বাস, কিন্তু একটি অপরিসর বস্তিতে চিড়িমার সম্প্রদায়ের কয়েকটি পরিবার এখনও বাস করিতেছে। তাহাদের প্রধান বৃত্তি ছিল পাখীশিকার। এখনও দুই চারি জনের পুরাতন বৃত্তি বজায় আছে, তবে অধিকাংশই বৃত্ত্যন্তর গ্রহণ করিয়াছে। চিড়িমার সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকেরা পসরা সাজাইয়া বাজারে বাঘের নখ, ময়ূরের পালক, শজারুর কাঁটা, গিলা বীজ প্রভৃতি বিচিত্র জিনিস বিক্রয় করে। ইহারা পসরা করিয়া হাটে মাংস বিক্রয় করে না বটে, কিন্তু পুরুষেরা অনেকেই ছাগমাংস বিক্রেতার বৃত্তি ধরিয়াছে। ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্বেও কাঁসাই নদীর চরে ধোকার টাটির আড়ালে বসিয়া ইহাদের বালিহাঁস শিকার করিতে দেখা যাইত। কবিকঙ্কণ যাহাদের দেখিয়া কালকেতু-ফুল্লরার সংসার আঁকিয়াছিলেন ইহারা নিশ্চয় তাহাদেরই সগোত্র, তাহাদেরই বংশধর। দ্বিজমাধবও ইহাদের দেখিয়া থাকিতে পারেন। তাঁহার অঙ্কিত ফুল্লরা-চরিত্র কবিকঙ্কণের ফুল্লরা অপেক্ষা কিছুটা নিষ্প্রভ হইলেও নিতান্ত অবাস্তব হয় নাই।

এ-কথা অবশ্যই সত্য যে কালকেতু-ফুল্লরার উপাখ্যান মুকুন্দরাম, মাধবানন্দ এমনকি মাণিক দত্তেরও উদ্ভাবিত নহে। এ কাহিনী তাঁহাদেরও কালের বহু পূর্ব হইতে প্রচলিত ছিল। বৃহদ্ধর্ম-পুরাণের এই শ্লোকটিকে কালকেতু কাহিনীর প্রাচীনতম উৎস বলিয়া মনে করা হয়।

ত্বং কালকেতুবরদাচ্ছলগোধিকাসি
যা ত্বং শুভা ভবসি মঙ্গলচণ্ডিকাখ্যা।
শ্রীশালবাহননৃপাদ্ বণিজঃ সসূনো
রক্ষেঽম্বুজে করিচয়ং গ্রসতী বমন্তী।

উত্তরখণ্ড, ১৬।৪৫, বঙ্গবাসী সং পৃ ৩৫৩।

BENGALI MANUSCRIPT LIBRARY UNIVERSITY

CENTRAL LIBRARY

তবে এ শ্লোকটির প্রাচীনতা অথবা প্রামাণিকতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যাইতেছে না। একে তো বৃহদ্ধর্ম-পুরাণটিই খুব অর্বাচীন, তাহার উপর বৃহদ্ধর্ম-পুরাণেরও সকল পুঁথিতে শ্লোকটি পাওয়া যায় না।

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তন্ত্রসার পুস্তকে 'বিশ্বসার তন্ত্র' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইতে যে সকল কবচ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার দুইটির প্রসঙ্গে আখেটক উপাখ্যানের কথা আছে। বলা হইয়াছে, সরস্বতী ও মহিষ-মর্দিনী কবচ ধারণের পূর্বে তিন দিন ধরিয়া আখেটক উপাখ্যান শ্রবণ করিবে।

দীর্ঘকাল পূর্ব হইতে প্রচলিত কালকেতু উপাখ্যানকে মুকুন্দরাম এবং দ্বিজ মাধব স্ব স্ব প্রতিভা ও প্রবণতা অনুসারে নব সাজে সজ্জিত করিয়াছেন। এই সজ্জীকরণেই তাঁহাদের কৃতিত্ব। কবিকঙ্কণ ব্যাধ-পরিবারের যে ছবি আঁকিয়াছেন তাহা অতিশয় বাস্তবানুগ হইয়াছে, যাঁহাদের কথা বলিয়াছেন তাহাদের তিনি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। দ্বিজ মাধবের বর্ণনশক্তি মুকুন্দরামের তুলনায় ন্যূন, তবে তাঁহার রচনাতেও বাস্তবানুগামিতার নিদর্শন বিরল নহে। তাঁহার বর্ণনা অনেক স্থলেই সংক্ষিপ্ত এবং ঋজু সে বর্ণনা কাব্যপাঠকের প্রত্যাশা সর্বতোভাবে পূর্ণ করে না। তথাপি মনে হয় কালকেতু ফুল্লরা যে সম্প্রদায়ের মানুষ তাহাদের সহিত দ্বিজমাধবেরও প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকিতে পারে। এমন কি মুকুন্দরাম ও দ্বিজমাধবের একই অঞ্চলের অধিবাসী হওয়াও অসম্ভব নহে। মনে হয় মেদিনীপুর, বর্ধমান বা তৎসন্নিহিত কোনো অঞ্চল মাধবানন্দের আদি বাসস্থান ছিল এবং দেশে বসিয়াই তিনি গ্রন্থ রচনা সম্পূর্ণ করেন। তাহার পর কোনো কারণে তাঁহাকে পূর্বদেশে যাত্রা করিতে হয়, তখন রচিত কাব্যখানি তিনি সঙ্গে লইয়া যান।

গ্রন্থখানির লেখক যে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী. তাহার একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ ধনপতির কাহিনীতে বাঙ্গাল মাঝিদের দুর্দশার বর্ণনা।

বাপৈ বাপৈ কান্দে বাঙ্গাল ভাইয়ারে।
আর কি লইয়া যাইব পাটনেরে।

এই ছত্রগুলি কবিকঙ্কণের নাবিকদিগের রোদন স্মরণ করাইয়া দেয়:

CENTRAL LIBRARY

(১৭) ms 8/8

রচনা করিয়াছেন। একই বীজ—কালকেতু ও শ্রীমন্ত। সেই বীজ মুকুন্দরামের প্রতিভারস-সিঞ্চিত হইয়া যে বিরাট কাব্যবিটপীতে পরিণত হইয়াছে আর কোনো চণ্ডীকাব্য তাহার কাছাকাছি যাইতে পারে নাই। আখ্যানসূত্রটির জন্য পুচ্ছগ্রাহী বলিতে হয় বলুন কিন্তু এই কথাটি অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে যে আখ্যানের ওই ক্ষীণ সূত্রটিই তাঁহার কবিযশের একমাত্র অবলম্বন নয়।

মাধবের কবিত্ব ছিল। কিন্তু মুকুন্দরামের মত সর্বত্রসঞ্চারী দৃষ্টি তিনি কোথায় পাইবেন? তাঁহার বর্ণনা নিতান্তই সংক্ষিপ্ত। মুকুন্দরামের সঙ্গে মিলাইয়া পড়িলে মনে হইবে দ্বিজমাধবের কাব্য কবিকঙ্কণের সংক্ষিপ্তসার।

খুল্লনার জন্ম হইতে যৌবনে পৌঁছিতে মাধব ছয়টি ছত্রের অধিক ব্যয় করা বাহুল্যবোধ করিয়াছেন :—

দশমাসে দশদিনে কন্যা প্রসবিল।
দেখিয়া সুন্দরী কন্যা জয়াকার দিল॥
ত্রৈলোক্যসুন্দরী কন্যা কি দিব তুলনা।
সভার কনিষ্ঠ দেখি নাম থুইল খুল্লনা॥
দিনে দিনে বাড়ে তবে খুল্লনা যুবতী।
দ্বিজমাধবে গায়ে বন্দিয়া পার্বতী॥

MANUSCRIPT LIBRARY UNIVERSITY CALCUTTA

আর মুকুন্দরাম পয়ারে ত্রিপদীতে অন্ততঃ পঞ্চাশ পংক্তির প্রতিমা রচনা করিয়াও খুশী হইতে পারেন নাই। তাই রম্ভাবতীর চিন্তার (পৃ ১০) সূত্র ধরিয়া বর্ণনার যেটুকু বাকী ছিল সেটুকু পূরণ করিয়া বলিয়াছেন :—

আমার খুল্লনা ঝিয়ে আন্ধারের বাতি॥
খুল্লনার রূপে নাহি দিবার তুলনা।
ঝাঁপিয়া রবির রথ রহায় খুল্লনা॥

শ্রীমন্তের জন্ম হইতে বিদ্যারম্ভ পর্যন্ত বর্ণনা করিতে মাধবের আশী ছত্রও লাগে নাই। মুকুন্দরামের প্রয়োজন হইয়াছে আড়াই-শ ছত্র। জন্মকাল হইতে কবি জাতকের সঙ্গ ছাড়েন নাই। খুল্লনার কাছে কাছে থাকিয়া তিনি শ্রীমন্তের হাসি কান্নার ভাগ লইয়াছেন। শ্রীমন্ত যখন জননীর অঙ্কে ঘুমাইয়া দেয়ালা করে কবি তাহাকে স্নেহ করে

CENTRAL LIBRARY

স্পর্শ করিয়া যান। দোলনায় শয়ান শিশু যখন কাঁদিয়া উঠে তখন তিনি অদৃশ্য হস্তে দোল দিতে থাকেন। হাস্যমুখে দন্তমুকুল দুইটি বিকশিত করিয়া শিশু যখন চলি চলি পা পা করিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করে তখন কবিও লহনা খুল্লনার সহিত করতালি দিতে দিতে 'আনন্দরসে' ভাসেন। আর লহনা খুল্লনা বা দুর্বলা কাছে না থাকিলে কবি স্বয়ং ঘুমপাড়ানী গান রচনা করিয়া গুন গুন করিয়া গাহেন :—

আয়রে বাছা আয়রে আয়।
কি লাগী কান্দ কি ধন চায়॥

দ্বিজমাধব বাহির হইতে যতটুকু দেখা যায় ততটুকু দেখিয়াছেন, অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন নাই। করিলে তাঁহার মুখেও ছেলেভুলান ছড়ার দুই চারি ছত্র শুনিতে পাইতাম।)

জনার্দনের পাঠশালায় শ্রীমন্তের শিক্ষাগ্রহণ প্রসঙ্গ দ্বিজমাধবের কাব্যে স্বল্পকথায় বর্ণিত হইয়াছে :—

ক-বর্গ যে পঞ্চাক্ষর লেখি দিল ক্ষিতিতল
প্রতি অক্ষর জানায়ে জনার্দন।
চ-বর্গ ট-বর্গ যথ পড়িলেক শ্রীমন্ত
অন্তস্থয়ে প্রবেশিল মন॥
ক্য ক্র ক্ক আদি ক্ষ ক্ষ্ম অবধি
রেফযুক্ত পড়ে যথ ফলা।
ক্র ক্ল আঙ্ক আঙ্ক অং পড়ে সিদ্ধি শেষে
বানানে পারগ হইল বালা॥
পূজা করি সরস্বতী আরম্ভ করিল পুথি
জানিবারে সন্ধির প্রকার।
সূত্র সন্ধি করিয়া সুসম পন্থেতে গিয়া
শব্দ সন্ধি জানিল অপার॥
চণ্ডিকার ব্রত হেতু পড়িল সকল ধাতু
দীপিকায়ে জানিল কারণ।
ষত্ব ণত্ব জ্ঞান হয়ে সংস্কৃতে কথা কহে
পারগ হইল ব্যাকরণ॥

মুকুন্দরামের শ্রীমন্ত এত অল্পে নিষ্কৃতি পায় নাই। তিনি বর্ণিত

CENTRAL LIBRARY

নন্দনকে আঠারফলা হইতে আরম্ভ করাইয়াছেন বটে কিন্তু সর্বশাস্ত্র-বিশারদ না করিয়া ছাড়েন নাই। কবিকঙ্কণের শ্রীমন্ত যে সব গ্রন্থ পাঠ করিয়াছে তাহার তালিকাটি সুবৃহৎ। তাহার মধ্যে কাব্য আছে, নাটক আছে, ব্যাকরণ আছে ; ন্যায়, স্মৃতি, জ্যোতিষ, এমন কি বৈদ্যকশাস্ত্র পর্যন্ত কিছুই বাদ যায় নাই। এই তালিকা হইতে সেদিনকার বাংলা দেশের উচ্চতর শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির কতকটা আভাস পাওয়া যায়।

চণ্ডীমঙ্গল এবং মঙ্গলচণ্ডীর গীত উভয়ত্রই শ্রীমন্তের প্রতি জনার্দনের কটুভাষণের কথা আছে। জনার্দনের ক্রোধের কারণ কি ? দ্বিজমাধব যে কারণ দেখাইয়াছেন তাহা অতিশয় অকিঞ্চিৎকর, বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

নিত্য নিত্য পড়েরে কুমার শ্রীয়পতি।
হাস্য পরিহাস করে সখার সঙ্গতি ॥
ক্ষুধাতুর হৈছে বিপ্র করি উপবাস।
শ্রীমন্তের হাস্যে ক্রোধ করিল প্রকাশ ॥

মুকুন্দরামের প্রদর্শিত কারণ অনেক বেশী বিশ্বাসযোগ্য। কারণ দর্শাইতে গিয়া তিনি যে গল্পটি ফাঁদিয়াছেন তাহার মধ্যে কৌতুকের যথেষ্ট উপকরণ আছে। জনার্দন ওঝার চরিত্রচিত্রটি সম্পূর্ণ করিবার জন্য এই সকৌতুক উপাখ্যানের প্রয়োজনও ছিল।

শাস্ত্রবিচারের জন্য সেকালে পণ্ডিতসভা আহূত হইত। বিত্তশালী ভূম্যধিকারিগণ এইরূপ সভা আহ্বান করিয়া পণ্ডিত সম্প্রদায়কে একত্র সম্মিলিত করিতেন এবং তাঁহাদের বিদ্যাবত্তা দেখিয়া তাঁহাদের পুরস্কৃত করিতেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতগণ তর্কযুদ্ধে প্রতিস্পর্ধীদের আহ্বান করিয়া দেশে দেশে ঘুরিতেন ইতিহাসে তাহারও সাক্ষ্য আছে। মুকুন্দরাম সেরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহা বুঝা যায়। তাঁহার কাব্যে সেরূপ তর্কযুদ্ধ প্রদর্শনের সুযোগ ছিল না কিন্তু সে অভিজ্ঞতাকে তিনি ব্যর্থ হইতে দেন নাই। গুরুশিষ্যের কলহে তাহারই একটা ক্ষুদ্রাকার প্রতিরূপ অঙ্কন করিয়াছেন।

শ্রীপতি সকল ছাত্রের সম্মুখে পূর্বপক্ষ করিয়া বসিল। রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীর সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে প্রশ্নের বিষয়গুলি

CENTRAL LIBRARY

তাঁহাদের আদৌ অপরিজ্ঞাত নয়। কবি জানেন তাঁহার মঙ্গলগানের শ্রোতারা পল্লীবাংলার জনসাধারণ, ওই পৌরাণিক প্রশ্নগুলি শুনিয়া কৌতূহল বোধ করিবে এবং ওই সব প্রশ্নের মোটামুটি সংগত উত্তর দিতে পরিবে শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে এমন লোকেরও অভাব হইবে না। আমাদের বাল্যকালে কবির গানে এইরূপ পৌরাণিক বিতর্ক অনেক শুনিয়াছি। কবির গানের উতর চাপানে যে সেকালের ওই জাতীয় পৌরাণিক তর্কযুদ্ধের প্রভাব পড়িয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রোতার মনে কৌতুকমিশ্রিত উত্তেজনা উদ্রেকের পক্ষে এগুলির উপযোগিতা অপরিমেয়। সামাজিক ও শাস্ত্রীয় বিধিবিধান এবং রীতিনীতির মধ্যে যে সকল বিরোধ বৈষম্য সর্বদাই চোখে পড়ে তাহাই হইল শ্রীমন্ত জিজ্ঞাসিত সমস্যাগুলির মূল। এ সমস্যা দ্বিজ মাধবেরও অজ্ঞাত নয়। ইহা অবলম্বন করিয়া গুরুশিষ্যের দ্বন্দ্ব তিনিও অঙ্কন করিতে পারিতেন কিন্তু তিনি আর মূল কাহিনীর সহিত গৌণ কাহিনীর সংযোজন আবশ্যক বোধ করেন নাই। এই গৌণ কাহিনী কবিকঙ্কণের কাব্যে অবান্তর সংযোগ নয়। গুরুর গালির সংগতি স্থাপনের জন্য ইহার প্রয়োজন ছিল। তাহা ছাড়াও, গুরুশিষ্যে বিবাদ বাধাইয়া কবি যে নাটকীয়তার সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার ফলে তাঁহার কাব্য অনেক রসসমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

জনার্দনের কটুবাক্যে শ্রীমন্তের মর্মবেদনা উভয় কাব্যেই বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু খুল্লনা কর্তৃক শ্রীমন্তের অন্বেষণ এবং সেই প্রসঙ্গে সপত্নী চরিত্র সম্বন্ধে লহনার উদ্দেশ্যমূলক ইঙ্গিত প্রভৃতির বর্ণনায় উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিস্তর। কবিকঙ্কণের লহনা শ্রীমন্তকে শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছিল কিন্তু সপত্নীকে সেকথা বলে নাই।

জানিতে না বলে বাঁজি সতিনের বাদে।
বাঁজি চারি পাঁচ নিয়া কন মন সাধে॥
আর সুন্যাছ খুল্লনা আছেন ভাল নাটে।
ঘরের পুত্র ঘরে আছে চাহে গোলাহাটে॥

'বাঁজি চারি পাঁচ' লইয়া সপত্নী বিদ্বেষ প্রচারের সুযোগে মুকুন্দরাম বঙ্গীয় পল্লীসমাজের একাংশের যে বাস্তব দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন তাহা অতুলনীয়।

০৪০ BCU 1048

CENTRAL LIBRARY

দ্বিজমাধবের লহনা শ্রীমন্ত যে ঘরে আছে সে কথা জানিত না। খুল্লনার দুঃখে দুঃখিত হইয়া প্রতিবেশিনীরাও শ্রীমন্তকে খুঁজিতে লাগিল। কেহ কেহ আসিয়া লহনাকেও শ্রীমন্তের কথা জিজ্ঞাসা করিল।

এথা পাড়া পড়শীয়ে লহনারে কহে।
কথাকারে গেল তোহ্মার সতিনী তনয়ে॥
লহনায়ে বোলে তোর লজ্জা নাহি গায়ে।
কথা গিয়া মৈল ছিরা কেবা জানে তায়ে॥

শ্রীমন্ত ঘরের মধ্য হইতে বিমাতার কথা শুনিয়া বাহির হইয়া আসিলে লহনা একটু অপ্রস্তুত হইল।

বাহির হইল সাধু করে ঝারি লইয়া।
মৃত্যুকল্প হইল রামা ছিরারে দেখিয়া॥
অধোমুখে লহনায়ে করিল গমন।
খুল্লনার বিদ্যমানে দিল দরশন॥

লহনার লজ্জিত হইয়া এই অধোমুখে গমনের চিত্রটি মাধবের হাতে ভালই ফুটিয়াছে। কিন্তু এই অপ্রতিভতার পর মুহূর্তেই খুল্লনার নিকট গিয়া তাহার প্রতি ভর্ৎসনাটা সমুচিত হয় নাই, ভর্ৎসনাটা ভাল জমেও নাই। সামনাসামনি গালি দেওয়ার বড় অসুবিধা, একটু সামলাইয়া বলিতে হয়। কিন্তু সমালোচ্য ব্যক্তির আড়ালে সই সাঙ্গাতিনদের কাছে মন খুলিয়া গালি দিবার বাধা নাই। এই গ্রন্থের 'লহনার বিদ্রূপ' অধ্যায়ের সহিত দ্বিজমাধবের 'খুল্লনাকে লহনার ভর্ৎসনা' অধ্যায়টি (মঙ্গলচণ্ডীর গীত, পৃ ২২০) মিলাইয়া দেখিলেই এই উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধ হইবে।

শ্রীমন্ত সিংহল হইতে উজানীতে প্রত্যাবর্তন করিবার সংকল্প প্রকাশ করিলে রাজপরিবারের উপর দুশ্চিন্তার কৃষ্ণ ছায়া নামিয়া আসিল। জামাতাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য উপদেশ পরামর্শ অনুরোধ উপরোধ ছলনা চাতুরীর অন্ত রহিল না। দ্বিজমাধব একটি ছোটখাট বার-মাসীর উপর বরাত দিয়াই একরকম কাজ সারিয়াছেন।

শাশুড়ী ঠাকুরাণী জামাতাকে একবার বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু কন্যার আসন্ন বিয়োগের আশঙ্কায় তিনি ধৈর্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই। দুই চারিটি ছত্রেই তাঁহার বক্তব্য শেষ হইয়াছে।

GS 2482

CENTRAL LIBRARY

অনুনয় করিতে গিয়া জামাতাকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছেন :—

দুঃখিত হইল রামা কন্যার যে ভাষে।
মনুষ্য পাঠাইয়া রামা আনাইল বিশেষে ॥
অথান্তরে কহে কথা শুনহে জামাই।
এত উগ্র হও কেনে যাইতে মায়ের ঠাই ॥
শ্রীয়মন্তে বোলে মাও মরিবেন শোকে।
তবে ত বিনাশ ধর্ম কি বলিবে লোকে ॥
রাণী বোলে শ্রীয়মন্ত উজানীয়া শঠ।
বালা নিতে চাহ মোর করি ছটফট ॥
আহ্মারা হইলাম দুষ্ট তোহ্মারা সুজন।
ধনবিত্ত নিয়া চাহে বধিতে জীবন ॥

রাণীর নিকট হইতে শ্রীমন্ত সোজা রাজার কাছে আসিয়া গৃহে ফিরিবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। উত্তরে

ভূপতি বলেন বাপ ঘুচাও সন্তাপ
সিংহলেতে স্থির হও তুহ্মি।
উজানী নগরে পাঠাইব রায়বারে
আনাইব তোহ্মার জননী ॥
দাঁড়াইয়া রাজার পাশে কহে সাধু গলবাসে
এ তোমার উচিত ধর্ম নহে।
দ্বিজ মাধবে বোলে দেবীপদকমলে
যাব দেশে প্রাণ মোর দহে ॥

ইহার পরেই

সাধুর গমন রাজা নিশ্চয় জানিয়া।
বিদায় দিলেন তানে বহু রত্ন দিয়া ॥

মুকুন্দরামের পাটরাণী নিজে জামাতার সহিত দেখা করেন নাই। কিছুকাল আগেও বাংলা দেশের শাশুড়ীরা জামাতার সম্মুখে বাহির হইতেন না। (কবিকঙ্কণের সিংহলের সহিত সিংহলের যে কোনো সম্পর্ক নাই তাহা বলাই বাহুল্য।)

জামাতা রাখিতে মনে উপায় চিন্তিয়া।
সেয়ান কুটিলা নামে আনে ডাক দিয়া ॥

CENTRAL LIBRARY

আমার বচনে তুমি কহ গিয়া তথা।
সিংহল ছাড়ি যেন না যায় জামাতা॥

দাসীটি চালাক চতুর, কথাবার্তা গুছাইয়া বলিতে জানে। রাণী যাহা বলিতে বলিয়াছেন সে তাহার দ্বিগুণ করিয়া বলিল। রাণী "কপাটের আড়ে থাকিয়া" সব শুনিলেন। দাসী বলিল, নয় দিন ঘর হইতে বাহির হওয়া চলিবে না। শ্রীমন্ত উত্তর করিল, উজানী যাইবার জন্য যাত্রা করিয়া বসিয়া আছি। "বাহির হৈতে কিবা দোষ বলিলে সে জানি।" সেয়ান দাসী জবাব দিল,—শালিবাহনের বংশে এই রীতি, বিবাহের পর নয় দিন রৌদ্র দেখা নিষেধ। শ্রীমন্ত হটিবার পাত্র নয়। সে বলিল আমাদের রীতি আবার উলটা, আমরা "ভানু দরশন বিনে" ভোজনই করি না। সেয়ান দাসী অপ্রতিভ না হইয়া আর এক বিধান আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। বলিল,—শালিবাহনের বংশে নিয়ম আছে বিবাহের পর এক বৎসর নদী পার হইতে নাই। শ্রীমন্ত আর বিতর্ক বাড়াইল না। এবার সে স্পষ্টই বলিয়া বসিল,—"জননী স্মরণে চিত্ত হৈল উচাটন", গৃহে ফিরিতেই হইবে, নিষেধ করিও না। ইহার পর শাশুড়ীর জবানিতে দাসীর সহিত দুই চারিটা কথা কাটাকাটিও হইল। দাসী ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া গেলে শেষ পর্যন্ত রাজা স্বয়ং আসিয়া জামাতাকে অনেক বুঝাইলেন। বলিলেন "বিলম্ব না কর যদি থাক দুই মাস।" তাহাতেও অটল রহিলে রাজা মিষ্ট কথায় ধনরত্নের লোভ দেখাইলেন। এতক্ষণ শ্রীমন্তের ব্যবহারে দৃঢ়তা থাকিলেও ঔদ্ধত্য বা অবিনয় ছিল না। কিন্তু ধনরত্নের কথায় তাহার আত্ম-মর্যাদায় আঘাত লাগিল। শ্রীমন্ত বলিল,—ধনরত্নের অভাব আমার নাই, "আমার ভাণ্ডারে আছে পরশ পাথর"। জামাতার এত অহংকার রাজার সহ্য হইল না। তিনিও একটু ক্রোধভরেই বলিলেন,—যাহার ভাণ্ডারে পরশ পাথর আছে সে আবার দেশ ছাড়িয়া সিংহলে আসে কিসের জন্য? শ্রীমন্ত ক্রোধের জবাবে ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া ধীর-ভাবে উত্তর দিল,—রাজভাণ্ডারে শঙ্খচন্দন ফুরাইয়া গিয়াছে তাই শঙ্খচন্দন সংগ্রহ করিবার জন্য তাহার দক্ষিণ পাটনে আসা। ধনরত্ন উপার্জন করিবার জন্য সে সিংহলে আসে নাই।

(জামাই শ্বশুরের কথাবার্তা সুশীলা আড়ালে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল।

CENTRAL LIBRARY

বয়সে বালিকা হইলে কি হইবে কবিকঙ্কণ বুদ্ধিতে তাহাকে বেশ প্রবীণা করিয়াই আঁকিয়াছেন। সে বুঝিল স্বামী যখন থাকিবেই না তখন আর কথা বাড়াইয়া লাভ নাই। বাবা যদি রাগের মাথায় জামাইকে দুই একটা কড়া কথা বলিয়া ফেলেন ভবিষ্যতে সেই কথা তুলিয়া শ্বশুরবাড়ির লোক খোঁটা দিতে পারে। তাই পিতাকে থামাইয়া দিয়া বলিল,—আর অনুরোধ উপরোধে কাজ নাই। কারণ, "তোমার যতেক কথা মোরে হবে খোঁটা"। বঙ্গীয় শ্বশুরালয় সম্পর্কে কবির গভীর জ্ঞান বালিকা সুশীলার মুখ দিয়া নিখুঁতভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

দ্বিজমাধবের সুশীলা বারমাসী শুনাইয়াই হাল ছাড়িয়া দিয়া মায়ের কাছে চলিয়া গিয়াছে। নৌকাযাত্রার আগে পর্যন্ত পাঠক আর তাহার দেখা পান নাই।

বিক্রমকেশরীর কন্যা জয়াবতীর সহিত শ্রীমন্তের বিবাহ উভয় কাব্যেই আছে। কিন্তু কবিকঙ্কণ বিবাহ সংঘটনের জন্য একটি নাটকীয় অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছেন,—কমলে কামিনী প্রদর্শনের প্রতিজ্ঞা ও পণবন্ধন। বিক্রমকেশরীর রাজসভায় শ্রীমন্ত ধনপতির কাহিনী সকলে বিশ্বাস করিতে চাহিল না, বিশেষ করিয়া পাত্র দাশরথি এবং পাত্র স্ফুটভাষী সদাগরের সব কাহিনী একেবারে হাসিয়াই উড়াইয়া দিল। স্ফুটভাষী কোনো পাত্রের পিতৃদত্ত নাম নয়, এ নাম নিশ্চয় কবির দেওয়া। স্ফুটভাষী অর্থাৎ ঠোঁটকাটা। সংসারে এমন লোকের অভাব নাই, যাহারা শিষ্টতা সভ্যতা রক্ষা না করিয়া অসংকোচে অপ্রিয় কথা বলিয়া বসে, 'আমার বাপু স্পষ্ট কথা' এই বলিয়া যাহারা বড়াই করিয়া বেড়ায়। রাজসভাও তো মনুষ্যসমাজেরই অন্তর্গত সুতরাং সে স্থলেও এইরকম স্ফুটভাষী পাত্র দুই চারিটি না দেখিবেন কেন?

রাজসভার দৃশ্যে নাটকীয়তা লক্ষ্য করিবার বিষয়। সিংহলের সভায় যাহা পূর্বে দেখিয়াছি এখানে তাহার পুনরাবৃত্তি হইলেও একটা উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব আছে। সিংহল ছিল বিদেশ, আর উজানী স্বদেশ। সিংহলের পাত্র মিত্র অজ্ঞাত অপরিচিত। উজানীর রাজসভাসদ্‌রা ধনপতি শ্রীমন্তকে চেনে এবং তাহারাও ধনপতি শ্রীমন্তের অপরিচিত নয়।

বণিক্‌নন্দনের সৌভাগ্যোদয় তাহাদের ঈর্ষা উদ্রেকের কারণ

CENTRAL LIBRARY

হইয়াছে। কবি গণমানসের চিত্রটি জীবন্ত করিয়া আঁকিয়াছেন। শ্রীমন্ত পিতৃউদ্ধারের কাহিনী সবিস্তারে বিবৃত করিলে "ক্ষণে ক্ষণে হাসে শুনি পাত্র দাশরথি"। রাম ওঝার পুত্র দামোদর বিদ্রূপ করিয়া বলিল "মনিষ্যার তরে রণ করেন ভবানী" এমন কথা তো জীবনে শুনি নাই। স্ফুটভাষী শ্রীমন্তের কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিল। রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—দেবী যাহাকে বিদেশে কৃপা করেন দেশেও না করিবেন কেন? অতএব এইখানে সে "দেখাকু পদ্ম কামিনী বারণ"।

অপ্রত্যয়ের ইঙ্গিতটি অস্পষ্ট নয়। রাজার মনে প্রথমে সন্দেহের উদ্রেক হয় নাই কিন্তু সমালোচকদের কথায় তাঁহারও চৈতন্য হইল। তিনি স্ফুটভাষীর প্রস্তাবে সায় দিলেন। বলিলেন, "এই কথা সত্য হইলে দিব জয়াবতী।"

কাহিনীর চমৎকারিত্ব সৃষ্টির জন্য এই রাজপ্রতিজ্ঞার প্রয়োজন ছিল। দ্বিজমাধবে পণপ্রতিজ্ঞার কিছুই নাই। রাজসভায় শ্রীমন্ত বচনে অবিশ্বাসপরায়ণ দাশরথি পাত্রের দেখা পাই না। 'রাম ওঝার বেটা' দামোদর ওঝাও সেখানে অনুপস্থিত। আর স্ফুটভাষী পাত্রটিকেও বিক্রমকেশরীর রাজসভার রাজকীয়তা বৃদ্ধির জন্য উপস্থাপিত করা হয় নাই। বস্তুতঃ মুকুন্দরাম তরুণ বয়সে সেই যে দামুন্যা ত্যাগ করিয়াছিলেন তাহার পর হইতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অর্ধ শতাব্দী কাল অনতিবৃহৎ একটি রাজসভায় অবস্থান করিয়া পাত্র মিত্রাদির চরিত্র সম্বন্ধে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্জাত জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার কাব্যে সেই জ্ঞানকে তিনি পুরাপুরি কাজে লাগাইয়াছেন। দ্বিজ মাধব সে সুযোগ পান নাই, আর সে শক্তিও তাঁহার ছিল না। দ্বিজ মাধবের বিক্রমকেশরী কমলে কামিনীর বিবরণ শুনিলেন ধনপতির মুখে—অতিশয় সংক্ষিপ্ত সে বিবরণ।

ভূপতিয়ে বোলে শুন সাধুর নন্দন।
পাটনে বিলম্ব তোমার হইল কি কারণ॥
দৈবহেতু কমল দেখিনু কালীদয়ে।
তত্ত্ব না জানিয়া জানাইলু নৃপরায়ে॥
কাণ্ডারে না দিল সাক্ষী রাজার গোচর।
বার বৎসর বন্দী আছিলাম কারাঘর॥

CENTRAL LIBRARY

কি কহিমু মহারাজ তোমার গোচরে।
শ্রীমন্ত পুত্রে ছোড়াইল আমারে॥
রাজা দিল কন্যা দান পরম সাদরে।
চৌদ্দ ডিঙ্গা লইয়া রাজা আইলু দেশেরে॥

ইহার অধিক আর কিছু নাই। এমন কি কমলে কামিনীর বিবরণটাও অসম্পূর্ণ। "দৈবহেতু কমল দেখিলু কালীদয়ে।" কমল মাত্র আছে, কামিনী এবং কুঞ্জরের নামটাও নাই। কাব্যের প্রয়োজন তো দূরের কথা তথ্যের দাবিটাও দ্বিজ মাধব মানিতে চান না।

বাগ্‌বিষয়ে কবির এই কৃপণতা পাঠকের প্রীতিপ্রদ না হইলেও বিক্রমকেশরী বা তাঁহার পঞ্চপাত্রকে কিছুমাত্র বিচলিত হইতে দেখা গেল না। রাজা পাত্রগণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন শ্রীমন্তকে কোন্ দান দিয়া তুষ্ট করা যায়? পঞ্চপাত্র উত্তরটি জিহ্বাগ্রে লইয়া বসিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন :—

জামাতা করহ সাধু কন্যা বিভা দিয়া।

পঞ্চপাত্রের পরামর্শ মত রাজা শ্রীমন্তকে কন্যা দান করিতে উদ্‌যোগী হইলেন। বিবাহের আয়োজনের রূপরেখাটুকু দিয়াই দ্বিজ মাধব কার্য সমাধা করিয়াছেন। বিবাহযাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া বরকন্যার প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত তাঁহার ত্রিশ ছত্রের অধিক ব্যয় হয় নাই।

সপত্নীর চরিত্র বর্ণনায় মুকুন্দরামের কৃতিত্ব লক্ষণীয়। অনেকে অনুমান করেন কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এক্ষেত্রে কাজে লাগিয়াছে। "চক্রবর্তী ঠাকুরে"র সংসার দুই ঠাকুরাণীর অধিকারভুক্ত ছিল কিনা তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। তবে এটুকু নিঃসংশয়ে বলা যায় বিধাতা তাঁহাকে যে প্রতিভা ও পর্যবেক্ষণ শক্তি দিয়া পাঠাইয়াছিলেন কাব্যরচনার পক্ষে তাহা অপ্রচুর ছিল না। স্বগৃহে সপত্নীর অভিজ্ঞতা না ঘটিলেও সপত্নী-সোহাগ বা -কোন্দল বর্ণনার জন্য তাঁহাকে চিন্তা করিতে হইত না। তাঁহার সদা জাগ্রত মন, সর্বত্রসঞ্চারী দৃষ্টি ও সর্বতোগামী কল্পনা তাঁহাকে প্রাচীন কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসনে আসীন করিয়া রাখিয়াছে।

দ্বিজ মাধবের শ্রীমন্ত জয়াকে বিবাহ করিবার পূর্বেই তাহার সংবাদটা সুশীলাকে দিয়াছে।—

CENTRAL LIBRARY

শ্রীমন্তে বোলে প্রিয়া সুশীলা রূপসী।
জয়ারে করিলে বিহা হইব তোমার দাসী॥

সুশীলার মনে এই বাক্যে কি প্রতিক্রিয়া জন্মিল?

সুশীলায়ে বোলে প্রভু বচন অনিত্য।
রাজকন্যা হৈয়া কেন খাটিব দাসীত্ব॥

সুশীলার মুখে ইহার অধিক আর একটি কথাও শুনিতে পাই না। দুই সপত্নীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকিলেও যে-কোনো কবি এই অবস্থাটির সুযোগ না লইয়া ছাড়িতেন না। সপত্নী আগমন আসন্ন জানিয়া কোনো রমণীই চুপ করিয়া থাকে না। কিন্তু দ্বিজ মাধবের গল্প জমাইবার আগ্রহ মাত্র নাই। মুকুন্দরামের শ্রীমন্ত বুদ্ধিমান্। সুশীলাকে আগে খবর দেয় নাই। বরকন্যা গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলে সুশীলা বুঝিতে পারিল স্বামীর প্রেমের উপর তাহার যে অসপত্ন অধিকার ছিল তাহাতে ভাঙ্গন ধরিয়াছে, সে কাঁদিয়া কাটিয়া স্বামীকে গালি দিয়া একশেষ করিল।

খুল্লনার বিবাহের সময়েও দ্বিজ মাধবের লহনা ত্রিপদীর কয়েক ছত্রে বিলাপের নিয়মটুকু রক্ষা করিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

ধনপতি বোলে বামা শুন রে উত্তর।
এ ঘর বসতি প্রিয়া সকল তোমার॥

লহনার মুখে এই উত্তরের প্রত্যুত্তর শুনি নাই। বুঝিতে হইবে ইহাতেই সে প্রবোধ মানিয়াছে। কারণ, পরের ছত্রেই আছে—

রমণীরে প্রবোধিয়া সাধু ধনপতি।
ইছানীতে সমাচার দিল শীঘ্রগতি॥

অর্থাৎ বিবাহের ব্যবস্থা চলুক, চিন্তার আর কারণ নাই।

মুকুন্দরাম জানিতেন রমণীর মন অত সহজে ভোলানো যায় না। তাই তাঁহাকে অনেক আয়োজন করিতে হইয়াছে, যাহার নামান্তর হইল 'কপট প্রবন্ধ'।

ইঙ্গিত বুঝিলা সাধু তার অভিমান।
কপট প্রবন্ধ করি জায়ারে বুঝান॥

মনুষ্যজাতির ইতিহাসের অনেকখানি জুড়িয়া আছে এই কপট প্রবন্ধের উপাখ্যান এবং কাব্যে উপন্যাসে তাহার লিখিত দলিলেরও অভাব

CENTRAL LIBRARY

নাই। মুকুন্দরাম কাব্যের এমন একটা মূল্যবান উপকরণ কি উপেক্ষা করিতে পারেন? 'লহনাকে প্রবোধদান' শীর্ষক অধ্যায়টি (পৃ ২৭) এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। লহনার স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের জন্য ধনপতির কি দুশ্চিন্তা!—স্নান করিয়া মাথায় চিরুনি দাও না চুলে রোদ লাগিতে পায় না, মাথায় জল বসিয়া যায়; সারাদিন রন্ধনালয়ে থাকিয়া সোনার অঙ্গ কালি হইয়া গেল ইত্যাদি। অতএব

তোমার খুড়ার কন্যা খুল্লনা রূপসী।
রন্ধনের তরে তারে কিন্যা দিব দাসী॥ ইত্যাদি

মিষ্ট কথায় অর্ধেক কাজ হইল। যেটুকু বাকী রহিল সেটুকু সম্পূর্ণ করিতেও বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। লহনার সন্তোষ সাধনের জন্য কবি ধনপতির হাত দিয়া যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করাইয়াছেন তাহার প্যাটার্নটা খুবই পুরাতন। মানব সভ্যতার আদিকাল হইতে শুরু করিয়া আজ পর্যন্ত মানিনীপ্রিয়ার মানভঞ্জনের জন্য পুরুষজাতি অল্পবিস্তর সেই একই পন্থা অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। নারীজাতির অলংকারপ্রিয়তা সম্বন্ধে কবি হয়তো একটু নিষ্ঠুর হইয়াছেন, কিন্তু উপায় কি? নারীচরিত্র সমালোচনার ভার যতদিন পুরুষকবির হাতে থাকিবে ততদিন এ অপ্রিয় সত্য সহ্য করিতেই হইবে।

॥ ৪ ॥

একই পাঠের একাধিক পাঠান্তরের বিদ্যমানতা প্রাচীন সাহিত্যের গবেষকদের পক্ষে একটি দুর্লঙ্ঘ্য সমস্যা। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে গ্রন্থের জনপ্রিয়তা যত বেশী সে গ্রন্থের পাঠান্তরের সংখ্যাও তত অধিক। অবশ্য এই মন্তব্যটি কাব্য সম্বন্ধেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য। জনপ্রিয় কাব্যেরই অধিকসংখ্যায় প্রতিলিপি ও অনুলিপি হয়। লিপিকারগণ আপন আপন অভিরুচিমত পাঠ পরিবর্তন করেন নূতন পাঠ সংযোজন করেন। একই গ্রন্থের কোনো দুইটা প্রতিলিপি কখনো সম্পূর্ণ একরূপ হয় না। স্থান হিসাবে, কাল হিসাবে, ব্যক্তি-

CENTRAL LIBRARY

হিসাবে পাঠের রূপান্তর ঘটে। পুঁথিতে লিখনের স্থান কালের উল্লেখ থাকিলে অনেক সময় ওই পাঠের বৈশিষ্ট্য গ্রন্থরচনার অথবা লিপিকরণের স্থান কাল নির্ণয়ের সহায়ক হয়। যিনি নকল করিয়াছেন তাঁহার ব্যক্তিগত বিদ্যাবুদ্ধি ও মতামত নিরূপণের পক্ষেও ওই পাঠান্তর-সমূহের মূল্য কম নয়। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর দ্বিতীয় খণ্ডের বর্তমান সংস্করণে অনেক পুঁথি ও মুদ্রিত গ্রন্থ হইতে বহুসংখ্যক পাঠান্তর উদ্ধৃত করা হইয়াছে। মূল পুঁথির পাঠ যেখানে অস্পষ্ট অথবা অশুদ্ধ অথবা অপ্রাসঙ্গিক মনে হয় উদ্ধৃত পাঠান্তরগুলি সেখানে সম্ভাব্য সংগত পাঠ নির্ণয়ে সাহায্য করিবে।

পাঠান্তর অনেক রকমের পাওয়া যায়। প্রথমতঃ শব্দের প্রসঙ্গ আলোচনা করি।

বানানের বিভিন্নতা বশতঃ যে রূপ ভেদ তাহাকে পাঠান্তরের পর্যায়ে ফেলা সংগত হইবে না। বেণ্যা, বেন্যা, বাণ্যা, বান্যা, বাণিয়া, বানিয়া—এক শব্দের ছয় রূপ বটে কিন্তু ছয় পাঠ নয়। পুরাতন বাংলায় বানানের নিয়ম শৃঙ্খলার বড়ই অভাব ছিল, সে বিশৃঙ্খলা এখনও দূরীভূত হয় নাই। তবে সে দিকে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি পড়িয়াছে এটুকু আশার কথা। প্রাচীন বাংলায় শব্দের বানানে ই ঈ, উ ঊ, অ য়, আ য়া, ঐকার অই, ঔকার অউ, শ ষ স, য জ প্রভৃতির নির্বিচার ব্যবহার দেখা যায়। বর্তমান গ্রন্থের আদর্শ পুঁথিতে অ-স্থানে ওকারের প্রয়োগ অনেক দেখা যায়। যেমন, লহনা লোহনা, অনুমতি অনুমোতি, প্রণমহ প্রণমোহ, আচমন আচমোন, বন বোন, পণ পোণ, মন মোন ইত্যাদি। অন্ত্য অকার স্থানেও ও-কার ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন,—প্রধানো (পৃ ২০৮) মনজবো (পৃ ১১৫)। অন্ত্য অকার স্থলে ওকার ব্যবহারের একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। অ-কারান্ত শব্দগুলি যে হলন্ত উচ্চারিত হইবে না ইহা বুঝাইয়া দেওয়াই লিপিকারের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। তথাকথিত অশুদ্ধ বানানের মধ্য দিয়া স্বরসঙ্গতির কয়েকটি কৌতুকজনক দৃষ্টান্ত দেখা যায়। যেমন বিহার বেহার (পৃ ১৬৯), জানকী জানুকি (পৃ ১৭৩), দ্বিচারিণী (> দুচারিণী) দোচারিণী, বুনি (<বহিনী <ভগিনী পৃ ১২৪)। আবার বিপরীত ঘটনাও ঘটিয়াছে।

BENGALI LIT UNIVE CAL

CENTRAL LIBRARY

উকার পরে থাকিলে পূর্বের উকারের ওকার হওয়ার কথা নয় কিন্তু মুকুন্দের স্থলে মোকুন্দ এবং মুকুটের স্থলে মোকুট রূপ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। মোকুন্দ আর এক ধাপ অগ্রসর হইয়া মকুন্দ রূপও পরিগ্রহ করিয়াছে। শুদ্ধকে 'সুর্দ্ধ' করিবার চেষ্টায় অনেক স্থলে রেফের অপ-ব্যবহার করা হইয়াছে। দ্রব্য স্থলে দ্রর্ব্ব্য দ্রর্ব্ব, আত্মঘাতী স্থলে আর্ত্তঘাতী, দিব্যাসন স্থলে দির্ব্বাসন, লভ্য স্থলে লর্ভ্য, সব্য স্থলে সর্ব্ব, সত্বর স্থলে সর্ত্বর প্রভৃতি রূপ সর্বদাই দেখা যায়। আবার রেফলোপের দৃষ্টান্তও বিরল নয়। যেমন—কার্য্য স্থলে কাজ্য সূর্য্য স্থলে সুজ্য (পৃ ১৭৬), দর্প স্থলে দপ্প ইত্যাদি। এইগুলি খাঁটি অর্ধতৎসম শব্দের দৃষ্টান্ত।

বানানের নিয়মাভাব এবং লেখকের অমনোযোগ ও ঔদাসীন্যবশতঃ শব্দের যে রূপান্তর ঘটে তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্য ঘাঁটিলে এইরূপ যথেচ্ছ বানানের অজস্র উদাহরণ মিলিবে। কিন্তু পুঁথি নকল করিতে করিতে লিপিকারের হাতে শব্দ, বাক্য ও বাক্যাংশের যে বিচিত্র পরিবর্তন ঘটে তাহার প্রকৃতি স্বতন্ত্র। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় প্রযোজ্যতার দিক দিয়া কোনোটিই অসংগত মনে হয় না। অসংগত মনে হইলে সেটি লিপিকরের স্বহস্তকৃত বলিয়া বাদ দেওয়া যায়। কিন্তু যেখানে প্রয়োগ সংগতি সম্বন্ধে সংশয় জাগে না সেখানেই বিপদ। উদাহরণ দিয়া বক্তব্যটি বুঝাইবার চেষ্টা করা যাক।

'রত্নমালাকে দেবসভায় আহ্বান' অধ্যায়ের আরম্ভ "ব্রতকথা প্রকাশিতে চণ্ডী কৈল মতি।" অন্যত্র পাঠান্তর "স্ত্রীলোকের পূজা লৈতে চণ্ডী কৈল মতি।" মূল কবি নিশ্চয় দুইটি পাঠই লিখেন নাই —কিন্তু দুইটিরই অর্থ হয়। কালকেতুর প্রসঙ্গ স্মরণ করিলেই 'স্ত্রীলোকের পূজা লৈতে' এই বাক্যাংশের সার্থকতা উপলব্ধ হইবে, নহিলে 'ব্রতকথা প্রকাশিতে' পাঠ ত্রুটিহীন। 'লীলাবতী সন্নিধানে গমন' অধ্যায়ের ২৮ম ছত্র—'দুর্বলার বাক্য শুনি বেয়্যাইল দোড়ি'। অন্যত্র ইহার পাঠান্তর

দুর্বলার ডাকে লীলা আল্য রড়ারড়ি।
দুর্বলার ডাকে লীলা আইস্তে রড়ারড়ি।

অর্থের দিক দিয়া কোনোটিই বর্জনীয় নয়।

CENTRAL LIBRARY

'লহনার প্রতি লীলাবতীর উপদেশ' অধ্যায়ের ৩য়-৪র্থ ছত্র

হাস পরিহাস কপট ধন্ধে।
তস্য স্বামী সেই চিত্তেতে বান্ধে॥

অন্যত্র পাঠান্তর

হাসিয়া পরশে অলবণ রান্ধে।
তথাপি স্বামীরে চিত্তে বান্ধে॥

হাস্য পরিহাস কপট ধন্ধ এবং হাস্য সংমিশ্রিত করিয়া পরিবেশন,—হতভাগ্য স্বামীর চিত্তবন্ধনের পক্ষে দুই প্রক্রিয়াই সমান ফলপ্রদ কেবল তস্যটাতে আপত্তি। কবিকঙ্কণ সংস্কৃত বিভক্ত্যন্ত শব্দটা বোধ হয় ব্যবহার করেন নাই, করিলে স্ত্রীলিঙ্গে তস্য লিখিতেন না। অর্থের কথা বাদ দিলে অবশ্য কবিত্বের দিক দিয়া দ্বিতীয় পাঠটাই আমাদের ভালো লাগে।

'খুল্লনার বিবাহ প্রস্তাব' অধ্যায়ের ২৩শ-২৪শ ছত্র দ্রষ্টব্য,—

নর দেখি অনুপাম যদি কন্যা করে কাম
পায় পিতা নরক যন্ত্রণা॥

BENGALI MANUSCRIPT LIBRARY UNIVERSITY OF CALCUTTA.

'অনুপাম' শব্দটির স্থলে আর দুইটি পাঠ অন্যত্র পাওয়া যায়।—'অবিরাম', 'অভিরাম'। ছন্দের বিচারে তিনটি শব্দই সমান, সে দিক্ দিয়া কোনোটিই পরিত্যাজ্য নয়। অর্থের দিক দিয়া 'অবিরাম' কথাটিকে ততটা গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। 'অবিরাম'-এর পক্ষ লইতে হইলে এই অর্থ করা যায়,—অবিরত পুরুষ দেখিয়া যদি কন্যার চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটে তাহা হইলে পিতার নরক ভোগ হয়। টানিয়া বুনিয়া এ অর্থ করা যায় বটে কিন্তু এ ব্যাখ্যায় ব্যাখ্যাতার কষ্টপ্রয়াস প্রচ্ছন্ন থাকে না। কিন্তু যদি বলি,—'সুন্দর পুরুষ দেখিয়া যদি কন্যার ইত্যাদি' তাহা হইলে নিশ্চয় অর্থটা আরও স্বাভাবিক হয়। এখন প্রশ্ন উঠিবে সুন্দর অর্থে অনুপাম এবং অভিরাম দুই শব্দই ব্যবহার করা যাইতে পারে। তবে এখানে মূল কবি কোন্‌টি ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা নির্ধারণ করা কঠিন। পাঠবিচারের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞগণ যে সব বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন করেন বাংলায় তাহা এখনও অজ্ঞাত বলিলেও হয়। একটি দুইটি নয়, বহুসংখ্যক পুঁথি মিলাইয়া দেখিতে হইবে এই স্থলে কয়টি পুঁথিতে অনুপাম এবং কয়টিতে অভিরাম

CENTRAL LIBRARY

ব্যবহৃত হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, অভিরাম এবং অনুপাম—এই দুইটি শব্দ কবির কাব্যে কোথায় কতবার ব্যবহৃত হইয়াছে, কোন্ প্রসঙ্গে কোন্ শব্দটি প্রয়োগের দিকে কবির বিশেষ ঝোঁক—এ সবও দেখা আবশ্যক। কবির প্রবণতা নির্ধারণ করিতে পারিলে লিপিকারের হস্তক্ষেপ খুঁজিয়া বাহির করার কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে। 'অনুপাম' এবং 'অভিরাম' এই দুইটি শব্দেরই যোগ্যতা মানিয়া লইলে আর একটি প্রশ্নের উদয় হয়।—'অবিরাম' শব্দটি আদৌ আসিল কেন? পুরাতন পুঁথির সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহাদের পক্ষে ইহার উত্তর খুঁজিয়া লইতে বিলম্ব হইবে না। যে লিপিকার প্রথম 'অবিরাম' লিখেন তিনি 'অভিরাম' শব্দটিকে অবিরাম পড়িয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শ পুঁথিতে অভিরাম শব্দটি হয়তো অস্পষ্ট ছিল অথবা অভিরাম পড়িয়াও উচ্চারণ সাম্যবশতঃ অবিরাম লিখিয়া থাকিবেন। আমাদের সংস্করণে 'অনুপাম' পাঠ ধরা হইয়াছে। পাদটীকায় অন্য দুইটি পাঠান্তরই দিয়াছি। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক বর্তমান সংস্করণের পাঠই যে আদর্শ এবং সকল সংশয়ের অতীত তাহা আমরা মনে করি না। যেমন—'দুর্বলা দাসীর চিন্তা' অধ্যায়ে

কর্ম করি মরি তবু তাতে দেয় গালি।

অন্যত্র আছে

পাইট করি মরিব দুজনে দিব গালি।

আমাদের সংস্করণ অপেক্ষা দ্বিতীয় পাঠটি অধিকতর আদরণীয়। ভাষায় একটু প্রাচীনত্বের ছাপ আছে। তাহা ছাড়া দাসীর মুখে পাইট শব্দটির প্রয়োগ সার্থক। ওড়িয়া ভাষায় গৃহকর্ম (বাসনমাজা, ঘর ঝাঁটানো ইত্যাদি) বুঝাইতে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। পাইট বা পাট মেদিনীপুরের গ্রামাঞ্চলে অদ্যাবধি প্রচলিত আছে। মেদিনীপুরের কোনো কোনো অঞ্চলের ভাষায় ওড়িয়ার প্রভাব সুস্পষ্ট। মেদিনীপুর জেলার অনেকখানি এক সময় উড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল। তাহার ভাষা-তাত্ত্বিক পরিচয় এখনও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই। এই পাইট শব্দটি কবিকঙ্কণ আরড়াতে পাইয়া থাকিবেন। পুরাতন বাংলার পাট বা পাইট শব্দ নিতান্ত অপরিচিত না হইলেও মেদিনীপুর অঞ্চলে ইহার প্রচলনটা অনেক বেশী ছিল মনে হয়। অনুমান করি, পাইট এবং কর্ম এই দুই

CENTRAL LIBRARY

শব্দের মধ্যে পাইট কথাটি মূল কবির এবং কর্মটি অর্বাচীন অনুলিপিকারের। পাইটকে সংশোধন করিয়া কর্ম করা স্বাভাবিক। কিন্তু কর্মকে লিপিকার 'পাইট' করিতে সাহস করিবেন না।

'দুর্বলার উপদেশ' অধ্যায়ে দুর্বলা লহনাকে বলিতেছে :—

গলিত যৌবন হল্যা তুমি ঘটোদরী।

অন্যত্র 'ঘটোদরী'র স্থলে 'খাটদরী' এবং 'দুরাচারী' পাঠ দেখিতেছি। ঘট শব্দটিই অসাবধান অনুলিপিকারের হস্তে যে খাট হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। 'ঘ' এবং 'খ' এর মধ্যে গণ্ডগোল হওয়া খুব স্বাভাবিক। 'টো'-র এ-কারটা আ-কার হইয়া গিয়াছে। এ যুগে আমরা এ-কারকে যতটা ধনুকের মত বাঁকাই পুরাতন বাংলায় তেমন হইত না। ফলে এক ব্যঞ্জনের এ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের আকার বলিয়া ভুল করা অস্বাভাবিক ছিল না। 'ঘটোদরী' এই ভাবে 'খাটাদরী'তে পরিণত হইয়া গেল, তাহার পর লিপিকার আর একটু বুদ্ধি খাটাইয়া 'খাটা'-কে খাট করিলেন। কেন করিলেন তাহা তিনিই জানেন। 'খাটদরী'র তো একটা ব্যাখ্যা দেওয়া গেল কিন্তু 'দুরাচারী'র আবির্ভূত হইবার কোনো সংগত কারণ আছে কি? যৌবনে একটু আধটু 'দুরাচারী' হওয়া অস্বাভাবিক নয় কিন্তু যৌবনাপগমের সহিত দুরাচরণের কি সম্পর্ক? আসল কথা আলোচ্য পাঠের লিপিকার যে আদর্শ পুঁথি দেখিয়া অনুলিপি করিতেছিলেন সে পুঁথিতে ঘটোদরী শব্দ সাত নকলে এমন রূপ (খাটদরী বা অনুরূপ) ধরিয়াছিল যে, তাঁহার পক্ষে প্রকৃত পাঠ নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই। তাই তিনি অর্থহীন শব্দটা না বসাইয়া আপন বুদ্ধিমত একটা অর্থযুক্ত শব্দ বসাইয়া কাজ সারিয়াছেন। শব্দটার অর্থ থাকিলেও প্রসঙ্গের সহিত তাহা খাপ খায় নাই।

লিপিকারের হাতে পড়িয়া মূল কবির যে কি রকম দুর্গতি ঘটে তাহার আর একটি দৃষ্টান্ত দেখাই।—

আছয়ে গঙ্গার জল বিষ্ণুর সদনে।
চাহিলে আনিয়া দেয় দেঘর্যা ব্রা[illegible]

এখানে 'দেঘর্যা' শব্দের স্থলে অন্যত্র 'সে ঘর' [illegible] 'উত্তম' পাঠ পাওয়া যায়। যে লিপিকার 'সে ঘর' লিখিয়াছিলেন তিনি [illegible]

BENGALI MANU[illegible] LIBRAR[illegible] UNIVERSITY

CENTRAL LIBRARY

'দে'-কে 'সে' পড়িয়াছিলেন তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। দেঘর বা দেঘর্যা শব্দ তাঁহার অপরিচিত। দেঘর শব্দটি যে 'দেবগৃহ' হইতে আগত তাহা তিনি জানেন না। দেঘর+ইয়া=দেঘর্যা। দেঘর্যা ব্রাহ্মণের অর্থ ঠাকুরঘরে যাঁহার অবস্থান সেই ব্রাহ্মণ অর্থাৎ পূজক ব্রাহ্মণ। অবস্থাপন্ন অব্রাহ্মণ হিন্দুর গৃহে দেবমন্দির থাকে; পূজা অর্চনার ভার থাকে ব্রাহ্মণের উপর। গৃহে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ অতিথি আসিলে ঠাকুরবাড়ি হইতেই শুধু জলপান নয় জলযোগের ব্যবস্থাও হয়। পল্লীঅঞ্চলে এই রীতি কয়েক বৎসর পূর্বেও দেখিয়াছি। সম্ভবতঃ তাহার রেশ এখনও বর্তমান আছে। যে লিপিকার প্রথম অজ্ঞতাবশতঃ 'সে ঘর' লিখিলেন তিনি আর চিন্তা করিয়া দেখিলেন না এখানে 'সে ঘর' প্রাসঙ্গিক অর্থ বহন করে কি না। পরবর্তী কোনো লিপিকার অর্থ হয় না দেখিয়া 'সে ঘর' তুলিয়া 'উত্তম' বসাইয়া দিলেন। বঙ্গবাসী সংস্করণ মুদ্রিত পুস্তকে 'উত্তম' আছে। সম্পাদকের হাতেও এ পরিবর্তন হইয়া থাকিতে পারে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের পাঠ ও পাঠান্তর বিষয়ে কাজ করিবার প্রশস্ত ক্ষেত্র পড়িয়া আছে সেদিকে গবেষণার্থী ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

অনুলিপিকারগণ শুধু যে পাঠের পরিবর্তন করিয়াছেন, শুধু যে এক শব্দ বা ছত্রের স্থলে তাঁহাদের পছন্দমত আর এক শব্দ বা ছত্র বসাইয়াই নিশ্চিন্ত হইয়াছেন তাহা নহে। অনেকে স্বরচিত বহু ছত্র এমন কি এক একটি সম্পূর্ণ অধ্যায়ই গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন এবং ভণিতায় মূল কবির নাম সই করিয়া যশ অপযশের সকল দায় তাঁহার হাতে নিঃশেষে তুলিয়া দিয়াছেন। মুকুন্দরামের ভণিতায় যে এমন কত জয়গোপাল আত্মগোপন করিয়া আছেন তাহা এখনও নিরূপিত হয় নাই। যত দিন যাইতেছে নিরূপণের আশাও ততই দূরে সরিয়া যাইতেছে।

দুই একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করি। সভায় খুল্লনার সতীত্ব পরীক্ষা প্রসঙ্গে অনেকগুলি পরীক্ষার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। তাহার মধ্যে 'পনই' পরীক্ষাটি সর্বত্র নাই। জল পরীক্ষা, অগ্নি পরীক্ষা, সর্প পরীক্ষা প্রভৃতিতে নির্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হইবার পর কোথাও কোথাও পনই পরীক্ষার প্রসঙ্গ আছে।—

CENTRAL LIBRARY

পনইর কথা শুনি চিন্তে বেনে নিতম্বিনী
চণ্ডীকা পূজেন হেমঘটে।
দারুণ পনই জল দেখি বড় ভয়ঙ্কর
রাখ মোরে বিষম সঙ্কটে॥
খুল্লনার ভয় দেখি চণ্ডিকা হইলা দুঃখী
পনইতে আরোপিত হাথ।
চণ্ডিকা দেখিলা সতী করজোড়ে করি নতি
অবনী লোটায়ে প্রণিপাত॥
স্নান করি রূপবতী নীর তোলে শীঘ্রগতি
লইল সভার বিদ্যমান।
রামদত্ত তবে কয় পনই পরীক্ষা নয়
পরীক্ষা করুক রামা আন॥

—পনই শব্দটি অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত সুতরাং অপরিচিত। ইহার অর্থ জলের ঝারি। প্র+√স্র্ ধাতুর অর্থ ক্ষরণ। লট্ প্রথম পুরুষ এক বচনের রূপ প্রস্রৌতি। তাহা হইতে পণ্হই>পানই, পনই। হিন্দীতে এই অর্থে পনই শব্দের ব্যবহার আছে। পনই পরীক্ষার অর্থ ছিদ্র কলসে জল ভরা। এই ছিদ্র কলসে জল ভরিয়াই রাধাকে কলঙ্ক ভঞ্জন করিতে হইয়াছিল। লোকসমাজে এই কলঙ্ক ভঞ্জন কাহিনীর বেশ প্রচলন ছিল। দ্বিজমাধবেও অন্যনামে এই পরীক্ষার বিবরণ আছে। বিবিধ পরীক্ষার সহিত এই জল ভরার পরীক্ষাটিও পরবর্তীকালে কোনো লিপিকর সংযোজন করিয়া থাকিবেন। কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে এটি যদি সত্য সত্যই প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে তবু উহা মূলের সঙ্গে দিব্য মিশিয়া গিয়াছে কোথাও খাপছাড়া বোধ হয় না। একজাতীয় পাঁচটি বিবরণের সহিত আর পাঁচটি জুড়িয়া দেওয়া কঠিন নয়। রাজসভায় শুকের মুখে প্রহেলিকা জিজ্ঞাসার অধ্যায়টিও এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। মুকুন্দরামের মূল রচনায় আদৌ কোনো প্রহেলিকা ছিল কি না বলা কঠিন। প্রহেলিকা বাদ দিলেও পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধ্যায়ের সংযোগসূত্রে ছেদ পড়ে না। মূল রচনায় প্রহেলিকা থাকিলেও কম ছিল। গায়কদের এবং লিপিকরদের মুখে মুখে এবং হাতে হাতে ক্রমে ক্রমে সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। বর্তমান সংস্করণের প্রহেলিকা

CENTRAL LIBRARY

অধ্যায়টি নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়, অন্যান্য পুঁথি এবং মুদ্রিত গ্রন্থে এতদতিরিক্ত আরও অনেক প্রহেলিকা পাওয়া যায়।

প্রক্ষেপণের সুযোগ পাইলে লোভ সম্বরণ করা কঠিন এবং সন্ধান করিলে সুযোগও দুর্লভ হয় না। জতুগৃহ পুড়িয়া গেলে খুল্লনা বাহির হইয়া আসিলেন—

বাহির হইল রামা জয় জয় দিয়া।
মস্তক কুন্তলে জল পড়্যাছে গড়িয়া॥

খুল্লনা সভাস্থলে আসিয়া দাঁড়াইলে বিপক্ষ বণিকেরা তাঁহার পাদ-স্পর্শ করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিল। এবং

অঞ্জলি করিয়া সবে নিলা নিমন্ত্রণ।
খুল্লনা রান্ধিবে অন্ন করিব ভোজন॥

কোথাও কোথাও ইহার পর অতিরিক্ত কয়েক ছত্র পাঠ দেখা যায় :—

খুল্লনা বলেন তবে সভার ভিতরে।
তোমা সবার দোষ নাই দৈবে এত করে॥
খুল্লনা কহেন কথা গঞ্জি হরিদত্তে।
সভার ভিতর রামা কথা কহে তত্ত্বে॥
গঙ্গার কলঙ্ক যেন (দেখ) পাপ ভরা।
দেবাসুর নাগ নর দোষহীন কারা॥
গুরুপত্নী হরি ইন্দ্র সহস্রেক যোনি।
কুচনী নগরে নিত্য যান শূলপাণি॥
উঠিল বাপের বাদ দেবী বিষহরী।
কাঠুরে সহিত ছিল সতী চিন্তা নারী॥
যদি সতী কেহ নাহি এ তিন ভুবনে।
নিষ্কলঙ্ক কেহ নাহি যত বেণে গণে॥
মন্ত্রণার স্থরু তুমি আগে হরিদত্ত।
বিপাকেতে আমা হতে হারালে মহত্ত্ব॥
ক্ষমানন্দ সদানন্দ থাকে কীর্তিপুরে।
জ্ঞাতিগোত্র অন্নজল খাওয়াইতে নারে॥
কর্জনার হরি দাঁ তার শুন কথা।
গরু চোর বাদে তার মুড়ায়েছে মাথা॥

CENTRAL LIBRARY

চম্পাই নগরবাসী চাঁদ সদাগর।
ছয় রাঁড় লয়ে তার ঘর স্বতন্ত্রর ॥
শাপ দিল রূপবতী পাইয়া যন্ত্রণা।
সর্বাঙ্গে ধবল হইল অতি পাপ-মনা ॥
যতেক বণিক বলে শুনহ বচন।
অভিশাপ খণ্ড মাগ করি নিবেদন ॥
বেণের দুর্গতি দেখি খুল্লনার দয়া।
ঘুচান দুর্গতি তার পূজিয়া অভয়া ॥

—বঙ্গবাসী সংস্করণ

উদ্ধৃতাংশের প্রথম দুইটি ছত্র সুন্দর। কিন্তু পরবর্তী ছত্রগুলির এ স্থলে সংগতি দেখা যায় না। "খুল্লনা রান্ধিবে অন্ন করিব ভোজন"—বণিক্‌গণ এ কথা বলার পর ক্রোধ প্রকাশ ও অভিশাপ প্রদান খুল্লনা চরিত্রের মহত্ব ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। খুল্লনা মহিমময়ী বিজয়িনী মূর্তিতে জতুগৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলে বিপক্ষ বণিক্‌মণ্ডলীর কুৎসিত কলকোলাহল শান্ত হইয়া আসিয়াছিল। তাহার কুন্তলরাশি হইতে যে জলধারা গড়াইয়া পড়িতেছিল কবি তাহার দ্বারা কেবল যে খুল্লনার চরিত্র সম্পর্কে অমূলক অপবাদ নিঃশেষে প্রক্ষালন করিয়া দিলেন তাহা নহে তিনি ওই শীতল নির্মল জলে ঈর্ষ্যাগ্নিদগ্ধ সমগ্র বণিক্‌সভার সুতীব্র হৃদয়দাহও প্রশমিত করিয়া দিলেন।

মুকুন্দরামের মত কবি খুল্লনার মুখে অভিশাপের বাণী বসাইয়া এই স্নিগ্ধ পরিবেশের শুচিতা নষ্ট করিবেন ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তাহা ছাড়া আরও একটি কথা বিবেচ্য। উদ্ধৃত পাঠটি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে মনে হইবে খুল্লনা অসতীত্বের অপবাদটা যেন মানিয়াই লইয়াছে। সে যেন এই কথাই বলিতে চাহিয়াছে যে দেবতা মানুষের মধ্যে "সতী কেহ নাই এ তিন ভুবনে"; সুতরাং "নিষ্কলঙ্ক কেহ নাই যত বেণে গণে"। আর সকলেই যদি দোষী হয় তবে কেবল তাহারই উপর এত উৎপীড়ন কেন? এ ধরণের উক্তি তাহার কলঙ্ক ভঞ্জনের সহায়ক হয় না এবং এতগুলি কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার গৌরব নিতান্তই অর্থহীন হইয়া পড়ে। উদ্ধৃতাংশের মধ্যে এই ছত্রদ্বয় লক্ষণীয় :—

CENTRAL LIBRARY

মন্ত্রনার স্থরু তুমি আগে হরিদত্ত।
বিপাকেতে আমা হতে হারালে মহত্ব ॥

এই ছত্র দুইটিতে মনসামঙ্গলের কবি বিজয় গুপ্তের নিম্নলিখিত দুইটি স্থপরিচিত ছত্রের প্রতিধ্বনি শুনতে পাইতেছি :—

মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত ॥

'রাজসমীপে ধনপতির বিনয়' (রাজারে করিয়া নতি—ইত্যাদি) অধ্যায়টি খুবই ছোট। বঙ্গবাসী সংস্করণে এই অধ্যায়ের অন্তর্গত আর একটি পাঠ আছে। দীনেশচন্দ্র সেনের সংস্করণেও এই পাঠ মূলে ছাপা হয় নাই, অতিরিক্ত পাঠ বলিয়া মুদ্রিত। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে এই পাঠটি সকল পুঁথিতে নাই। সেইজন্যই এটি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু একটু মনোনিবেশ সহকারে বিচার করিলে অধ্যায়টিকে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক মনে হইবে না। আর রচনাভঙ্গীও মন্দ নহে। অর্থাৎ পাঠটি মূল কবির নয় বলিয়া সরাসরি বাতিল করিয়া দেওয়া চলে না। অতিরিক্ত পাঠটি বঙ্গবাসী হইতে এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল :—

কৃতাঞ্জলি করি বলে রাজার চরণে।
দক্ষিণ পাটনে প্রভু পাঠাও অন্য জনে ॥
তোমার চরণে রায় এই নিবেদন।
লহনা খুল্লনা ঘরে নওলী যৌবন ॥
শিশুগারী মধ্যে কেহ নাহি অপেক্ষণ।
এবার পাঠাও প্রভু অন্য একজন ॥
এ সাত পুরুষ মোর গেল বুহিতালে।
সেই সব ডিঙ্গা আছে ভ্রমরার জলে ॥
পানী ভেদি ডিঙ্গা মোর হইল পুরাতন।
কেমতে যাইব রাজা দক্ষিণ পাটন ॥
পাত্রগণ বলে ভায়া না কর বিষাদ।
করিবে রাজার কার্য্য কোন পরমাদ ॥
কালুদত্ত বলে সাধু কত কর মান।
বসহ রাজার রাজ্যে খাও তো ইনাম ॥ পৃ ১৮৮

CENTRAL LIBRARY

লহনার চরিত্র অঙ্কনে কবি যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করিয়াছেন সেটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। খুল্লনার সহিত স্বামীর ভালবাসা লইয়া তাহার প্রতিযোগিতা। সেও নিতান্ত অসম প্রতিযোগিতা। কবি জানেন, আমরাও জানি দুর্বল হস্তে গোটাকয়েক জীর্ণ ভগ্ন মরিচা-পড়া হাতিয়ার লইয়া বেচারা যুদ্ধে নামিয়াছে। প্রতিপক্ষ অতিশয় প্রবল। সে প্রতিযোগিতায় তাহার পরাজয় সুনিশ্চিত

• জীবননাটকের পঞ্চম অঙ্কে নবমধুলোভী প্রিয়তমের উদ্দেশে হংস-পদিকা সম্প্রদায়ের নিষ্ফল বিলাপ চিরদিনই ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে, জীবনরসিক কবিরা বিদ্রূপ না করিয়া তাহাদের প্রতি সমবেদনাই প্রকাশ করিয়াছেন। চণ্ডীমঙ্গলের হংসপদিকাও কবির সমবেদনার পাত্রী। যে হতভাগিনীর গুয়ামুঠি খোঁপা বাঁধিবার প্রয়াস শেষ পর্যন্ত কেশের বিরলতা বশতঃ গুয়াগুটিতে পরিণত হয়, অপসৃত যৌবনকে 'বসনে টানিয়া' বাঁধিবার চেষ্টা ব্যর্থ জানিয়াও যে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না এবং সতর্ক সুদীর্ঘ প্রসাধন অন্তেও যাহাকে মুখের মাছিতা দেখিয়া দর্পণে চাপড় মারিতে হয়, তাহার প্রতি কবির যে বিদ্রূপ তাহা বেদনাশ্রুধারায় অভিসিঞ্চিত। মুকুন্দরাম লহনাচরিত্রে সপত্নী-বিদ্বেষ ছাড়া আর কোনো অপরাধ দেখেন নাই। আর সপত্নীবিদ্বেষে যদি অপরাধ থাকে তো সেটাও কিছু অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু কোনো কোনো গ্রন্থে এমন দুই একটি অধ্যায় দেখা যাইতেছে যাহা লহনার প্রতি কবির ক্রোধ ও বিরক্তির পরিচায়ক।]

রাজা বিক্রমকেশরী যখন ধনপতি দত্তকে শঙ্খ চন্দন আনিবার জন্য দক্ষিণ পাটনে যাইতে আদেশ করিলেন সে সংবাদ শুনিয়া খুল্লনা ভাঙ্গিয়া পড়িল। বলিল

প্রাণনাথ সিংহল গমনে নাহি সাদ।
ঘরের চন্দন শঙ্খ দিয়া হও নিরাতঙ্ক
রাজস্থানে পাইবে প্রসাদ॥

ধনপতি তাহার কথায় নিবৃত্ত হইবার কোনো লক্ষণ দেখাইলেন না। তখন

খুল্লনা বলেন হের শুন প্রাণনাথ।
নিবেদন করি কিছু তোমার সাক্ষাত॥

CENTRAL LIBRARY

সিংহল চলিবে তুমি দীর্ঘ পরবাস।
লজ্জা খণ্ডি বলি মোর গর্ভ পঞ্চমাস ॥

সদাগরের প্রতি খুল্লনার এই বিনয় নিবেদন সকল গ্রন্থেই আছে। কিন্তু নিম্নলিখিত অংশ সর্বত্র নাই, বর্তমান সংস্করণেও নাই।

সম্ভ্রমে উঠিয়া রাজা কৈল আলিঙ্গন।
ভাই ভাই বলি রাজা মধুর বচন ॥
লক্ষ তঙ্কা গণে দিল ডিঙ্গার সাজন।
বিদায় লইয়া সাধু চলে নিকেতন ॥
সিংহল গমনে সাধু পাইল আরতি।
লহনা লোকের মুখে শুনিল ভারতী ॥
পূর্ব্ব দুখে হিয়াসুখে কহে মন কথা।
বাঁঝা চারি পাঁচ ডাকি ত্যজে মনের ব্যথা ॥
আর শুনেছ—
সিংহল যাবে সাধু সাজায়েছে ডিঙ্গা।
নাইয়া পাইকের কলকলি ঘন বাজে শিঙ্গা ॥
সুয়া পরে চক্ষু পড়িলে চক্ষে চক্ষে কথা।
আমার দিকে দিঠ পড়িলে করে হেঠ মাথা ॥
সুয় দুয় সমান হৈল এখন হৈল ভাল।
বিক্রমকেশরী জীয়া থাকুক চিরকাল ॥
তোমার চরণে দুর্গা মাগি এই বর।
পুনরপি সাধু যেন না আইসে ঘর ॥
এই বর মাগি দুর্গা তোমার চরণ।
দ্বাদশ বৎসর কর সাধুর বন্ধন ॥
জীয়ন্ত পতিতে যার কিছু নাহি সুখ।
সে জন মরিলে তায় কিবা হয় দুঃখ

এই ছত্রগুলি মূল কবির রচনা বলিয়া ধরিয়া লইতে ইচ্ছা হয় না। লহনা সপত্নী সম্বন্ধে ঈর্ষান্বিতা হইতে পারে কিন্তু কবি স্বামী সম্পর্কে তাহার ভালবাসার কোন অসদ্ভাব এতাবৎ দেখান নাই। দ্বাদশ বৎসর স্বামী সিংহলে বন্দী থাকুক দুর্গার কাছে লহনার এবম্বিধ প্রার্থনা নিতান্তই অস্বাভাবিক মনে হয়। স্বামী জীবিত থাকিতে সুখ হইল না

CENTRAL LIBRARY

বলিয়া তাঁহার মৃত্যুতেও আপত্তি নাই—লহনার মুখে এমন কথা একেবারেই প্রত্যাশিত নয়। এই চরিত্রের আদ্যন্ত অনুধাবন করিলে "পুনরপি সাধু যেন না আইসে ঘর" লহনার পক্ষে এইরূপ প্রার্থনা সংগত বোধ হয় না। কবি লহনাকে এতটা হীন করিয়া আঁকিতে চাহেন নাই।

অনুরূপ ভাবসম্পন্ন কয়েকটি ত্রিপদী ছত্রও কোনো কোনো পুঁথিতে দেখা যায়, বর্তমান সংস্করণেও আছে। ২০১-২ পৃষ্ঠায় "মুখেতে কপট ভাস···দৈবজ্ঞ আনিতে দুয়া যায়॥"—এই ছত্রগুলি দ্রষ্টব্য।

আমাদের মনে হয় এই ছত্রগুলিও প্রক্ষিপ্ত। এগুলি যে অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত তাহার আরম্ভ "প্রাণনাথ সিংহল গমনে নাহি সাদ"। এ উক্তি লহনার নয়, খুল্লনার। সিংহল যাত্রার আদেশ পাইয়া ধনপতি চিন্তিত মুখে গৃহ ফিরিলে খুল্লনা উদ্বিগ্ন চিত্তে 'রাজাঘরের বারতা' জিজ্ঞাসা করিল। ধনপতি বিরস বদনে রাজার আদেশ জ্ঞাপন করিলে "ভাঙ্গিয়া ভূধর পড়ে খুল্লনার মুণ্ডে" এবং "চিন্তায় চিন্তিত আমা" স্বামীকে কিছু "হিত উপদেশ" নিবেদন করিল। খুল্লনা কর্তৃক প্রদত্ত এই হিত উপদেশ সম্বলিত অধ্যায়টির মধ্যে লহনার উল্লিখিত উক্তির অন্তর্ভুক্তি সামঞ্জস্যহীন বলিয়া মনে হয়।

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের নায়িকা খুল্লনা, তাহার হাত দিয়াই দেবীর পূজা প্রচারিত হইয়াছে। আখ্যানের মধ্যে তাহার একটি প্রধান স্থান পূর্ব হইতেই সুনির্দিষ্ট। তাহার রূপ, তাহার যৌবন, তাহার পুত্রবতীত্ব এবং সর্বোপরি চণ্ডীর আনুকূল্য তাহার নিরন্তর সহায়। শ্রোতার হৃদয়ে তাহার স্থান মুকুন্দরামের বহু পূর্ব হইতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া ছিল কবিকে সে জন্য বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। মুকুন্দরামের কৃতিত্ব প্রধানত লহনাচরিত্রে। প্রচলিত লৌকিক উপাখ্যান খুল্লনার প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া যে বিগতযৌবনা পতিপ্রেমবঞ্চিতা বন্ধ্যা রমণীটিকে পদে পদে ধিক্কৃত ও বিড়ম্বিত করিয়াছে, কবি মুকুন্দরাম তাহার উদ্দেশে কয়েক-বিন্দু সমবেদনার অশ্রু বর্ষণ করিয়া পাঠকের মনে তাহার প্রতি করুণার উদ্রেক করিয়াছেন। যুগধর্ম অনুসারে তিনি প্রতিনায়িকাকে দানবী করিয়া আঁকেন নাই।

চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনীতে রূপকথার দুয়োরাণী সুয়োরাণীই লহনা

CENTRAL LIBRARY

খুল্লনার নাম লইয়া আবির্ভূত হইয়াছে তাহা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলেই বোঝা যায়। মঙ্গলকাব্যের আসরে নামায় ছুয়োরাণী হেঁটে কাটা উপরে কাঁটার দুর্গতি হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে। তাহার পর মুকুন্দরামের হাতে পড়ায় তাহার অবস্থার আরও উন্নতি হইয়াছে। বস্তুতঃ দোষে-গুণে ভালয়-মন্দয় মিশাইয়া কবি তাহার মানবী মূর্তিটির উপরেই আলোকপাত করিয়াছেন বেশী। পাঁচালী রূপকথার বাঁধা পথে তাঁহাকে চলিতে হইয়াছিল এ কথা সত্য কিন্তু রক্তমাংসের আসল মানুষের দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল নিবদ্ধ। আজিকার দৃষ্টির সহিত কবির দৃষ্টির মিল ছিল বলিয়াই তাঁহার কাব্য সুদীর্ঘ চারিটি শতাব্দী অতিক্রম করিয়াও পাঠকের চিত্তে তাহার আবেদন অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছে। মুকুন্দরাম যে স্বকালের বহুপূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এই কথা স্মরণ রাখিলে কবিকঙ্কণ চণ্ডীর পাঠবিচারের কাজ অনেক সহজ হইবে।

॥ ৫ ॥

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় কবিকঙ্কণ চণ্ডীর যে সকল পাণ্ডুলিপি আছে তাহার প্রায় সবগুলিই খণ্ডিত। যে দু-একটি পুঁথি সম্পূর্ণ পাওয়া গিয়াছে ১০৯০ সংখ্যক পুঁথি তাহার অন্যতম, এইটি অবলম্বন করিয়াই বর্তমান গ্রন্থের মুদ্রণীয় অনুলিপি প্রস্তুত করা হইয়াছে। আলোচ্য পুঁথির বয়স বেশী নহে, বাংলা সন ১২২৫ সালে ইহা লিখিত হইয়াছিল। পুঁথির বানানে অনেক বিশৃঙ্খলা আছে, বহুস্থলে লিপিকরের সতর্কতার অভাবও লক্ষ্য করা যায় কিন্তু পুঁথির ভাষায় পুরাতনত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। পুঁথির লিপিকার বর্ধমান অঞ্চলের লোক ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়।

বর্তমান মুদ্রণে আদর্শ পুঁথির বানান প্রায় অপরিবর্তিতই আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্তিত নূতন বানান পদ্ধতি অনুসরণে মূল পাঠে রেফের পর দ্বিত্ব বর্জন করা হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ দুই একটি স্থলে দ্বিত্ব বর্জন করা হয় নাই। যেমন,—সর্প্প, দর্প্প।

CENTRAL LIBRARY

পাদটীকায় যে সব পাঠান্তর উদ্ধৃত করা হইয়াছে সেগুলির বানানেও কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ করা হয় নাই, রেফের পর দ্বিত্বও অবর্জিত রহিয়াছে। বিকল্প পাঠ নিম্নলিখিত মুদ্রিত গ্রন্থ বা পাণ্ডুলিপিসমূহ হইতে সংকলিত হইয়াছে :

কবিকঙ্কণ চণ্ডী—দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ (ইং ১৯২৬) =দী
কবিকঙ্কণ চণ্ডী—বঙ্গবাসী সংস্করণ
প্রথম ভাগ ১৯২৪, দ্বিতীয় ভাগ ১৯২৬ =ব
" " —অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সংস্করণ =অ
পাণ্ডুলিপি সংখ্যা ৪৪০০, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়=খ
" " ১০৯৩ " =গ
" নূতন সংগৃহীত " =ন

এই গ্রন্থ সম্পাদনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালাধ্যক্ষ শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র পাল সহায়তা করিয়াছেন।

পাণ্ডুলিপি হইতে মুদ্রণোপযোগী প্রতিলিপি প্রণয়নে সাহায্য করিয়াছিলেন শ্রীমতী পুষ্প দত্ত, অধ্যাপক নরেশচন্দ্র জানা, অধ্যাপক শ্যামলকুমার সেনগুপ্ত, অধ্যাপক নির্মল দাস। ইঁহারা তৎকালে ছিলেন গবেষণাসহায়ক ছাত্র, বর্তমানে প্রায় সকলেই কোন-না-কোন কলেজে অধ্যাপনা কর্মে রত।

শ্রদ্ধেয় বন্ধু অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের কথা আজ বেদনার্ত হৃদয়ে স্মরণ করিতেছি। তাঁহারই অনুরোধে এ গ্রন্থ সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলাম। নিতান্ত অপরিণত বয়সে একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে তিনি আমাদের ছাড়িয়া গেলেন। এ বই শেষ হইল কিন্তু তাঁহার হাতে একখানি তুলিয়া দিতে পারিলাম না, একথা ভাবিয়া মন শান্তি মানিতেছে না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য
বৈশাখ ১৩৭৩

হরগৌরীর দ্যূতক্রীড়া[১]

গৌরী-সঙ্গে ত্রিপুরারি লীলারঙ্গে পাশা-শারি
কৈলাসে খেলেন একাসনে।
নিছি নিল দুই বর্ণ সাক্ষী হৈলা মণিকর্ণ
কালি-রাঙ্গি বুঝি দুইজনে ॥ ৪
হরগৌরী খেলে পাশা-শারি।
শিবপদে করি নতি রাঙ্গি নিলা ভগবতী
কালি বল নিলা পশুপতি ॥ ৮
করি দুর্গা পাটী বশ ডাকিয়া ফেলিল দশ
শঙ্কর ফেলিল দুয়া চারি।
পুন ফেলিলা বামঞ্চ পাচনি করিয়া সঞ্চ
শঙ্কর বুঝিলা নিজ হারি ॥ ১২
বুঝিয়া খেলার গতি বলিলেন পশুপতি
আজি না খেলিব পাশা-শারি।
মনে হয়্যা কুতূহলী হাতে করি পাটী তুলি
একত্র করিলা ত্রিপুরারি ॥ ১৬
শিবের করণ দেখি বলে দুর্গা শশিমুখী
কি কারণে ভঙ্গ কৈলে খেলা।
বুঝিয়া আপন হারি মোরে কর চাতুরী
হাসি হাসি বলেন মঙ্গলা ॥ ২০
চণ্ডীর বচন শুনি বলেন শূলপাণি
আমি খেলা জিনিলাম রঙ্গে।
উৎকণ্ঠ হইল বেলা এই হেতু তেজি খেলা
মণিকর্ণ সাক্ষী আছে সঙ্গে ॥ ২৪
শিবের বচন শুনি হাসি বলে নারায়ণী
মণিকর্ণে মানিলে প্রমাণ।

---

১ হরগৌরীর দ্যূতক্রীড়া, দী .প্রথম ভাগ, পৃ ২০ দ্রষ্টব্য

CENTRAL LIBRARY

তুমি কুবেরের সুত ত্রিভুবনে সুবিদিত
সত্য কথা কহ সন্নিধান ॥ ২৮
চাহিলেন পশুপতি মণিকর্ণ শিশুমতি
সঙ্কুচিত হইল অন্তরে।
শুন গো ভুবন-মাতা মনে লয় হেন কথা
মহাদেব জিনিল তোমারে ॥ ৩২
এমন বচন শুনি রোষযুত নারায়ণী
ক্রোধমুখে মণিকর্ণে বলে।
হরগৌরী একাসনে মিথ্যা বল হেন স্থানে
ঝাটি চল অবনীমণ্ডলে ॥ ৩৬
চণ্ডীর শুনিয়া কথা হর হৈলা দুঃখযুতা
মণিকর্ণ পড়িল চরণে।
উমাপদ-হিত-চিত রচিল নৌতন গীত
শ্রীকবিকঙ্কণে রস ভণে ॥ ৪০

ধনপতির জন্ম ও বিবাহ

কান্দিয়া কান্দিয়া তারে মণিকর্ণ বলে।
অল্প অপরাধে যাব অবনীমণ্ডলে ॥
অবনী যাইব আমি তোমার বচনে।
দৃঢ় ভক্তি রহে যেন শিবের চরণে ॥ ৪
সাধু সাধু বলি চণ্ডী দিলা অনুমতি।
জয়পতি সাধু ঘরে গেলা লঘুগতি ॥
কুবের-তনয় বিমলার গর্ভে কৈল স্থিতি।
যথাকালে প্রসবিলা বিমলা যুবতী ॥ ৮
দৈবজ্ঞে আনিয়া নাম থুইল ধনপতি।[১]

১ এই ছত্রটির সহিত মিলযুক্ত আর একটি ছত্র পাওয়া যায় নাই। সেজন্য এটিকে গণনার বাইরে রাখা হইয়াছে

CENTRAL LIBRARY

মণিকর্ণের জায়ার নাম দিব্যাঙ্গনা।
নিধিপতির ঘরে গিয়া হইলা লহনা॥
দুই জনে দুই স্থানে বাড়েন কল্যাণে।
জয়পতি দত্ত গেলা নিধিপতি স্থানে॥ ১২
দেখিয়া কন্যার রূপ বলে জয়পতি।
মোর পুত্রে এই কন্যা দেহ লঘুগতি॥
শুনি নিধিপতি হইলা আনন্দিত।
নিজাগারে জয়পতি আইলা ত্বরিত॥ ১৬
বেদের উচিত কর্ম কৈলা সমাপন।
কন্যা দিয়া নিধিপতি পাঠাল্য ভবন॥
কতক কাল সুখভোগ করি জয়পতি।
সুতে গৃহ সমর্পিয়া গেলা স্বর্গগতি॥ ২০
অভয়ার চরণে ইত্যাদি॥

রত্নমালাকে দেব-সভায় আহ্বান

ব্রতকথা প্রকাশিতে[১] চণ্ডী কৈল মতি।
পদ্মাবতী সনে মাতা করিলা যুকতি॥
ডাকিয়া আনিল রত্নমালা চন্দ্রমুখী[২]।
পরম সুন্দরী কন্যা ইন্দ্রের নর্তকী॥ ৪
পান দিয়া ভগবতী দিলেন আরতি।
দেখিতে তোমার নাট চান পশুপতি॥
এ বোল শুনিয়া রত্নমালা বিদ্যাধরী।
নানা আভরণ অঙ্গে পরিচ্ছদ করি॥ ৮
তাণ্ডব আরম্ভ হেতু করিলা বাসনা।
শিবপদ ধ্যায় রামা হইয়া দৃঢ়মনা॥

১ স্ত্রীলোকের পূজা লৈতে (ব) ২ শশিমুখী (ব)

CENTRAL LIBRARY

[৩]পুরন্দর আদি যত আছে দেবগণ।
শিবের সভাতে গিয়া দিলা দরশন ॥[৩] ১২
নৃত্য করিবারে আজ্ঞা কৈল পশুপতি।
পান দিয়া আশ্বাসিলা আপনি পার্বতী ॥
দেবগণে প্রণমিয়া নাচে বিদ্যাধরী।
শ্রীকবিকঙ্কণে গান ভবানীরে স্মরি ॥ ১৬

রত্নমালার প্রতি দেবীর অভিশাপ

ধরি মনোহর লীলা নাচে রামা[১] রত্নমালা
তাণ্ডব দেখিল[২] দেবগণ।
তাথৈ তাথৈ[৩] থিনি মৃদঙ্গ মন্দিরাধ্বনি
ঘন বাজে রতনকঙ্কণ ॥ ৪
হৈয়া অতি সাবহিত নারদ গায়েন গীত
বীণা গুণে তরল অঙ্গুলি।
ডম্ফ ডম্বরু বায় থমক ঠমক তায়
[৪]দেখি দেবগণ কুতূহলী ॥[৪] ৮
ভুবনমোহন কাচে রঙ্গিণী তাণ্ডব নাচে
গান মুনি গান্ধারনিষাদ।
মুখর নূপুরশালী ঘন দেই পদতালি[৫]
দেবগণে করে সাধুবাদ ॥ ১২
পরিধান পাট[৬] শাড়ী কনকরচিত চূড়ী
দুই করে কুলুপিয়া[৭] শঙ্খ।

---

৩ তাণ্ডব দেখিতে দেবী দিল নিমন্ত্রণ।
হরের সভায় নৃত্য দেখে দেবগণ ॥ (ব)

১ কন্যা (ন) ২ নৃত্য দেখেন (ব) ৩ তাথিনি তাথিনি (ন)
৪ দেবগণ হৈল কুতূহলী (ব) ৫ করতালি (ন)
৬ দিব্য (ন) ৭ শোভা করে (ন)

CENTRAL LIBRARY

হীরা নীলা মতিপলা কলধৌত কণ্ঠমালা
কলেবরে[৮] মলয়জ পঙ্ক ॥ ১৬
পীত তড়িত বয়নে হেম-মুকুলিত কর্ণে
কেশ-মেঘে পড়িছে বিজুলি।
রজত পাশুলি দুটি পরে দিব্য তুলাকোটি
বাহু-বিভূষণ ঝলমলি ॥ ২০
দেবীর আদেশে স্মর [৯]হাতে নিয়া ফুলশর[৯]
হানে বীর সম্মোহন বাণ।
অবশ হইল অঙ্গ হৈল তার তালভঙ্গ
[১০]কোপ-দৃষ্টি পুনঃ হর চান ॥[১০] ২৪
যদি হয় তালভঙ্গ ভয়ে কম্প হয় অঙ্গ
লাজে রামা হৈলা হেঁটমুখী।
যতেক দেবতাগণ সবাই বিরস মন
সকলে অন্তরে হৈলা দুঃখী ॥ ২৮
তালভঙ্গ দেখি তারে কোপে কম্প-কলেবরে
ডাকিয়া বলেন নারায়ণী।
যৌবনে হইলা রত গরবে না দেখ পথ
নাচ তুমি হৈয়া অভিমানী ॥ ৩২
আসি ধর্মসভা মাঝে নাচ তুমি কিবা কাজে
আপনা না চিন পাপমতি।
যেন কৈলে গুরুপাপ দিনু তোরে অভিশাপ
স্বর্গ ছাড়ি চল গো সুমতি ॥ ৩৬
এত বলি ক্রোধ করি শাপ দিলা মহেশ্বরী
নর্তকীরে সেবক বৎসলা।
পড়িয়া চরণতলে ভাসিয়া লোচনজলে
নিবেদন করে রত্নমালা ॥ ৪০
মহামিশ্র ইত্যাদি ॥

---

৮ গায়ে পরে (ন) ৯ হাথে লয়ে ধনুঃশর (ব)
১০ শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান। (ব)

CENTRAL LIBRARY

রত্নমালার নিবেদন

চণ্ডীর চরণ ধরি কান্দে স্বর্গ-বিদ্যাধরী
অচেতন হয়্যা মায়ামোহে।
[১]ধরণী লোটায়্যা কান্দে কেশপাশ নাহি বান্ধে
বসন ভিজিল আঁখি লোহে ॥[১] ৪
কিবা কৈনু গুরু পাপ দিলা নিদারুণ শাপ
[২]মোর তরে পোহাল্য রজনী।[২]
রোষযুত ভগবতী কৈল মোর অধোগতি
কেমনে এড়াব শাপবাণী ॥ ৮
[৩]কেমন অশুভ বেলা আইনু তাণ্ডব শালা[৩]
হাঁচি জেঠী না পড়িল বাধ।
বিধাতা দণ্ডিল মোরে ফিরিয়া না গেনু ঘরে
জীবনে রহিল বড় সাধ ॥ ১২
ভাই বন্ধু মাতা পিতা যে মোর আছয়ে যথা
উদ্দেশে সবারে পরণাম।
পরিহারে আমি বলি দেহ মোরে জলাঞ্জলি
জীবনে বিধাতা হইল বাম ॥ ১৬
ক্ষেমিয়া আমার[৪] দোষ হও মোরে পরিতোষ
কৃপাময়ি কর অবধান।
অবনীমণ্ডলে যাব তোমার কিঙ্করী হব
[৫]করাইব ব্রতের বিধান ॥[৫] ২০

---

১ কেশ বেশ বিচলিত স্থীর নাহি হয় চিত
কান্দে রামা নাহি দেখে লোহে। (দী)
২ আজী কেন বিমুখ ভবানী। (দী)
৩ কেমন দারুন বেলা য়াইলাম তাণ্ডব সালা (গ)
৪ সঙ্কল (ন)
৫ করহ ব্রতের অবসান। (দী)
করিবে সাপের অবসান। (গ)

CENTRAL LIBRARY

শুনিয়া তাহার কথা হৃদয়ে ভরিয়া ব্যথা
সানুকম্পা বলেন ভবানী।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
দয়া কর গণেশ-জননি ॥ ২৪

খুল্লনার জন্ম

আশ্বাস করিয়া তারে বলেন পার্বতী।
মোর আশীর্বাদে তুমি হবে পুত্রবতী ॥
ইছানি নগরে ঘর পিতা লক্ষপতি।
হবেক তোমার মাতা নাম রম্ভাবতী ॥ ৪
উজানী নগরে ঘর নাম পশুপতি।
শিবের পদারবৃন্দে দৃঢ় যার মতি ॥
প্রথম বনিতা তার আছয়ে লহনা।
দ্বিতীয় বনিতা তার হবে সুলক্ষণা ॥ ৮
এতেক বলিলা যদি সেবক বৎসলা।
দেখিতে দেখিতে ভস্ম হইলা রত্নমালা ॥
ঋতুমতী আছিলেন রম্ভা যে বেণ্যানী।
নিবড়িল তার যদি অষ্টম রজনী ॥ ১২
নবম নিশার যদি হইল অবশেষ।
তার গর্ভে রত্নমালা করিল প্রবেশ ॥
প্রথম মাসের গর্ভ জানি বা না জানি।
দ্বিতীয় মাসের বেলা হৈল কানাকানি ॥ ১৬
তিন মাসে করে রামা ভূতলে শয়ন।
চতুর্থ মাসেতে করে মৃত্তিকা ভক্ষণ ॥
পাঁচ মাসে যায় কাঞ্চি করঞ্জায় মন।
ছয় মাসের বেলা তার না রুচে ওদন ॥ ২০
সাত মাসে বন্ধুজন সবে দেয় সাধ।
আটমাসে নিবড়িল নয়েতে প্রমাদ ॥

CENTRAL LIBRARY

[১]সাধুর কিঙ্করী ডাকি আনিল পাচতী।
শুভক্ষণে প্রসবিলা কন্যা রূপবতী ॥[১] ২৪
চাল ফাড়ি খড় কাড়ি জ্বালিল আঁতুড়ী[২]।
গোমুণ্ড দুয়ারে দিয়া স্থাপে ষষ্ঠীবুড়ী ॥
হুলাহুলি দিয়া কৈল নাভির ছেদন।
তিন দিনে করে রামা সুপথ্য পাচন ॥ ২৮
ছয় দিনে ষেটেরা[৩] কৈল জাগরণে।
অষ্ট-কলাই তার কৈল অষ্ট দিনে ॥
নয় দিনে নত্তা কৈল্যা মনের হরিষে।
একুশা করিল তার একুশ দিবসে ॥ ৩২
খুল্লনা বলিয়া নাম থুইল পূর্ণমাসে।
মাস দুই তিনে দেয় উলটিয়া পাশে ॥
সাত মাসে খুল্লনারে করাইল ভোজন।
দশ মাসে মুক্তা জিনি নিকলে দশন ॥ ৩৬
বৎসরেক হৈলে পূর্ণ ফিরে স্থানে স্থানে।
দ্বিতীয় বৎসর গেল আমোদিত মনে ॥
এক দুই তিন চারি সমা যবে যায়।
সখীগণ সঙ্গে রামা ধূলাতে খেলায় ॥ ৪০
করিল শ্রবণ-বেধ পঞ্চম বরিষে।
মনোহর বেশ ধরে দিবসে দিবসে ॥
দেবীর ব্রতের হেতু বাড়ে দিনে দিনে।
যেন নিত্য শশিকলা বাড়য়ে গগনে ॥ ৪৪
খুল্লনার রূপ দেখি ভাবে রম্ভাবতী।
শ্রীকবিকঙ্কণে গান মধুর ভারতী ॥

---

১ নয় মাস নয় দিন হইলা প্রকাশ।
তবে কিবা রত্নমালা ছাড়ে গর্ভবাস ॥ (দী)

২ দেওড়ি (গ), আউড়ি (ন)

৩ ষষ্ঠীপূজা (ন)

CENTRAL LIBRARY

খুল্লনার রূপ

দেবীর ব্রতের ফলে খুল্লনা বাড়য়ে কোলে
রম্ভাবতীর সফল জীবন।
দিতে নাহি উপমা খুল্লনার রূপসীমা
শশধর জিনিয়া বদন ॥ ৪
খুল্লনা বাড়েন দিনে দিনে।
হইল বৎসর ছয় রূপের বর্ণন নয়
শোভা করে অলঙ্কার বিনে ॥ ৮
[১]মনে আনন্দিত হৈয়া কুঙ্কুম চন্দন লয়্যা[১]
মলা দূর করে রম্ভাবতী।
যতনে মুছায়ে তায় আভরণ দেয় গায়
রূপে মন্দোদরী[২] কলাবতী ॥ ১২
চাঁচর চিকুর ছান্দে টানিয়া কবরী বান্ধে
বেড়ি তাহে মল্লিকার মালে।
[৩]সরস কমল ছাড়ি[৩] ফিরয়ে কবরী বেড়ি
মধুলোভে মত্ত অলিকুলে ॥ ১৬
[৪]জিনি শিশুরবি ছটা[৪] কপালে সিন্দূর ফোঁটা
অধর জিনিয়া জবা ফুলে।
ভ্রূযুগ ধনুকবর নয়ন তাহাতে শর
রাহু রবি শশী তার কোলে ॥ ২০
গলে শতেশ্বরী হার শোভে নানা অলঙ্কার
করে শঙ্খ শোভে তাড়বালা।

---

১ মনের সফল মানি আনি ভৃঙ্গারের পানী।
(খ, গ, ব)

২ রূপের মঞ্জরী (খ, ব)

৩ নন্দন কানন ছাড়ি (গ)
সরস কানন ছাড়ি (ব)
সরস কুসুম ছাড়ি (ন)

৪ প্রভাতে ভানুর ছটা (গ)
প্রভাতে রবির ছটা (ন)

CENTRAL LIBRARY

কুচ দাড়িম্বের ফল মাঝা মৃগরাজ-তুল
উরু-যুগ জিনি রামকলা ॥ ২৪
নিত্য আন বেশ ধরে গুরুয়া নিতম্ব-ভরে
চলে রাজহংসের গমনে।
চরণে নূপুর সাজে [৫]যেন নব দ্বিজরাজে[৫]
দিনে দিনে বাড়য়ে যৌবনে ॥ ২৮
নখে তম করে নাশ রম্ভার সফল আশ
যৌবন দেখিয়া রূপবতী।
খুল্লনার রূপ[৬]বেশে শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে
চণ্ডীপদে[৭] করিয়া প্রণতি ॥ ৩২

রম্ভাবতীর চিন্তা

খুল্লনার রূপ দেখি ভাবে রম্ভাবতী।
আমার খুল্লনা ঝিয়ে আন্ধারের বাতি ॥
খুল্লনার রূপে নাহি দিবার তুলনা।
ঝাঁপিয়া রবির রথ রহায় খুল্লনা ॥ ৪
বংশধর ছিল মোর [১]মইয়াই[১] কোঙর।
খুল্লনার রূপে হইতে আলা হইল ঘর ॥
এতদিন নাহি দেখি এমন বরণ।
কামরূপী মোর ঘরে বাড়ে কোন জন ॥ ৮
লক্ষপতি বলে মোর সফল মানস।
নাহি জানি কন্যা মোর হবে কার বশ ॥
কুলে শীলে দোষহীন হয় যেই জন।
সেইস্থানে করিব আমি কন্যা সমর্পণ ॥ ১২

---

৫ নব নৃপ যেন সাজে (খ, ন, ব,) ৬ শিশু (খ, ন, ব,)
৭ বিপ্রপদে (গ)
১ মৈনাক (খ)

CENTRAL LIBRARY

করি-দন্ত যেন সাজে সোণাতে জড়িত।
অকলঙ্কে দিলে সুতা তেমতি শোভিত[২] ॥
অকুলীনে দিলে সুতা থাকয়ে গঞ্জন।
লোকে অপযশ গায় দগধে জীবন[৩] ॥ ১৬
এমন বিচার সাধু করে সবাহ সনে।
বন্ধুজন নিয়া যুক্তি করে রাত্রিদিনে ॥
আটদিকে ভাল বর চাহে লক্ষপতি।
অবিরত সেই চিন্তা স্থির নহে মতি ॥ ২০
হেনরূপে দিনে দিনে বাড়েন খুল্লনা।
শ্রীকবিকঙ্কণ "কৈল পাঁচালী রচনা" ॥

উজানী বন্দনা

উজানী নগর অতি মনোহর
বিক্রমকেশরী রাজা।
উজানীর রাজা করে শিবপূজা
কৃপা কৈল দশভুজা ॥ ৪
যেন রাম রাজা হেন পালে প্রজা
কর্ণের সমান দাতা।
সদা সত্য[১] বাণী শুক-সম[২] জ্ঞানী
প্রসন্না মঙ্গলা মাতা ॥ ৮

---

২ এমন উচিত (খ)
৩ সুচি মহে মন (ক)
ধকধকি মন (গ)
ধিক ধিক মন (ন)
৪ গান উজানি বন্দনা (ন)

১ যুধিষ্ঠির (ন) ২ শুকদেব (ন)

CENTRAL LIBRARY

উজানীর কথা গড় চারিভিতা
চৌদিকে বেউড়-বাঁশ।
রাজার সামন্ত নাহি পায় অন্ত
যদি ভ্রমে চারি[৩] মাস ॥ ১২
[৪]চারিভিতে গাঢ়[৪] পাথরের গড়
কাঙ্কর-পুরট শোভা।
কনক-খেঁচনী যেন দিনমণি
চারিদিকে করে আভা ॥ ১৬
রাজা মহাশয় চাপে ধনঞ্জয়
প্রজার পালনে রাম।
প্রতাপে তপন মল্লে ভীম যেন
চোর খণ্ডে বড় বাম ॥ ২০
পণ্ডিতে সংকারী বিক্রমে কেশরী
নারদ সমান গানে।
সুমতি সুস্থির যেন যুধিষ্ঠির
কল্পতরু সম দানে ॥ ২৪
নগরের নারী যেন বিদ্যাধরী
ভূষণ-ভূষিত গা।
যতেক পুরুষ মনোহর বেশ
পীড়য়ে বসন্ত-বা ॥ ২৮
[৫]উজানী নগর অতি মনোহর
আছে বহু সদাগর।[৫]

---

৩ ফিরে এক (ন)
৪ ভিতে বাস জড় (ক)
চারি ভিতা বেড় (গ)
ভিতে বাস গাঢ় (ধ)
৫ বিক্রমে কেশর যেন ধনুর্ধর
আছে জত সদাগর। (খ)
বিক্রম কেশরী তাঁহার নগরী
আছে কত সদাগর। (ব)

CENTRAL LIBRARY

রাজার আদেশে ধনপতি বৈসে
যারে সুখী নৃপবর ॥ ৩২
সঙ্গে শিশুগণ বেণ্যার নন্দন
পায়রা উড়াতে যায়।
সঙ্গে শিশু যত নিল পারাবত
শ্রীকবিকঙ্কণে গায় ॥ ৩৬

পারাবত-ক্রীড়া

পায়রা উড়াতে যায় সাধু ধনপতি।
যত নগরিয়া [১]শিশু করিয়া[১] সংহতি ॥
যত শিশুগণ আল্য শুন তার নাম।
রাঘব মাধব আল্য আর ঘনশ্যাম ॥ ৪
মুকুন্দ মুরারি বনমালী নারায়ণ।
রামকৃষ্ণ জগন্নাথ ভরত লক্ষ্মণ ॥
চক্রপাণি চতুর্ভুজ আল্য বলরাম।
দেবীদাস শ্রীনিবাস আর অভিরাম ॥ ৮
অনন্ত[২] গোপাল হরি শ্রীধর অজিত[৩]।
হলধর জনার্দন কুল-পুরোহিত ॥
দামোদর গদাধর সুবল সুদাম।
হরিহর পুরন্দর আর শিবরাম ॥ ১২
বিক্রম অচ্যুত রঘু আর প্রেমানন্দ।
হরিদাস সনাতন ভৃগু ভবানন্দ ॥
গোপাল গোবিন্দ ধায় কার্তিক গণেশ।
পীতাম্বর বাসুদেব আর হৃষীকেশ ॥ ১৬
গঙ্গাধর গৌরীকান্ত উমাকান্ত কাশী।
জয়দেব মহাদেব হরিদেব শশী ॥

---

১ ভাই চলিল (ন) ২ কংসারি (ন) ৩ অচ্যুত (ন)

CENTRAL LIBRARY

এ সব বালক নিয়া সাধু চলে সাথে।
যতনে লইল সবে নিজ পারাবতে ॥ ২০
দৈত্যারি কংসারি আর গোপী শ্যামানন্দ।
পায়রা উড়াতে হৈল সবার আনন্দ॥
অভয়ার চরণে ইত্যাদি॥

পারাবত-বর্ণনা

লয়ে নিজ পারাবত চলে ধনপতি দত্ত
উড়াইতে নগরিয়া সাথে।
চড়িয়া পাটের দোলা করি শুভক্ষণ বেলা
কিঙ্কর পঞ্জর লৈল মাথে ॥ ৪
তুড়ি-মারা পাকশালিকা শ্বেতা নেতা মন-সুখা
করট তামট সুলক্ষণা।
সৌজ-মুখ রজ-গোলা শিখরিয়া ঘন-বোলা
শাঙলী সুবলী সুলোচনা ॥ ৮
পবন্যা বাতাস্যা হাসা লাটুয়া খাটুয়া ডাঁসা
জটাসিন্দুরিয়া রণজয়া।
নীল-কুমুদ-মুখা ঘিরিনি নয়ন-সুখা
আর লেখা রাঙ্গা দেউলিয়া ॥ ১২
সিংহা বাঘা বনজিতা খয়রা কপালচিতা
সিন্ধু মাট্যা পাড়ুশা পাখরা।
মাণিকা দোসলি মুড়া আভাঙ্গা পরণা ছড়া
পাটনা বিটনা রতিভোরা ॥ ১৬
[১]লোটনাদি যত ছিলা পায়রা পঞ্জরে নিলা
নানা বর্ণ লইলা পায়রী।[১]

---

১ পাঙশি পাখরি টাঙ্গি হাঁসী ডাশী বুড়ি রাঙ্গি
নানা রঙ্গে লইল পায়রী। (ব)

CENTRAL LIBRARY

চণ্ডীপদ করি ধ্যান শ্রীকবিকঙ্কণ গান
রঘুনাথ নৃপতি কেশরী ॥ ২০

ধনপতির খুল্লনা-দর্শন

সখাসঙ্গে ধনপতি আনন্দে পূর্ণিত মতি
পায়রা উড়ায় সদাগরে।
ছাড়িয়া পাটের দোলা একে একে করে খেলা
[১]পাড়ি থুয়্যা ভূষণ অম্বরে ॥[১] ৪
সঙ্গে ওঝা জনার্দন [২]খেলে নগরিয়াগণ[২]
ধনপতি করিল নির্ণয়।
পায়রী রাখিয়া হাতে উড়াইল পারাবতে
আগে যার আইসে তার জয় ॥ ৮
[৩]নগরিয়া শিশু মিলি দেই ঘন করতালি[৩]
শ্বেতারে উড়ায় ধনপতি।
তার পাছে শিশু যত উড়াইল পারাবত
বাম হাতে রাখি পারাবতী ॥ ১২
উড়াইল পারাবতে দৈবে গগনপথে
তাড়া তারে দিল শয়চান।
পায়রা প্রাণের ভয়ে গগনেতে স্থির নহে
আটদিকে করিল পয়াণ ॥ ১৬
ইছানি নগরমুখে শ্বেতা ধায় অন্তরীক্ষে
উভ মুখে ধায় সদাগর।
উভমুখে সাধু ধায় কাঁটা খোঁচা ভুকে পায়
সংহতি জনাই দ্বিজবর ॥ ২০

---

১ পায়রী রাখিয়া বাম করে ॥ (ব)
২ খেলে জত শিশুগণ (খ)
৩ করতালী ঘনে ঘন দেই নগরিয়াগণ (দী)

CENTRAL LIBRARY

পায়রী রাখিয়া করে শ্বেতা বলি উচ্চৈঃস্বরে
[৪]বাহু তুলি ডাকে ধনপতি।[৪]
পগার খন্দক খানা উলুকেশে নল বেণা
নাহি সাধু করে অব্যাহতি ॥ ২৪
[৫]নাহি সাধু যায় পথে জনাই পণ্ডিত সাথে
পাছে পাছে যান অবহেলে।[৫]
চারি পাঁচ সখী মিলি খুল্লনা খেলেন ধূলি
পারাবত পড়িল অঞ্চলে ॥ ২৮
পায়রা আঁচলে ঢাকি [৬]খুল্লনা হইল সুখী[৬]
চলে রামা আপন ভবনে।
সদাগর গিয়া কাছে পায়রা তাহারে যাচে
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভনে ॥ ৩২

খুল্লনার সহিত আলাপন

[১]শুন লো সুন্দরি রামা শুন লো সুন্দরি।[১]
পারাবত নাহি নিলে প্রাণ কৈলে চুরি ॥
অমূল্য আমার পায়রা জানে জগজনে।
লুকাইয়া প্রাণ মোর রাখিলে বসনে ॥ ৪

---

৪ সঘনে ডাকয়ে ধনপতি। (দী)
উভমুখে ডাকে ধনপতি। (খ, গ)

৫ পাইয়রা গগনে ছুটে সাধু-বল নাহি টুটে
পিছে পিছে ধায় অবহেলে। (দী)

৬ চৌদিকে বেষ্টিত সখি (দী)
চৌদিগে মেলিয়া আঁখি (খ)
চৌদিকে বেড়িয়া সখি (গ)

১ ধনি সুন্দরি ল ধনি সুন্দরি (ক, গ)
এ ধনি সুন্দরি সুন্দরি (খ)
ধনি নব সুন্দরি সুন্দরি (ব)

CENTRAL LIBRARY

পারাবত দিয়া মোর রাখহ পীরিতি।
নহিলে [২]জানাব[২] গিয়া বিক্রম ভূপতি॥
সাধু ধনপতি আমি বসিয়ে উজানী।
[৩]রাজাতে প্রজাতে জানে[৩] বিদিত অবনী॥ ৮
বনিতা-জনের ঠাঁই নিতে নারি বলে।
পরাণ বান্ধিয়া মোর রাখিলে আঁচলে॥
পরিচয় পেয়্যা চিন্তে খুল্লনা যুবতী।
জ্যেঠার জামাতা বটে সাধু ধনপতি॥১২
বোনাই সম্বন্ধে রামা পরিহাস করে।
ইঙ্গিত করিয়া গালি দেন সদাগরে॥
সজ্জন হইয়া কর খল তাড়াতাড়ি।
উর্দ্ধমুখে ধাও সাধু যেমন আহুড়ি॥ ১৬
প্রাণ-ভয়ে পারাবত লইল শরণ।
প্রাণ দিয়া রক্ষা করি অনুগত জন॥
শিবি নামে মহারাজা শয়চানে ভাণ্ডিয়া।
রাখিল শরণ-পক্ষ নিজ মাংস দিয়া॥ ২০
দৈবে দিল পারাবত নাহি করি চুরি।
মিছা কেন কর সাধু কপট চাতুরী॥
তুমি হে রাজার সাধু হেথা কেবা টুটা।
যদি নিবে পারাবত দাঁতে কর কুটা॥ ২৪
পরিহাসে ধনপতি বুঝে কার্যগতি।
এইত কন্যার পিতা সাধু লক্ষপতি॥
জনাই পণ্ডিত সনে করেন যুকতি।
বিভা হেতু কৈলা মন সাধু ধনপতি॥ ২৮
অভয়ার চরণে ইত্যাদি॥

---

২ গোচরিব (দী) ৩ গন্ধবণিক জাতি (ব)

CENTRAL LIBRARY

জনাই পণ্ডিতের লক্ষপতি-ভবনে গমন

[১]এতেক ভাবিয়া[১] সাধু তরুতলে বৈসে।
নগরে কন্যার কথা সবারে জিজ্ঞাসে ॥
লোক-মুখে শুনে সাধু খুল্লনার কথা।
কাম-বাণে সাধুর হৃদয়ে লাগে ব্যথা ॥ ৪
জনাই পণ্ডিত সনে করিয়া বিচার।
সম্বন্ধ করিয়া কর আমার উদ্ধার ॥
অপুত্রক গৃহে মোর বিফল জীবন।
বিবাহ করিতে চাহি তনয়-কারণ ॥ ৮
এমন শুনিয়া দ্বিজ সাধুর বচন।
ত্বরায় গেলেন লক্ষপতির ভবন ॥
লক্ষপতি-ঠাঁই যদি গেলা পুরোহিত।
দেখি লক্ষপতি বড় হল্য হরষিত ॥ ১২
পাদ্য-অর্ঘ দিয়া দিল বসিতে আসন।
[২]প্রণাম করিয়া কৈল নিজ নিবেদন ॥[২]
বলে লক্ষপতি এই কুমার মইয়াই।
রাম রঘু ইহার অনুজ দুই ভাই ॥ ১৬
এই তো দুহিতা মোর খুল্লনা নামিনী।
ইহার খেলার সঙ্গী পাঁচটি ভগিনী ॥
[৩]ইহা শুনি দ্বিজবর করে অভিমান।
কোথা দিলা কন্যা-বিভা না দিলা জানান ॥[৩] ২০
বরণ দক্ষিণা যদি নাহি দিলে দান।
ব্যবহার ঘুচাল্যে সন্দেশ গুয়া পান ॥
ইহা শুনি লক্ষপতি বলেন উত্তর।
না বুঝিয়া ক্রোধ কেন কর দ্বিজবর ॥ ২৪

---

১ পায়রা তেজিয়া (দী) ২ মধুপর্ক দিয়া দিল নানা আয়োজন (খ)
৩ ইহা শুনি পুরোহিত বলে অভিরোষে।
কেন বা আইল সাধু তোমার নিবাসে ॥ (খ)

CENTRAL LIBRARY

এই তো কন্যার গুরু নাহি হয় বিয়া।
সম্বন্ধ করহ দ্বিজ বিচার করিয়া॥
এত শুনি দ্বিজবর বলেন বচন।
অম্বিকামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥ ২৮

খুল্লনার বিবাহ-প্রস্তাব

শুন হে অবোধ লক্ষপতি।
বার বৎসরের সুতা তোর ঘরে উপনীতা
কেমনে আছ হে সুস্থমতি॥ ৪
সাত বৎসরের কন্যা বিভা দিলে হয় ধন্য
তার পুত্র কুলের পাবন[১]।
[২]আটে যদি বর আনি[২] কহিয়ে মধুর বাণী
পণ বিনা করি সমর্পণ॥ ৮
নবম বৎসরে যদি বর আন যথাবিধি
তনয়া করহ সম্প্রদান।
তার পুত্র দিলে জল সুরলোকে পায় স্থল
পিতৃলোকে পায়[৩] বহু মান॥ ১২
না বুঝাল্য কেহ তোমা গত হৈল দশ সমা
তথাপি না কৈলে কন্যাদান।
একাদশ পরিবেশে মদন হৃদয়ে বৈসে
নব রস হয় এক স্থান॥ ১৬
না করিলে কর্ম ভাল এগার বৎসর হৈল
অপযশ করিলে সঞ্চয়।
দ্বাদশ বৎসর বেলা কন্যা হয় রজস্বলা
পুরুষেরে নাহি করে ভয়॥ ২০

---

১ পালন (গ)
২ আহরিয়া বর আনি (খ, দী, ব)
৩ করে (দী)

CENTRAL LIBRARY

যাবত পুষ্পিতা নয় তাবত পুরুষে ভয়
নাহি থাকে তাবত কামনা।
নর দেখি অনুপাম[৪] যদি কন্যা করে কাম
পায় পিতা নরক-যন্ত্রণা ॥ ২৪
দ্বিজের বচন শুনি বলে লক্ষপতি বাণী
যে উচিত করহ ব্যবহার।
সপ্তগ্রাম বর্ধমান বর দেখ স্থানে স্থান
মুকুন্দ রচিল গীতসার ॥ ২৮

পাত্র-নির্বাচন

শুন লক্ষপতি সদাগর।
যত আছে গন্ধ বেণ্যা একে একে দিব গণ্যা
নাহি খুল্লনার যোগ্য বর ॥ ৪
যেবা চাঁদ সদাগর তার নাতি আছে বর
ঘর যার চম্পা-নগরী।
[১]তার সনে কৈলে কাজ সভাতে পাইবে লাজ[১]
জাতি-নাশ কৈল বিষহরী ॥ ৮
বর্ধমানে ধুস দত্ত যার বংশে সোমদত্ত
মহাকুল বেণ্যার প্রধান।
বাশুলীর প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বাদশ বৎসর বন্দী
এই হেতু নাহি পায় মান ॥ ১২
ফতেপুরে রামকুণ্ড সেই বেটা লুনে ভণ্ড
নহে সেহ তোমার সমান।
কর্জনার হরি লা [২]বাপ মায়ে পোষে না[২]
প্রভাতে না করি তার নাম ॥ ১৬

৪ অভিরাম (খ) অবিরাম (দী)
১ মনসার সনে বাদ নিরন্তর বিসম্বাদ (ক)
২ নাহি পোষে বাপ মা (ব)

CENTRAL LIBRARY

ভালুকীর সোম চন্দ সে বেটা কপট ছন্দ
যশোলেশ নাহিক তাহার।
যে যে বেণ্যা আছে যথা সবাকার জানি কথা
সবে হয় দোষের আকর ॥ ২০
যেবা আছে রাম দাঁ বাড়ী যার নাড়ু গাঁ
সেহ নহে তোমার সোসর।
গঙ্গার দুকূল কাছে যত গন্ধবেণ্যা আছে
খুল্লনার যোগ্য নাহি বর ॥ ২৪
তোমার কন্যার মত আছে ধনপতি দত্ত
কুলে শীলে রূপে গুণবান্।
শুনিয়া দ্বিজের উক্তি লক্ষপতি করে যুক্তি
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥ ২৮

বিবাহ-সম্বন্ধ

আমার বচনে সাধু কর অবধান।
কুলীন পুরুষবরে কন্যা কর দান ॥
মহাকুলে উৎপত্তি বেণ্যা ধনপতি।
প্রথম যৌবন সাধু মোহন মূরতি ॥ ৪
যেন রূপ তেন গুণ উত্তম বেভার।
দেব-দ্বিজ-গুরু-ভক্ত শুদ্ধ সমাচার ॥
দানে বলি কর্ণ সম উচ্চ অভিলাষ।
নাটক নাটিকা কাব্য কর্যাছে অভ্যাস ॥ ৮
তার যোগ্য এই নারী খুল্লনা যুবতী।
ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী যেন মদনের রতি ॥
ঘটকের মুখে শুনি বরের কীরিতি।
সম্বন্ধ প্রসঙ্গে সায় দিল লক্ষপতি ॥ ১২
ব্রাহ্মণ সহিত যত লক্ষপতি ভনে।
কপাটের আড়ে থাকি রম্ভাবতী শুনে ॥

CENTRAL LIBRARY

স্বামীকে গঞ্জিয়া রামা করে অভিমান।
অভয়া-মঙ্গল কবিকঙ্কণে গান ॥ ১৬

নারীগণের বরদর্শন

সম্বন্ধ প্রসঙ্গে [১]তবে সবে দিল মতি[১]।
নিমন্ত্রিয়া[২] জামাতারে আনে লক্ষপতি ॥
বসাইল জামাতারে লোহিত কম্বলে।
কেহ জল দেয় কেহ চরণ পাখালে ॥ ৪
আছড়ে থাকিয়া রম্ভা[৩] জামাতা নেহালে।
[৪]আয়্যো সহ আনিবারে জয়া দাসী চলে ॥[৪]
ত্বরা করি নগরে নগরে যায় চেড়ী।
সই-সাঙ্গাতী ডাকি আনে বাড়ী বাড়ী ॥ ৮
অমলা বিমলা চাঁপা কমলা ভারতী।
স্বর্ণরেখা পদ্মাবতী রতি কলাবতী ॥
বল্লভা দুর্লভা রম্ভা সতী চন্দ্রাননা।
তুলসী মালতী যুতি শশী সুলোচনা ॥ ১২
হীরা তারা সরস্বতী মদনমঞ্জরী।
কৌশল্যা সুমিত্রা আর বিজয়া সুন্দরী ॥
যশোদা রোহিণী রামা রাধা কাদম্বরী।
চিত্রলেখা সুরধুনী শ্যামা মন্দোদরী ॥ ১৬
[৫]ত্বরা করি চলে সবে বিগলিত কেশ।
শুনি রড়ে ধায় সবে নাহি করে বেশ ॥[৫]

---

১ সায় দিল রম্ভাবতী (গ) ২ আমন্ত্রিয়া (গ)
৩ আড়ে থাকি রম্ভাবতী (গ)
৪ এয়ো সুয়ো ডাকিতে বিজয়া দাসী চলে (গ)
আয়্যাগণ আনিতে ··· ··· (খ)
৫ বিবাহের সবাকার বিপর্যয় বেশ।
আল্যান কবরীভার নাহি বাঁধে কেশ ॥ (খ)

CENTRAL LIBRARY

[৬]এক করে কঙ্কণ নূপুর এক পায়।
অর্ধকেশ আঁচড়ি কেহ দ্রুতগতি যায় ॥[৬] ২০
এক চক্ষে কোন জন পরিল অঞ্জন।
এক কর্ণে কর্ণপুর ত্বরায় গমন ॥
[৭]কোন আয়ো ধায় তার হাতে কাঁখে পো।
শিশু কাঁদে দুগ্ধ দিতে নাহি তার মো ॥[৭] ২৪
ধাইল সকল আয়ো দিয়া বাহুনাড়া।
[৮]আঁখির নিমিখে ভেঙ্গে আস্তে বণিক্‌পাড়া ॥[৮]
সাধুর ভবনে গিয়া দিল দরশন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিল সবে বসিতে আসন ॥ ২৮
বর দেখি আয়ো সব আনন্দিত চিত।
আয়োর প্রসঙ্গে নাচাড়ী গাব গীত ॥
অভয়ার চরণে ইত্যাদি ॥

রামাগণের পতি-নিন্দা

সবে বলে খুল্লনার বর মিলেছে ভাল।
মদনমোহন বরের রূপে ঘর কর্যাছে আলো ॥
এক যুবতী বলে ওগো আমার কর্ম মন্দ।
অভাগিয়া পতি মোর দুই চক্ষু অন্ধ ॥ ৪
[১]কোন দেশে নহি গো দুখিনী মোর পারা।
কোলের কাছে থাকিতে সদাই হই হারা ॥[১]

---

৬ য়েক পাদ নূপুর কেয়ূর য়েক কর।
কথায় বার্ত্তায় আল্যা লক্ষপতি ঘর ॥ (দী)

৭ শিশু কান্দে কেহ কেহ নাহি করে মাইয়া।
কেহ কেহ আস্তে তথা কাখে পো লইয়া ॥ (দী)

৮ ত্বরিতে ছাড়িয়া যায় ব্রাহ্মণের পাড়া ॥ (খ)
আঁখির কটাক্ষে ভাঙ্গ্যা আনিলেক পাড়া ॥ (ক)

১ কোন দুখে দুখি গো নাহি মোর পার।
কোলে থাকিতে পতি সদাই করে হার ॥ (খ)

CENTRAL LIBRARY

অন্ধ পতি নিয়ে মোর গেল সর্বকাল।
জলপাত্র বল্যা কানা তুল্যাছে বিড়াল ॥ ৮
আর যুবতী বলে পতির বর্জিত[২] দশন।
শাক স্থপ ঘণ্ট বিনে না করে ভোজন ॥
দঢ় ব্যঞ্জন আমি যে দিনে রান্ধি।
মারয়ে পিড়ার বাড়ি কোনে[৩] বসি কান্দি ॥ ১২
আর যুবতী বলে গো আমার গোদা পতি।
কোয়া জরের ঔষধ নিত্য পাব কতি ॥
ভাদ্র মাসের পাঁকই বড়ই দুর্বার।
গোদে তৈল দিতে কত তুলিব ন্যাকার ॥ ১৬
আর যুবতী বলে সখী মোর[৪] পতি কালা।
আনের হইল ঘরকন্না মোর হৈল জ্বালা ॥
দিনে ঠারে ঠোরে কথা কহি পতির সনে।
[৫]রাত্রি হইলে নিদ্রা যায় গরুড় শয়নে[৫] ॥ ২০
আর সখী বলে সই মোর কথা বুঝ।
অভাগিয়া পতি [৬]মোর পিঠে আছে কুঁজ[৬] ॥
চিৎ হয়্যা শুতে নারে কুঁজের প্রকারে।
কুড়িয়া রেখ্যাছি খাদ মেঝ্যার ভিতরে ॥ ২৪
আর যুবতী বলে শুনে মাথা হব হেঁট।
আমার স্বামীর বটে নন্দী পারা পেট ॥
উঠিলে বসিতে নারে হাঁই ফাঁই করে।
কাশিতে কাপড় ছেঁড়ে গাঁট দিয়া মরে ॥ ২৮
আয়্যার মিশালে বুড়ি নানা কাচ কাচে।
পাক-তৈলে দেখ মোর চুল পেক্যায়াছে ॥*

---

২ নাহিক (খ) ৩ দ্বারে (খ) ৪ সই মোর (খ)
৫ রাত্রে নিদ্রা জান কেবল গরুড় সমানে (খ)
রাত্রি হইলে পড়ে থাকে গাধার শয়নে (গ)
৬ মোর পিঠে বিরাল কুঁজ (খ), পিঠে আড়াই-হাত কুঁজ (গ)
* অতিরিক্ত পোএর হৈআছে পো নাতিনের হৈআছে ঝি।
পর গো তৈলে চুল পাক্যাছে বএস বটে কি ॥ (খ)

CENTRAL LIBRARY

রূপে গুণে সুন্দরী নাতিনী ঘরে আছে।
হেন বরে বিভা দিয়া রাখি আপন কাছে ॥ ৩২
বর দেখি আয়ো সব খায় মন-কলা।
ধনপতি দত্তে সাধু দিল বরমালা ॥
পরস্পর লোক-মুখে শুনিল লহনা।
শ্রীকবিকঙ্কণে কৈল পাঁচালী রচনা ॥ ৩৬

লহনার খেদ

[১]দেখিয়া কুস্বপ্ন বহু স্পন্দয়ে দক্ষিণ বাহু[১]
লহনা কহেন মন-কথা।
শুনি সখি লোক-মুখে [২]শেল যেন বাজে বুকে[২]
প্রভু দিবে নিদারুণ সতা ॥ ৪
কহ হুয়া জীবন উপায়।
কাণে তোর দিব হেম চিন্তহ আমার ক্ষেম
কেমনে সম্বন্ধ ভাঙ্গা যায় ॥ ৮
খুড়া হয়্যা দেয় সতা কারে কব দুঃখ-কথা
কারে বা কহিব অভিমান।
বরঞ্চ মরণ ভাল হৃদয়ে রহিল শেল
সই এবে কর সমাধান ॥ ১২
*পায়রা উড়াবার ব্যাজে গেলা প্রভু নিজ কাজে
না জানিলুঁ এসব বারতা।
সম্বন্ধ নির্ণয় হইল [৩]এবে যে পরাণ গেল[৩]
হরি হরি বৈমুখ বিধাতা ॥ ১৬

---

১ দেখিয়া কুস্বপ্ন সখি বাষ্প ক্ষুরে ডানি আঁখি (ক)
২ পাষাণ চাপালা বুকে (দী), শেল যে রহিল বুকে (খ)
* এইখান হইতে 'খ' পুঁথির তিন পাতা (১৩৭, ১৩৮, ১৩৯) নাই।
৩ ইবে সে লহনা মৈল (খ, দী)

CENTRAL LIBRARY

একলা ঘরের দারা আছিলাম সতন্তরা
নিতে দিতে আপনি গৃহিণী।
বিধাতা আমারে বাম [৪]পরে নিবেদিতে ধাম[৪]
মনে পোড়ে শোকের আগুনি ॥ ২০
শোকে মোর পোড়ে মন দাবানলে যেন বন
চক্ষুজল নিবারিতে নারি।
এই দুঃখ বড় মনে দিব আমি অন্য জনে
সঞ্চয় করিয়া ঘরগারী ॥ ২৪
শুনি এত দুঃখ কথা হৃদয়ে ভাবিয়া ব্যথা
লীলারে আনিতে[৫] দাসী যায়।
সদাগর আল্য বাসে শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে
হৈমবতী যাহারে সহায় ॥ ২৮

লহনাকে প্রবোধ দান

লহনা লহনা বলি ডাকে সদাগর।
অভিমানে রামা তারে[১] না দেন উত্তর ॥
ইঙ্গিতে বুঝিলা সাধু তার অভিমান।
কপট প্রবন্ধ করি জায়ারে বুঝান ॥ ৪
রূপ নাশ কৈলে প্রিয়ে রন্ধনের শালে।
চিন্তামণি নাশ কৈলে কাচের বদলে ॥
স্নান করি আসি কেশে না দেহ চিরুণী।
[২]রৌদ্র নাহি পায় কেশ[২] শিরে বিন্ধে পানী ॥ ৮
[৩]অবিরত ঐ চিন্তা আমি মনে গুণি।
রন্ধনের শালে নাশ হইলে পদ্মিনী ॥[৩]

---

৪ পরে লবে ধন ধাম (দী) ৫ ডাকিতে (গ)
১ সাধুআনী (দী) ২ রৌদ্রে নাহি দেহ গা (খ)
৩ অবিরত এই চিন্তা অন্য নাহি মনে।
অপূর্ব পদ্মিনী নষ্ট হইলে রন্ধনে। (গ)

CENTRAL LIBRARY

মাসী পিসী নাহি কেহ বহিনী সতিনী।
নাহি কেহ সহে ভার হইয়া রন্ধনী ॥ ১২
তোমার খুড়ার কন্যা খুল্লনা রূপসী।
রন্ধনের তরে তারে কিন্যা দিব দাসী ॥
বরিষা বাদলে তুমি আনলে দেহ ফুক।
[৪]গুয়া পান নাহি খাও শুকাইল মুখ[৪] ॥ ১৬
[৫]আনলেতে ফুঁ পাড়িতে মুখে হয় ব্যথা।[৫]
[৬]দর্পণ লইয়া দেখ চক্ষু তোর রাতা ॥[৬]
সদাগর বলে যত কপট আশ্বাস।
উত্তর না দেয় রামা ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥ ২০
দুবলা করিলা স্থল বসিলা ভোজনে।
অম্বিকা-মঙ্গল কবিকঙ্কণে ভনে ॥

ধনপতির ভোজন

[১]শিব সোঙরিয়া সাধু কৈল আচমন।
লহনা কনক থালে যোগায় ওদন ॥[১]
সুবর্ণের বাটীতে [২]পুরিয়া দিল[২] ঘি।
হাসিয়া পরশে রামা বণিকের ঝি ॥ ৪
সোঙরিল জনার্দন প্রধান পুরুষ।
সুরনদী জলে সাধু করিল গণ্ডূষ ॥

---

৪ কর্পূর তাম্বূল বিনে সুখাইল মুখ। (গ, দী)
৫ ধূমযুত আনলে সদাই চক্ষে লো। (খ, ব)
৬ দর্পণে নেহালে নয়নের কত থোয়। (দী)
দর্পণে নিহালি দেখ পড়িয়াছে থো। (খ, ব)
১ স্থল করি দুয়া চেড়ী পাতিলা আসনে।
শিব শোঙরীয়া সাধু বসিলা ভোজনে। (দী)
২ দুর্বলা দেয়

CENTRAL LIBRARY

প্রথমে সুক্তার[৩] ঝোল ঘণ্ট আর শাক।
প্রশংসা করয়ে তার ব্যঞ্জনের পাক ॥ ৮
ঘৃতে ভাজা খণ্ডে মিশ দিলা ফুলবড়ি।
পাখা ধরি বাতাস করয়ে দুয়া চেড়ী ॥
ভাজা মীন ঝোল ঘণ্ট মাংসের ব্যঞ্জন।
গন্ধে আমোদিত কৈল ভোজন-ভবন ॥ ১২
হাসিয়া লইল রামা কনকের থালা।
ললিত গমনে যান[৪] বৈদগ্ধী লীলা ॥
কটাক্ষে সাধুর মন হরিলা লহনা।
[৫]ভোজন করিলা সাধু হয়্যা আনমনা ॥[৫] ১৬
কর্পূর তাম্বূলে কৈল মুখের শোধন।
চরণে পাদুকা দিয়া করিলা গমন ॥
বিনোদ-মন্দিরে সাধু দিল দরশন।
পদ্মনাভ সোঙরিয়া করিলা শয়ন ॥ ২০
হেথা নিত্য কর্ম করে লহনা বেণ্যানী।
চলিল পতির পাশে মাতঙ্গ-গমনী ॥
হেট মাথা করি রামা রহে সেইখানে।
রতি আশে সদাগর ধরিলা বসনে ॥ ২৪
আপনার দুঃখ রামা করে নিবেদন।
অম্বিকামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

দম্পতি-কলহ

কপট সম্ভাষ তেজ পরিহাস
সে সব আদর গেল।
কোন মূঢ়মতি দিনে জ্বালে বাতি
[১]তাহে কিবা করে আলো ॥[১] ৪

---

৩ সুকুতা ৪ গঞ্জে ৫ ভোজন সম্বরে সাধু হয়ে কামমনা। (ব)
১ সে বা কি না করে আলো। (ব)

CENTRAL LIBRARY

স্ত্রী গত-যৌবন পুরুষ দুর্জন
কি আর আদর চীন।
কামদেব পাপ দুইজনে তাপ
নাহি করে গুণহীন ॥ ৮
কপট প্রবীণ কুলিশ কঠিন
তোমার দারুণ হিয়া।
সত্য কৈলে যত সব হৈল হত
কি দোষ মোর দেখিয়া ॥ ১২
অঙ্গনা সমাজ কিবা গৃহকাজ
পাইলে কিবা অনুচিত।
যদি দিবে সতা কে তার রক্ষিতা
কেন না কৈলে ইঙ্গিত ॥ ১৬
রামা অভিমানী শেষ নিশা জানি
কাম-বাণে সাধু অন্ধ।
লহনা সদয় পাইয়া সময়
কৈল রতিরাস বন্ধ ॥ ২০
না করিল বিধি জীবন অবধি
নারীর যৌবন ভাল।
শিশির উদয় মৃণাল না রয়
মরমে রহিল শাল ॥ ২৪
থাকে পুণ্য-অংশ কোলে হয় বংশ
সুকৃতি সেই দম্পতি।
যদি নাহি তোক শূন্য দুই লোক
দোঁহার কর্মের গতি ॥ ২৮
সাধু করে ধরি লহনা নিবারি
চঞ্চল কঙ্কণ পাণি।
[২]উদিত কামান সহ পঞ্চবাণ
কন্দল ভাঙ্গেন আপনি ॥[২] ৩২

---

২ মাঝে পঞ্চবাণ হয়্যা আগুয়ান
কন্দল ভাঙ্গে আপনি। (ব)

রাজা রঘুনাথ গুণে অবদাত
রসিক মাঝে সুজান।
তার সভাসদ রচি চারু পদ
শ্রীকবিকঙ্কণে গান ॥ ৩৬

বিবাহের দিননির্ণয়

পরিতোষে লহনারে দিল পাটশাড়ী।
পাঁচ পল সোনা দিল গড়িবারে চুড়ি ॥
সাধু বলে প্রিয়ে তুমি আছ মোর মনে।
[১]আছিলে পূর্বে যেমন[১] বিবাহের দিনে ॥ ৪
*রাম রাম সোঙরণে[২] রজনী প্রভাত।
[৩]নিত্য নিয়মিত করি ভাবে ভূতনাথ ॥[৩]
আশিস করিতে আইলা দোনাই পণ্ডিত।
প্রণাম করিয়া সাধু করিলা ইঙ্গিত ॥ ৮
[৪]চক্ষুকোণে কহে[৪] কথা সঙ্গে গ্রহ ওঝা।
নানা [৫]দ্রব্য পূরিত করিল[৫] ভার বোঝা ॥
দোনার্দন গেলেন লক্ষপতির ভবনে।
সম্ভ্রমে আসিয়া রম্ভা যোগায় আসনে ॥ ১২
লক্ষপতি আসি বন্দে দ্বিজের চরণ।
জনার্দন কহে তাহে কার্য প্রয়োজন ॥
আসি গ্রহ ওঝা ডাকে সাধুর কল্যাণ।
সভা মধ্যখানে আসি পড়ে পাঁজিখান ॥ ১৬

---

১ আছিলা যেমত পূর্বে (ব) ২ শ্রৌঙরণে (ব)
৩ পশ্চিম আশার কূলে গেল নিশানাথ। (ব) ৪ আঁখিঠারে হৈল (ব)
৫ বস্ত্র পূরিত সাজিল (ব)
* ৪র্থ ও ৫ম ছত্রের মধ্যে অতিরিক্ত
রত্ন প্যায়া যত্নে লৈল লহনা যুবতী।
বিবাহের তরে তবে দিলা অনুমতি। (ব)

CENTRAL LIBRARY

সূর্য নমস্করি শাস্ত্র কর অবগতি।
আজি বুধবার ছয় দণ্ড ষষ্ঠী তিথি॥
মৃগশিরা নয় দণ্ড বণিজ্যকরণ।
শুভযোগ সাত দণ্ড শুনহ বর্ণন॥ ২০
পুনরপি পড়ে শুনে বেণ্যা সাবধানে।
অশিত বৎসর কথা গ্রহ ওঝা জানে॥
সংক্রান্তি কপালে তোমার সম্বৎসর কোলে।
বড়ই সম্পদ তব হব এই কালে॥ ২৪
বৈশাখ হইতে হবে লুপ্ত সম্বৎসর।
শুভক্ষণ নাহি আর বৎসর ভিতর॥
এত বাক্য বারি হইল গ্রহ ওঝার তুণ্ডে।
পর্বত ভাঙ্গিয়া পড়ে লক্ষপতির মুণ্ডে॥ ২৮
বৈশাখে হইব কন্যা বারতে প্রবেশ।
ফাল্গুন ভিতরে লগ্ন কর উপদেশ॥
লগন করেন ওঝা শুভক্ষণ গুণি।
দ্বাদশী নির্ণয় কৈল উত্তর ফাল্গুনী॥ ৩২
পুরস্কার পাইয়া গেল আপন ভবনে।
কহিল সকল কথা সাধু সন্নিধানে॥
অভয়ার চরণে ইত্যাদি॥

লহনার সন্তোষবিধান

সোনা পেয়্যা পল চারি মানিল লহনা নারী
দূর কৈল সব[১] অভিমান।
প্রেমবন্ধ মুখে মুখে আলিঙ্গন বুকে বুকে
যামিনী হইল অবসান॥ ৪
ধনপতির হৃদয়ে উল্লাস।
বসিয়া তুলিচা মাঝে নিজোজিল নানা কাজে
শুভ মুখকমল প্রকাশ॥ ৮

---

১ যত (খ)

CENTRAL LIBRARY

[২]জগত জীবন পতি[২] আনন্দে পূর্ণিত মতি
ডাকি আনে দোনাই ব্রাহ্মণে।
গুরু গৌরবের হার নিজজিয়া কৈল ভার
চলে ওঝা ইছানি গমনে ॥ ১২
লক্ষপতি পায়ে পড়ি বসাল্য গাম্ভারী[৩] পিড়ি
দুই করে পাখালে চরণ।
[৪]আসিয়া দোনাই দ্বিজে হাস্যমুখ সরসিজে
প্রয়োজন কৈল নিবেদন ॥[৪] ১৬
[৫]শুনহ শুনহ[৫] ভায়্যা শুভকাজ[৬] যায় বয়্যা
অবধান কর সদাগর।
বৎসরেক নাহি বিয়া কেমনে ধরিবে হিয়া
লুপ্ত হবে একই বৎসর ॥ ২০
শুনি লক্ষপতি মানে যুক্তি করে জায়া সনে
জ্ঞাতি-বন্ধু-পুরোহিত সনে।
গ্রহবিপ্র আনি ঘরে লগ্নের বিচার করে
জয়ধ্বনি বনিতা-বদনে ॥ ২৪
সম তিথি ত্রয়োদশী রোহিণী সহিত শশী
শুভযোগ বণিজ করণ।
লগ্নেতে আছয়ে জীব ইহাতে পরম শিব
সায় দিল গণিয়া গণন ॥ ২৮
আসিয়া ঘটকরাজ নিবেদন কৈল কাজ
আয়োজন কৈল সদাগর।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ
গাইল মুকুন্দ কবিবর ॥ ৩২

---

২ শয্যা ত্যজি ধনপতি (খ) ৩ উত্তম (খ)
৪ সুর মুখ সরসিজে নানা দ্রব্য আনি দ্বিজে
আয়োজন করে সমর্পণ ॥ (খ)
৫ কি কর কি কর (খ) ৬ শুভক্ষণ (খ)

অধিবাস

কি কর কি কর ভায়্যা শুভযোগ যায় বয়্যা
গিয়াছিনু ইছানি নগর।
ফাল্গুন উত্তম মাস কালি হবে অধিবাস
শুনি আনন্দিত সদাগর ॥ ৪
সাধু করে আয়োজন সবদিকে দিল মন
হাটে কিনে আনে নানা ধন।
সাধুর আদেশ পায় ইছানি নগরে যায়
ঘটক পণ্ডিত জনার্দন ॥ ৮
বিবাহের নিয়া সাজ চলিলা ঘটক রাজ
কুলীন পণ্ডিত পুরোহিত।
আগে পিছে সারি সারি নানা দ্রব্য লয়্যা ভারী
গায়নে মঙ্গল গায় গীত ॥ ১২
তৈল সিন্দুর পান গুয়া বাটা ভারি গন্ধ চুয়া
আম্র দাড়িম্ব [১]কাঁচ কাটা[১]।
পাট ভরি নিল খই ঘড়া ভরি নিল দই
সাজিয়া সুরঙ্গ নিল বাটা[২] ॥ ১৬
ক্ষীরীপুরি[৩] গঙ্গা জল কান্দি সুর্দ্ধ নারিকল
চিনিতে বান্ধিয়া নিল গাছ।
চাল ডাল রাশি রাশি জোড়ে জোড়ে নিল খাসী
সাজুড়িয়া নিল বড় মাছ ॥ ২০
সর্বস্ব পুটুলী ভরা বান্ধি নিল কোল সরা
সুতা নিল নাটাই সহিত।
সুরঙ্গ পাটের শাড়ী পরিতে হীরার কড়ি
বিদমালা সুবর্ণ জড়িত ॥ ২৪
চিনি চাঁপা মর্তমান সরস গুবাক পান
হরিদ্রা রঞ্জিত সুবসন।

---

১ পাকা কাঁচা (ব) ২ বাছা (ব) ৩ ক্ষীরপুলি (ব)

CENTRAL LIBRARY

গোরোচনা নিল শঙ্খ চামর চন্দন পঙ্ক
পুষ্পমালা কজ্জল দর্পণ ॥ ২৮
কপালে জুড়িয়া ফোটা বসিল পণ্ডিত ঘটা
সকলেতে বসিল কম্বলে।
কিতা কুতুবায় বান্ধা উপরে টানায় চান্দা
ধূপে আমোদিত কৈল স্থলে ॥ ৩২
মহামিশ্র ইত্যাদি ॥

বিবাহের নান্দীমুখ

সকল দোষ হীন আজি শুভদিন
ধরে সবে মনোহর বেশ।
হরিদ্রা-রঞ্জিত ধুতি পরিয়া রূপবতী
বসিলা বাপের সকাশ ॥ ৪
খুল্লনার গন্ধ-অধিবাস।
মিলি যত নিতম্বিনী উলু দেয় জয়ধ্বনি
রম্ভার হৃদয়ে উল্লাস ॥ ৮
কোমল শুভ সিকা উপরে রসাল শাখা
তণ্ডুল পাতিল আধারণ।
উপরে ফুল-ঝারা স্থাপে গণেশের বারা
দ্বিজগণে করে বেদগান ॥ ১২
পটহ দুন্দুভি বেণী দগড় কাঁসী সানী
শঙ্খ বাজে জয়ঢাকি।
থমক টমক ভেরী জগঝম্প সারি সারি
রঙ্গতালে নাচয়ে নর্ত্তকী ॥ ১৬
ধূপ দীপ দিয়া তথি পূজিল প্রজাপতি
ভাস্কর আদি গ্রহগণে।
স্থাপিয়া পূজে ষষ্ঠী সবার কৈল পুষ্টি
পূজিল মুকুন্দ নন্দনে ॥ ২০

CENTRAL LIBRARY

দ্বিজগণে বেদ গান মহী গন্ধ শিলা ধান
পুষ্পমালা ফুল ঘৃত দধি।
রজত দর্পণ হেম স্বস্তিক সিন্দূর ক্ষেম
কজ্জল দিল যথা বিধি ॥ ২৪
সিদ্ধার্থ চামর শঙ্খ ভুবনে উপমা রঙ্ক
পূর্ণপাত্র প্রদীপ সহিত।
করি তথা স্বর ভেদ ব্রাহ্মণে পড়েন বেদ
সূত্র বান্ধে দোনাই পণ্ডিত ॥ ২৮
পূজিল প্রতিমা পাতি গৌরী পদ্মা মেধাবতী
সাবিত্রী বিজয়া জয়া যথা।
স্বাহা স্বধা বেদসমা শান্তি পুষ্টি ধৃতি ক্ষমা
কুলদেবী কুলের দেবতা ॥ ৩২
ঘৃত দিয়া করি ত্বরা কাঁথে দিল বসুধারা
কৈল নান্দীমুখের বিধান।
[১]সুবেশ সুধীর মতি জল সহে রম্ভাবতী[১]
সখীগণ সংহতি জোগান ॥ ৩৬
লিখন করিয়া পাঁতি আনাইল বন্ধু জ্ঞাতি
দেশে দেশে পাঠাল বার্তন।
লক্ষপতির বাসে নানা বস্ত্র লইয়া আইসে
বোঝা ভার নানা আয়োজন ॥ ৪০
মহামিশ্র ইত্যাদি ॥

রম্ভাবতীর ঔষধ সংগ্রহ

ঔষধ করিয়া রম্ভা ফিরে বাড়ী বাড়ী।
দোছট করিয়ে পরে তসরের শাড়ী ॥

---

১ জল সহে রম্ভাবতী সুবেশে কুসম মতি (খ)
জল সাথে রম্ভাবতী হইয়া বিশুদ্ধ মতি (ব)

CENTRAL LIBRARY

পূজার মহিষের আনে নাসিকার দড়ি।
[১]দুর্গার প্রদীপে করে কজ্জলের বড়ি ॥[১] ৪
সাধুর কপালে যবে দিব রঙ্গবস্থ।
খুল্লনার হবে সাধু পঞ্জরের পশু ॥
[২]আনিল পুড়াতি গাছ[২] হাই হামলাতি।
কবরের তুলিয়া আনে কালিমা বিছাতি ॥ ৮
ইহা দরশনে তার বশ হবে পতি।
উলঙ্গ হইয়া আনে নিশাভাগ রাতি ॥
সাপের আঠালি আনে বাদিয়ার ঘরে।
রোহিত মাছের পিত্ত মঙ্গল বাসরে ॥ ১২
কাপাসের বাড়ি হইতে আনিল গোমুণ্ড।
যাহে দাণ্ডাইয়া সাধু রহে দুইদণ্ড ॥
খুল্লনা করিবে যবে সাধুর অপমান।
[৩]দাণ্ডাইয়া শুনিবে[৩] সাধু গোমুণ্ড সমান ॥ ১৬
বিমলা ব্রাহ্মণী সেই রম্ভাবতীর সই।
আনিল এক বর্ণা ধলা গাভীর দই ॥
নিশিযোগে আনে দেউলের পাটিখান।
পূজিবে মঙ্গল বারে দিয়া দীপমান ॥ ২০
ধনপ্রতি লহনাতে বিচ্ছেদ কন্দলে।
ত্রিফল মণ্ডল ভাঙ্গে সেই পাটিখানে ॥
ঔষধ করেন রম্ভা খুল্লনার হিত।
লহনার তরে সেই হবে বিপরীত ॥ ২৪
সমাধিয়া খুল্লনার গন্ধাদি বাসন।
উজানী চলিল ওঝা হরষিত মন ॥
গেলেন দোনাই ওঝা ত্বরিত-গমনে।
উপনীত হইল গিয়া সাধুর ভবনে ॥ ২৮

---

১ দুর্গার প্রদীপ পায়্যা রাখ্যাছিল চেড়ী। (খ)
২ আদেশে পাকড়ি গাছে (খ) ৩ মৌন রহিবে (ব)

CENTRAL LIBRARY

সহাস বদনে কথা কহে দ্বিজবর।
শুভক্ষণে "ছান্দনা বান্দিল" সদাগর॥
আইল অঙ্গনাগণ সাধুর মন্দিরে।
কুমকুম চন্দনে ভূষিত কলেবরে॥ ৩২
তামিপাতিগণ করয়েন শুভক্ষণ।
চৌদিকে পণ্ডিত ঘটা আল্য বন্ধুজন॥
হেম ঘটে গণাধিপ কৈল আরোপন।
করিলা দোনাই ওঝা স্বস্তিক বাচন॥ ৩৬
অভয়ার চরণে ইত্যাদি॥

বরানুগমন

মদন মূরতি সাধু ধনপতি
বসিলা গাম্ভারী পাটে[১]।
বদনে নিন্দে বিধু চৌদিকে বারবধূ
মঙ্গল গায় গীত নাটে॥ ৪
ব্রাহ্মণে পড়ে স্মৃতি আনন্দে ধনপতি
চৌদিকে জয় জয় ধ্বনি।
মঙ্গল বস্তু যত করয়ে নিয়োজিত
মঙ্গল[২] পড়া বাজে সানি॥ ৮
সমাপ্ত কৈল কর্ম যে ছিল কুলধর্ম
দ্বিজেরে দিলেন দক্ষিণা।
বর্য্যাতি জন পুঞ্জে সাধু গ্রহ[৩] ভুঞ্জে
চৌদিকে ব্যাল্লিস বাজনা॥ ১২
গোধূলি হৈল বেলা সাধু চাপে দোলা
গলাতে দিল রত্নমালা।

---

৪ ছোড়না টাঙ্গায় (ব), চান্দুয়া খাটাল্য (খ)
১ পীঠে (ব) ২ মৃদঙ্গ (খ) ৩ সাধুর গৃহে (গ)

CENTRAL LIBRARY

মুকুট শিরে রোপে চন্দন অঙ্গে লেপে
শোভয়ে হেম তাড় বালা ॥ ১৬
নৃত্য করে নাট মঙ্গল পড়ে ভাট
হস্তীর পিঠে বাজে দামা।
হাস্য কুতূহলে পদাতি পদাতে খেলে
আগেতে ধায় রণভীমা ॥ ২০
বাজয়ে সিঙ্গা কাড়া আরোপি চাপে ঘোড়া
চৌদিকে ধাইল ধানুকী।
তুরঙ্গ ধুলা গায় পবন জিনিয়া ধায়
চৌদিকে বেড়িয়া তবকী ॥ ২৪
নাহি যেন দিক পাশ কতেক রায়বাশ
কত শত দারাসিনি।
অনেক দারু সাজি কৈল আতস বাজি
এক কালে যেমন বিজলী ॥ ২৮
দু দলে গালাগালি কোন্দল চুলাচুলি
বরযাত্রী দেউটি না ছাড়ে।
ধূলা খেলা ঢেলা বৃষ্টি মেলিতে না পারে দৃষ্টি
দুই দলে খুনাখুনি পাড়ে ॥ ৩২
বুঝিয়া কার্যের গতি [৪]দ্বন্দ্ব ভাঙ্গে[৪] লক্ষপতি
[৫]দোনাই দ্বিজ[৫] সমঞ্জসে।
জামাতার হাতে ধরি লইলেন[৬] নিজ পুরী
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভাষে ॥ ৩৬

স্ত্রী-আচার

প্রমোদ লোচন-জলে সাধু হৈল অন্ধ।
কোলে করি জামাতারে শিরে দিল গন্ধ ॥

---

৪ আসি তথা (ব) ৫ কন্দলী ভাঙ্গিল (ব) ৬ চলে সাধু (ব)

CENTRAL LIBRARY

বসাইল জামাতারে লোহিত কম্বলে।
কেহ জল দেয় কেহ চরণ পাখালে ॥ ৪
অঙ্গুরী অঙ্গদবালা ভূষণ চন্দন।
দিয়া লক্ষপতি করে বরের বরণ ॥
রম্ভাবতী স্ত্রী-আচার করে যথাবিধি।
বরের চরণে আনি ঢালিলেন দধি ॥ ৮
আনিল বরের সুতা মাপিল অধর।
পুনরপি মাপে তার দুইখানি কর ॥
সেই সুতা বান্ধি রাখে খুল্লনার বসনে।
সাধু তার হবে যেন নিগূঢ় বন্ধনে ॥ ১২
[১]পুনঃ শুভা সুতা আনে[১] নাটাই সহিত।
সাত ফের ফিরাইয়া করিল বেষ্টিত ॥
সেই সুতা বান্ধি রাখে খুল্লনা অঞ্চলে।
গালাগালি দিতে যেন মুখে নাহি বলে ॥ ১৬
হেন মতে নানা তন্ত্র করে যথোচিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান অভয়াসঙ্গীত ॥

লক্ষপতির কন্যাদান

সাধু করে কন্যাদান দ্বিজগণে বেদ গান
নাচে গায় রঙ্গে বিদ্যাধরী।
[১]পটহ দুন্দুভি বেনী শঙ্খ পড়া বাজে সানি[১]
আনন্দিত ইছানী নগরী ॥ ৪
পাটে চুড়ি রূপবতী প্রদক্ষিণ করে পতি
শুভ মুখে দুজনে ছামুনী।

---

১ আনিল আইয়োর সুতা (ব)

১ মৃদঙ্গ মন্দিরা ধ্বনি সপ্তস্বর পিনাকিনী (গ)

CENTRAL LIBRARY

দিলেন পতির গলে আপনার কণ্ঠমালে
রামাগণ [২]দেয় জয়ধ্বনি[২] ॥ ৮
অভয়ার ব্রতফলে করে কুশে গঙ্গাজলে
লক্ষপতি করে কন্যাদান।
[৩]শয্যা ঝারি ধেনু থালা রথগজ ঘোড়া দোলা
দিয়া জামাতারে সাধে মান ॥[৩] ১২
বাজয়ে মঙ্গল পড়া দ্বিজে বান্ধে গাঁটছড়া[৪]
বরকন্যা দেখে অরুন্ধতী।
বন্দিয়া রোহিণী সোম লাজাহুতি কৈল হোম
দুহে কৈল অনলে প্রণতি ॥ ১৬
দম্পতি প্রবেশে[৫] ঘরে ক্ষীরখণ্ড ভোগ করে
রাত্রি গেল কুসুম শয্যায়।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গায় ॥ ২০

বিবাহ করিয়া ধনপতির প্রত্যাবর্তন

রাম রাম সঙরণে পোহাইল রাতি।
শয্যা ত্যজি প্রভাতে উঠিলা ধনপতি ॥
[১]নিত্য নিয়মিত কর্ম করি সমর্পণ।
শ্বশুর-চরণে সাধু বিদায় মাগেন ॥[১] ৪

---

২ করে হুলুধ্বনি (ব)
৩ বসন কাঞ্চন হার আদি নানা অলঙ্কার
দিয়া জামাতার কৈল মান। (ব)
৪ গুড় চিড়া (গ)
৫ দোহে প্রবেশিয়া (ব)

১ নিত্যনৈমিত্তিক কার্য করি সমাপনে।
হইল সাধুর ত্বরা উজানী গমনে। (ব)

CENTRAL LIBRARY

তুলিচা পাড়িয়া আনি দিলেন কিঙ্করী।
ডাহিনে বসিলা সাধু বামেতে সুন্দরী॥
মাথাতে মুকুট দিয়া বসিলা দম্পতী।
কৌতুকে যৌতুক দেয় যতেক যুবতী॥ ৮
মৃদঙ্গ মঙ্গল পড়া বাজে জয়শঙ্খ।
খমট ঠমক বাজে শানি জয়শঙ্খ॥
কেহ নেত কেহ শ্বেত দেন পাটশাড়ী।
কুঙ্কুম[২] চন্দন দূর্বা[১] বাটা ভরি কড়ি॥ ১২
বিদায় করিয়া কন্যা বর চাপে দোলা।
পঞ্চরত্ন হাতে দিল সাধুর মহিলা॥
জে পথে লয়ে যায় সাধু নগরে নগর।
লহনা লইয়া কিছু শুনহ উত্তর॥ ১৬
ছিটা নামে করিয়াছে ঔষধ প্রবন্ধে।
[৩]মন প্রাণ ছটফট করে যার[৩] গন্ধে॥
মনে মনে সদাগর করে অনুমান।
হৃদয়ে করিলা তারে অল্প গেয়ান॥ ২০
শুভক্ষণে ঘরে প্রবেশিলা ধনপতি।
কুসুমশয্যাতে নিশি বঞ্চিলেক দম্পতী॥
রাম-সঙরণে তবে রজনী প্রভাত।
পশ্চিম আশার কূলে[৪] গেলা নিশিনাথ॥ ২৪
নিত্য নিয়মিত কর্ম করি সমাপন।
মাথাতে মুকুট দিয়া বসিলা দুজন॥
মৃদঙ্গ মঙ্গল পড়া বাজে জয়শঙ্খ।
খমক টমক সানী বাজে জগঝম্প॥ ২৮

---

২ কস্তুরী চুয়া (খ)
৩ প্রাণ ছটফট করে বিটকাল (গ)
৪ সাগর কূলে (খ)

CENTRAL LIBRARY

ধনপতির রাজসভায় গমন

কেহ নেত কেহ শ্বেত কেহ পাটশাড়ী।
কুমকুম চন্দনদুর্বা বাটা ভরি কড়ি॥
বিদায় করিয়া সাধু জ্ঞাতিবন্ধুজনে।
[১]প্রভাতে চলিলা সাধু রাজসম্ভাষণে[১]॥ ৪
ভার দশ দধি কলা চাঁপা মর্তমান।
দোখণ্ডী সরস গুয়া বিড়া বান্ধা পান॥
গাছ [২]বান্ধি নিল ভেট ঘৃত দশ ঘড়া।
খান দুই সকলাত খান দশ ঘড়া॥ ৮
কান্দি বান্ধি লইল বাঙন নারিকেল।
ঘড়া ভরি চিনি নিল নাড়ু গঙ্গাজল॥
কিঙ্করে করিয়া দিল দোলার সাজন।
নানা দ্রব্য ভেট নিয়া করিলা গমন॥ ১২
রাজার সভায় আসি হইলা উপনীত।
প্রণাম করিয়া ভেট রাখে চারিভিত॥
সভাজনে বন্দিয়া বসিল্য ধনপতি।
শ্রীকবিকঙ্কণে গান মধুর ভারতী॥ ১৬

শুক-শারী বৃত্তান্ত

শুন শুন বন্ধুজন শারী-শুক বিবরণ
পক্ষ-জনি হইল কোন মতে।
এই কথা ইতিহাস শুনিলে কলুষ নাশ
অবধানে শুন সাবহিতে॥ ৪
অমরাবতীতে স্থিতি বিদ্যাধরী ঋতুবতী
স্নানে গেলা মন্দাকিনী জলে।

---

১ বহুদিন সদাগর আছয়ে ভবনে (খ) ২ পান (গ)

CENTRAL LIBRARY

মন্থ ছিল সেই খানে তারে দেখি কামবাণে
বিন্দুপাত হইল দৈবফলে ॥ ৮
স্নান করি বিদ্যাধরী নিয়মিত কর্ম করি
তৃষারসে হইলা ব্যাকলি।
গঙ্গাজল পান আশে দুই জানু পাতি বৈসে
জল মধ্যে পসারি অঙ্গুলি ॥ ১২
সেই বিন্দু দৈবযোগে অঙ্গুলির মধ্যভাগে
মিশ্রিত হইয়া গঙ্গাজলে।
দৈবের নির্বন্ধ ফল তুলি রামা সেই জল
পান করি নিকেতনে চলে ॥ ১৬
হোথা স্নান করি মন্থ সুবেশ সুঠাম তন্থ
ব্রহ্মলোকে করিলা গমন।
নারদ মুনির সনে পথে দেখা দুইজনে
করিলা প্রণাম আলিঙ্গন ॥ ২০
দোঁহে বসি এক স্থলে কৃষ্ণ কথা কুতূহলে
প্রেমানন্দে হরিদাস গান।
চলিলেন তপোবন সুরপতি সম্ভাষণ
তার সঙ্গে মন্থর পয়ান ॥ ২৪
স্নান করি বিদ্যাধরী চলিলা আপন পুরী
নারদের সনে দরশন।
নিজ গর্ভ দেখি ভারি দুঃখ ভাবে বিদ্যাধরী
কৈল তার চরণ বন্দন ॥ ২৮
তবে করজোড় করি মুনিরে জিজ্ঞাসা করি
শুন প্রভু মোর নিবেদন।
আজি দেখি গর্ভ ভর মনে বড় লাগে ডর
কহিবে ইহার বিবরণ ॥ ৩২
রামার বচন শুনি হাসিয়া বলেন মুনি
সন্দেহ কিছু না ভাবিহ মনে।
স্নানে গেলে কুতূহলে মন্থ ছিল গঙ্গাজলে
তোমারে করিয়া বিলোকনে ॥ ৩৬

BENGALI MANUSCRIPT LIBRARY UNIVERSITY OF

CENTRAL LIBRARY

তোমারে দেখিয়া মন্থ পুলকিত সর্ব তন্থ
বিন্দুপাত হৈল কামানলে।
আপনি করিয়া স্নান জলাঞ্জলি কৈলে পান
বিন্দুর মিশ্রিত দৈবফলে ॥ ৪০
সন্দেহ ভাঙ্গিল মনে গর্ভ বাড়ে দিনে দিনে
প্রসবিলা রামা যথাকালে।
জামল যুগল সুত দেখি সবে অদ্ভুত
বৃহস্পতি আল্যা কুতূহলে ॥ ৪৪
নারদের বাক্য শুনি বৃহস্পতি মনে গুণি
দীক্ষামন্ত্র দিলা দোঁহাকারে।
সুরাচার্য গুরু ঠাঁই নিত্য পড়ে দুই ভাই
নানা শাস্ত্র ধরয়ে অন্তরে ॥ ৪৮
উত্তম বালক দেখি বৃহস্পতি হইল সুখী
দুই জনার করিলা আখ্যান।
পুষ্পকান্ত বিদ্যাকান্ত হৈল বড় শান্ত দান্ত
নানা শাস্ত্র দুজনে পড়ান ॥ ৫২
ইন্দ্র বিদ্যাধরী সনে নৃত্য করে দুই জনে
নিশি দিসি ইন্দ্রের ভবনে।
কবিচন্দ্র দিল সায় শ্রীকবিকঙ্কণে গায়
শারী-শুয়া জন্ম উপাখ্যানে ॥ ৫৬

অভিশাপ-প্রাপ্তি

নৃত্য দেখেন পুরন্দর।
পুষ্পদন্ত বিদ্যাকান্ত হইয়া তাণ্ডব তন্ত
বেশ ধরে অতি মনোহর ॥ ৪
বিজোজার বাম পাশে শচী শশিমুখী বৈসে
সুবেশার মণি শিরোমণি।

CENTRAL LIBRARY

শুনি তাণ্ডবের কথা নারদ আইলা তথা
প্রেমানন্দে বলে হরিধ্বনি ॥ ৮
নীলাম্বর খোল পানি তাথেনি তাথেনি ধ্বনি
মালাধর করে করতাল ।
কৌতুকে নারদ মুনি কৃষ্ণকথা বীণাপাণি
মনোহর শুনি সুরসাল ॥ ১২
নিত্য করে দুই সহোদর ।
ভুবনমোহন ভূত যেন ঘিনি পায়রাবত
পবনে করয়ে দোঁহে ভর ॥ ১৬
চম্পক পুষ্পের মালা শোভয়ে ইন্দ্রের গলা
দক্ষিণ পবনে ঘন দোলে ।
শচী করে বিলোকন সব করে পরশন
নর্তক হাসিয়া পড়ে ভোলে ॥ ২০
সুরপতি ক্রোধভাষি কি দেখি তোমার হাসি
কি কারণে তালভঙ্গ কৈলে ।
নর্তক দাণ্ডায়া কয় নিবেদিয়ে তেজি ভয়
শচী হস্ত দিল তব গালে ॥ ২৪
নারদের বিদ্যমানে লজ্জা না করিলে মনে
এই হেতু উপজিল হাস ।
যদি হৈল অপরাধ ক্ষেমা কর সুরনাথ
যে হয় তোমার অভিলাষ ॥ ২৮
শাপ দিল সহস্রাক্ষি হও শুয়া-শারী পাখী
বৎসরেক থাক কারাগারে ।
সুবর্ণ পিঞ্জরে বাস পুরিব তোমার আশ
অবশেষে পাইবে আমারে ॥ ৩২
মহামিশ্র ইত্যাদি ॥

CENTRAL LIBRARY

শুক-শারী কথা

বিদ্যাকান্ত পুষ্পদান্ত শাপ-বাণী পাইল।
দেখিতে দেখিতে তারা পক্ষ-যোনি হইল॥
ইন্দ্রের চরণে ধরি বলে দুই জন।
আমাদের বিদ্যা যেন হয়ত সঙরণ॥ ৪
কৃপা করি সুরপতি দিল সেই বর।
বিদায় হইয়া দোঁহে চলিলা সত্বর॥
পূর্বেতে পুরুষরূপ ছিলা দুই ভাই।
বনিতা পুরুষ হইলা শাপ-বাণী পাই॥ ৮
উড়িয়া ভ্রমেন দোঁহে গগন মণ্ডলে।
শ্রীবৎস রাজার সভা গেলা কুতূহলে॥
আনন্দিত নৃপবর পাই দুই পাখী।
পালন করেন হেম-পিঞ্জরেতে রাখি॥ ১২
দৈবযোগে নৃপে হইল গ্রহ পীড়া।
উপাইল ধনজন যত হাতী ঘোড়া॥
রাজা বলে পক্ষ যদি তুমি ছাড় আমা।
তবে গ্রহ শনি মোরে করিবেন ক্ষমা॥ ১৬
এত শুনি মলয়া গেল দুই জন।
চন্দনের ফল তবে দোঁহে করেন ভক্ষণ॥
কাল সর্প দেখিয়া চন্দন-তরুবর।
ছাড়িয়া অবনী গেলা বিষাদ অন্তর॥ ২০
উজানী নগরে রাজা বিক্রম কেশর।
বিল্ববন আছে তথা অতি মনোহর॥
সেই বনে শারী-শুয়া রহে কুতূহলে।
খগান্তক মৃগান্তক গেল হেন কালে॥ ২৪
অভয়ার চরণে ইত্যাদি॥

CENTRAL LIBRARY

খগান্তক ও মৃগান্তকের বনপ্রবেশ

খগান্তক মৃগান্তক[১] দুই ভাই যমান্তক[২]
উজানী[৩] নগর নিবাসী।
প্রভাতে কাননে চলে জাল ফাঁদ সাত নলে
বিহঙ্গম ধরে রাশি রাশি ॥ ৪
করে ধরি ধনুঃশর ফিরে ব্যাধ নিরন্তর
প্রাণী বধে বিবিধ প্রবন্ধে।
ঊর্দ্ধমুখে চাহে শাখী নানা জাতি বিন্ধে পাখী
সাত নল দিয়া আটা ফান্দে ॥ ৮
ভর্জিত তণ্ডুল সনে কাননে কলাই বুনে
রহে ব্যাধ ঝাড়ের আহড়ে।
লুবধ ভক্ষণ-আশে ঝোপে ঝোপে জাল বৈসে
নানা বিহঙ্গম বন্দী পড়ে ॥ ১২
কপোত কুক্কুট কঙ্ক সারসাদি মাঝ রঙ্ক
কলরব কলিঙ্গ কর্কট।
কালকণ্ঠ কুরন্দখি[৪] কুরু কাদম্বিনী পাখী
কবন্তর খঞ্জন করট ॥ ১৬
চাতক তিতির ফিঙ্গা টাকসোনা[৫] মাছরাঙ্গা
নাবক শাবক গাঙ্গচিল।
বন কাকরা রাজহংস সেন পাশ কলবংশ
রাঙ্গচুঙ্গি বাবুই কোকিল ॥ ২০
ঊর্দ্ধমুখে কলে বলে বিন্ধে ব্যাধ সাত নলে
হরিতাল আদি চক্রবাকে।
গরুড় ভারই ভাটা কোত্তাবক তালচটা
নানাবিধ ফান্দে বধে বকে ॥ ২৪

---

১ নরান্তক (গ) প্রিয়ান্তক (খ) ২ সহোদর (গ)
৩ উজ্জয়িনী (ব) উজবনী (খ) ৪ কুথাকুথি (ব)
৫ টেনকোনা (ব),
কেশপনা (খ), কাকসোনা (গ)

CENTRAL LIBRARY

হয়-পুচ্ছ লোম-ফান্দে শত শত পক্ষী বিন্ধে
দলাপিপী শরালি বাদুড়।
কাঠের কোঠর্যা পেচা টীয়া যুত্তা কাদাখোঁচা
পানকৌড়ি বিন্ধে তাম্রচূড়॥ ২৮
দারুণ দৈবের ফলে শারী আদি পড়ে জালে
অবনী লোটাইয়া শুক কান্দে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
মনোহর পাঁচালী-প্রবন্ধে॥ ৩২

শুকের উক্তি

শারী যদি পড়ে জালে ব্যাধ গেল হেন কালে
জাল হৈতে হাতে করি তোলে।
লতা দিয়া বান্ধে পদে পড়ি শারী পরমাদে
ধর্ম বুঝাইয়া কিছু বলে॥ ৪
শুন রে অবোধ ব্যাধ কি তোর জীবনে সাধ
হেন[১] কর প্রাণিবধ পাপ।
অধর্ম করিয়া নিত্য পোষ বন্ধু দারাপত্য[২]
পরিণামে[৩] পাবে বড় তাপ॥ ৮
ক্ষুধা তৃষা দুঃখ সুখ যেন আপনারে দেখ
পরে দেখ সেই অনুমানে।
সবার অন্তর্যামী বুঝিয়া প্রথম স্বামী[৪]
প্রভু পরিতোষ পাব মনে॥ ১২
বধিয়া এতেক জীব সঞ্চয় করহ জীব
কত কড়ি পাও পক্ষমাংসে।

---

১ কেন (ব) ২ দারাপুত্র (ব) ৩ পরলোকে (ব)
৪ অনন্ত স্বামী (ব); বৈকুণ্ঠ স্বামী (খ)

সকল[৫] পক্ষীর শাপে অতি গুরুতর পাপে
আচম্বিতে মরিবে সবংশে ॥ ১৬
যত দেখ ভাই বন্ধু [৬]সবে পীরিতের[৬] সিন্ধু
মৈলে করে দিন দুই শোক।
[৭]পক্ষ-বধ পাপ ফলে[৭] পড়িবে যমের জালে
যতনে রাখহ পরলোক ॥ ২০
পক্ষমুখে নরবাণী ব্যাধ সবিস্ময় মানি
শুকের বচনে দিল মন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান। ২৪

রাজবাটী যাত্রা

শুয়ার[১] বচনে ব্যাধ হইল নতিমান[২]।
বন্দী ছোটাইয়া পক্ষে দিল প্রাণদান ॥
কাটিল [৩]পাটন কাণ্ডে শুয়ার[৩] বন্ধন।
করে বসাইয়া কৈল অঙ্গের মার্জন ॥ ৪
দশ বাণ সোনা[৪] জিনি চরণের আভা।
বজ্রের পুরট[৫] জিনি পালকের শোভা ॥
শারীর বন্ধন ক্ষয় শুক দেখি ডালে।
বসিল ব্যাধের হাতে মন-কুতূহলে ॥ ৮
শারী শুয়া একত্র বসিল দুই জন।
দেখি ব্যাধ সবিস্ময় করেন শ্রবণ ॥
আজি হৈতে শারী শুয়া হৈলে মোর গুরু।
ধর্মের সঞ্চয় হৈল তুমি কল্পতরু ॥ ১২

---

৫ নিরীহ (ব) ৬ সকলি শোকের (খ) ৭ সকল কুটুম্ব মিলে (ব)
১ শুকের (ব) ২ মতিমান (ব), ভক্তিমান (খ, গ)
৩ চিয়াতে ব্যাধ দোহার (গ) ৪ ষোল বাণ হেম (ব)
৫ রত্নের পালট (ব), বজ্র প্রবাল (গ)

CENTRAL LIBRARY

[৬]বৈষ্ণব জনার সঙ্গ নিস্তারের বীজ[৬]।
তোমা হৈতে [৭]দূর হৈল পাপচিত্ত নিজ[৭] ॥
আর না করিব আমি প্রাণী-বধ পাপ।
ঘুচাইলে পাপচিত্ত জন্মদাতা[৮] বাপ ॥ ১৬
[৯]শুয়া বলে আমা নিয়া চল গৃহ পাশে।
বাড়াব তোমার ঘর প্রকার বিশেষে[৯] ॥
নগর ভিতর ব্যাধ করিল পয়াণ।
নগর্যা ছাওয়াল যত ধরিল যোগান ॥ ২০
নগরের লোক বলে শুন ব্যাধ ভায়া।
চাল কড়ি কিছু দিব দেহ শারী-শুয়া ॥
কেহ বলে নেহ ব্যাধ কড়ি চার পোণ।
কেহ বলে একখানি লহ তো বসন ॥ ২৪
নগর্যার কথা ব্যাধ কর্ণে নাহি ভরে।
দণ্ডমাত্র উপনীত রাজার দুয়ারে ॥
দ্বারী-সঙ্গ করি গেলা নৃপতির স্থান।
শারী শুয়া ভেট দিয়া হইল নতিমান ॥ ২৮
শুকের পক্ষের আড়ে শারী হৈল লুকী।
পক্ষীর চরিত্র দেখি নৃপতি কৌতুকী[১০] ॥
অভয়ার চরণে ইত্যাদি ॥

শুকের আত্মপরিচয়

শারী-শুয়া করে প্রণিপাত।
তোমার চরণ দেখি সফল হইল আঁখি
বড় ধন্য তুমি ক্ষিতিনাথ ॥ ৪

---

৬ বৈষ্ণবসমান দেখি তোমার শরীর (গ) ৭ শুয়া আমি হৈলাম সুধীর (গ)
৮ ধর্মদাতা (ব)
৯ পক্ষী বলে লয়ে যাও নৃপতির পাশ।
সম্পদ্ বাড়াব তোর পুরাব অভিলাষ। (ব) ১০ রাজা হৈল সুখী (ব)

CENTRAL LIBRARY

শ্রীবৎস রাজার ঘরে স্বর্ণের[১] পিঞ্জরে
আছিলাম সভার পণ্ডিত।
প্রতিদিন ক্ষিতিনাথ অঙ্গে আরোপিত[২] হাত
চন্দনেতে করিত ভূষিত ॥ ৮
ত্রিভুবনে সুদুর্লভা শুনিয়া তোমার সভা
জায়া সঙ্গে করিনু বিচার।
যুক্তি করি দুইজনে আইনু তোমার স্থানে
বুঝিতে তোমার ব্যবহার ॥ ১২
পিয়ে নানা ফুল রসে আইনু তোমার দেশে
নানা কাব্য বিচার প্রবন্ধে।
ভ্রমিয়া তোমার দেশে আইনু অনেক ক্লেশে
বান্ধা গেনু চর্মময় ফান্দে ॥ ১৬
পরাণ রক্ষার আশে কহিলাম প্রিয় ভাষে
গুণের সাগর এই ব্যাধে।
প্রাণরক্ষা কর মোর বাড়াব সম্পদ তোর
নিয়া চল নৃপতির পদে ॥ ২০
পক্ষমুখে[৩] নর-বাণী নৃপতি বিস্ময় গণি
দিল ব্যাধে অনেক কাঞ্চন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাচালী করিয়া[৪] বন্ধ
বিরচিল[৫] শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ ২৪

প্রহেলিকা

প্রহেলিকা কহে শুয়া [১]সভাজন মাঝে।[১]
রাজার [২]আদেশে সব পণ্ডিত জন [২]বুঝে ॥

---

১ কলধৌত (ব) ২ বুলাইত (ব)
৩ পক্ষীমুখে (ব) ৪ করিল (ব) ৫ চক্রবর্তী (ব)
১ রাজার সমাঝে (খ, ব), রাজসভা মাঝে (গ)
২ ইঙ্গিতে পণ্ডিতজনা (ব), আজ্ঞায় পণ্ডিত পাত্র (খ) সমাজেহে পণ্ডিতজনা (গ)

4864

CENTRAL LIBRARY

বিধাতার নির্মাণ-ঘর[৩] নাহিক দুয়ার।
[৪]যোগীপুরুষ তাহে আছে নিরাহার॥[৪] ৪
যখন পুরুষ তাহে হয় বলবান।
বিধাতার [৫]ঘর ভাঙ্গা[২] করে খানখান॥
সিরস্থান নিবসে পুরের দুইসার।
ভালমন্দ সবাকার করয়ে বিচার॥ ৮
বিচার করিয়া সেই রহে মৌনশালী।
পুরস্কার করে তার মুখে দিয়া কালি॥
পাষাণ জিনিয়া সেই [৬]অতি দৃঢ়কায়।[৬]
তুষার জিনিয়া সেই সুশীতল গায়॥ ১২
যখন [৭]পাত্রের সনে হয় দরশন[৭]।
সেইখানে হয় তার অবশ্য মরণ॥
নীরেতে জনম তার নীরে[৮] তার কায়।
[৯]নীরকে দেখিলে পুন হানিতে ডরায়॥[৯] ১৬
আপনি [১০]বিকাতে সেই চিত্তে পরহিত।[১০]
হিঁয়ালী প্রবন্ধে বলে বুঝহ পণ্ডিত॥
বিষ্ণুপদে সেবা করে বৈষ্ণব যে নয়।
গাছ পল্লব নয় কিন্তু অঙ্গে পত্র হয়॥ ২০
পণ্ডিতে বুঝিতে পারে দু চারি দিবসে।
মূর্খেতে বুঝিতে নারে বৎসর চল্লিশে॥
মস্তকে করিয়া আনে হয়্যা যত্নবান।
বিনি অপরাধে তার করে অপমান॥ ২৪

---

৩ সৃজন ঘর (খ)

৪ যোগেন্দ্রপুরুষ-তাহে বৈসে অনাহার। (খ)
তাহাতে পুরুষ এক বসে ··· ··· (ব)

৫ সৃজনঘর (ব) ৬ দৃঢ় তার কায় (খ) ৭ পত্নীর সনে হয়তো মিলন (খ)

৮ নীর (খ)

৯ নীর দেখি পুন হেলেতে ডরায় (খ)

১০ বিকায় চারি পুরের করে হিত (খ)

CENTRAL LIBRARY

[১১]অপমানে গুণ তার দূর নাহি যায়[১১] ।
অবশ্য করিয়া দেয় সম্বল উপায় ॥
বেগে ধায় রথখান না চলে এক পা ।
নীচয়ে [১২]সারথি তার পসারিয়া গা ॥ ২৮
হিঁয়ালী-প্রবন্ধে পণ্ডিত দেহ মতি ।
অন্তরীক্ষে যায় রথ ভূতলে সারথি ॥
তরু নাহি বনে রহে নাহি ধরে ফুল ।
ডাল পল্লব তার অতি সে বিপুল ॥ ৩২
পবনে করিয়া ভর করয়ে ভ্রমণ ।
বনেতে থাকিয়া করে বনের পীড়ন[১৩] ॥
মৎস্য মকর নহে নহে পানি বুলে ।
কুম্ভীর হাঙ্গর নহে দেখিলে সে গিলে ॥ ৩৬
গিলিয়া উগরে পুনঃ দেখে জগজন ।
হিঁয়ালী-প্রবন্ধে পণ্ডিত দেহ মন ॥
জীয়ন্তে মৌন সে মৈলে ভাল ডাকে ।
[১৪]অঙ্গে ছাল নাহি তার[১৪] বিধির বিপাকে ॥ ৪০
অবশ্য আনয়ে নর মঙ্গল বিধানে ।
পণ্ডিতে বুঝিতে পারে মূর্খে কিবা জানে ॥
গ্রহমধ্যে বৈসে সেই পুরুষ প্রকৃতি ।
ভোজন সময়ে তার বিপরীত রতি ॥ ৪৪
…করিতে নারে পরিত্রাহি ডাকে ।
যাহার উচ্ছিষ্ট লোক খায় দেবলোকে ॥
আঁখিতে জনম তার নহে আঁখিমল ।
মারি ধরি কাটি তারে নহে দুঃখ[১৫] খল ॥ ৪৮

---

১১ অপমান কৈলে তার গুণ নাহি যায় (খ)
অপমানে গুণ তার কখন না যায় । (খ)
১২ না চলে (ব)
১৩ ধ্বংসন (খ) ১৪ গাত্রেতে নাহিক হুল (খ) ১৫ দুষ্ট (ব)

CENTRAL LIBRARY

মরিলে মধুর বলে নহে সাধুজন।
হেঁয়ালী প্রবন্ধে পণ্ডিত দেহ মন ॥
রঙ্গদেশে নানাস্থানে ভ্রমে চারি ভাই।
জীয়ন্তে পৃথক মরণে এক ঠাই ॥ ৫২
হিঁয়ালী প্রবন্ধে পণ্ডিত কর মনে।
পণ্ডিতে বুঝিতে পারে মূর্খে কিবা জানে ॥
সূর্যবংশে জন্ম নহে অজরাজার নাতি।
দশরথের পুত্র নহে সীতাদেবীর পতি ॥ ৫৬
রাবণের অরি নহে লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠ।
শ্রীকবিকঙ্কণে গান হিঁয়ালীর শ্রেষ্ঠ ॥
অখণ্ড উদিত ভালে কৈল শশধর।
তপন উদয় কৈল তাহার উপর ॥ ৬০
কখন কখন তাহে ঝাপে কুহু নিশা।
শারীশুয়া কহ দেখি আমার সমস্যা ॥
শারীশুয়া বলে শুন বর নৃপমণি।
বিপরীত এক কন্যা দেখিলে আপনি ॥ ৬৪
মুশুরী সিন্দুর তিলক দিবাকর।
কুহুনিশা হল্য তার আল্যায়া কুন্তল ॥

রাজার সহিত শুকের কথোপকথন

*শুন শুন দত্তরায় নিবেদি তোমার পায়
জীব-বলে বুদ্ধি গেল নাশ।

---

* অতিরিক্ত

প্রশ্ন করি ওহে পক্ষ এই বড় অনক্য
বট তুমি শাস্ত্রে বিশারদে।
অনভিজ্ঞ নহ শাস্ত্রে পড়ি যে দৈবের অস্ত্রে
তবে কেন আখেরীর ফাঁদে। (ব)

CENTRAL LIBRARY

[১]দৈব প্রবল যারে দেবতা লঙ্ঘিতে নারে[১]
শুনহে পূর্বের ইতিহাস ॥ ৪
লোহিত চর্মের ফান্দে পাকা খেজুরের গন্ধে
দেখি লোভে হইলাম তরল।
দারুণ দৈবের বশা আছিল বন্ধন দশা
কালে বুদ্ধি হইল বিফল ॥ ৮
ধর্মপুত্র নৃপমণি যথা ভীম গদাপাণি
গাণ্ডীব ধরেন ধনঞ্জয়।
কি কব পুণ্যের লেখা কৃষ্ণচন্দ্র যার সখা
তথা কেন হৈল শত্রুভয় ॥ ১২
সকল গুণের ধাম ভানু বংশে রাজা রাম
কোদণ্ড ধরেন রঘুমণি।
রাম গেলা তপোবন[২] সীতা নিলা দশানন
[৩]ইতিহাসে এই কথা[৩] শুনি ॥ ১৬
চন্দ্রবংশে রাজা নল দৈব যারে কৈল বল
পাশাতে হারিয়া নিজ দেশ।
সঙ্গে দময়ন্তী নারী নিজ রাজ্য পরিহরি
কাননে করিল প্রবেশ ॥ ২০
চিন্তা দুঃখে ক্ষীণ দেহ দেখি না সম্ভাষে কেহ
উপবাস প্রথম বাসরে[৪]।
বাদ ছিল শনি সাথে আসি দেখা দিল পথে
নিমেষে শকুল রূপ ধরে ॥ ২৪
ক্ষুধা বশে অতি ক্ষীণ পাইয়া শকুল-মীন
দিল মহাদেবীর অঞ্চলে।
কহিল পোড়াই মাছে স্বর্ণরেখার কাছে
স্নান করি আমি নদীজলে ॥ ২৮

---

১ সুবুদ্ধি পুরুষকারে দৈব কি লঙ্ঘিতে পারে (ব)
২ মহাবন (খ) ৩ রামায়ণে ইতিহাস (গ) ৪ প্রহরে (ব)

CENTRAL LIBRARY

[৫]মৎস্য পুড়ি শশিমুখী পাঙসে মলিন দেখি
পাখালিতে নিল সরোবরে।[৫]
শুনহ দৈবের মায়া মৎস্য গেল পলাইয়া
হেঁঠমুখে রাণী লজ্জা ভরে ॥ ৩২
মৎস্য ভক্ষণের আশে রাজা স্নান করি আসে
শুনে পোড়া মৎস্য পলায়ন।
[৬]হৃদয়ে ভাবয়ে ব্যথা[৬] রাজা কৈল হেঁঠ মাথা
রাণী কৈল মৎস্যভক্ষণ ॥ ৩৬
এই হেতু দুই জনে বিচ্ছেদ [৭]হইল মনে[৭]
নিজ ভার্যা ত্যজে নৃপমণি।
বুদ্ধিবাদ [৮]দৈবদোষে শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে
বন পথে[৯] এই কথা শুনি ॥ ৪০

গৌড়নগর যাইতে ধনপতির প্রতি রাজার আদেশ

রাজা বলে হেন [১]পাখী কভু নাহি[১] দেখি।
[২]বুঝিলাম আজি মোরে বিধি হইল সুখী ॥[২]
[৩]দশ বাণ[৩] জিনি সোণা চরণের আভা।
[৪]বজ্রের পুরট জিনি পালকের শোভা ॥[৪] ৪

---

৫ মৎস্য পুড়ি চন্দ্রমুখী ভস্ম মলিন দেখি
পাখালিতে নিল ধীরে ধীরে। (খ)
৬ বিপদে ভাবিয়া দুঃখে (ব) মনেতে ভাবিয়া ব্যথা (খ)
৭ হইল বনে (ব) জন্মিল মনে (গ) ৮ বুদ্ধিনাশ (ব)
৯ বনপর্বে (খ, গ)
১ পক্ষী কোথাও না (খ, ব) ২ গুঞ্জা জিনিয়া পক্ষের দুটি আঁখি। (গ)
৩ ষোল বাণ (ব)
৪ মাণিক সমান দুই লোচনের আভা (ব)
ইন্দ্রের ধনুক জিনি পালকের শোভা (খ)

CENTRAL LIBRARY

রাজা বলে ঝাট[৫] আন স্বর্ণ পিঞ্জর।
ঘৃত অন্ন দিয়া পাখী পালিব[৬] সত্বর ॥
এ বোল শুনিয়া পাত্র হেঁঠ কৈল মাথা।
পিঞ্জর গড়িতে কারিগর পাব কোথা ॥ ৮
গৌড় পাটনে[৭] হয় পিঞ্জর নির্মিতি।[৮]
তথাকারে পাঠাও বণিক ধনপতি ॥
পাত্রের ইঙ্গিত পেয়া নৃপতি সত্বরে।
ধনপতি ভায়া যাহ গৌড় নগরে ॥ ১২
রাজার বচনে সাধু করে নিবেদন।
দুই জায়া মোর ঘরে নাহি অপক্ষণ ॥[৯]
আর এক জন যাউক গৌড় পাটন।
[১০]তোমার চরণে এই করি[১০] নিবেদন ॥ ১৬
[১১]শুনিয়া সকোপ রাজা লোহিত লোচন।
বুঝিয়া কার্য সাধু নিল পান ॥[১১]
পিঞ্জরের তরে সোনা দিলেন জোখিয়া।
চলিল সাধুর সুতা বিদায় হইয়া[১২] ॥ ২০
ঘরকে যাইতে নাহি রাজার আদেশ।
[১৩]গুপ্তরূপে নিজ ঘরে করিল প্রবেশ ॥[১৩]
লহনার হাত আরোপিয়া নিজ শিরে।
সমর্পণ করিয়া দিলেন খুল্লনারে ॥ ২৪
বিদায় হইয়া সাধু চলিল সত্বরে।
প্রথমে করিল বাসা মজলিস পুরে ॥

---

৫ শীঘ্র ৬ তোষহ (ব) পুষহ (খ) পুশিহ (গ)
৭ নগরে (গ) ৮ উৎপত্তি (ব) ৯ অন্য জন (ব)
অপেক্ষণ (খ) ১০ অবধান কর ভূপ মোর (ব)
১১ এতেক বচন যদি কৈল কালিদাস।
ধনপতি লৈল পাণ পাইয়া তরাস ॥ (ব)
১২ লইয়া (ব)
১৩ দুত মুখে লহনা কে কহিল বিশেষ ॥ (ব)

CENTRAL LIBRARY

বারবকপুরে গেলা দ্বিতীয় দিবসে।
বিশ্রাম করিয়া চলে নিশি অবশেষে ॥ ২৮
বালীঘাটে উত্তরিলা দোলার ধাউনী।
রন্ধন ভোজন করি পোহাল্য[১৪] রজনী ॥
রাত্রি দিন চলে সাধু না করে রন্ধন।
ক্ষীরখণ্ড দধি কলা করয়ে ভোজন ॥ ৩২
শীতলপুর উত্তরিলা চতুর্থ দিবসে।
পদ্মাবতী পার হইয়া গৌড় প্রবেশে ॥
রাজ ভেট নিল সাধু যুঝারিয়া ভেড়া।
পার্বত্য টাঙ্গন তাজী লৈল দুই ঘোড়া ॥ ৩৬
কান্ধি বান্ধি লইল রাঙন নারিকেল।
ঘড়া ভরি চিনি নিল নাড়ু গঙ্গাজল ॥
রাজার সভায় গিয়া হইল উপনীত।
শ্রীকবিকঙ্কণে গান মধুর সঙ্গীত ॥ ৪০

গৌড়সভায় ধনপতির আত্মপরিচয়

রাজা বলে সদাগর কোথা হে তোমার ঘর
কোন্ জাতি কি নাম তোমার।
কোন্ কার্য অভিলাষ কেন বা ছাড়িলে বাস
কি হেতু তোমার আগুসার ॥ ৪
ছত্রিশ আশ্রমে খ্যাতি গন্ধবণিক জাতি
উজানী নগরে মোর স্থিতি।
নিজ কার্য অনুসারে আইনু তোমার পুরে
নাম মোর সাধু ধনপতি ॥ ৮
রাজা বড় অকৌতুকী পাইল উত্তম পাখী
নিজজিল সুবর্ণ পিঞ্জরে।

---

১৪ গোঙাল্য (ব)

CENTRAL LIBRARY

[১]কারিগর নাহি[১] তথা আমারে পাঠাল্য হেথা
আত্মভাব করিয়া তোমারে ॥ ১২
সাধুর বচন শুনি আনন্দিত নৃপমণি
ডাকিয়া আনিল কারিগর।
পান ফুল দিয়া হাতে [২]বসন বান্ধিয়া[২] মাথে
গড়ে তারা স্বর্ণ পিঞ্জর ॥ ১৬
কামিন্যা নোয়ায়ে মাথা করজোড়ে কহে কথা
মহারাজা কর অবধান।
দশ বিশ জনা বসি গড়ি যদি দিবা নিশি
বৎসরেক হয় নিরমাণ ॥ ২০
নিবন্ধ করিয়া কয় স্বর্ণ জুখিয়া লয়
কামিন্যা পাতিলা কারখানা।
কেহ কাটে কেহ পিটে কেহ কেহ পাটি গড়ে
স্ববান্ধবে কেহ টানে গুণা ॥ ২৪
কামিন্যা দ্বাদশ জনা জুখিয়া লইয়া সোনা
গড়ে তারা স্বর্ণ পিঞ্জর।
আপন ইচ্ছায় গড়ে আজি কালি করি ভাঁড়ে
গৌড়ে রহিলা সদাগর ॥ ২৮
মহামিশ্র ইত্যাদি ॥*

শনিবারের দিবাপালা আরম্ভ

সপত্নী প্রেম

সাধু গেল[১] গৌড় পথে লহনার ধরিয়া হাতে[২]
খুল্লনা করিয়া সমর্পণ।

---

১ কামিনা না পাইয়া (ব) ২ শিরোপা বান্ধাল্য (ব)

* শুক্রবারের নিশাপালা সমাপ্ত। (ব)

১ গেলা (খ, ব) ২ ধরি হাথে (খ, ব)

CENTRAL LIBRARY

স্বামীর বচন সত্য জননী সমান নিত্য
খুল্লনারে[৩] করেন পালন ॥ ৪
যবে ছয় দণ্ড[৪] বেলা কুঙ্কুমে তুলিয়া মলা
নারায়ণ তৈল দেয়[৫] গায়।
হইয়া প্রাণের সখী শিরে দেয়[৬] আমলকী
তোলা জলে সিনান করায় ॥ ৮
বসনে[৭] লহনা নারী [৮]অঙ্গের তোলেন বারি[৮]
পরিবারে যোগায় বসন।
করেতে চিরুণি ধরি কেশের মার্জন করি
অঙ্গে দেয় ভূষণ চন্দন ॥ ১২
যবে বেলা দণ্ড দশ হেম-থালে ছয় রস
সহিত করায়[৯] অন্ন পান।
[১০]ভুঞ্জন মৎস্যের ঝোলে শয়ন করান কোলে[১০]
লহনার খুল্লনা-পরাণ ॥ ১৬
ওদন[১১] পায়স পীঠা পঞ্চাশ ব্যঞ্জন মিঠা
অবশেষে ক্ষীরখণ্ড কলা।
পরশে লহনা নারী গায় দেয় ঘর্মবারি
পাখা ধরি দোলায়[১২] দুর্বলা ॥ ২০
যদি বা খুল্লনা নারী অন্ন খায় লজ্জা করি
লহনা মাথার দেয় কিরা।
দু-সতীনে প্রেমবন্ধ দেখিয়া লাগয়ে ধন্ধ
পঞ্চবর্ণে[১৩] জড়িত যেন হীরা ॥ ২৪

---

৩ নিতি নিতি (ব) ৪ যবে দণ্ডদশ (গ) ৫ দিয়া (ব), দেই (খ)
৬ দিয়া (খ) ৭ আপনি (ব)
৮ ঢালয়ে অঙ্গেতে বারি (ব), তোলেন অঙ্গের বারি (খ)
৯ যোগায় (ব)
১০ ভুঞ্জয়ে খুল্লনা নারী কাছে রাখে হেম থারী (ব)
" " " কাছে থুয়্যা " (গ)
১১ ভোজন (গ) ১২ বিয়নে (ব), বিচএ (খ ১৩ সুবর্ণে (ব, খ)

CENTRAL LIBRARY

ভোজন করিয়া নারী পুন আচমন করি
জল আনি যোগায় দুর্বলা।
খট্টাতে পাতিয়া তুলী টানায় মশারি জালি
শয়ন করেন শশিকলা ॥ ২৮
কর্পূর বাসিত গুয়া তাম্বূল যোগায় দুয়া
সুগন্ধি চন্দন দেয় গায়।
মল্লিকা[১৪] মালতী ফুল তাহে ফিরে অলিকুল
মালাকার আনিয়া[১৫] যোগায় ॥ ৩২
বিকালে ব্যঞ্জন দশ পরিষ্টে টাবার রস
ভোজন করেন কলাবতী।
কর্পূর তাম্বূল খায়্যা দু-সতীনে থাকে শুয়্যা
একত্রে শয়ন দিবা রাতি ॥ ৩৬
প্রেমবন্ধ দু-সতীনে দুর্বলা বিষাদ মনে
সাত-পাঁচ করে অনুমতি[১৬]।
করিয়া চণ্ডিকা ধ্যান শ্রীকবিকঙ্কণ গান
দামিন্যায় যাহার বসতি ॥ ৪০

দুর্বলাদাসীর চিন্তা

দু-সতীনে প্রেমবন্ধ দেখিয়া দুর্বলা।
হৃদয়ে ভাবয়ে দাসী[১] কালকূটজ্বালা ॥
লহনা খুল্লনা যদি থাকে এক মেলি
[২]কর্ম করি মরি তবু তাতে দেয়[২] গালি ॥ ৪

---

১৪ সুগন্ধি (ব), বিছায় (খ)
১৫ মালা করি আনিয়া (খ),
মালাকর মালা (গ)
১৬ দুঃখমতী (ব)
১ লাগিল দাসীর (ব), হৈল দাসীর (খ)
২ পাইট করি মরিব দুজনে দিব (ব)

CENTRAL LIBRARY

যেই ঘরে দু-সতীনে করয়ে কন্দল।
তার দাসদাসী থাকে মন কুতূহল॥
যেই ঘরে দু-সতীনে না হয় কন্দল[৩]।
সেই ঘরে [৪]চেড়ী থাকে সে বড় পাগল[৪]॥ ৮
একের করিতে নিন্দা যাব অন্য স্থান।
[৫]সে ধনী বাসিবে মোরে পরাণ সমান[৫]॥
দুজনে কন্দল হইলে দোঁহার সম্মান।
আপনার বলিয়া তারে করিবেন মান॥ ১২
এমন বিচার দাসী করি মনে মনে।
[৬]দণ্ডমাত্রে গেলা লহনা[৬] বিদ্যমানে॥
করেতে চিরুণী ধরি আঁচড়য়ে কেশ।
লহনারে দুর্বলা কহেন উপদেশ॥ ১৬

দুর্বলার উপদেশ

[১]অবধানে মোর বাক্য শুনহ লহনা।
ইবে সে আপনি নাশ করিলে আপনা[১]॥
শিশুমতি ঠাকুরানী নাহি জান পাপ।
কি কারণে দুগ্ধ দিয়া পোষ কাল সাপ॥ ৪
খুল্লনার রূপ দেখি সাধু হইবে ভোল।
ওই ছাড়াইবে তোর প্রাণপতি কোল॥

---

৩ কন্দলী (ব)

৪ দাসী বৈসে বড়ই পাগলী (ব), যেবা থাকে বড়ই পাগল (খ)

৫ না বড়ি করিব লহনার বিদ্যমান। (খ)

৬ সেই ক্ষণে গেলা লহনার (গ)

১ শুনহ শুনহ হের লহনা বেণ্যানি।
আপনি করিলে নাশ আপনা আপনি। (ব)

CENTRAL LIBRARY

নানা উপভোগ[২] দিয়া পোষহ সতিনী।
আপনার কর্মনাশ করিলে আপনি ॥ ৮
বাঘিনী সাপিনী[৪] সতা পোষ নাহি মানে
অবশেষে ওই তোরে[৫] বধিবে পরাণে ॥[৬]
কদম্ব কোরক জিনি খুল্লনার স্তন।
তোমার[৭] গলিতে কুক দোলয়ে[৭] পবন ॥ ১২
[৮]ক্ষীণমধ্যা খুল্লনা যেমন করী অরি[৮]।
[৯]গলিত যৌবন হল্যা তুমি ঘটোদরী[৯] ॥
কলাপি কলপ[১০] জিনি খুল্লনার কেশ।
অর্ধপাকা কেশে তুমি কি করিবে বেশ ॥ ১৬
খুল্লনার মুখশশী করে ঝলমল[১১]।
মাছাতায় তোমার মলিন গণ্ডস্থল ॥
পুনর্বার আস্তাবেন যত বন্ধুজন।
পুনর্বার নাহি আস্তে জীবন যৌবন ॥ ২০

---

২ উপহার (ব)
৪ সাপিনী বাঘিনী (খ, ব)
৫ তোর (ব), তোমা (খ)
৬ ইহার পর
খুল্লনার রূপ দেখি সাধু হবে ভোর।
ওই ছাড়াইবে তোমার স্বামীর কোল ॥ (ব)
৭ লম্বিত স্তন দোলায় (ব)
... ... দুলয়ে (খ)
লম্বিত... ... (গ)
৮ ক্ষীণমাঝ খুল্লনার যেমন মধুকরী (খ)
... ... যেমত মধুকরী (ব)
... ... মধুকরী (গ)
৯ যৌবন বিহনে তুমি হবে খাটদরী (খ)
যৌবন বিহীনা তুমি হলে... (ব)
যৌবন বিহনে তুমি হইলে দুরাচারী (গ)
১০ কলাপ (ব)
১১ ছলছল (খ), ঢলঢল (ব)

CENTRAL LIBRARY

অঙ্গার ধবল নহে দুগ্ধে পাখালিলে।
সতিনী আপনা নহে মাথা কাটি দিলে॥
আসিবেন সাধু গৌড়ে থাকি কথোদিন।
খুল্লনার রূপ[১২] দেখি হবেন[১২] অধীন॥ ২৪
অধিকারী হবে তুমি রন্ধনের ধামে[১৩]।
[১৪]মোর কথা স্মরণ করিবে পরিণামে[১৪]॥
দুর্বলার বাক্যে লহনার অভিমান।
কাণে সোনা[১৫] দিয়া তোর সাধিবেন মান[১৬]॥ ২৮

লীলাবতী সন্নিধানে গমন

তোমা বই প্রিয় সখী কেবা আছে আর।
বিপদ সায়রে দুয়া হও কর্ণধার॥
হিত উপদেশ কহ জীবন উপায়।
তোমা বই সখী মোর কে আছে সহায়॥ ৪
আমার লাগুক কড়ি তোর হোক যশ।
ঔষধ করিয়া মোর স্বামী কর বশ॥
আছয়ে আমার সই সখী লীলাবতী।
তার ঠাঁই দুয়া তুমি যাহ শীঘ্রগতি॥ ৮

---

১২ রূপে হবে কামের (ব)
রূপে হব কামের (খ)
১৩ শালে (খ)
১৪ আমার বচন সঙরিবে সেই কালে (খ)
ইহার পরে
দুর্বলার বচনে লহনার লাগে মনে।
সহজ নারীর মন ভুলয়ে ভাঙ্গানে॥ (খ)
১৫ হেম (গ)
১৬ দিয়া তাঁর সাধিল সম্মান॥ (ব)

CENTRAL LIBRARY

লহনার বোলে [১]চলে চেড়ী ত[১] দুর্বলা।
ভেট [২]সঙ্গে নিল কাঁদি দশ চাঁপা[২] কলা ॥
[৩]দুই ভার ডালি[৩] নিল দুই ভার বড়ি।
শতেক কাহন বেছ্যা নিল খিয়া কড়ি ॥ ১২
ভার চারি দধি নিল ভার চারি খই।
শত গুছি পান নিল গুয়া শতা নই ॥
দো-ছোট করিয়া পরে [৪]তসরের[৪] ভুনি।
ধীরে ধীরে চলে দুয়া কুঞ্জর গামিনী ॥ ১৬
দুই কাণে পরিলেক কনক বউলি।
হীরাতে জড়িত পরে কাণের মিললি ॥
গাহা চারি গুয়া নিল আপনার তরে।
একবারে দুই গালে দুই গুয়া ভরে ॥ ২০
আগে পিছে চলে ভারি মধ্যেতে দুর্বলা।
পথে কত নিল দাসী চম্পকের মালা ॥
ধীরে ধীরে যায় দুয়া দিয়া বাহুনাড়া।
বাম দিকে ছাড়ে দুয়া কায়স্থের পাড়া ॥ ২৪
প্রবেশে ব্রাহ্মণ পাড়া দুয়া হরষিত।
ব্রাহ্মণী সয়ার[৫] ঘরে হইল উপনীত ॥
লীলা ঠাকুরাণী বলি ডাক দিল চেড়ী।
দুর্বলার [৬]বাক্য শুনি বের্যাইল দোড়ি ॥[৬] ২৮
ভেট দিয়া দুয়া তারে করে নমস্কার।
আশিস করিল লীলা হাতে ধরি তার ॥
জিজ্ঞাসা করেন তারে সয়ার বারতা।
অনেক দিবস দুয়া নাহি আস্ত হেথা ॥ ৩২
দুর্বলা কহিল তারে সব বিবরণ।
কিছু ঔষধ নেহ পিরীতি কারণ ॥

---

১ বেগে চলিল (খ) ২ লয়্যা যায় দাসী পাঁচ কাঁদি (ব)
৩ পাঁচ ভার চাল (ব), পাঁচ ভার মিঠাই (খ), পাঁচ ভার চালু (গ)
৪ বার হাত (ব) ৫ বাড়রী ওঝার (ব), বাড়ুআ ওঝার (খ)
৬ ডাকে লীলা আল্য রড়ারড়ি (খ)

CENTRAL LIBRARY

লঘুগতি চল তুমি সাধুর ভবনে।
দুর্বলার বাক্যে লীলা চলিলা তখনে ॥ ৩৬
[৭]লহনা আসিয়া তার বন্দিল চরণ।
পাদ্য অর্ঘ দিল তারে বসিতে আসন ॥[৭]
লীলাবতী তাহার কুশল জিজ্ঞাসন।
অম্বিকামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ ৪০

লহনা-লীলাবতী সংবাদ

কহিব কি আর কুশল বিচার
কহিতে বিদরে বুক।
ঘরে নাহি পতি সতার উন্নতি
দুখের উপরে দুখ ॥ ৪
প্রভু নাহি ঘরে প্রাণ কেমন করে
কি মোর ঘর করণে।
রাত্রি দিন গুণি মোর গুণমণি
রহিলা কিবা কারণে ॥ ৮
গড়াতে[১] পিঞ্জর গেল সদাগর
তথা [২]রহিল চিরকাল।[২]
[৩]না শুনি বারতা মনে লাগে ব্যথা
কি আছে মোর কপাল ॥[৩] ১২
ধিক সাধুয়াল দুঃখে গেল কাল
বেরুণিয়া ভাল জীয়ে।

---

৭ সইয়ের মন্দিরে গিয়া দিল দরশন।
দুই সইয়ে কোলাকুলি দোঁহে আলিঙ্গন। (ব)

১ গঢ়িতে (ব), গড়াত্যে (খ) ২ রৈল চিরকালে (ব), হৈল চিরকালে (খ)

৩ নাহি শুনি কথা কুশল বারতা
কি মোর আছে কপালে। (খ, ব,)

CENTRAL LIBRARY

হাস পরিহাস করে বার মাস
পতি মুখ-মধু পিয়ে ॥ ১৬
নারীর যৌবন সব অকারণ
যেমন জলের ফোঁটা।
দহে কামশর অঙ্গ জর জর
দিনে দিনে হয় টুটা ॥ ২০
তুমি দেহ মন আন গুণিজন
যে প্রভুরে আনিতে পারে।
জুখিয়া আপনা তারে দিব সোণা
প্রাণদান দেহ মোরে ॥ ২৪
হইয়া অচেতনি কত মনে গুণি
পাঞ্জর বিন্ধিল ঘুণে।
খুল্লনা দারুণী নিশাচার মাণি
[৪]প্রভু না আইল কেনে ॥[৪] ২৮
দিনে থাকি ভাল রাত্রি আস্তে কাল
কি কব বিরহ কথা।
এ নব যৌবনে দারুণ সতীনে
এই মনে মোর ব্যথা ॥ ৩২
আইল [৫]কি কুক্ষণে[৫] আমার ভবনে
[৬]দারুণী এই সতিনী।[৬]
বিষম আরতি দিল নরপতি
ঘর ছাড়ে গুণমণি ॥ ৩৬
এমন লহনা বিরহ বেদনা
শুনি বলে লীলাবতী।
শ্রীকবিকঙ্কণ কৈল গীতর্পণ
মুখে বাণী যার স্তুতি ॥ ৪০

---

৪ কি সাধ জীবনে পরাণে। (গ) ৫ কুলক্ষণে (খ
৬ পাপমুখিনী দারুণী। (খ)

CENTRAL LIBRARY

লীলাবতীর উক্তি

কেন বা[১] লহনা হয়্যাছ বিমনা
দেখিয়া এক সতিনী।
এ ছয়[২] সতিনী মনে নাহি গণি
সাবাসি[৩] মোর পরাণী ॥ ৪
ফুলিয়া নগর মোর বাপ ঘর
বাপেরা কুলে[৪] মুখটি।
নারায়ণ সুত ভুবনে বিখ্যাত
মহাকুল বন্দ্যঘটি ॥ ৮
বিদ্যা-কুল-যুত সংসারে বিদিত[৫]
[৬]সকল জগতে জানে।[৬]
নাহি করি দয়া বাপ দিল বিয়া
দারুণ ছয় সতীনে ॥[৭] ১২
অলপ বয়েস [৮]মোর পরবেষ[৮]
[৯]ছয় সতীনের[৯] ঘরে।
শাশুড়ি ননদী[১০] [১১]ঔষধেত বান্ধি[১১]
[১২]সবে মোর বল ধরে ॥[১২] ১৬
স্বামী সেই[১৩] গুণে মোর বোল[১৪] শুনে
যেন [১৫]পিঞ্জরের[১৫] শুয়া।

---

১ শুনহ (গ), কেন গো (ব), এমন (খ) ২ আছএ (খ)
৩ ধন্য (খ), মানত (দী) ৪ ফুলে (ব)
৫ ভুবনে পূজিত (ব), ভুবনে বিদিত (খ, গ)
৬ দেখিয়া রূপ যৌবনে (ব), বুঝিয়া আপন মনে, (খ)
৭ সতিনী (গ) ৮ আমার প্রবেশ (ব), সোন পরবেশে (খ)
৯ ছয়টি সতিনী (গ), এ ছয় সতিনী (খ)
১০ সুনন্দ (গ) ১১ ঔষধ প্রবন্ধ (গ), ঔষধেতে বন্দি (খ)
১২ প্রাণসম দেখে মোরে। (গ) আমার বচন ধরে। (খ)
১৩ ঔষধের, (খ, গ ব) ১৪ স্বামী বোল (গ, ব) স্বামী বাক্য (খ)
১৫ পঞ্জরের (গ), পাঞ্জরের (খ)

CENTRAL LIBRARY

নিদ্রা গেলে আমি চিয়াইয়া স্বামী
[১৬]আপনি খাওয়ায়[১৬] গুয়া ॥ ২০
ঔষধের বশে প্রকার বিশেষে
স্বামী ধূলা ঝাড়ে মুখে।
গেলে পিতৃবাস করে উপবাস
যাবত[১৭] না মোরে দেখে ॥[১৭] ২৪
ভাগ্য থাকে যার স্বামী বনিতার
তথাই হয়ে সতিনী।
তনয় লাগিয়া করে দুই বিয়া
হেন কথা কত শুনি ॥ ২৮
শুনি মধুমতী লীলার ভারতী
ঔষধ মাগে[১৮] লহনা।
ব্রাহ্মণী বিশেষে[১৯] করিল আশ্বাসে[২০]
মুকুন্দ করিল রচনা ॥ ৩২

লহনার প্রতি লীলাবতীর উপদেশ

শুন লহনা উপদেশ মোর।
[১]যেইরূপে স্বামী চিত্তের ভোর ॥[১]
[২]হাস পরিহাস কপট ধন্ধে।
তস্য স্বামী সেই চিত্তেতে বান্ধে ॥[২] ৪

---

১৬ মুখে তুলি দেই (ব), মুখে তুলি দেন (খ)
১৭ মোরে না দেখে (ব), মোরে না দেখে (খ)
১৮ মাঙ্গে (ব), মাগেন (গ) ১৯ সহাস (ব) ২০ আশ্বাস (ব)
১ যদি হবে স্বামীর চিত্ত চোর। (ব)
যে হয় স্বামীর চিত্তের চোর। (দী)
২ হাসিয়া পরশে অলবণ রান্ধে।
তথাপি স্বামীরে চিত্তে বান্ধে। (ব)

CENTRAL LIBRARY

কান্দিয়া পরশে কর্পূর চিনি।
নিম সম তিতি নবযৌবনী ॥
মুখরা যদ্যপি নব যুবতী।
[৩]পুরুষ তাহে না করে রতি ॥[৩] ৮
[৪]যেমন শিমূল কুসুমে অলি।
পুরুষ রতন না করে কেলি ॥[৪]
অপ্রিয়বাদিনী যৌবন[৫] ধন্ধে।
ভ্রমরার চিত্তে কি করে গন্ধে ॥[৫] ১২
পতিভক্তিহীনে হয়ে যৌবন।
দুঃখহেতু যেন কৃপণ ধন ॥
অপ্রিয় যুবতী যৌবন রূপ।
[৬]পতি মনে ঘুচে ভ্রম যে কূপ ॥[৬] ১৬
প্রিয়বাণী পতি রসিক জন।
[৭]কালজা কোকিলী যক্ষের মন ॥[৭]
কালিয়া কস্তুরী গন্ধের রাজা।
রূপ থাকিতে গুণে আগে পূজা ॥ ২০
নিজ অনুভব করহ দেখি।
কোকিলী কুশলে কে নহে সুখী ॥
সংক্ষেপে [৮]তোমারে কহি[৮] সকল।
মুখে বৈসে মধু মুখে[৯] গরল ॥ ২৪
কু-বাণী পতির মন উচাটন।
[১০]শান্তভাবে কহে[১০] কবিকঙ্কণ ॥

---

৩ রূপ নিন্দে তারে ভারতী রতি। (ব)
৪ সুপুরুষ তাহে না করে কেলি।
শিমূল কুসুমে না বসে অলি। (ব)
৫ ধন্ধ। ভ্রমরে না রুচে কেতকী গন্ধ। (দী, ব) ৬ পতি মন মৃগ যেমন কূপ। (ব)
৭ কাল কোকিলা বিহরে যেমন। (ব) ৮ সখি কহিলুঁ (ব)
৯ হৃদে (দী. ব) ১০ সানুভবে গান (দী), সাধু ভাব গান (ব)

লীলার প্রতি লহনার বিনয়

[১]নাহি জানি প্রণয়[১] বচন।
ঘরে সতন্তরা আমি অধীন আমার স্বামী
সেবে নিতি আমার শাসন ॥ ৪
দেখিয়া পতির রোষ করিতাম অতি রোষ
[২]নানা বিধি চরণ[২] প্রহার।
বিনয় বচন বিনে উপায় চিন্তহ মনে
আমার দুঃখের প্রতিকার ॥ ৮
পূর্বে জানিতাম আমি অধীন আমার স্বামী
দিতে দিতে আপনি গৃহিণী।
কে জানে দৈবের মায়া আসি কোন পথ দিয়া
নারিকেলে [৩]প্রবেশিল[৩] পানী ॥ ১২
[৪]আমারে বিড়ম্বিবে বিধি জানিতাম ইচ্ছা যদি[৪]
করিতাম প্রকার প্রবন্ধ।
শুন সই তোরে কহি লোচনে দংশিল অহি
কোনখানে দিব তাগা বন্ধ ॥ ১৬
প্রিয় বস্তু দুই পাশে বেন্ধ্যাছিনু গৃহবাসে
তথি হইল দ্বিতীয় বন্ধনে।
আমার কপাল মন্দ আছিল পূর্বের বন্ধ
বান্ধা বোঝা হইল মঞ্চনে ॥ ২০
চিরদিনে হইল দেখা কত দুঃখে দিব লেখা
রাখ মোর পূর্বের সন্নাম[৫]।
কৃপা করি ঠাকুরাণী যে জান ঔষধ পানী
কমল চরণে দেহ স্থান ॥ ২৪
মহামিশ্র ইত্যাদি ॥

---

১ সৈ হে না জানিয়া বিনয় (ব) নাহিঁ জানী বিনয় (দী)
২ করি পিড়ি পড়্ডতি (দী) শিরে পিড়ি করিয়া (ব)
৩ সাঙ্কাইল (ব)
৪ পূর্বে জানিতাম যদি প্রমাদ পাড়িবে বিধি (ব) ৫ সম্মান (ব)

CENTRAL LIBRARY

ঔষধ ব্যবস্থা

মোর বোলে লহনা করহ অবধান।
ঔষধ আনিয়া[১] তোর সাধিব[২] সম্মান॥
পত্রিকার কলাগাছ রোপিবে অঙ্গনে।
ঘৃতের প্রদীপ তাহে দিবে প্রতিদিনে॥ ৪
[৩]নিরমিষ্য[৩] অন্ন খাবে তার পত্র পাড়ি।
সাধু হবে [৪]নফর[৪] খুল্লনা হবে চেড়ী॥
পত্রিকা ভাসাল্য নীরে হরিদ্রার মূল।
শ্মশানের যতনে আনিবে তিন ফুল॥ ৮
ইহা ধরি সত্যভামা বশ কৈল নাথ।
যার প্রেমে গোবিন্দ আনিল পারিজাত॥
শ্মশানের [৫]আনিবে জাল কবরের[৫] বিছাতি।
[৬]বসন ত্যজিয়া আনিবে নিশাভাগ রাতি॥[৬] ১২
ইহা বাটি [৭]যত্নে দিব[৭] খুল্লনা বসনে।
[৮]খুল্লনা পড়িবে সাধুর বিষের নয়নে॥[৮]
যতনে আনিবে জোড়া অশ্বত্থের দল।
দুর্গার প্রদীপ তৈলে পাড়িবে কাজল॥ ১৬
লোচনে কাজল দিয়া চাবে একবার।
সাধুকে করিয়া দিব তোর কণ্ঠহার॥
দুর্গার মুখের তুমি আনিবে হরিতাল।
উপরাগ সময়ে [৯]আনিবে বেড়াজাল[৯]॥ ২০
দুই বস্তু কপালে ধরিবে সাবধান।
সোহাগ বাড়িবে তোমার দুর্গার সমান॥

---

১ করিয়া (খ, ব) ২ বাড়াব (গ, ব) ৩ নিরামিষ (ব)
৪ কিঙ্কর (খ, ব) ৫ থীরা আর কবর (ব)
৬ ষোলঙ্গ হইয়া যে আনিবে নিশারাতি। (খ)
বসন ত্যাজিয়া আনিবে শেষ রাতি। (ব)
৭ দিবে সাধু (ব) ৮ যেন খুল্লনা পড়ে সাধুর বিষনয়নে। (ব)
৯ আনি মাকড়ের জাল (গ)

আনিবে আঁঠুলি কীট ফণিফণা হৈতে।
[১০]বিদমড়া দিয়া তাহা রেখ বাম হাতে ॥[১০] ২৪
বসুদেবসুতা [১১]বলদেবের ভগিনী[১১]।
[১২]দৈবযোগে দ্রৌপদী হইল সতিনী ॥[১২]
এই ঔষধের [১৩]তেজ দেখিবে[১৩] সাক্ষাতে।
[১৪]ছাড়িয়া রহিলা যথা দেব[১৪] জগন্নাথে ॥ ২৮
[১৫]আপন কুলের হাতে ঘষিবে চন্দন।
দোঁহার কপালে তাহা করিবে লেপন ॥
পরস্পর দুইজনে হবে প্রতিকূল।
খুল্লনা সাধুতে হবে ভুজঙ্গ নকুল ॥ ৩২
অভয়ার চরণে ইত্যাদি ॥[১৫]

কপট পত্র

ঔষধ প্রবন্ধ তার[১] না লাগিল মনে।
ভিতর মহলে গিয়া বৈসে দুই জনে ॥
খুল্লনার রূপ নাশে চিন্তেন[২] উপায়।
উপভোগ নাশ[৩] কৈলে রূপ নাশ হয় ॥ ৪
দুইজনে একস্থানে করিয়া যুকতি।
কপট [৪]পত্রিকাভাস[৪] লেখে লীলাবতী ॥
স্বস্তি আগে লিখিয়া লিখিল ধনপতি।
অশেষ মঙ্গলধাম লহনা যুবতী ॥ ৮

---

১০ বিড়াইয়া তাহারে রাখিবে বামহাথে ॥ (খ)
বিদ গড়াইয়া রাখিবে বামহাথে ॥ (গ)
১১ ভদ্রা কৃষ্ণের ভগিনী (খ) ১২ দ্রৌপদী আছিল তার দারুণ সতিনী। (খ)
১৩ গুণ দেখহ (গ) ১৪ পতি ছাড়ি রহিলা যথা ভাই (গ)
১৫ (গ) পুঁথিতে নাই।
১ কিছু (দী. ব) ২ চিন্তিল (ব) ৩ দূর (ব)
৪ প্রবন্ধে পত্র (ব)

CENTRAL LIBRARY

তোরে আশীর্বাদ দিয়ে[৫] পরম পীরিতি।
গৌড়েতে অনেক দিন হবে মোর স্থিতি ॥
মোর সমাচার দূত-বচনে শুনিবে।
আপন কুশল প্রিয়ে লিখিয়া পাঠাবে ॥ ১২
[৬]নিজধন ব্যয় করা দুঃখের কারণ।[৬]
পিঞ্জরের তরে কিছু পাঠাবে কাঞ্চন ॥
তোমারে লাগয়ে সর্ব গৃহস্থের ভার।
খুল্লনার নিবে তুমি অষ্ট অলঙ্কার ॥ ১৬
একে একে কাড়ি নিবে অষ্ট আভরণে[৭]।
[৮]নিযুক্ত করিবে তারে ছাগল রক্ষণে ॥[৮]
বিবাহ করিল যবে লগ্ন ছিল কেতু।
রাখাবে ছাগল পাপ-প্রতিকার হেতু ॥ ২০
গ্রহরূপী জনার্দন সর্বশাস্ত্রে কয়।
প্রতিকারহেতু মনে না করিবে ভয় ॥
পরিবারে [৯]খুঞা দিবে[৯] উড়িতে খোসলা।
শয়ন করিতে তারে দিবে[১০] ঢেঁকিশালা ॥ ২৪
এক বৎসরের তরে রাখাবে ছাগল।
নিয়মি করিয়া দিবে অর্ধসের সম্বল ॥
তোরে বলি পিয়ে মোর পালিবে আদেশ।
রামের আদেশে সীতা গেল বনবাস ॥ ২৮
সত্য না পালিলে তোমার মুণ্ডাইব কেশ।
করিব দোষের শাস্তি কহিনু বিশেষ ॥
যদি ভাল চাহ তবে কর প্রতিকার।
নহিলে সোহাগ দূর করিব তোমার ॥ ৩২

---

৫ প্রিয়ে (গ)

৬ নিজবার্তা দিয়া কর দুঃখ নিবারণ। (ব) নিজধন দিয়া কর দুঃখ নিবারণ। (দী)

৭ আভরণ (খ, ব) ৮ নিয়োজিত কর তারে ছেলি অপেক্ষণ। (ব)
নিয়োজিত কৈল তারে ছাগল রক্ষণ। (খ)

৯ দিবে খুঞা (ব)

১০ রজনী বঞ্চিতে তারে দিবে (দী) শয়নের স্থান তারে দিহ (ব)

CENTRAL LIBRARY

অবশ্য অবশ্য করি [১১]সাঙ্গ কৈল[১১] পাতি।
[১২]শ্রীমুখ করিয়া পত্র দিলা লীলাবতী ॥[১২]
পত্র দিয়া লীলাবতী করিলা গমন।
লহনাকে ভার কৈল পঞ্চাশ কাহন ॥ ৩৬
সেই সনে এত রামা করিয়া বিচার।
[১৩]হাতে পাতি[১৩] লহনার চক্ষে জলধার ॥
খুল্লনা করিয়া কোলে কান্দেন কপটে।
[১৪]কেমনে[১৪] তরিবে বলি বিষম সঙ্কটে ॥ ৪০
কি করিয়া বহিনকে বলিব হেন কথা।
শুনিয়া আমার মনে লাগে বড় ব্যথা ॥
সোনার পুত্তলি বহিন পাটের পুত্তলি।
দেখিতে দেখিতে প্রাণ করিছে ব্যাকুলি ॥ ৪৪
[১৫]প্রভুর পত্রের হের নেহ সমাচার।[১৫]
[১৬]ইথে আর কোন জন পাইবে নিস্তার ॥[১৬]
বিবাহ করিয়া সাধু টুটাইলে মান।
তাহার মনেতে নারী কেবা লাগে আন ॥ ৪৮
বিনি দোষে [১৭]সাধু সে সম্মান করে[১৭] দূর।
কোন [১৮]দিনে আমার ভাবনা হবে[১৮] চূর ॥
অভয়ার চরণে ইত্যাদি ॥

---

১১ লিখিলেন (ব) ১২ ...করিলেন ইতি ॥ (ব)
শ্রী লেখিয়া নাম তার দিল ধনপতি ॥ (খ)

৩৪ ও ৩৫ ছত্রের মধ্যে অতিরিক্ত
কার্য সিদ্ধ হৌক বলি দিল তারে লীলা।
পত্র হাতে দিয়া লীলা ঘরেতে চলিলা ॥ (খ)

১৩ হস্তে পত্র (ব) ১৪ কেমতে (খ, ব)

১৫ প্রভুর লিখন পত্র বিষম ব্যবহার। (খ)
প্রভুর পত্রের তুমি শুনহ ব্যভার। (ব)

১৬ নাহি দেখি ইহাতে পাবে কেমতে নিস্তার। (খ)
ইথে তার ঠাঁই কেবা পাইবে নিস্তার। (ব)

১৭ করিলেক সম্মান (ব) ১৮ দিবসে মোর গর্ব করে (ব)

CENTRAL LIBRARY

কোন্দল প্রবন্ধ

খুল্লনা বলেন পড়িয়া পাতি।
আছয়ে অক্ষর বর্ণের ভাতি॥
বলেন বহিনী না কর ত্রাস।
কে লিখিল পাতি করি উপহাস॥ ৪
প্রভুর অক্ষর আনই ছন্দ।
কে লিখিল পাতি কপট ধন্দ॥
[১]প্রভুর বোলে যদি লিখে আন।[১]
তারে কেবা করে অল্প জ্ঞেয়ান॥ ৮
[২]নাথ সঙ্গে আছে শত[২] নফর।
পত্র নিয়া[৩] কেহ আসিত ঘর॥
কি লাগিয়া দেহ বাহু নাড়া।
মোর সনে কেন কর ঝগড়া॥ ১২
[৪]পিঞ্জর গড়াতে[৪] না আঁটে সোনা।
তাহা লয়্যা ঝাট গেল সে জনা॥
অবিলম্বে করিয়ে না রহে[৫] তিলে।
শুয়্যা ছিলে তুমি নিদ্রার ভোলে॥[৬] ১৬
স্বামীর[৭] শাসন আইল পাতি।
ছেলি চরাহ[৮] পর থুঞা ধুতি॥
শতেক নফর[৯] প্রভুর পাশে।
কে আনিল পাতি তার আদেশে॥ ২০
[১০]মাথাতে মউড়ে আইনু[১০] বাসে।
কভু নাহি বসি প্রভুর পাশে॥

---

১ তোর প্রভুর বোলে লাগয়ে আন। (ব) ২ প্রভুর সঙ্গে শতেক (ব)
৩ লয়্যা (ব) ৪ পিঞ্জরে গড়্যাতে (ব) ৫ বিলম্ব না কৈল একটি (ব)
৬ তখন আছিলে পাশার খেলে॥ (ব) ৭ পতির (ব)
৮ বনে রাখ ছেলি (ব) ৯ সেবক আছয়ে (ব)
১০ মাথায় মুকুট আল্যাম (ব)

CENTRAL LIBRARY

[১১]কোন দোষে লিখে এমন পাতি।[১১]
[১২]কেন বা দিবেন[১২] লঘু আরতি ॥ ২৪
কত বা দেখাহ গৃহিণীপনা।
আপনা চিনিয়া থাক লহনা ॥
তুই অলক্ষিণী রাক্ষসগণী।
কোন পাপক্ষণে আলি দারুণী ॥ ২৮
[১৩]বিষম আরতি নৃপ[১৩] আদেশ।
পিঞ্জর গড়াতে পাঁজর শেষ ॥
ঐ দোষে হৈলি ছাগ রাখালী।
আমারে কি দোষ কপালী ॥ ৩২
তুমি আমি দোঁহে সাধুর নারী।
সাধু বিনে হয় দোঁহার গারি ॥
ধনভোগে[১৪] তুমি সাধুর দ্বারা।
তোমার আমি চেড়ী বটি পারা ॥ ৩৬
হ্যাদে [১৫]আল বাঁঝি[১৫] মোরে না ঘাটা।
গৌরবে দে মোরে গারির বাটা ॥
[১৬]অধিক বলে মোরে ছোট হইয়া।[১৬]
শুনিস দুবলা রয়্যাছি সয়্যা ॥ ৪০
[১৭]কালি আল্যা ছুঁড়ি মাথে মউড়ী।[১৭]
আজি মোর সনে করে হুড়াহুড়ি ॥
[১৮]সঘনে দুজনে বাহুর নাড়া।[১৮]
শুনিয়া ধাইল বণিক পাড়া ॥ ৪৪
খুল্লনার হাত দৈবের পাকে।
বাজিল বড় [১৯]সতীনের নাকে ॥[১৯]

---

১১ কোন দোষ দেখ্যা আমার পতি। (ব) ১২ কেন দিব মোরে (ব)
১৩ বিক্রম ভূপতি করিল (ব) ১৪ ধন লোভে (ব) ১৫ বাঁঝি তুই (ব)
১৬ বলিস ছোট সতিনী হয়্যা। (ব) ১৭ কালি আল্যা চেড়ী মাথা মউড়ী। (ব)
১৮ ঝঞ্জন কঙ্কণ দুঁহে বাহু নাড়া। (ব) ১৯ সতিনীমুখে (ব)

CENTRAL LIBRARY

লহনার কোপে আগুনী জ্বলে।
সভা সাক্ষী করি ধরিল চুলে ॥ ৪৮
কেশাকেশী দুই সতীনে ফিরে।
প্রবোধ করিতে দুর্বলা নারে ॥
হইল লহনা আগুন কণা।
[২০]মুখে মারে কত চাপড় ঠোনা ॥[২০] ৫২
কেবা বলে ভাল[২১] সতিনী কাঁটা।
এই মুখে চাহ গারির বাটা[২২] ॥
জাত গেল ছুড়ি খাইলি লাজ।
কেমনে বসিবি লোকের মাঝ ॥ ৫৬
তোমার হউক ভেয়্যার শোক।
জীয়ন্ত মাছেতে পাড়িস পোক ॥
[২৩]লহনা বলেন সবে আস্ত ধেয়্যা।
উচিত না বল ভাতার পুত খেয়্যা ॥[২৩] ৬০
কটু বোলে সবে চলিলা বাসে।
কন্দল-প্রবন্ধে মুকুন্দ ভাষে ॥

দুর্বলার নিকট খুল্লনার প্রার্থনা

হয়্যা অচেতনা কান্দেন[১] খুল্লনা
ধরিয়া দুয়ার পায়।
মিনতি তোরে[২] করি দশনে তৃণ ধরি
বারতা দেহ মোর[৩] মায় ॥ ৪

২০ দুইগালে মারে চড় ঠোকনা। (ব) ২১ ছোট (ব) ২২ বাট্টা (ব)
২৩ লহনার বোলে সভে আল্য ধায়্যা।
উচিত না বলে দু চোখ খায়্যা। (ব)
১ কান্দয়ে (খ, গ, ব) ২ তোরে পরিহার (গ) ৩ বাপ (গ)

CENTRAL LIBRARY

আমি[৪] দুঃখমতি বিদেশে গেল পতি
নিকটে নাহিক বন্ধুজন।
দেখি[৫] শূন্য ঘরে লহনা বধ করে[৬]
দুর্বলা রাখহ[৭] জীবন ॥ ৮
অনাথ দেখিয়া মোরে কর দয়া
যাহ ইছানি নগরে।
শুনহ[৮] দুর্বলা যদি কর হেলা
মোর[৯] বধ লাগে তোরে ॥ ১২
মগধে[১০] মোর মায় বিশেষ করে তায়
খুল্লনা মরিল মারণে।
খুল্লনা ঝিয়ে বধি, পাইলে কত নিধি
থাকহ পরম কল্যাণে ॥ ১৬
[১১]বিশেষ পরিতাপে কহিবে মোর বাপে[১১]
আগুনে[১২] ফেলিলা খুল্লনা।
[১৩]দারুণী সতিনী লহনা বেণ্যানী[১৩]
কেবল যমের যন্ত্রণা ॥ ২০
[১৪]খুল্লনার বাণী দুর্বলা দাসী শুনি[১৪]
কান্দিয়া করে নিবেদন।
দিলেন অনুমতি ব্রাহ্মণ নরপতি[১৫]
গাইল[১৬] শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ ২৪

---

৪ মা মোর (গ), হামহ (ব) ৫ পাইয়া (গ, ব)
৬ ধরি মোরে (গ), খুন করে (ব) ৭ আমার না রহে (গ)
৮ প্রাণের (ব) ৯ মোরে (ব) ১০ বলিবে (ব)
১১ কহিও মোর বাপে শেষ পরিতাপে (ব)
কহিয় মোর বাপে বিনয় পরিতাপে (খ)
১২ আনলে (ব)
১৩ দারণ সতিনী ভুখিল বাঘিনী (ব)
লহনা বেণ্যানী দারুণ সতিনী (খ)
১৪ খুল্লনা দুঃখবাণী দুর্বলা মনে শুণি (খ, গ)
১৫ ভূপতি (ব) ১৬ রচিল (গ)

CENTRAL LIBRARY

খুল্লনার ছাগরক্ষণে স্বীকার

উপদেশ বলি আমি শুনল যুবতী।
আমার বচনে তুমি কর অবগতি॥
সদাগর নাহি দেশে লহনা মুখরা।
নিরন্ত দেখি তোমা হয় স্বতন্তরা॥ ৪
সর্বত অংশে তোরা সাধুর গৃহিণী।
[১]ভিন্ন পর নহে কেহ[১] খুড়তা [২]ভগিনী॥[২]
কোন দোষে তোমারে করিল অপমান।
দোষ দেখি ক্ষেত্রি নাহি কাটে নাক কাণ॥ ৮
তৎকাল বারতা আমি দিতে যাইতে নারি।
ছাগল রক্ষণ কর দিন দুই চারি॥
অন্য ছলে যেয়্যা আমি কহিব বারতা।
যতন করিয়া যেন নিয়া যান পিতা॥ ১২
[৩]আমার বচন রাখ শুন[৩] ইতিহাস।
রামের বচনে সীতা কৈল বনবাস॥
আমার বচন না মানিহ অবগুণ।
পুনশ্চ লহনা যেন নাহি করে খুন॥ ১৬
এমন শুনিয়া রামা দুয়ার ভারতী।
ছাগল রাখিব বলি দিল অনুমতি॥
অভয়ার চরণে ইত্যাদি॥

খুল্লনাকে ছাগপ্রদান

*[১]কান্দয়ে খুল্লনা নারী নয়নে গলয়ে বারি
সাধুকে দুঃখে দিয়া গালি।[১]

---

১ তাহে অন্য ভাব নহে (ব) ২ বহিনী (ব) ৩ নাহি শুন রামা রামায়ণের (ব)
* কামোদ (গ)
১ খুলনার বরাবরি গেলেন দুর্বলা নারী
তুলিয়া গায়ের ঝাড়ে ধুলি। (গ)

CENTRAL LIBRARY

[২]এ পাট পড়শী দেখে ভাণ্ডারে কায়স্থ লেখে[২]
দুর্বলা গণিয়া[৩] আনে ছেলি ॥ ৪
[৪]শাঙলী ধবলী ছেলি ধুলীছান্দা উষারলী[৪]
সুবেশা পিঙ্গলা কলাবতী।
গগনা ডাঁউসী বসি সেলানী বোলানী নাশী
সুকৃতি বাঁউনী দুঃখবতী ॥ ৮
পাথরী বিমলা টাঙ্গী হাঁসী রাশি বুড়ি বাঙ্গী
ধানী বুচি মোহনা মঙ্গলা।
সুন্দরী কুন্দরী জয়া ভাগিনী সুছায়া দয়া
ধনী খাটী জুঝারী পিঙ্গলা ॥ ১২
সর্বালী নেউলী কালী স্বনী নিলী লিখে বালী
পাথরী ছাগলী কালমুখী।
চন্দনা চৌঙরী দাসী লিখিল আঠার খাসী
আঙলা বিমলা চন্দ্রমুখী ॥ ১৬
লিখিল তেত্রিশ ছা বোকা তার নয়টা
সাতটা লিখিল ধীচ বোকা।
কাল যার্যা উভ সিঙ্গা জুঝারী মাকাল রোঙ্গা
মদন যাউ নরন মুখা ॥ ২০
সাঙরী বাগড়ী ধরি সুচিমুখী শুসিখুরী
সামলী পাগলী মুসা লেজী।
বাকড়ী দিগড়ী গেড়ী সোণারূপা হীরা কড়ি
মেলানী বৈশেকী সুকিরাজী ॥ ২৪
চেড়ীরে লহনা কয় যদি বা বলদ হয়
দাগ দেহ সবাকার গায়।

লহনার বরাবরি গেলেন খুল্লনা নারী
সাধুকে খুল্লনা দেই গালি। (ব)

২ পাশ পড়শী দেখ্যে লীলা ঠাকুরাণী লেখ্যে (গ)
পাঠ পড়শী দেখে লীলা ঠাকুরাণী লেখে (ব)

৩ কিনিঞা (গ), ধরিয়া (ব)

৪ শ্যামলী বিমলী ধলী ধূলিচাছা উষন্মলী (ব)

৬

CENTRAL LIBRARY

ইথে যদি কেহ মরে আনিয়া দেখাবে মোরে
খুল্লনার তার নাহি দায় ॥ ২৮
মহামিশ্র দায় ॥

খুল্লনার ছাগচারণ

খুল্লনার দুর্বলা তুলিল হাতে ধরি।
সারিয়া পরিলা খুঞা খুল্লনা সুন্দরী ॥
[১]শান্ত করি দুর্বলা গায়ের ঝাড়ে ধূলি।[১]
[২]আপনি বান্ধিল দুয়া খুল্লনার ছেলি ॥[২] ৪
ধীরে ধীরে যান রামা লইয়া ছাগল।
ছাট হাতে পাগ মাথে যেমন পাগল ॥
নানা শস্য দেখিয়া চৌদিকে ধায় ছেলি।
ক্ষেতের কৃষাণ তারা দেয় গালাগালি ॥ ৮
প্রবেশ [৩]করেন ছাগী[৩] গহন কাননে।
[৪]লহনা লইয়া কিছু শুনিবে বচনে ॥[৪]
দুর্বলার হাতে ধরি বলেন লহনা।
মন দিয়া পূর দুয়া আমার কামনা ॥ ১২
আমার লাগুক কড়ি তোর হোক যশ।
ঔষধ সাধিয়া মোর স্বামী কর বশ ॥
তঙ্কা লইয়া যাহ তুমি গুণিজন স্থান।
সাধু সঙ্গে কর তুমি একই পরাণ ॥ ১৬
ঔষধ সাধিয়া মোর সাধহ সম্মান।
সাধু যেন বাসে মোরে পরাণ সমান ॥

---

১ সাধুকন্যা দুর্বলা অঙ্গের ঝাড়ে ধূলি। (খ)
২ দুর্বলা বন্ধন করে দৃঢ় করি চুলি। (ব)
আপনি লহনা তার বান্ধিলেন চুলি। (খ)
৩ করিল ছেলি (খ, ব) ৪ বৃক্ষতলে বসি ছেলি করে নিরীক্ষণে। (খ)

CENTRAL LIBRARY

দুর্বলার ইছানি গমন

দুর্বলা বলেন [১]আমি যাই[১] দিন চারি।
তবে সে ঔষধ আমি এন্যা দিতে পারি ॥
ঔষধের[২] ছলে দুয়া হইল বিদায়।
শীঘ্রগতি[৩] ইছানী নগরমুখে ধায় ॥ ৪
প্রভাতে উঠিয়া দুয়া দ্বিতীয় প্রহরে।
উত্তরিলা গিয়া লক্ষপতির মন্দিরে ॥
দুর্বলার সাড়া পেয়্যা আইলা রম্ভাবতী।
চরণে ধরিয়া দুয়া করিল প্রণতি ॥ ৮
জিজ্ঞাসেন রম্ভা তারে ঝিয়ের বারতা।
[৪]বিরস বদনে দাসী কহেন সর্বকথা ॥[৪]
খুল্লনাকে বিভা সাধু কৈল পাপক্ষণে।
বিবাহের কালে কেতু আছিল লগনে ॥ ১২
গুণিয়া গণক তার করিলা বিকার।
খুল্লনা ছাগল রাখি তার প্রতিকার ॥
ছাগল রক্ষণে তুমি যদি কর বাদ।
তোমার জামাতা নিয়া পড়িবে প্রমাদ ॥ ১৬
অভয়ার চরণে ইত্যাদি ॥

রম্ভাবতীর খেদ

কান্দে কান্দে রম্ভাবতী খুল্লনার মোহে।
বসন ভিজিল তার লোচনের লোহে ॥
[১]লোচনের ঝিয়ে পুত্তলি[১] আন্ধারের বাতি।
হেন ঝিয়ে কেবা মোর মারে কিল লাথি ॥ ৪

---

১ যদি ভ্রমি (খ, ব) ২ উপদেশ (গ)
৩ দ্রুতগতি (গ), লঘুগতি (ব)
৪ অনেক দিবস দুয়া নাহি আইস এথা। (খ, গ)
১ ননীর পুত্তলি ঝিয়ে (খ, ব) ননীর পুত্তলি বাছা (গ)

CENTRAL LIBRARY

সাজাইয়া কাহারে দিলাম কনকের ডালি।
সাধের খুল্লনা ঝিয়ে কেবা দিল গালি॥
[২]চল রে ময়াই পুত্র[২] উদ্দেশ করিতে।
ময়াই বলেন দুঃখ নারিব দেখিতে॥ ৮
বিভা দিল সদাগরে দেখিয়া ভাজন।
ছাগল রাখিতে ঝিয়ে কৈল নিয়োজন॥
স্পন্দন করয়ে [৩]মোর সর্বভুজ আঁখি।[৩]
কুৎসিত স্বপন আমি দিন চারি দেখি॥ ১২
গরল মাহুর আনি দেহ মোর স্থানে।
খুল্লনার শোকে মোর ত্যাজিব পরাণে॥
হৃদয়ে রহিল মোর বড় শোক শাল।
দোনাই পণ্ডিত মোরে হইয়া আইল কাল॥ ১৬
উদ্দেশ দুয়ার হাতে কৈল সমর্পণ।
বিদায় করিল তারে দিয়া নানা ধন॥
[৪]উজানী নগরে আসি ভাণ্ডে লহনারে।
তিন দিন বই দুয়া আল্য নিজ ঘরে॥[৪] ২০
অভয়ার চরণে ইত্যাদি॥

খুল্লনার গৃহে আগমন

ছেলি রাখি আল্য রামা দিবা অবশেষে।
অজাগণ অজাশালে করিলা প্রবেশে॥
দুয়ারে দাণ্ডায় রামা বুকে দিয়া হাত।
লহনার আদেশে আনিল কচুপাত॥ ৪

---

২ চল দুবলা রাজপুত্র (গ) ৩ দুয়া মোর ডানি আঁখি (গ)

৪ উজানিতে যায়্যা দুয়া খুল্লনারে ভাড়ে।
দিন দুই চ্যার রহি দুয়া আইল ঘরে। (ব)

*পুরাণ খুদের জাউ তাতে আছে কোণ।
সকল বেঞ্জনে[১] বাঁজি নাহি দেয় লোন ॥
রেন্ধ্যাছে কলমি শাক বনাতি কাঁকড়া।
কলায়ের খুদের কোণে তুলিয়াছে বড়া ॥ ৮
বেগুনের খারা লাউ কুমড়া ব্যাকলা।
[২]গড়ই মৎস্যের মুড়া তাতে আছে[২] মেলা ॥
খইলের বেসার দিয়া জাল দিল বড়ি[৩]।
তৈল নুন বিবর্জিত সন্তলন বড়ি[৪] ॥ ১২
[৫]গুড়ম্বর ফল কিবা রেন্ধ্যাছে পিণ্ডিরা।[৫]
কাঁচা শিমের ব্যঞ্জনে পুরিয়া দিল শরা ॥
[৬]মুখে নাহি ভুঞ্জে চক্ষে[৬] পড়ে জল।
কোপেতে লহনা চক্ষু করিছে পাগল ॥ ১৬
খুল্লনা গঞ্জিয়া[৭] লহনা কিছু বলে।
এতেক বেঞ্জনে ঢাকি ভাত নাহি চলে ॥
দারুণ হৃদয়[৮] বড় পাপমতি বাঁজি।
অবশেষে বড় সরা ভর্যা দিল কাঁজি ॥ ২০
কিছু খায় কিছু ফেলে খুল্লনা সুন্দরী।
তৃণের শয্যাতে তার গেল[৯] বিভাবরী ॥
প্রভাতে ছাগল নিয়া করিলা গমন।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভোজন ॥ ২৪

---

* চতুর্থ ও পঞ্চম পংক্তির মধ্যে
ভুঞ্জয়ে খুল্লনা নারী গর্তে পাড়ি পাত।
পরশিতে লহনা করয়ে গতায়াত। (ব)

১ শাকের ব্যঞ্জন (খ) ২ কৈ মাছের পোঁটো মুড়া করিয়াছে (ব)
৩ দড় (ব) ৪ বড় (ব)
৫ ডুমুরের ফলে কিছু রান্ধ্যাছে পিণ্ডিরা। (ব)
৬ মুখে নাহি রুচে রামা চক্ষে (ব) দুঃখে ভুঞ্জিতে রামা চক্ষে (গ)
৭ গর্জিয়া (ব) ৮ হৃদয়ে কপট (খ, ব) হৃদয় কঠিন (গ)
৯ গোঙাইল

CENTRAL LIBRARY

খুল্লনার বারমাসের খেদ

প্রভাতে ছাগল লয়্যা চলিলা খুল্লনা।
আঁচলে বান্ধিয়া দিল খুদ আধ কণা॥
ছাট হাতে পাত মাথে ধীরে ধীরে যায়।
জল আনিবার ছলে দুর্বলা গোড়ায়॥ ৪
[১]দুর্বলা বলেন গিয়া খুল্লনার স্থানে।
কাল গিয়াছিনু তোমার পিতার ভুবনে॥[১]
একত্রেতে আছিলা তোমার মাতা পিতা।
কহিলাম আমি সব দুঃখের বারতা॥ ৮
শুনি ভালমন্দ না বলিল লক্ষপতি।
মৌনভাব করিয়া রহিলা রম্ভাবতী॥
দিলেন তোমার তরে কড়ি চারি পণ।
বুঝিনু তোমার পিতা বড়ই কৃপণ॥ ১২
শুনিয়া খুল্লনা রামা ছাড়িলা নিঃশ্বাস।
[২]দুর্বলারে বলে নাহি যাব পিতৃবাস॥[২]
খুল্লনা [৩]রাখিল ছেলি[৩] পাপ জ্যৈষ্ঠ মাসে।
অগ্নিসম পোড়ে অঙ্গ [৪]রবির প্রকাশে॥[৪] ১৬
আষাঢ়ে পুরিল মহী নব মেঘে জল।
ছাগল চরাতে রামা নাহি পায় স্থল॥
সরোবর পাড়ে রামা লয়া যায় ছাগী।
[৫]কোলে করি পার করে[৫] খুল্লনা অভাগী॥ ২০
শ্রাবণে বরিষে মেঘ দিবস রজনী।
সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি॥

---

১ কহিলা দুর্বলা তারে সব বিবরণ।
গিয়াছিলাম তোমার বাপের নিকেতন॥ (ব)

২ পাতালে প্রবেশি যদি পাই অবকাশ (খ, গ, ব)

৩ ছাগল রাখে (খ, গ) ৪ রৌদ্রের রোষে (খ)

৫ নালা পার করে দুঃখ (ব)

ভাদ্রেতে রাখেন ছেলী ভিজে সর্ব গা।
আঙ্গুলের সন্ধিতে পাকুই হইল ঘা॥ ২৪
[৬]ভাদ্রে জলের ছাট[৬] বাজে যেন শেল।
তিন দিন বইসে[৭] লহনা দেই[৮] তেল॥
দুঃখে সুখে খুল্লনা শরৎকাল ভাবে।
অবশ্য আসিবে প্রভু দেবীর উৎসবে॥ ২৮
নিকেতনে[৯] প্রাণনাথ কৈল বনবাস।
হইল কার্তিক মাস হিমের প্রকাশ॥
তুষার শীতল ঋতু হিম চারি মাস।
খুল্লনার খণ্ডে শীত রবির প্রকাশ॥ ৩২
আইল বসন্ত ঋতু প্রচণ্ড তপন।
অশোক কিংশুক ফুটে পলাশ কাঞ্চন॥
কেতকী ধাতকী ফুটে চম্পক রঙ্গন।
কুসুম পরাগে ভোগ[১০] হৈল অলিগণ॥ ৩৬
লতাতে বেষ্টিত রামা দেখিয়া অশোক।
খুল্লনা বলেন তরু[১১] তুমি বড়লোক॥
সই সই বলি রামা কোলে কৈল লতা।
স্বরূপে বল না সই তপ কৈলা কোথা॥ ৪০
আমা হইতে তোমার জনম বটে ভাল।
তোমার সোহাগে সই বন কৈলে আলো॥
ময়ূর ময়ূরী করে সুমধুর নাদ।
শুনিয়া খুল্লনার চিত্তে বাড়য়ে বিষাদ॥ ৪৪
এক ফুলে মধু পিয়ে ভ্রমরা দম্পতী।
সুমধুর গায় গীত দোঁহে একমতি॥
অভয়ার চরণে ইত্যাদি॥

---

৬ ভাদরের জলবৃষ্টি (খ) ৭ চাহিলে (খ) ৮ না দেয় (খ)
৯ নিদারুণ (খ) ১০ মত্ত (খ) ১১ সই (খ)

CENTRAL LIBRARY

বসন্তের উপাখ্যান

সঙ্গেতে[১] মকর-কেতু আইল বসন্ত ঋতু
তরুলতাগণ পুলকিত[২] ।
অজয় নদীর কূলে অশোক তরুর মূলে
কামশরে রামা চমকিত ॥ ৪
লোহিত পল্লবগণ রামার[৩] হরয়ে মন
দেখি [৪]হৃদি ভাভেন[৪] খুল্লনা ।
[৫]বসন্ত আসিয়া কিবা অটবী করিল শোভা
ভালে দিল সিন্দূর চন্দনা ॥[৫] ৮
এক ফুলে মকরন্দে পান করি[৬] সানন্দে[৭]
যায়[৮] অলি অপর কুসুমে ।
[৯]এক ঘরে পেয়্যা মান গ্রাম যাজি দ্বিজ যান
অন্য ঘর চলয়ে সম্ভ্রমে ॥[৯] ১২
*অলি মকরন্দ খায় কোকিল পঞ্চম গায়
মন্দ মন্দ সুগন্ধি পবনে[১০] ।
তরুডালে শারীশুকে অলিকুল মুখে মুখে
দেখি রামা আকুল মদনে ॥ ১৬

---

১ সঙ্গে (গ, ব) ২ পল্লবিত (গ) ৩ মুনির (গ)
৪ মনে ভাবয়ে (খ, গ, ব)
৫ হইআ কামের দাস আসিবে বনবাস
ভাবি করে প্রেমের অর্চনা ॥ (খ)
৬ করে (খ) ৭ সদানন্দ (ব) ৮ ধায় (ব)
৯ এক মোর পেয়্যা মান গামজাজক দিয় জান
যাবত চলেন সম্ভ্রমে ॥ (গ)
* অতিরিক্ত
মন্দ মন্দ প্রভঞ্জনে পড়য়ে কুসুমবনে
অঞ্জলি পাতিল খুল্লনা ।
হইয়া কামের দাস প্রভু আসিবেন বাস
ভাবি করে কামের অর্চনা ॥ (গ)
১০ চন্দনে (খ)

CENTRAL LIBRARY

দেখি মুকুলিত তরু কাম শরে রামা ভীরু
গঞ্জিয়া বলেন শারি শুকে।
বসন্তের উপাখ্যান শ্রীকবিকঙ্কণ গান
রাজা রঘুনাথের কৌতুকে ॥ ২০

সারী শুকের প্রতি খুল্লনা

শারী শুয়া[১] তুমি দিলে এতেক যন্ত্রণা।[২]
[৩]আইলে তুমি রাজস্থান[৩] [৪]পিঞ্জর[৪] সাধিতে মান
অনাথিনী করিলে খুল্লনা ॥ ৪
[৫]গৌড়দেশে গেলা নাথ[৫] ছেলি রাখি খাই ভাত
[৬]পরিতে না মিলে পরিধান।[৬]
সতিনী মরণ তাকে কেবল তোমার পাকে
খুল্লনার এত অপমান ॥ ৮
আমার বধিতে প্রাণ [৭]আল্যা রাজার[৭] স্থান
পিঞ্জরের বিলম্ব দেখিয়া।
[৮]তুমি পাখী বড় পাপ দেখি মনে উঠে তাপ
অনাথেরে তোর নাহি দয়া ॥[৮] ১২
শিখিয়া ব্যাধের কলা [৯]হাতে নিব[৯] সাতনলা
কাননে আড়িব জাল ফান্দে।

---

১ শুক (খ) ২ যাতনা (খ)
৩ আসি রাজা বিদ্যমান (ব), আইলে রাজার স্থান (খ) ৪ পিঞ্জরে
৫ গৌড়ে গেলা প্রাণনাথ (খ, গ, ব) ৬ পরিবারে না মিলে বসন (খ)
৭ আস কিবা এই (গ, ব), করাইলে এই স্থান (খ)
৮ হের আইস শারী শুক ঘুচাই মনের দুখ
গউড়ে বারতা দেই গিয়া। (গ)
হের আস্ত শারী শুক তুমি দিলে এত দুখ
একাকিনী শারীরে দেখায়া। (খ)
৯ করে ধরি (গ)

CENTRAL LIBRARY

তোমারে বধিয়া শুক ঘুচাব মনের দুঃখ
শারী যেন একাকিনী কান্দে ॥ ১৬
শারীর খাইয়া মাথা দেখি মোর[১০] দুঃখ ব্যথা
তোমারে লাগিবে মোর বধ।
কর হের[১১] অবধান রাখহ আমার প্রাণ[১২]
উড়্যা যাহ গৌড় জনপদ ॥ ২০
আমারে করিয়া দয়া দুঃখের বারতা নিয়া
দেহ মোর প্রভুরে বারতা।
উড়্যা গেলা শারীশুক খুল্লনা ভাবেন দুঃখ
মুকুন্দ রচিল গীত গাথা ॥ ২৪

ভ্রমরের প্রতি খুল্লনা

[১]ভ্রমরী ভ্রমর তোরে যুড়ি কর[১]
না গাও[২] মধুর গীত।
তোর মৃদু রায় কাম শরে হায়
চিত্ত[৩] কৈল চমকিত ॥ ৪
সঙ্গে তোর বধূ পান কর মধু
কি কব দুঃখের ওর।
অনাথ দেখিয়া নাহি তোর দয়া
চিত্ত কৈলে মোর ভোর ॥ ৮
সুখে মধু পানে থাক এই বনে
সকল লতা ভূষিত।
তুমি হয়্যা সুখী পার কর দুঃখী
এ তোর নহে উচিত ॥ ১২

---

১০ দেখ মোরে (খ), দেহ মোরে (ব)
১১ কর ধর্মে (খ), কর ধর্ম (গ), কর কর্মে (ব) ১২ মান (গ)
১ ভ্রমর ভ্রমরী তোরে কর যুড়ি (গ) ২ গায়্যো (গ) ৩ চিত (গ)

CENTRAL LIBRARY

সঙ্গেতে অলিনী [৪]বাস সে[৪] নলিনী
না জান বিরহ ব্যথা।
চিত চমকিত যদি গাহ গীত
খাও ভ্রমরীর মাথা॥ ১৬
সাপ দুগ্ধে মাতে পাপ কলি মাথে
বিনয়ে মাতায়ে অরি।
শুনিয়া বিনয় না হইল সদয়
কিসের বিনয় করি॥ ২০
তুমি মাতোয়াল[৫] মোর হইলে কাল
না শুন বিনয়বাণী।
ধুতুরার ফুলে তুমি মধু পিলে
ইহা মনে আমি গণি॥ ২৪
ছাড়িয়া বিষাদ চলে ষটপদ
কোকিল সুনাদ পুরে।
বিনয় অর্চনা করয়ে খুল্লনা
পুটাঞ্জলি করি করে॥[৬] ২৮
মহামিশ্র ইত্যাদি॥

কোকিলের প্রতি খুল্লনা

*কোকিল কত ডাক[১] সুললিত রা।
মধুস্বরে দিবা নিশ [২]নিত্য উগারহ বিষ[২]
বিরহী জনার পোড়ে গা॥ ৪

---

৪ নিবস (ব), তিরাস (খ) ৫ তো দুহুঁ মাতাল (ব)
৬ কর যোড় করি শিরে। (খ, ব)
বরাড়ী রাগ
১ কাড় (গ) ২ কত না উগার বিষ (গ)

CENTRAL LIBRARY

নন্দন কাননে বাস সুখে থাক বারমাস
কামের প্রধান সেনাপতি।
কে তোমারে বলে ভাল [৩]ভিতর বাহির[৩] কাল
বধ কৈলে অনাথ যুবতী ॥ ৮
আর যদি কাড় রাও কোকিলীর মাথা খাও
বসন্তের শতেক দোহাই।
তোর বোল কাম-শর মোর চিত্ত জরজর
অনাথেরে তোর দয়া নাই ॥ ১২
জাতি অনুসারে রা নাহি চিন বাপ মা
কাল সাপ কালিয়া বরণে।
[৪]সদাগর আছে যথা কেনে না যাও তথা[৪]
এই বনে ডাক অকারণে ॥ ১৬
আসিয়া বসন্তকালে বসিয়া রসাল[৫] ডালে
প্রতিদিন দেয়সি যন্ত্রণা[৬]।
হেন [৭]বুঝি অনুমানে[৭] আল্য কিবা এই বনে
পিকরূপী হইয়া লহনা ॥ ২০
খাইয়া সুস্বাদ ফল উগারহ হলাহল
অনাথের বধে দিলে চিত।
প্রাণনাথ আছে যথা সত্বরে চলহ তথা
এই বনে ডাক অনুচিত ॥ ২৪
পিক যায় অন্য বন খুল্লনার অস্থির মন
যায় রামা অপর কাননে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে ॥ ২৮

---

৩ অন্তরে বাহিরে (খ), ভিতরে বাহিরে (ব)
৪ সদাগর যথা আছে ডাক গিয়া তার কাছে (খ) ৫ তরুর (খ)
৬ যাতনা (খ) ৭ লয় মোর মনে (খ, ব)

CENTRAL LIBRARY

চণ্ডীর ছলনা

[১]বহিছে শীতলবায়ু সরোবর কূলে।
দুঃখমতি খুল্লনা আকুল নিদ্রা ভোলে ॥[১]
প্রচণ্ড তপন গায়ে বহে ঘর্ম জল।
পল্লব-শয্যাতে রামা শোয় তরুতল ॥ ৪
নিদ্রার আলসে রামা হৈল অচেতন।
কোমল পল্লব বলি ধায় অলিগণ ॥
শিরীষ কুসুম তনু অতি অনুপাম।
বসন ভিজিয়া তার গায়ে পড়ে ঘাম ॥ ৮
গগন বিমানে যান দেবী মহেশ্বরী।
জয়া বিজয়া পদ্মা সঙ্গে সহচরী ॥
নম্রমুখে ক্ষিতি তলে চান ভগবতী।
নয়ান পড়িল যথা খুল্লনা যুবতী ॥ ১২
পদ্মারে সত্বরে ডাকি জিজ্ঞাসে ভগবতী।
কহ দেখি তরুমূলে তাহার যুবতী ॥
পরম রূপসী কন্যা দেবী অবতার।
পরিতে না মিলে বস্ত্র গায়ে অলঙ্কার ॥ ১৬
পদ্মাবতী বলে মাতা শুন ভগবতী।
আমার বচনে মাতা কর অবগতি ॥
রত্নমালা এই কন্যা ইন্দ্রের নর্তকী।
আনিলে অবনীতলে হইয়া কৌতুকী ॥ ২০
তালভঙ্গে [২]শাপ দিয়া[২] আনিলে অবনী।
ইবে অবধান নাহি কর নারায়ণী ॥
সতীনের হাতে রামা ঠেকিল সঙ্কটে।
কাননে ছাগল রাখে তোমার কপটে ॥ ২৪
এমন শুনিয়া চণ্ডী পদ্মার ভারতী।
কপটে ধরিলা তার মায়ের মূরতি ॥

---

১ বঙ্গবাসীতে নাই

২ ছলা করি (ব)

CENTRAL LIBRARY

পরিধানে শত ছেঁড়া মলিন অম্বর।
গুয়া বিনে অভয়ার শুখান অধর ॥ ২৮
তৈল বিনে জটভার কেশ তার শিরে।
শিয়রে বসিয়া স্বপ্ন কন ধীরে ধীরে ॥
কত দুঃখ আছে ঝিয়ে তোমার কপালে।
সর্বশী ছাগল তোর খাইল শৃগালে ॥ ৩২
তোর দুঃখ দেখিয়া পাঁজরে বিন্ধে ঘুণ।
আজি লো লহনা তোরে করিবেক খুন ॥
*এত বলি ছলি হরি রহিলা অম্বরে।
নিদ্রা তেজি উঠে রামা কান্দে উচ্চস্বরে ॥ ৩৬
আকুল কুন্তল রাশ খুল্লনা সুন্দরী।
ভূতলে পড়িয়া কান্দে জননী সোঙরি ॥
অভয়ার চরণে ইত্যাদি

খুল্লনার আক্ষেপ

নিদয়া নিষ্ঠুর হয়া অভাগীরে ছাড়িয়া
ঘর গেলা না দিয়া বোলান।
খাইয়া আমার মাথা দেখ মোর দুঃখ ব্যথা
তোর কোলে তেজিতাম পরাণ ॥ ৪

---

* ইহার পর ৩৫—৩৮ ছত্রের স্থলে আছে
এমন স্বপন দিয়া দেবী মহেশ্বরী।
নিজ ব্রতে নিয়োজিল অষ্ট বিদ্যাধরী ॥
বিদ্যাধরীগণ ব্রত করে সরোবরে।
ছেলি লুকাইয়া মাতা রহিলা অন্তরে ॥ (ব)
নিদ্রা ভাঙ্গি উঠিলেন খুল্লনা সুন্দরী।
ধরণী লোটায়া কান্দে জননী সোঙরি ॥ (ব)

CENTRAL LIBRARY

দুঃখ পেয়্যা দশ মাস দিলে মোর গর্ভবাস
কোলে কাঁখে করিয়া পালন।
নিরুপেক্ষি এক দণ্ডে ফেলিলে অনল কুণ্ডে
[১]দুর্লভ হইলা দরশন ॥[১] ৮
এখনি শিয়রে ছিলে না কহিয়ে কোথা গেলে
তুয়া পায় মাগিতাম বিদায়।
সর্বশী মরিল যদি মোর প্রাণ নিল বিধি
জলে দানে হইবে সহায় ॥ ১২
দেখিয়া পণ্ডিতবরে বিভা দিলা কুল ঘরে
না গণিলা লহনা সতিনী।
বিচারে হইয়া অন্ধ গলে পদে দিয়া বন্ধ
ভেট দিলে খুল্লনা হরিণী ॥ ১৬
জলে ঝাঁপ দিয়ে যদি শুখায় অগাধ নদী
অভাগীরে বাঘে নাহি খায়।
ভুজঙ্গ করিলে কোলে সেই নাহি মুখ মেলে
নিদারুণ প্রাণ নাহি যায় ॥ ২০
উঠিয়া পর্বত পাড়ে নেহালয়ে[২] ঝোপ ঝাড়ে
দরি গিরি শিখর কানন।
এক ঠাঁই [৩]করি ছাগী[৩] [৪]পালাই সর্বশী লাগি[৪]
শোকে ধাই হয়্যা অচেতন ॥ ২৪
মহামিশ্র ইত্যাদি

ছাগ-অন্বেষণ

ছাগল হরিয়া হোথা দেবী মহেশ্বরী।
নিজ ব্রতে নিজোজিল পঞ্চ বিদ্যাধরী ॥

---

১ মা হয়্যা হইলে অভাজন। (ব)
২ হিমালয়ে (ব) ৩ কৈল ছাগ (ব) ৪ সর্বশীর নাহি লাগ (ব)

CENTRAL LIBRARY

দেবীর আদেশে বিদ্যাধরী পঞ্চজন।
সরোবরে চণ্ডীপূজা কৈল আরম্ভন ॥ ৪
হোথা অচেতনে কান্দে খুল্লনা রূপসী।
নয়নের জলেতে মলিন মুখশশী ॥
একে একে চাহে রামা সকল কানন।
সর্বশী সহিত নাহি হয় দরশন ॥ ৮
[১]উচ্চস্বরে কান্দে রামা শিরে মারে হাত।
বলে মোর কোথাকারে গেলা প্রাণনাথ ॥[১]
কথোদূরে [২]শুনে রামা শঙ্খ[২] হুলাহুলি।
[৩]খুল্লনার মনে[৩] কেবা ছাগ দেয় বলি ॥ ১২
ঊর্দ্ধমুখে ধায় বনে নাহি বান্ধে চুলি।
গায়ে বহে ঘর্মজল হইয়া ব্যাকুলি ॥
ঘনশ্বাস বহে রামা গেলা সরোবরে।
জিজ্ঞাসে ছেলির কথা জোড় করি করে ॥ ১৬
ইন্দ্রের নর্তকী[৪] বলে নাহি দেখি ছাগী।
পরিচয় দেহ কন্যা কেনে দুঃখ ভাগী ॥
উর্বশী সমান রূপ জাতি না পদ্মিনী।
কিসের কারণে বনে ফিরি একাকিনী ॥ ২০
সত্য যদি বল তবে খণ্ডাব সন্তাপ।
যদি মিথ্যা কহ তবে দিব অভিশাপ ॥
এ বোল শুনিয়া রামা দেয় পরিচয়।
অম্বিকামঙ্গল কবিকঙ্কণ কয় ॥ ২৪

---

১ উছটে ছিঁড়িল মাংস রক্ত পড়ে ধারে।
সর্বশী বলিয়া রামা কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে ॥ (ব)

২ সরোবরে শুনি (ব) ৩ খুল্লনা বলেন (ব)

৪ কুমারী (ব)

খুল্লনার পরিচয়

[১]জিজ্ঞাস কি[১] আর কুশল বিচার
কহিতে বিদরে বুক।
[২]ঘরে নাহি পতি সতার উন্নতি
দুঃখের উপরে দুঃখ ॥[২] ৪
গন্ধবেন্যা জাতি বাপ লক্ষপতি
স্বামী সাধু ধনপতি।
আনিতে পিঞ্জর গৌড় নগর
[৩]গেলেন রাজ আরতি ॥[৩] ৮
করিয়া প্রহার অষ্ট অলঙ্কার
সতিনী লইল বলে।
পাট শাড়ী লয়্যা মোরে দিল খুঞা
নিজোজ কৈল ছাগলে ॥ ১২
কুবের সমান স্বামী ধনবান
[৪]ধন খায় জগজনে।[৪]
পরিতে বসন না মেলে ওদন
[৫]ছাগ রাখি ভ্রমি বনে ॥[৫] ১৬
ক্ষুধা তৃষা রসে[৬] আলস আয়াসে
শুইনু তরুতলে।
হারাইল ছাগী পাপিনী অভাগী
চেয়্যা বুলি বনতলে ॥ ২০

---

১ কি কহিব (ব)
২ স্বামী দুরন্তরা সতা স্বতন্তরা
নিত্য দেয় মোরে দুখ। (ব)
সতা সতন্তর স্বামী দুরন্তর
নিত্য দেই মোরে দুঃখ। (দী)
৩ গেছেন আমার পতি। (ব)
৪ উজানী সমাজে জানে। (ব) ৫ ছাগ রাখ্যা বুলি বনে। (দী)
৬ বশে ব)

CENTRAL LIBRARY

দেখি বড় ঘরে কাম সম বরে
বিভা দিল বাপমায়।
সতিনী দুর্বার যেন ক্ষুরধার
আমারে ছাগ রাখায়॥ ২৪
মোর মাতাপিতা না গুণিল সতা
লহনা কাল সাপিনী।
একসঙ্গে মেলা রাহু শশি-কলা
বাঘিনী সঙ্গে হরিণী॥ ২৮
নিরবধি ফিরি ঝোপ ঝাপ গিরি
সাপ বাঘে নাহি খায়।
বঞ্চিল গোঁসাই হেন জন নাই
সতীনে মোর বুঝায়॥ ৩২
উদরে দহন পোড়ে [৭]অনুক্ষণ[৭]
তৈল বিনে ঘোরে মাথা।
কি বিধি নিঠুর লবণ কর্পূর
কারে কব দুঃখ কথা॥ ৩৬
আপনি লহনা করয়ে গণনা
সন্ধ্যাকালে যত ছেলি।
[৮]যদি এক উন মারি করে খুন
পঞ্চ মুখে দেয় গালি॥[৮] ৪০
লহনার ভয় উচিত না কয়
যে আছে পাট পড়শী।
কহিতে উচিত করে বিপরীত
লহনা পাপ রাক্ষসী॥ ৪৪

---

৭ সর্বক্ষণ (দী), যেন বন (ব)

৮ সর্বশী হারায়্যা বুলি আমি চায়্যা
শুনি আইলুঁ হুলাহুলি। (ব)

CENTRAL LIBRARY

লহনার ভয়[৯] প্রাণ স্থির নয়[১০]
কেমন করি উপায়।
হইয়া সদয় দেহ পরিচয়
শ্রীকবিকঙ্কণে গায়॥ ৪৮

দেবকন্যাগণের পরিচয়

আমরা ইন্দ্রের কন্যা [১]পঞ্চটি ভগিনী।
করিতে চণ্ডীর ব্রত আইনু অবনী॥
[২]কর্মের উচিত হয়[২] ভারত এ ভূমি।
বিপদ নাশিবে যদি ব্রত কর তুমি॥ ৪
পূজিবে চণ্ডিকা প্রতি মঙ্গল বাসরে।
বিপদ সাগরে দুর্গা হবে কর্ণধারে॥
দুর্বাসার শাপে দুখি হৈল সুরপতি।
[৩]নানা উপচারেতে পূজিল ভগবতী॥[৩] ৮
সুরলোকে সুস্থির হৈল সুররায়।
প্রথমে [৪]সন্ধান[৪] পাইল ইন্দ্রের সভায়॥
হৈল মধুকৈটভ হরির কর্ণমূলে।
ব্রহ্মারে হানিতে যায় নিজ বাহুবলে॥ ১২
নাভিপদ্মে বিধাতা পূজিল ভগবতী।
দুই শত্রুরের রণ নারায়ণে মতি॥
এই ব্রত ফলে তোর আসিবেক পতি।
স্বামী প্রেমের ধাম হবে পুত্রবতী॥ ১৬

---

৯ ভয়ে (দী) ১০ নহে (দী)
১ সুতা (ব)
২ ক্রমের উচিত হয় (দী), পূজার উচিত স্থান (ব)
৩ অরি জিনি নিল তার রাজ্য ধন ক্ষিতি। (ব)
৪ সম্মান (ব)

CENTRAL LIBRARY

হারান ছাগল পাবে ইথে নাহি আন।
লহনা বাসিবে তোরে পরাণ সমান ॥
হারাইলে ধন পাবে শুনহ খুল্লনা।
যুড়িয়া উভয় পাণি করহ মাননা ॥ ২০
সবে মিলি দিল তারে পূজার করণ।
পরিবারে যোগাইল উত্তম বসন ॥
খুল্লনা করেন ব্রত দেবকন্যা[৫] সনে।
অম্বিকামঙ্গল কবিকঙ্কণে ভণে ॥ ২৪

চণ্ডীপূজা

গোময়ে লেপিয়া সদ্ম তাহে অষ্টদল পদ্ম
লিখিল সুগন্ধি চন্দনে।
[১]আরোপি হেমঘটে যুগল করপুটে
গণেশ কৈল আরোহণে ॥[১] ৪
খুল্লনা পূজে চণ্ডী শোক দুঃখ খণ্ডী
মিলিয়া ইন্দ্রের নাচনী।
কুমারীগণ মিলি করিয়া হুলাহুলি
সঘনে দেই শঙ্খধ্বনি ॥ ৮
প্রথমে লম্বোদর পূজিলা দিবাকর
রথাঙ্গপাণি উমাপতি।
ময়াল[২] বাহন পূজিল ষড়ানন
পূজিল লক্ষ্মী সরস্বতী ॥ ১২

---

৫ দেবদাসী (ব)

১ মধ্যে হেমঝারি খুল্লনাসুন্দরী
করেন অভয়া পূজনে। (ব)

২ ময়ূর (দী, ব)

CENTRAL LIBRARY

নৈবেদ্য নানা বিধি খণ্ডমধু দধি
শর্করা পুরি হেম থালা।
মোদক রসাল আমান্ন পুরি থাল
জ্বালিল রত্নদীপমালা ॥[৩] ১৬
আসন ভূত স্তুতি করিল যথা বিধি
ন্যাস করিলে ধারণে।
ধ্যান ধারণে করিল পূজনে
করিল পূজার বিধানে ॥ ২০
খুল্লনা পুষ্পপাণি উরিলা নারায়ণী
অভয়া বরদা রূপিণী।
করিল বিরচন শ্রীকবিকঙ্কণ
বদনে নাচে যার বাণী ॥ ২৪

চণ্ডীর বরদান*

পুটাঞ্জলি করিয়া খুল্লনা করে স্তুতি।
অভয়া বরদা চণ্ডী ভীমা ভগবতী ॥
গিরিজা গণেশ মাতা গিরীশ মোহিতা।
গোকুল রক্ষিতা তুমি গিরিরাজ সুতা ॥ ৪
কালী কপালিনী কুন্তী তুমি কলাবতী।
দক্ষের দুহিতা দয়াবতী বেদবতী ॥
বিরূপাক্ষী বিশালাক্ষী দেবী কাত্যায়নী।
মহাতপা তুমি রণদেবের ভগিনী ॥ ৮

---

৩ তণ্ডুল অষ্টদূর্বা জাহ্নবী জলগর্ভা
কাঞ্চনে বিরচিত ঝারি
অঞ্জলি সরসিজে চণ্ডিকা রামা পূজে
নাচে গায়ে বিদ্যাধরী ॥ (ব)

* বঙ্গবাসীতে বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্ত ও ভিন্নপ্রকার

CENTRAL LIBRARY

বিপদনাশিনী তুমি গায়ে হরিবংশে।
করিলে কৃষ্ণের কার্য ভাণ্ডাইয়া কংসে॥
রাবণের বধহেতু মিলিয়া দেবতা।
অকালে বোধন করি পূজিল বিধাতা॥ ১২
ষোল উপচারে গো পূজিল রঘুনাথ।
তবে রাবণের হইল সমরে নিপাত॥
পুটাঞ্জলি করিয়া খুল্লনা করে স্তুতি।
বর দিতে কাননে উরিলা ভগবতী॥ ১৬
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণী বেশে উরিলা অভয়া।
খুল্লনারে কন মাতা কপট করিয়া॥
কিসের কারণে তুমি পূজিলা অভয়া।
এইত অরণ্যে চণ্ডী বড়ই নিদয়া॥ ২০
হেথা আমি বহুদিন পূজিনু ভবানী।
এই বনে দয়া নাই কৈল নারায়ণী॥
না নিন্দ ব্রাহ্মণী তুমি না নিন্দ অভয়া।
যদি মোর কর্মফলে দেবী করেন দয়া॥ ২৪
অধম অবলা আমি বড় অনাথিনী।
করেছি দেবীর পূজা বাদ কর কেনি॥
খুল্লনা বলেন বিধি হেথাও লাগিল।
অভাগীর কর্মে কিবা লিখন আছিল॥ ২৮
এতেক বলিয়া রামা কান্দিতে লাগিল।
আচম্বিতে সেই ব্রাহ্মণী চতুর্ভুজ হৈল॥
দেখিয়া বিস্মিত রামা সচকিত মনে।
লোটায়া ধরিল যেয়্যা চণ্ডীর চরণে॥ ৩২
মাগ ঝিয়ে খুল্লনা মাগি লেহ বর।
যে বর মাগবে দিব অরণ্য ভিতর॥
কি বর মাগিব যারে তুমি সাহুকুলি।
দুসন্ধ্যা মিলে অন্ন লাগি পাই ছেলি॥ ৩৬
এই কোন বর ঝিয়ে মাগ অন্য বর।
অচিরাত কোলে তোর হবে বংশধর॥

CENTRAL LIBRARY

আমার ব্রতের ফলে আসিবেক পতি।
পতির প্রেমের ধামে হবে পুত্রবতী ॥ ৪০
মুখ্যা গৃহিণী ঘরে বাহিরে সম্মান।
লহনা বাসিবে তোরে পরাণ সমান ॥
এত শুনি খুল্লনা করেন পুটাঞ্জলি।
আছুক বরের কার্য লাগি পাই ছেলি ॥ ৪৪
ইহা শুনি আনি দিলে সর্বশী ছাগল।
দেখিয়া খুল্লনা হইল আনন্দে তরল ॥
সর্বশী দেখিয়া রামা আনন্দে বিভোল।
বহিনী বহিনী বলি ধরি দিল কোল ॥ ৪৮
জন্মে জন্মে ছাগী তুমি হইও নিয়োজন।
তোমা হইতে দেখিলাম অভয়া চরণ ॥
খুল্লনারে বর দিলা যত ছিল আশা।
দেবকন্যা সনে রামা গোঙাইল নিশা ॥ ৫২
খুল্লনারে কহে চণ্ডী হিত উপদেশ।
লহনার শিয়রে বসিলা নিশি শেষ ॥
শিয়রে বসিয়া স্বপ্ন কন ভগবতী।
কাতি খর্পর হাতে বিকট মূরতি ॥ ৫৬
চামুণ্ডা মূরতি ধরি গলে মুণ্ডমালা।
সঙ্গে প্রেত ভূত দানা করে নানা খেলা ॥
হান হান করিয়া ধরেন তার কেশ।
চৌষট্টি যোগিনী সঙ্গে ভয়ঙ্কর বেশ ॥ ৬০
সপন দেখিয়া রামা কম্পবান অতি।
লহনারে গঞ্জিয়া বলেন ভগবতী ॥
অভয়ার চরণে ইত্যাদি

CENTRAL LIBRARY

দেবীর স্বপ্নাদেশ

তোরে গো লহনা বলি হইলি কুলের কালি
সতিনেরে রাখিলে ছাগল।
যারে সমর্পিলা পতি তার কর [১]হেন গতি[১]
স্বামী আল্যা পাবে প্রতিফল ॥ ৪
ধরসি[২] বাঁঝের চিহ্ন সতিনে করিস ভিন্ন
যাহা হইতে কুলের প্রকাশ।
অধর্মে [৩]নাহিক লাজ[৩] দুঃখ দিলে তিন সাঁঝ
সতিনেরে না কর তপাস ॥ ৮
নিশ্চিন্তে আছয়ে ঘরে সতিনী কাননে ফিরে
জাতি নাশ তোর নাহি ভয়।
ব্যাঘ্র ভল্লুকের সনে সতিনী ফিরয়ে বনে
স্ত্রীবধে পড়িবি নিশ্চয় ॥ ১২
সোহাগ করিব চুর ভাবনা করিব দূর
বারেক আসুক ধনপতি।
গরব করিছ যত তত রূপে হবে হত
মতির ভাবেতে মানে গতি ॥ ১৬
নৃপতি না করে বল জ্ঞাতি নাহি ধরে ছল
ধিক থাকু এই ছার দেশে।
স্বামী যার ধনপতি সে জনার হেন গতি
নারী বুলে কাঙ্গালের বেশে ॥ ২০
আমার বচন শুন নাহি তোর রূপ গুণ
[৪]নাশ কৈলে আপনার[৪] মান।
জিজ্ঞাসিলে সদাগরে কি বলি ভাণ্ডাবে তারে
মোর আগে কর সমাধান ॥ ২৪
তোর সেই লীলাবতী কপটে লিখিল পাতি
অধোগতি যাকু লীলাবতী।

---

১ দুর্গতি (ব) ২ ধরিস (ব) ৩ হইলি বাঁঝ (ব)
৪ আপনি রাখহ নিজ (ব)

সদাগর আল্যে দেশে ঘুচিবেক লাস বেশে
ইহার উচিত পাবে শাস্তি ॥ ২৮
কর নানা পরিবন্ধ লেপহ চন্দন গন্ধ
নাহি নেউটিবেক যৌবন।
শুনিয়া লহনা কান্দে গান মনোহর ছন্দে
চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ ৩২

লহনার চিন্তা

॥ মল্লার রাগ ॥

[১]দুবলা লো মোরে বল[১] উপদেশ।
ভাবিতে [২]ভাবিতে মোর তনু[২] হইল শেষ ॥
কালি ছেলি লয়্যা[৩] গেল প্রভাতে ভগিনী[৪]।
[৫]আজি বিষ্ণু পদতলে উরিল তরুণী ॥[৫] ৪
[৬]আপনা খাইয়া তারে কৈলু অপমান।[৬]
অভিমানে [৭]বুনি কিবা[৭] তেজিল পরাণ ॥

---

১ দুর্বলা বলহ আমারে (ব)
দুর্বলা তোমারে বলি (খ)
২ গণিতে পঞ্জর (ব)
ভাবিতে পাঞ্জর (খ)
৩ ছাগল লঞা (গ) ৪ সতিনী (খ, গ, ব)
৫ নিশিপূর্ণ শেষে দেখি শিয়রে ভবানী। (গ)
আজি বিষ্ণু পদতলে উরিলা ভবানী। (ব)
৬ অপেনার মাথা খাইআ কইলুঁ অপমান। (খ)
পরের বচনে তার ঘুচালুঁ সম্মান। (ব)
৭ বহিনি পারা (গ)
কিবা বনে (খ)

CENTRAL LIBRARY

[৮]দুর্জন কাননে কিবা তারে খাল্যা[৮] বাঘ।
দুষ্ট[৯] খণ্ড লম্পট পাইলা কিবা নাগ ॥ ৮
[১০]না জানি বহিন কিবা হইল সে পতঙ্গ।[১০]
ভুবন ভরিয়া মোর রহিল কলঙ্ক ॥
[১১]মোর হাতে আরোপন করি নিজ শিরে।[১১]
সমর্পিয়ে প্রাণনাথ গেল খুল্লনারে ॥ ১২
[১২]তারে বধি বিষম কুলের হইল কালি।[১২]
[১৩]স্বামীর হইব আমি লোচনের বালি ॥[১৩]
মরিল খুল্লনা বুনি[১৪] পর্বতের[১৫] চূড়া।
উদ্দেশ করিতে কালি আসিবেন খুড়া ॥ ১৬
অবনী বিদরে যদি পুরয়ে কামনা।
তথি প্রবেশিয়া লাজ খণ্ডায়[১৬] লহনা।
বৈশাখে অনলসম [১৭]বসন্তের[১৭] খরা।
[১৮]মূর্ছা পড়িয়া কিবা প্রাণ হইল হারা[১৮] ॥ ২০

---

৮ নির্জন গহন বনে সংহারিল (ব) ৯ চোর (ব)

১০ হেন বুঝি খুল্লনাকে হৈল সাপ ডঙ্ক। (ব)
না জানি···হৈল মান ভঙ্গ। (গ)
না জানি···হৈল সর্প তঙ্ক। (খ)

১১ সাধু হাত সমর্পণ করি মোর শিরে। (খ)
দুই হাত আরোপিল আপনার শিরে। (গ)

১২ তারে বধ্যা হৈলাঙ বিষম কুলের কালি। (খ)

১৩ আমি হৈব স্বামীর চক্ষের যেন বালি। (ব)
আমি হৈলাঙ স্বামীর এবে চক্ষের বালি। (ব)

১৪ নারী (খ, ব) ১৫ দেউলের (খ) ১৬ প্রাণ তেয়াগে (গ)

১৭ নিরন্তর (খ)

১৮ মূর্ছায় মরিল বোন পায়্যা খরা-চোরা। (ব)
মূর্ছায় মরিল কিবা হইআ ক্ষুধাতুরা। (খ)

CENTRAL LIBRARY

পরের বচনে তারে দূর কৈলুঁ দয়া।
অন্নকষ্ট [১৯]দিনু কত আপনা[১৯] খাইয়া ॥
খুল্লনার উদ্দেশেতে লহনা তবে জান।
পথে যাইতে দুসতীনে হৈল দরশন ॥ ২৪
শ্রীকবিকঙ্কণ কৈল পাঁচালি রচনা।
খুল্লনা করিয়া কোলে কান্দেন লহনা ॥

সপত্নী মিলন

হের গো[১] বহিন আমি[১] মাগি পরিহার।
আমার দিবস[২] মন্দ [৩]তোমাসনে কৈলুঁ[৩] দ্বন্দ্ব
[৪]বুনি বুলি ক্ষেম[৪] একবার ॥ ৪
কালি তুমি ছিলে কোথা আমার হৃদয়ে ব্যথা
জাগরণে পোহাল্য রজনী।
দেখিয়া তোমার মুখ পাশরিব সব দুখ
কোল দেহ বলিয়া বুহিনী ॥ ৮
মোর মতি অতি মন্দ পরে করাইল দ্বন্দ্ব
দুখ পাইলে এক সম্বৎসরে।
ক্ষেমহ আমার দোষ দূর কর অভিরোষ
হের মোর হাথ দেহ শিরে ॥ ১২
[৫]যেই ঘরে বৈসে সতা অবশ্য কুন্দল তথা
বৈরীভাব না করিহ মনে।

---

১৯ দিল তারে আপন মাথা (খ)
দিয়াছি আপন মাথা (গ)

১ তোমারে বলি (ব) ২ করম (গ), কপাল (খ) ৩ নর করাইল (খ, গ)

৪ বহিনী ক্ষেমহ (খ)

৫ যেই ঘরে বৈসে সতা অবশ্য কোন্দলি তথা
দোঁহার কোন্দলে সর্বনাশ

যার সঙ্গে বারমাস একত্রে করিয়ে বাস
অবশ্য কুন্দল তার সনে ॥[৫] ১৬
আজি হইতে তুমি প্রাণ ইথে কিছু নাহি আন
ক্ষেমহ আমার অপরাধ।
[৬]তোমারে বলিয়ে[৬] দড় যেই সহে সেই বড়
মনে নাহি [৭]ভাবিও বিষাদ[৭] ॥ ২০
কৌশল্যা রামের মাতা কেকয়ী তাহার সতা
দোহার কুন্দলে সর্বনাশ।
রাম গেলা বনবাস দশরথ হৈলা নাশ
শুনহ পূর্বের ইতিহাস ॥ ২৪
লোহনার [৮]বোল [৮]শুনি খুল্লনা মনেতে গুনি
[৯]সতিনের পড়িলা চরণে[৯]।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিল বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে ॥ ২৮

সপত্নী প্রীতি

হরিদ্রা কুঙ্কুম [১]চুয়া আনেন প্রচুর।[১]
[২]খুল্লনার অঙ্গে দিয়া মলা কৈল দূর ॥[২]

রাম গেল কানন সীতা হরে দশানন
রামায়ণে শুন ইতিহাস ॥ (গ)

৬ আমি তোরে কহি (ব) তোমা আমি কহি (খ) ৭ রাখহ বিবাদ (ব)

৮ কথা (খ, গ), বাক্য (ব)

৯ লহনার ধরিলা চরণে (গ) পড়িলেন লহনা চরণে (খ)

১ তৈল আনিল দুর্বলা (খ, গ)

২ খুল্লনার অঙ্গে দিয়া তুলিলেন মলা ॥ (খ)
খুল্লনার অঙ্গের সব ঝাড়িলেক মলা ॥ (গ)

CENTRAL LIBRARY

আমলকি দিয়া কৈল কেশের মার্জন।
স্নান করি [৩]পরে রামা বিচিত্র[৩] বসন ॥ ৪
একভাবে চিন্তে রামা চণ্ডিকা চরণ।
অঙ্গে আরোপিল চুয়া ভূষণ চন্দন ॥
রন্ধন করিতে হৈল লহনার তরা।
মুল্যে পুরি রাখে রামা কুড়িয়া পাথরা ॥ ৮
*ঘৃতে জরজর রান্ধে নালিতার শাক।
কটুতৈলে বাথুয়া করিল দৃঢ়পাক ॥
খণ্ডেতে মুগের সুপ উভরে ডাবরে।
আচ্ছাদন থালাখান দিলেন উপরে ॥ ১২
ঘন বেসার দিল তাহে মরিচের ঝাল।
পুনর্বার সম্বরিয়া দেয় লঘুজাল ॥
বদরি শকুল মীন রসাল মসুরি।
পোনা দুই ভাজে রামা মেরাল সফরী ॥ ১৬
কতগুলা তোলে রামা চিঙড়ীর বড়া।
কচি কচি গোটা চারি ভাজিল কুমড়া ॥
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন করিল রন্ধন।
থালাতে ওদন বাটি পুরিয়া ব্যঞ্জন ॥ ২০
কির্যা দিয়া রুই মুড়া দিলা খুল্লনারে।
দেখিবারে পায় বোঁচা [৫]টোঙ্গের[৫] উপরে ॥
বোঁচা সে বিরাল তার সর্বতনু হাসা।
আধখানা লেজকাটা দুই চক্ষু ভাসা ॥ ২৪

* * *

---

৩ পরাইল উত্তম (গ)

৪ ঘণ্টে (ব)

* অতিরিক্ত—

কটু তৈলে রুই মৎস্য ভাজে গণ্ডা দশ।
মুঠে নিচোড়িয়া তাহে দিল আদারস। (ব)

৫ মাচার (খ)

* *

রুইমুড়া নিয়া বোচা উভরড়ে ধায়।
কান্ধে বাড়ি করি ধায় দুবলা যে যায়॥
খাগ্যা জেয়া মুড়া যেন যার যেই ভাগ।
দুবলা চেড়ির তরে হল্য পুত্রশোক॥ ২৮
ভোজন করিয়া সাঙ্গ কৈল আচমন।
কর্পূরে তাম্বূলে কৈল মুখের শোধন॥
পৃথক শয্যাতে দোহে করিল শয়নে।
সেইরূপে কতদিন রহিলা ভবনে॥ ৩২
নিশাকালে একদিন আছিল শয়নে।
স্বপন দেখিল রামা সাধুকে নয়নে॥
জাগিল ব্যথিত রামা কোকিল নিঃস্বনে।
অভয়ামঙ্গল কবিকঙ্কণে ভণে॥ ৩৬

খুল্লনার বিরহ

কহ দুয়া উপদেশ মোরে।
কামরূপি হয়্যা আমি যদি হই বিহঙ্গমি
উড়া যাই নগরে[১] নগরে॥ ৪
দিনে থাকি গৃহকাজে সকল সখির মাঝে
যামিনী আইসে[২] মোরে কাল।
মন্দিরের জালা পথে প্রবেশ করয়ে তাথে
হিমকর *মার বাণ* জাল॥ ৮

---

* অতিরিক্ত

লম্ফে গোম্ফ বোঁচা বিড়াল হইআ দড়বড়ি।
মুড়া লয়্যা যায় বোঁচা হাস্তা মরে চেড়ি॥ (খ)

৬ একত্র শয্যায় (খ, ব)

১ গউড় (খ, ব) ২ হইল (খ), আইল (ব)

৩ করশর (গ)

CENTRAL LIBRARY

শয়নে দেখিনু আমি একত্রে আছিল স্বামী
বাহু পসারিয়া কৈলু কোলে।
[৪]স্বপনে পাইল বিধি তাহে বিড়ম্বিত[৪] বিধি
জাগিলাম কোকিলের রোলে ॥ ১২
অশোক কিংশুক ফুল হইল লোচন শূল
কেতকী কুসুম কামদণ্ড।
বরিষে কুসুম বাণ স্থির নহে মোর প্রাণ
নাশ যাউক বসন্ত ॥ ১৬
দুঃসহ মদনবাণে সাপি তঙ্গে[৫] তনু জিনে
শীতল চন্দন হলাহলে।
ভ্রমরা কোকিল রব দহে মোর তনুশর
মন জর জর দাবানলে ॥ ২০
শুইলে নলিনে দহে[৬] কলেবর মোর জ্বলে
জল দিলে নাহি প্রতিকার।
শুন লো প্রাণের সই বিনয় তোমারে কই
স্বামী[৭] বিনে জীবন অসার ॥ ২৪
হৃদয়ে মদন বাণ স্থির নহে মোর প্রাণ
সহনে না যায় অঙ্গজ্বালা।
খুল্লনার শুনি দুখ ধরনে না যায় বুক
চিন্তে মাতা সর্বমঙ্গলা ॥ ২৮
অবতরি কাকবেশে[৮] রামার সম্মুখদেশে[৯]
কহে চণ্ডী মধুরসবাণী।
বিনয় করিয়া তারে খুল্লনা জিজ্ঞাসা করে
সংযোগ করিয়া যোড়পাণি ॥ ৩২

---

৪ স্বপনে পাইনু নিধি তথি বিড়ম্বিল (খ)
৫ সাপ ডঙ্ক (ব) ৬ শুতিলে নলিনীদলে (ব) ৭ পতি (ব)
৮ কাকরূপে (খ) ৯ খুল্লনার মুখে মুখে (খ)

CENTRAL LIBRARY

চণ্ডীর কাকরূপ

* *

কহ কাক কুশল বারতা।
জোড় হাতে করি স্তুতি[১] যদি আসিবেন পতি
পুনর্বার বৈস মোর চালে ॥ ৪

§ §

যদি আসিবেন নাথ পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ভাত
হেমথালে করাবো ভোজন।
সুবর্ণ পঞ্জরে বাস পুরিব তোমার আশ
দাসী হয়্যা করিব সেবন ॥ ৮
পরাশর ভৃগু[২] গর্গ আর যত মুনিবর্গ
গায় তোমা বসন্ত সমাজে।
যত দেখ চরাচর নহে তব অগোচর
থাক ধর্ম রাজার সমাজে ॥ ১২
খুল্লনার দুখ দেখি হয়্যা চণ্ডী অধোমুখী
গেলা মাতা গৌড় নগরে।
গিয়া অবসান নিশি সাধুর শিয়রে বসি
স্বপন কহেন সদাগরে ॥ ১৬

---

* অতিরিক্ত পাঠ

অবতরি কাকরূপে খুল্লনার সম্মুখে
কহিছেন মধুরসবাণী।
শুনহে খুল্লনা রামা বিধি বিড়ম্বিল তোমা
সহায় হইলা নারায়ণী ॥ (ব)

১ নতি (খ), (গ)

§ অতিরিক্ত পাঠ

তোমার সমান পাখী এই গ্রামে নাহি দেখি
আইলা কিবা মোর ভাগ্যফলে।
আসিবেন মোর পতি উড়ি যাও শীঘ্রগতি
পুনরপি বৈস মোর চালে ॥ (ব)

২ মুনি (খ)

সাধুর প্রতি স্বপ্নাদেশ

॥ নিশারম্ভ ॥

যামিনী অবশেষে ধরি লহনার[১] বেশে
গেলা চণ্ডী সাধু সন্নিধানে।[২]
তার পাছে পদ্মাবতী ধরিয়া খুল্লনাকৃতি[৩]
শিয়রে বসিলা দুইজনে ॥[৪] ৪
গঞ্জিয়া বলেন[৫] সদাগরে।
পরস্ত্রীতে লুব্ধ হয়্যা নিজ জায়া পাসরিয়া[৬]
সুখে [৭]থাক[৭] গৌড় নগরে ॥ ৮
হইয়া বিস্ময়মুখী[৮] [৯]কজ্জলে মলিন আঁখি[৯]
পরিধান মলিন বসন।
ভালে[১০] নাহি সিন্দূর কর্ণে নাহি [১১]কপূর[১১]
তুয়া বিনে মলিন বদন ॥ ১২
আসিয়া রাজার কাজে[১২] রহিলে পাসরি [১৩]ব্যাজে[১৩]
বেউল্যা[১৪] জনার অভিলাষে।
মিছা[১৫] কর শিবপূজা তোমা[১৬] নিন্দা করে রাজা
মুখ না দেখিব[১৭] নিজদেশে ॥ ১৬
[১৮]রাজার হইল ভ্রম না করিলে ভাল কর্ম
পঞ্জরের গঠন বেয়াজে।

---

১ লহনা নারীর (গ) ২ যান মাতা গৌড় নগরে (গ)
৩ মূর্তি (ব)
৪ দাণ্ডাইলা সাধু বিদ্যমানে (খ)
বসিলেন শিয়র উপরে (গ)
৫ অভয়া গঞ্জিলা (গ) ৬ পাসরিলে নিজ জায়া (খ, গ)
৭ রইলে (খ) আছো (ব) ৮ বিরসমুখী (খ)
৯ কজ্জল বিহনে আঁখি (খ) ১০ কপালে (খ)
১১ কর্ণপূর (খ) ১২ নৃপতি কাজে (গ), ভূপের কাজে (ব)
১৩ যে (গ) ১৪ বেহুত্যা (খ) বেউস্যা (দী) ১৫ মিথ্যা (খ,
১৬ তোর (ব) ১৭ দেখাবে (ব) ১৮ বঙ্গবাসীতে নাই

CENTRAL LIBRARY

হইলে রাজার অরি লুটি গেল ঘরগারি
তুমি নাশ হইলে পাপকাজে ॥[১৮] ২০
পাসায় গোঁয়াও দিন মর্যাদা করিলে হীন
কৈলে[১৯] নিজ কুলের কলঙ্ক।
সাধে কৈলে দুই বিয়া কেমনে ধরহ[২০] হিয়া
দুই [২১]নারী[২১] ঘরে [২২]পতিরঙ্গ ॥[২২] ২৪
দুই পাশে জায়া[২৩] কান্দে কেশবাস[২৪] নাহি বান্ধে
দেখিয়া উঠিলা[২৫]সদাগর।
[২৬]রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিল বন্ধ[২৬]
গাইল মুকুন্দ কবিবর ॥ ২৮

ধনপতির স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

[১]যদি পক্ষী হইয়া আমি উড়্যা যাইতাম ঘর।[১]
চিন্তাতে চিন্তিত সাধু হৃদয়ে জর্জর ॥
মনে ভাবে সদাগর কৈনু কোন কাজ।
সারিস্থয়ার [২]মাথায় পড়ুক ঝাট বাজ[২] ॥ ৪
রাজা ভেট [৩]নিল সাধু জুঝারিয়া[৩] ভেড়া।
[৪]পর্বত্যাটাঙ্গন ত্যজি নিল দুই ঘোড়া ॥[৪]

---

১৯ হৈল (খ, ব)
২০ কেমতে ধরিছ (গ) কেমনে ধর্যাছ (খ) ২১ জায়া (খ)
২২ পতি-রঙ্ক (ব) ২৩ পাশে দুই নারী (খ), পাশে দুই রামা (গ)
২৪ কেশপাশ (গ, দী) ২৫ চিয়ায় (ব) চিয়হ (দী)
২৬ দামিন্যা নগরবাসী সঙ্গীতে অভিলাষী (ব)
১ পক্ষ হইয়া উড়্যা আমি যাইমু যে ঘর। (খ)
২ মস্তকেতে ঝাট পড়ু বাজ। (খ) মুণ্ডে আসি ঝাট পড়ুক বাজ। (দী)
৩ দিল সাধু সকরিআ (খ)
৪ খান দুই সগোল্লাদ খান দুই গড়া। (ব)
ঘৃত মধু চিনি খণ্ড পুরি নিল ঘড়া। (খ)

CENTRAL LIBRARY

কান্দি [৫]বান্ধি[৫] লইল বাজন নারিকেল।
ঘড়া ভরি চিনি[৬] নিল নাড়ু গঙ্গাজল ॥ ৮
রাজারে[৭] প্রণাম কৈল দিয়া রাজভেট।
বিদায়ের নামে রাজা মাথা কৈলা হেঁট ॥
একমাস থাকো [৮]বলি[৮] বলে দণ্ডরায়।
[৯]চরণে ধরিয়া সাধু মাগিলে[৯] বিদায় ॥ ১২
গায়ে হইতে [১০]উতারিয়া[১০] দিল খাসাজোড়া।
চড়িবারে দিল [১১]মনোজবো[১১] নামে ঘোড়া ॥
[১২]কবজ প্রসাদ দিল আর যমধার।[১২]
হাসাঘোড়া খাসাজোড়া [১৩]সুজিন[১৩] কুঞ্জর ॥ ১৬
[১৪]মাথে আবরিল তার সুবর্ণ[১৪] টোপর।
কারিকরে আনি দিল সুবর্ণ পঞ্জর ॥
[১৫]পঞ্জর দেখিয়া[১৫] সাধু মনে অনুমানি।
[১৬]শত তঙ্কা দিল সেই[১৬] পঞ্জরের বানি ॥ ২০
[১৭]প্রবাস করিয়া জাপ পণ্ডিত সমাজে।[১৭]
[১৮]শুভক্ষণে ধনপতি চাপে গজরাজে ॥[১৮]

---

৫ দশ (খ) ৬ ঘড়ায় পুরিয়া (খ, ব) ৭ নৃপেরে (ব)
৮ তারে (গ), সাধু (খ)
৯ রাজার বচনে সাধু মাঙ্গেন (ব)
রাজার চরণে নতি হইলে (খ)
১০ খসাইয়া (খ) ১১ মনোরথ (খ)
১২ কবজ প্রসাদ পান দিল যমধর। (খ) ১৩ তুরঙ্গ (খ) যুঝারি (দী)
১৪ মাথে আরোপিল সাধুর সুবর্ণ (খ)
১৫ প্রণাম করিয়া (গ)
১৬ লক্ষমুদ্রা দিল সাধু (ব) সহস্রেক টাকা দিল (খ)
১৭ ব্রাহ্মণ গণকভাটে দিয়া নানাধন। (গ)
১৮ শুভক্ষণ দেখি সাধু চলে নিকেতন। (গ)

CENTRAL LIBRARY

গজ [১৯]আরোহণে সাধু চলে অতি[১৯] ত্বরা।
নাহি মানে [২০]সদাগর[২০] বসন্তের খরা ॥ ২৪
রাত্রিদিন চলে সাধু না করে রন্ধন।
ক্ষীরখণ্ড চিঁড়া দধি করয়ে ভোজন ॥
খুল্লনা [২১] ভাবনা[২১] বিনে অন্য নাহি মনে।
ছয়দিনের পথ সাধু আল্য তিনদিনে ॥ ২৮
রাজার সভাতে সাধু হৈল উপনীত।
শ্রীকবিকঙ্কণে গান মধুর সঙ্গীত ॥

সারিশুকের অন্তর্ধান

সুবর্ণ পঞ্জর থুইল রাজার সভায়।
সদরে সভার লোক একদৃষ্টে চায় ॥
দেখিয়া পঞ্জর রাজা হরষিত মনে।
[১]সারিশুয়া রাখিবারে ইচ্ছা কৈল মনে ॥[১] ৪
[২]আজ্ঞা দিলা নরপতি পক্ষী আনিবারে।
সেবকে আনিয়া পক্ষী রাখিলা পঞ্জরে ॥[২]
[৩]পঞ্জর পরশে পক্ষী উড়ি যাতে চায়।
বিস্ময় সভার লোক একদৃষ্টে চায় ॥[৩] ৮
উড়িয়া উঠিল পক্ষী গগন মণ্ডলে।
উচ্চনাদ করি কিছু নৃপতিরে বলে ॥

---

১৯ পৃষ্ঠে সদাগর আইসে বড় (গ), পৃষ্ঠে ধনপতি চলে তরতরা (খ)
২০ দিবানিশি (ব), ধনপতি (খ) ২১ লহনা (গ)
১ সাধুকে ভূষিল রাজা ভূষণচন্দনে। (গ)
২ নিয়োজিল নরপতি আপন কিঙ্করে।
আনি থুইল পক্ষী সুবর্ণপিঞ্জরে। (গ)
৩ পঞ্জর পাইয়া পক্ষী উপাইয়া যায়।
বিরূপ সকল লোক উর্দ্ধমুখে চায়। (গ)

CENTRAL LIBRARY

শুন হে অবোধ রাজা আমার বচন।
হীনমতি পুরোহিত যত সভাজন ॥ ১২
আমার পাথের বাড় নিতে কলেবরে।
কোনকালে [৪]জরারোগ নহিত তোমারে ॥[৪]
[৫]খাহিতে আমার মাংস করিয়া রন্ধনে।
না দেখিতে কভু রাজা জমের সদনে ॥[৫] ১৬
[৬]এমন শুনিয়া রাজা সবিস্ময় মনে।[৬]
শ্রীবৎস রাজার পক্ষী গেলা [৭]নিজস্থানে ॥[৭]
সদাগরে সম্ভাষ করেন নৃপবর।
গাহিল পাঁচালী গীত মুকুন্দ কবিবর ॥ ২০

রাজার সম্ভাষণ

ভায়া হে এতেক বিলম্ব কি কারণে।
উড়্যা গেল সারিশুক অকারণে পাইলে দুখ
কলধৌত পঞ্জর গঠনে ॥ ৪
তুমি গেলে পরবাস দুঃখ পাইলে বারমাস
দূর গেল পাশার কৌতুক।
দেখিতে হইল[১] সাধ কত কর্ম[২] হৈল বাদ
সারিশুয়া দিল এত দুখ ॥ ৮
[৩]তেজিলে ঘরের মায়া পাসরিলে দুই জায়া[৩]
অপেক্ষণ [৪]নাহিক মন্দিরে[৪]।

---

৪ রোগশোক নাহিক শরীরে। (গ)
৫ যদিবা আমার মাংস করিবে ভক্ষণ।
না দেখিবে নরপতি যমের সদন ॥ (গ)
৬ এবে শুনিয়া রাজা বিরস বদন। (গ) ৭ স্বর্গভুবন (গ)
১ লাগয়ে (গ) ২ কার্য (গ)
৩ গিয়াছ আমার কাজে রয়েছ পিঞ্জর ব্যাজে (খ)
গেছ হে আমার কাজে রহিলে পাসরি ব্যাজে (গ) ৪ নাহি তোর ঘরে (গ)

BENGALI MANUSCRIPT LIBRARY UNIVERSITY OF CALCUTTA.

CENTRAL LIBRARY

লোকে [৫]করে[৫] অনুযোগ [৬]সাধুর কি হৈল[৬] রোগ
[৭]এই মোর ভাবনা অন্তরে ॥[৭] ১২
মর‍্যা যাক সারিশুয়া তোমার বালাই নিয়া
তোমা [৮]বিনে[৮] মনে নাহি আন।
সফল হইল আশা আজি পোহাইল নিশা
দেখিলাম তোমার [৯]বয়ান[৯] ॥ ১৬
দুঃখভাবে দুই জায়া [১০]বিলম্ব না কর[১০] ভায়া
ঘরে জেয়্যা কর স্নান দান।
[১১]রাজা সাধু পরিহাসে দোঁহে প্রেমানন্দে ভাসে[১১]
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥ ২০

দুর্বলার পরামর্শ

পঞ্জর দেখিয়া [১]রাজা কৈলা সাধুবাদ।[১]
[২]প্রচুর করিয়া দিল ভূষণ[২] প্রসাদ ॥
নৃপতির চরণে সাধু করিয়া প্রণাম।
চড়িয়া পাটের দোলায় যান নিজধাম ॥ ৪
নানাবিধি বাদ্য বাজে ঝাজরি মোতরি।
জয়ঢাক বিরচাকি বাজিছে দোসরি ॥
বরগো কাহাল বাজে আর জগঝম্প।
সানি বেনি রিন্যা রাজি সুরে উঠে কম্প ॥ ৮
কংসকরতাল বাজে আর বিরঙ্কালি।

---

৫ দেয় (গ), দেই (খ) ৬ কিবা সাধু হৈল (গ), কিবা সাধুর হৈল (খ)
৭ অবিরত ভাবনা অন্তরে। (ব) এই আমি ভাবিএ অন্তরে। (খ) ৮ বহি (গ)
৯ কল্যাণ (খ, ব) ১০ ঝাট করি চল (ব)
১১ ভূষণ চন্দন আদি প্রশংসিল যথাবিধি (ব)
১ রাজার মনে বড় সাধ (খ) রাজা কৈল সাধুপদ (ব)
২ সাধুরে দিলেন রাজা অনেক (খ)
সাধুকে দিলেন পাণ ভূষণ (ব)

CENTRAL LIBRARY

বধির হইল লোক কর্ণে লাগে তালি ॥
শিঙ্গা কাড়া টমক [৩]বাজেন[৩] উতরোল।
দশদিক ভরিল [৪]পেক্যার[৪] কোলাহল ॥ ১২
[৫]পথে যাইতে কুটুম্বে সম্ভাষে সদাগর।
লহনা লইয়া কিছু শুনিবে উত্তর ॥[৫]
[৬]পতির গমন বামা শুনে দূতমুখে।
দুবলারে বলে রামা বিষাদ-কৌতুকে ॥[৬] ১৬
চিরদিনে প্রাণনাথ [৭]ঘরে আল্য মোর।[৭]
খুল্লনার [৮]রূপে দেখি সাধু হবে ভোর[৮] ॥
রাখিয়াছ কোথা মোর[৯] ঔষধ উপায়।
প্রাণনাথে বশ কর [১০]হইয়া[১০] সহায় ॥ ২০
আমার লাগুক কড়ি তোর হোক যশ।
ঔষধ [১১]সাধিয়া[১১] মোর স্বামী কর বশ ॥
লহনার কাছে দুয়া থাকি কতক্ষণ।
খুল্লনা নিকটে গিয়া দিলা দরশন ॥ ২৪
খুল্লনারে কহে দুয়া আনন্দিত চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

---

৩ বাজে (খ) ৪ পাইকের (খ)

৫ বন্ধুজন সম্ভাষিল নগরে নগর।
লহনা লইয়া কিছু শুন হে উত্তর ॥ (গ)

৬ স্বামীর বারতা বামা দূতমুখে শুনি।
সর্বলোকে কহে কিছু বিষাদে আপনি ॥ (ব)
পতির বারতা পায়্যা সর্বজন মুখে।
দুবলাকে বলেন রামা বিষাদ কৌতুকে ॥ (খ)

৭ আস্তে মোর ঘরে (খ)

৮ রূপ দেখ্যা সাধু হব ভোরে (খ)
যৌবন দেখি সাধু হবে ভোর (গ)

৯ কোথা না এড়িলে দুয়া (খ) এড়িয়াছ মোর কোথা (ব) ১০ হও না (ব)

১১ করিয়া (খ, ব)

CENTRAL LIBRARY

খুল্লনার অভিসার

মল্লার রাগ

আর শুন্যাছ ছোটমা গো সাধু আল্য ঘরে[১] ।
বাহির হয়্যা শুন গিয়া বাজনা নগরে ॥
আজি তোর পোহাল্য দারুণ দৈব নিশা ।
আজি বুঝি ভবানী সফল কৈল আশা ॥ ৪
আপন বলিয়া দুয়া রাখিবে চরণে ।
দুবলা অন্যের দাসী নয় তোমা বিনে ॥
তোমার প্রাণের বৈরী পাপমতি বাঁজি ।
সাধুকে [২]কহিব আমি এলাইয়া পাঁজি ॥[২] ৮
দোষের মত নাহি যদি করে প্রতিকার ।
পরবাসে গেলে দুঃখ দিবে পুনর্বার ॥
তুমি যত পাইলে দুঃখ মোর মনে ব্যথা ।
তোর হয়্যা সাধুকে কহিব চারিকথা ॥ ১২
[৩]দোলা ছোট খুঞা বাস নিব[৩] বাস ঘরে ।
চক্ষের বালি সাধুর করিব লহনারে ॥
অলক তিলক পর নয়ন[৪] কজ্জল ।
সাধুকে ভেটিতে নেহ ভৃঙ্গারের জল ॥ ১৬
এক বলিতে দশ বলিবে না কর তরাস ।
উর্দ্ধ [৫]বুকে নাহি হয় সতীনের বাস ॥
দুর্বলার [৬]বলে খুল্লনার অভিমান ।
কাণে সোণা দিয়া তোরে সাধিবে সম্মান ॥[৬] ২০
অভয়ার চরণে ইত্যাদি ॥

---

১ পুরে (খ)

২ কহিল তুহার ঘুচাব দাগাবাজি (গ) বলিয়া আজি আলাইব পাঁজি (ব, দী)

৩ লাজ ভয়ে না যাবে সাধুর (গ) দনার ছোট খোঁয়ার বাস লহ (দী)

৪ মোহন (খ) ৫ উন (দী)

৬ বোলে হাসে খুল্লনা সুন্দরী । প্রসাদ করিল তারে মাণিক অঙ্গুরী । (গ)
বচনে হাসে খুল্লনা সুন্দরী । পুরস্কার কৈল তার মাণিক অঙ্গুরী । (দী)

বেশভূষা

খুল্লনার [১]চরণে[১] প্রণাম করি চেড়ি।
মাণিক ভাণ্ডারে আনে আভরণ-পেড়ি ॥
[২]খুল্লনা সমুখে দুয়া আল্যাইল দড়ি।[২]
দোছুটি করিয়া পরে [৩]বার হাত[৩] শাড়ি ॥ ৪
দুর্বলা [৪]আঁচড়ে কেশ ধরি[৪] প্রসাধনি।
বাম [৫]হাতে[৫] হেমদণ্ড [৬]রসাল দর্পণি ॥[৬]
[৭]যবকের[৭] রসে কৈল অধর মার্জন।
[৮]রসাল দর্পণ ধরি নেহালে বসন ॥[৮] ৮
সিন্দূর কপালে শ্বেত বিন্দু বেড়ি পাশে।
কাটিল তিমির যেন তপন তরাসে ॥
শ্রবণ উপরে পরে কনক বউলী।
সজল জলদে যেন পড়িছে বিজুলি ॥ ১২
বাহুযুগে আরোপিল কনক কেয়ূর।
[৯]পদযুগে পরে রামা সোনার নূপুর ॥[৯]
[১০]মণি বিরাজিত হেম মকর কিংকিণী।
গমনে শুনিয়া মত্ত মরালের ধ্বনি ॥[১০] ১৬
[১১]কবরী বেষ্টিত কৈল মালতীর[১১] মালে।
হেনকালে আসি সাধু বৈসে পাটশালে ॥
প্রণাম করিয়া পুরবাসী গেল ঘর।
[১২]গৃহিণী গৃহিণী বলি ডাকে[১২] সদাগর ॥ ২০

---

১ বচনে (খ) ২ সাবধানে আনাইল বন্ধনের দড়ি। (খ) ৩ তসরের (দী, ব)
৪ মার্জন করে লয়ে (খ, ব) ৫ করে (খ, ব)
৬ রসের দাপনি (খ) ৭ জাবকের (খ, দী, ব)
৮ রসের দর্পণ তুলি নেহালে বদন। (খ)
রসের দর্পণ তলে নেহালে বদন। (ব)
৯ কাঞ্চন গঠিত করে বাজন নূপুর। (খ) পদযুগে আরোপিল বাজন নূপুর (দী, ব)
১০ নীবিবিরাজিত হেম মুখর কিংকিণী।
পদে পদে শুনি মর্ত্য মৃণালের ধ্বনি। (খ)
১১ কবরীতে আরোপিল মল্লিকার (খ) ১২ গৃহিণী বলিয়া ডাক দিল (খ)

CENTRAL LIBRARY

খুল্লনা আইল তথা কুঞ্জরগামিনী।
যেমন[১৩] আছিল পূর্বে ইন্দ্রের নাচনি॥
[১৪]ডানি করে করি নিলা জল পুরি ঝারি।[১৪]
সাধুকে প্রণাম কৈল রূপবতী নারী॥ ২৪

প্রিয়-সম্ভাষণ

রামা[১] মাথা তুলি কহ কথা।
বলিবারে করি ভয় দেহ মোরে পরিচয়
[২]মনের ঘুচাহ মনব্যথা॥[২] ৪
বিচিত্র করবী[৩] মাল তথি ফিরে অলিজাল
মণিময় জাদ তথি দোলে।
রত্নময় কর্ণপূর তিমির কর যে দূর
অচঞ্চলা বিজুরী কপালে॥ ৮
বদন শারদ ইন্দু [৪]ভালে চন্দনের বিন্দু[৪]
সুধাংশু মণ্ডলে যেন তারা।
রাহু তোর কেশপাশ করিতে আইসে গ্রাস[৫]
পুণ্যের সময় হইল পারা॥ ১২
[৬]হেন অনুমানি মনে[৬] ধরয়ে অপাঙ্গতূণে
কাজল গরল যুত বাণ।
তোমার কর্ণিকা ফান্দে মোর মনমৃগ বান্দে
কার তরে [৭]পুর‍্যাছ[৭] সন্ধান॥ ১৬
আজি প্রভাতের[৮] রবি সিন্দূর ফোটার ছবি
তারা কোলে চন্দনের চান্দা।

---

১৩ যেমত (খ) ১৪ অবনী লোটায়ে তৈল এড়ে জল ঝারি। (ব)
অবনীতে এড়িলেন ঝাটি জল ঝারি (দী)

১ সুন্দরী (ব) ২ অন্তরে ঘুচাহ মোর ব্যথা। (ব) ৩ কবরী (ব) মালতী (দী)
৪ তথি স্বেদ বিন্দু বিন্দু (ব) ৫ আইসে করিতে গ্রাস (ব)
৬ নাহি লখি কি কারণে (ব) ৭ করাছ (ব) ৮ জিনিয়া প্রভাত (ব)

CENTRAL LIBRARY

ও রূপ মাধুরী তোর আমার লোচন চোর
হরিয়া মানস নেলি বান্ধা ॥ ২০
তুঁহ অতি কৃশোদরী ভার দুই কুচগিরি
রামরম্ভা জিনি উরুভার।
[৯]শোভে অতি[৯] অনুপাম মণিমুকুতার দাম
মেরুশৃঙ্গে মন্দাকিনী ধার ॥ ২৪
যত প্রিয় ভাষে সাধু [১০]ঝাঁপিয়া[১০] বদন-বিধু
চলে বামা ভিতর মহলে।
দোহার রাখিতে প্রীতি ধায় দুয়া লঘু গতি
[১১]লহনার কাছে[১১] কিছু বলে ॥ ২৮

লহনার প্রসাধন

মল্লার রাগ

আর শুন্যাছ বড়মা সতার চরিত।
হেন বুঝি সাধু ঠাঁই বলে অনুচিত ॥
[১]যেইখানে পাইলে সাধুর ভেরি সাড়া।
ভাণ্ডার হইতে আনে আভরণ পেঁড়া ॥[১] ৪
[২]কুমকুম চন্দনে ভ্রমিত[২] কৈল গা।
যৌবন গরবে ভ্রমে নাহি পড়ে পা ॥
[৩]যেইমাত্রে সদাগর আল্য নিজবাসে।[৩]
[৪]করিয়া মোহন বেশ[৪] বৈসে তার পাশে ॥ ৮

---

৯ তোর কণ্ঠে (ব) ১০ ঝাঁপিল (খ) ১১ লহনার ঠাঁই (খ) লহনা রেনাই (দী)

১ যেই সদাগরের সাড়া পাইলেক ছড়ি।
আল্যাইল ভাণ্ডারের আভরণ পেঁড়ি। (খ)

২ অঙ্গদ কঙ্কণ হারে ভূষিত (খ, গ)

৩ যেই সদাগর আইল আপনার বাসে। (গ) ৪ মোহন কাজল পরি (খ, গ)

CENTRAL LIBRARY

মুখে মুখে কহে কথা [৫]হাসিয়া হাসিয়া।[৫]
হেন বুঝি কহে কথা তোমাকে গঞ্জিয়া॥[৬]
বড় বুনি[৭] গুরুজনা জ্যেষ্ঠ সতিনি তথি।
স্বামী ভেটে গিয়া নাহি নিয়া অনুমতি॥ ১২
[৮]চক্ষে চক্ষে[৮] কথা কহে অমৃতের কোণা।
কোথায় না দেখি এমন চেটাপোনা॥
উহারি সে গোরা গা নহলি যৌবন।
[৯]গরগর্বিত দেখি[৯] বুকে না দেই বসন॥ ১৬
ঔষধ প্রবন্ধ করি ভেট প্রাণনাথে।
সতিনে বিচ্ছেদ করি রাখ নিজনাথে॥
অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

ঔষধ প্রবন্ধ

[১]দুর্বলার বচনে লহনা অভিমান।
কাল সোনা দিয়া তোর সাধিব সম্মান॥
তোমা বই প্রিয়সখী কে আছে আমার।
বিপদসাগরে দুয়া হও কর্ণধার॥ ৪
ঔষধ করিয়া মোর সাধহ সম্মান।
সাধু সনে করি দেহ একই পরাণ॥[১]
লহনার চরণে প্রণাম করি চেড়ি।
মাণিক ভাণ্ডারে আনে আভরণ পেড়ি॥ ৮

---

৫ অমৃতের কণা (দী, ব)

৬ কথন না দেখি আমি এমন ঠাটপনা। (দী) ...এমন ঢিটপণা (ব)

৭ তুমি বড় ভগিনী (ব) ৮ আড় নয়নে (গ) ৯ গুরুজন দেখি (গ)

১ বঙ্গবাসীতে তৎপরিবর্তে আছে

দুর্বলার বোলে রামা করে বহু মান।
মন দিয়া দুয়া মোর রাখহ সম্মান।

CENTRAL LIBRARY

[২]লহনার সম্মুখে এন্যা ন্যাতার দড়া।
আগে বারি করে রামা কনক সাপুড়া॥[২]
কেশর মার্জন করে নিয়া[৩] প্রসাধনি।
বাম করে হেমদণ্ড রসাল দাপুনি[৪]॥ ১২
কবরী বান্ধিল রামা নামে গুয়ামুঠি।
দর্পণ নেহালি দেখে যেন গুয়াগুটি॥
মাছিতা[৫] দেখিয়া মারে দর্পণে চাপড়।
বাছিয়া পরিল মেঘডুম্বর কাপড়॥ ১৬
[৬]কাকালে দোয়াল বান্ধি হৈল রিজুকায়।[৬]
মণিময় হার কুচ-যুগলে লোটায়॥
একে একে ঔষধের বলে পরিচয়।
ঔষধ-প্রবন্ধে গীত গাবে পদদ্বয়॥ ২০
পত্রিকা ভাসায়্যা নিল হরিদ্রার মূল।
শ্মশানের তুলিয়া আনিল তিলফুল॥
ইহা বাটি দিব সাধু খুল্লনার সনে।
খুল্লনা পড়িবে সাধু বিষের নয়নে॥ ২৪
পত্রিকার কলাগাছি রূপেছে অঙ্গনে।
ঘৃতের প্রদীপ তাহে দিল প্রতিদিনে॥
নিরামিষ অন্ন খাবে তার পত্র পাড়ি।
সাধু হবে নফর খুল্লনা হবে চেড়ি॥ ২৮
কুহিলা মোহন গাঁজ্য ঔষধের সার।
পানে চুণে খয়েরে কর্যাছে তার খার॥
গাডরের গালে হইতে আনিয়াছে গুয়া।
ইহা খাইলে সাধু হবে পঞ্জরের সুয়া॥ ৩২

---

২ অবধানে আলুয়ায় বন্ধনের দড়ি।
দোছুটি করিয়া পরে বার হাত শাড়ী॥ (ব)

৩ দুর্বলা মার্জয়ে কেশ লয়ে (ব) ৪ দর্পণী (ব)

৫ মাছেতা (গ, ব)

৬ দোহারা কাকালি বান্ধি হৈল ঋজুকায় (ব)
কাঁকালে দোসাজ বান্ধি হৈল যুবকায়। (দী)

CENTRAL LIBRARY

এনেছে এটালি কীট ফণিফণা হইতে।
বিছা মাড়াইয়া তাহা রাখে বামহাতে ॥
যতনে এন্যাছে জোড়া অর্ঘতের দল।
দুর্গার প্রদীপ তৈলে পেড়্যাছে কাজল ॥ ৩৬
লোচনে কাজল দিয়া চাবে একবার।
সদাগর হইবে তোমার কণ্ঠহার ॥
এইমত ঔষধ করিয়া বিধিমত।
লীলাবতী সই পূর্বে আদেশিল যত ॥ ৪০
বসনে টানিয়া[৭] রামা বান্ধে পয়োধর।
মনোহর[৮] কাঁচলি পরে তাহার উপর ॥
সুবাসিত জল নিল[৯] পুরিয়া ভৃঙ্গারে।
ঔষধ-প্রবন্ধ[১০] নিল মিশায়্যা কর্পূরে ॥ ৪৪
লহনা সাধুর পায়ে[১১] করিল প্রণতি।
তাহারে দেখিয়া[১২] কিছু বলে ধনপতি ॥

লহনার প্রতি ধনপতির প্রেম-সম্ভাষণ

মোর দিব্য তোরে সত্য কহ মোরে
কে[১] দিয়া পাঠালে জল।
আকুল পরাণ করে কামবাণ
জীউ করে টলমল ॥ ৪
মনমাতা হাতী ছুটি দিবারাতি
নিবারি শান্তি অঙ্কুশে।
আসিয়া সে নারী শান্তি কৈল চুরি
হস্তী নিবারিব কিসে ॥ ৮

---

৭ তুলিয়া (ব) ৮ বিনোদ (ব)
৯ লহনা বিকলা-পাণী (দী, ব) ১০ নানা ঔষধ রামা (ব)
১১ ভেট দিয়া সদাগরে (ব) ১২ লহনা সম্বোধি (ব)
১ কাকে (গ) কাঁ (ব)

CENTRAL LIBRARY

অনেক সফর[২] ভ্রমি নিরন্তর
না দেখি হেন[৩] রূপসী।
[৪]শচী সত্যভামা রম্ভা তিলোত্তমা
সাবিত্রী কিবা উর্বশী॥[৪] ১২

দেবাসুরগণে অমৃত বণ্টনে
শ্রীহরি হইলা মোহিনী।
[৫]তাহা দেখি[৫] শূলী [৬]হৈলা উত্তরোলি[৬]
সঙ্গেতে আইলা ভবানী॥ ১৬

দেখিয়া মোহিনী দেব শূলপাণি
[৭]আকুল মদনবাণে।[৭]
নারীর চরিতে শুন্যাছি ভারতে
স্থির হয়ে কার প্রাণে॥ ২০

বিধির কি কথা হরিল দুহিতা
মোহিনী যার আখ্যান।
একা মীনকেতু ধর্মনাশ হেতু
কে আছে তার সমান॥ ২৪

দেব সুরপতি তার শুন গতি
হরিল গৌতম-দারা।
এমন যুবতী পাশে নিশাপতি
গুরুপত্নী হরে তারা॥ ২৮

মোর একাদশে বয়স প্রবেশে
বিবাহ করিনু তোরে।
ভাল মন্দ যত তোমার বিদিত
ইবে কেন ছল মোরে॥ ৩২

---

২ সহর (গ) ৩ এমন (গ)

৪ রম্ভা তিলোত্তমা নহে তার সমা
ইন্দ্রাণী কিবা উর্বশী। (গ)

৫ তা দেখিয়া (গ) ৬ হয়ে কুতুহলী (গ)

৭ ব্যাকুল হইলা মদনে (গ)

CENTRAL LIBRARY

শুনি মধুমতী সাধুর ভারতী
বিনয়ে বলে লহনা।
রচিয়া সুছন্দ শ্রীকবি মুকুন্দ
পাঁচালী করিল রচনা ॥ ৩৬

দুর্বলার হাটে গমন

[১]হাস পরিহাস করে বসিয়া সুন্দরী।
জিজ্ঞাসে ঘরের কথা সাধু লক্ষেশ্বরী ॥
লহনা বলেন নাথ তুমি ভাগ্যবান।
তোমার কৃপাতে নাথ ঘরের কল্যাণ ॥[১] ৪
চেড়িকে জিজ্ঞাসে সাধু খুল্লনার কথা।
শুনে লহনার হৃদে লাগে বড় ব্যথা ॥
সাধু বলে প্রিয়ে যদি তুমি কর মন।
খুল্লনা রসই শালে করএ রন্ধন ॥ ৮
নিমন্ত্রণ দেহ মোর যত বন্ধুজনে।
অন্ন খাব খুল্লনার প্রথম রন্ধনে ॥
সদাগর দেখিতে আইল যত জন।
[২]সেইখানে সবাকারে করে নিমন্ত্রণ ॥[২] ১২
দুর্বলা দুর্বলা বলি ডাকে সদাগর।
ইঙ্গিত বুঝিয়া দয়া আইল সত্বর ॥
পান দিয়া সদাগর তারে দিলা ভার।
কাহন পঞ্চাশ নিয়া চলহ বাজার ॥ ১৬

---

১ হাস্য পরিহাসে দোঁহে বসিলা দম্পতী।
জিজ্ঞাসে ঘরের বার্তা সাধু ধনপতি ॥
লহনা কহিল প্রভু তুমি ভাগ্যবান্।
তোমার কুশলে প্রভু সভার কল্যাণ ॥ (ব)

২ সভাকারে লহনা করিল আমন্ত্রণ। (গ)

CENTRAL LIBRARY

কিনিতে তোমার যদি নাহি আঁটে কড়ি।
তঙ্কা দুই চারি নিহ বণিকের বাড়ি ॥
সঙ্গে নিয়োজিল সাধু ভারি দশ জন।
ধীরে ধীরে [৩]হাটে দুয়া চেড়ি করিল গমন ॥[৩] ২০
অভয়ার চরণে ইত্যাদি ॥

দুর্বলার বেসাতি

দুর্বলা হাটেরে যায় পশ্চাতে কিঙ্কর ধায়
কাহন পঞ্চাশ নিয়া কড়ি।
কপালে চন্দন চুয়া হাতে পান মুখে গুয়া
পরিধানে তসরের শাড়ি ॥ ৪
দুর্বলা হাটেরে যায় দুআধারী লোক চায়
হের আইসে সাধুঘরের ধাই।
বুঝিয়া এমন কাজ যার আছে ভয়লাজ
ভাল বস্তু রাখিল লুকাই ॥ ৮
[১]নারকেলে[১] কচু কুমড়া বাইশা দরে পলা কড়া
পাকা আম্র কিনে বুড়ি মূলে।
বিশা দরে চিনি কিনি কিনিল নবাত ফেণি
[২]পানে কিনি কড়য় বদলে ॥[২] ১২
কলা কেনে মর্তমান সরস গুবাক পান
কর্পূর কিনিল শঙ্খ চূণ।
শাক বেগুন আর কচু খাম আলু কিনে কিছু
বিশা দরে কিনিল লবণ ॥ ১৬

---

৩ দুবলা করিল আগমন। (গ) দুয়া চেড়ি করিল গমন। (ব)
১ দত্তি কিনে (গ) লাউ কিনে (ব) ২ গণ্যে পণমূলে পান নিলে। (ব)

CENTRAL LIBRARY

মন দিয়া পণ দশ জীয়ন্ত কিনিল ঝস
জরঠ মুকট[৩] কিনে রুই।
খরসনা[৪] কিনি লই কিনিল মহিষ দই
কামরাঙ্গা কেনে কুড়ি দুই ॥ ২৩
বেছে বেছে তালশাঁস হিঙ্গু জিরা রসবাস
চই মেতি জোড়ালি মোহরি।
মান ওল কিনে সারি দুগ্ধ কিনে ভার চারি
পূজি মনে কিনিল কাঁকুড়ি ॥ ২৪
রন্ধন সন্ধান জানে পাকা চালতা কিনে
শোলপণা কিনিল চিঙ্গুড়ী।
চতুর সাধুর দাসী আট কাহনে কিনে খাসী
তৈল কিনে দরে দশবুড়ি ॥ ২৮
তোলাদরে তেজপাত ক্ষীর কিনে বিশা সাত
আদা বিশা দরে সাতবুড়ি।
কুড়ি দরে নারিকেল কুল করঞ্জা পানিফল
কাঁঠাল কিনিল দুই কুড়ি ॥ ৩২
কিছু কিনে ফুলগাবা করুণা কোমলা টাবা
সের দরে ঘৃত ঘড়া ভরি।[৫]
বুঝিয়া কাজ্যার রস জীয়ন্ত কিনিল ঝস
কবেনা কিনিল ঝুড়ি ভরি ॥ ৩৬
নির্মাণ করিতে পিঠা বৈসা দরে কিনে আঠা
খণ্ড কিনে বিশা সাত আট।
দুর্বলারে সাতে জানে অবশেষে হাঁড়ি কিনে
মাগি তারে কিছু লয় ভাট ॥ ৪০

---

৩ জরট সর্বনি (গ) জরঠ কমঠ (ব) ৪ খরসুলা (ব)
৫ সেরে জুখি লয় ফুলবড়ি। (গ, ব)

দুর্বলার হিসাব

হাটের কড়ির লেখা একে একে দিব বাপা
চোর নহে দুর্বলার প্রাণ।
লেখা পড়া নাহি জানি কহিব হৃদয়ে গুণি
দণ্ড দুই কর অবধান ॥[১] ৪
হাটমাঝে পরবেশে আসি হরি মহাযশে
ডাকে ধন্য বেণ্যার[২] কল্যাণ।
আসিয়া আমারে গঞ্জি শ্রবণ করাল্য পাঞ্জি
কাহনেক তারে দিনু দান ॥ ৮
[৩]কাঁথে কুশ পুঁথিবোঝা হাট মাঝে আসি ওঝা[৩]
বেদ পড়ি করিল আশিস।
ইছিয়া তোমার যশ তারে দিনু পণ-দশ
দক্ষিণা [৪]দিবে পণ-দশ ॥[৪] ১২
বাজারে কর্পূর নাই চেয়্যা বুলি ঠাঁই ঠাঁই
যতকে পাইল পাঁচ তোলা।
পাঁচ কাহনের দর পঁচিশ কাহন ধর
চারি কাহনের কলামূলা ॥ ১৬
আলুকচু শাকপাত আদি যত বস্তুজাত
নিল চারি কাহন অষ্ট পণে।
তৈল ঘি লবণ ছেনা পাঁচ কাহনের কেনা
খাসি নিল অষ্ট কাহনে ॥ ২০
প্রবেশ করিতে হাট আসি তথা রাজভাট
[৫]কয়েরার পড়ে জোড় হাতে[৫]।
ইছিয়া তোমার যশ তারে দিনু পণদশ
[৬]কানা তাথে পড়ে বুড়ি সাথে ॥[৬] ২৪

---

১ এক দণ্ড করহ বিশ্রাম (ব) ২ ডাকে মীন রাশির (ব)
৩ কান্ধে কুশের বোঝা নগরে কুশাই ওঝা (ব) ৪ আছিল বহু দিস। (ব)
৫ আশিস করয়ে জোড় হাতে (গ) কারবার পড়ে উভ হাথ (ব)
৬ কানাকড়ি পড়িল পণ সাত। (ব)

CENTRAL LIBRARY

হাটে ফিরি অনুদিন [৭]সেখ ফকীর[৭] উদাসীন
তাহে ব্যয়[৮] সপ্তদশ[৮] বুড়ি।
সঙ্গে ভারি দশ জন তারে দিনু দশ পণ
নিজ ব্যয় পণ-চারি কড়ি ॥ ২৮

রন্ধনশালে চণ্ডিকার আগমন

খাসি ভেট দিয়া দাসী করিল প্রণাম।
সুবর্ণের গেধ্যা সাধু করিল ইনাম ॥
সদাগর বলে তুয়া হের শুন রা।
কি করণ তোমার জানহ ছোটমা ॥ ৪
রন্ধন করিতে তারে নিতে বল পান।
খুল্লনারে আনে তুয়া সাধু সন্নিধান ॥
অঞ্জলি করিয়া রামা শিরে নিলা পান।
[সে কথাতে লহনা পাতিয়া আছে কান ॥]
তর্জন গর্জন করে অধর দশনে।
নিমন্ত্রিয়া তুবলা আনিল বন্ধুজনে ॥ ৮
কেহ বড় কেহ ছোট কেহ বা প্রবল।
[১]কেহ বা সজ্জন আছে কেহ আছে খল ॥[১]
সভাকার মন যেবা করয়ে ব্যঞ্জন[২]।
সেই পান নিবে অন্ন রান্ধিবে ব্যঞ্জন ॥ ১২
পান নিতে আমা সনে না কৈল বিচার।
[৩]রন্ধনে খাঁচর ছাড়ি রান্ধিবে খেচর ॥[৩]
নাহি রান্ধে নাহি বাড়ে নাহি পাড়ে ফুঁক।
পরের রন্ধন খেয়্যা চান্দ-পারা মুখ ॥ ১৬

---

৭ নৃত্যকারী (গ) ৮ ত্রয়োদশ (ব)

১ কেহ ছোঁচা কেহ বোঁচা কেহ বা সরল। (ব)

২ রঞ্জন (ব) ৩ রন্ধন করিতে ছুঁড়ী আনিবে খাঁথার। (ব)

CENTRAL LIBRARY

নিমন্ত্রণে আসিবে যতেক বন্ধুজন।
যৌবন দেখিয়া সবে করিবে ভোজন ॥
খুল্লনার ভগবতী বুঝি কার্যগতি।
পাঁচখানি নদী লয়্যা আল্য শীঘ্রগতি ॥ ২০
সেই নদী থুইলেন খুল্লনার পাশে।
ব্যঞ্জন অমৃত যার রসের পরশে ॥
চণ্ডীরে দেখিয়া রামা [৪]আনন্দে বিভোল।[৪]
শিরে হাত দিয়া চণ্ডী তারে দিলা কোল ॥ ২৪
নখ-ইন্দুভাসে দূর হৈল অন্ধকার।
কবরী-মল্লিকামালে ভ্রমরঝঙ্কার ॥
হাসিয়া চণ্ডিকা তারে করিলা আশ্বাস।
উজানি মোহিবে তোর [৫]সন্তলন বাস[৫] ॥ ২৮
এত বলি ভগবতী উঠিলা অম্বরে।
খুল্লনার সই সানা চলিলা সত্বরে ॥
প্রথম সান্তলনে উঠে অমৃতের গন্ধ।
দেখিয়া লহনার হৃদে লাগে বড় ধন্দ ॥ ৩২
অভয়ার চরণে ইত্যাদি ॥

খুল্লনার রন্ধন

স্বামীর ইঙ্গিত ধরি[১] রান্ধয়ে খুল্লনা নারী
স্তুতিরিয়া সর্বমঙ্গলা।
[২]তৈলমীন বনঝালে[২] [৩]আদি নানা বস্তুজালে[৩]
সহচরী জোগায় দুর্বলা ॥ ৪

---

৪ মুখে নাহি বোল। (দী) ৫ রন্ধনের বাস (দী)
১ প্রভুর আদেশ ধরি (ব)
২ তৈল ঘী লবণ ঝাল (ব) নুন ঘৃত তৈল যত (গ)
৩ আর যত বস্তু শত (গ)

বেগুন কুমড়া কচা[৪] তথি দিয়া কলামোচা[৫]
বেশার পীঠালি ঘন কাঠি।
ঘৃতসন্তলন তথি হিঙ্গ জিরা দিয়া মেথি
সুক্তার রন্ধন পরিপাটী ॥ ৮
ঘৃতে ভাজে পলা কড়ি নট্যাশাকে ফুলবড়ি
চিঙ্গুড়ি কাঁঠাল বীচি দিয়া ॥
[৬]ঘৃতেতে নালিতা শাক সূপ রান্ধে রসবাস
হিঙ্গ জিরা বাসে সুবাসিত।[৬] ১২
ভাজে চিথলের কোল রোহিত মৎস্যের ঝোল
মানবড়ি মরিচ ভূষিত ॥
[৭]বোদালি হেলঞ্চ শাক কাটি দিয়া করে পাক[৭]
ঘন বেসার সন্তলন তৈলে। ১৬
[৮]চিঙ্গুড়ির তোড়ে বড়া কিছু রাই কিছু খড়া
খরসৌলা কথকগুণা তোলে ॥[৮]
করিয়া কণ্টকহীন আম্রসকুল মীন
খরলোণ দিয়া ঘন কাটী। ২০
রান্ধিল পাকাল ঝস দিয়ে তেঁতুলের রস
ক্ষীর রান্ধে জাল করি ভাটী ॥
কলা বড়া মুগ সাউলী ক্ষীর সোনা ক্ষীরপুলি
নানা পিঠা রান্ধে অবশেষে। ২৪

---

৪ বার্তাকু কুমড়া বড়ি (গ) বাইগুণ কুমড়া কড়া (ব)

৫ সুক্তা দিয়া এক বাটি (গ) কাঁচকলা দিয়া শাড়া (ব)

৬ মশুরে মিশাঞা মাস সূপ রান্ধে রসাবাস
হিঙ্গ জিরা দেয় সীতালিয়া। (ব)
ঘৃতে নালতার শাক তৈলে বাস্তক পাক
খণ্ডে বড়ি ফেলিল ভাজিয়া। (ব)

৭ জন্মাণে রসাল বড় খুল্লনা রান্ধিল দড় (খ)
নৌতুন হেঞ্চার শাক বাঞ্জি দিয়া করে পাক (গ)

৮ কিছু ভাজে রাই খড়া চিঙ্গুড়ের তোলে বড়া
খরসোলা পুজী দশ তোলে। (ব)

CENTRAL LIBRARY

অন্ন রান্ধে অবশেষে শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে
পণ্ডিত রন্ধন উপদেশে ॥

ভোজন

পঞ্চাশ বেঞ্জন [১]অন্ন করিল[১] রন্ধনে।
[২]দুবলা জানায় গিয়া[২] সাধু-সন্নিধানে ॥
আস্ত আস্ত বলি [৩]তারে ডাকয়ে[৩] দুর্বলা।
বিদগধ সদাগর পাতে কিছু ছলা ॥ ৪
আর চারি দণ্ড মোর আছে স্তবপাঠ।
বান্ধবে ভুঞ্জায় গিয়া জার দূরবাট ॥
অবশেষে গিরস্তের উচিত ভোজন।
সেই বোলে দুর্বলা ভুঞ্জায় বন্ধুগণ ॥ ৮
প্রথমে সুক্তার ঝোল ঘণ্ট দিল শাক।
প্রশংসা করেন সবে রন্ধনের পাক ॥
শুনি লহনার খসে চক্ষের অঞ্জন।
হৃদয়ে ভাবিয়া শোক চিন্তে মনে মন ॥ ১২
[৪]সমাপিত ভোজন বন্ধু হইলা বিদায়।
তাম্বূল লৌকিক হেম সাধুস্থানে পায় ॥[৪]
দিবা অবসান হৈল ফুরাইল স্তুতি।
শালগ্রাম শিলাজল খায় ধনপতি ॥ ১৬
দুর্বলা[৫] জোগায় জল পাখালিল পা।
ভোজনমন্দিরে সাধু [৬]তুলিলেন গা[৬] ॥
শিব সঙরিয়া সাধু কৈল আচমন।
খুল্লনা কনকথালে যোগায় ওদন ॥ ২০

---

১ ভাত করিয়া (গ) ২ শীঘ্র জানাইল দুয়া (ব) ৩ ডাকে চেড়ীত (ব)
৪ ভোজন করিয়া সাঙ্গ যত বন্ধুগণ।
কর্পূর তাম্বূলে কৈল মুখের শোধন ॥ (ব)
৫ লহনা (গ) ৬ উত্তরিলা গা (গ)

CENTRAL LIBRARY

কনকের বাটিতে দুবলা দেয় ঘি।
হাসিয়া পরশে রামা বণিকের ঝি॥
সঙরিয়া জনার্দন উত্তম পুরুষ।
সুরনদী জলে সাধু করিলা গণ্ডূষ॥ ২৪
প্রথমে সুক্তার ঝোল ঘণ্ট দিল শাক।
মীনমাংস গুরুতর খায় নানা পাক॥
ঘৃতে জরজর সাধু খায় মাস বড়ি।
রঙ্গ করি কৈ ভাজা খায় দুই কুড়ি॥ ২৮
[৭]অম্বল খাইয়া পিঠা জল খায় ঘটি ঘটি।[৭]
[৮]দধির সহিত ফেনি সুবিমট মোটী॥[৮]
মৌনেতে ভোজন সাধু করে বারো মাস।
[৯]ভোজনের কালে নাহি করে উপহাস॥[৯] ৩২
হাসিয়া খুল্লনা দিল কুমড়ার খোলা।
ভূমে গড়াগড়ি যায় হাসিয়া দুর্বলা॥
হেঁটমুখে সদাগর রহিলা বিমনা।
হরিদ্রা গুলিয়া করে দিলেন খুল্লনা॥ ৩৬
হরিদ্রা পাইয়া সাধু করে অনুমান।
হেনকালে মনে পড়ে পুঁথি অভিধান॥
রজনী পর্যাতে[১০] আছে হরিদ্রা আখ্যান।
হেন বুঝি রামা মোরে দিল নিশাদান॥ ৪০
ভোজন করিয়া সাঙ্গ কৈল আচমন।
কর্পূর তাম্বূলে কৈল মুখের শোধন॥

* * *

---

৭ আম্র খাইল পিঠা জল ঘটি ঘটি (ব)

৮ দধি খায় ফেনী তথি করে মটমটী (ব)

৯ আজি, ভোজনের বেলা সাধু করে উপহাস। (ব)

১০ পর্যায়ে (ব)

* অতিরিক্ত

ভোজন অধিক আর মনে কুতুহল।
কর্পূর তাম্বূল খায় করে খলখল। (ব)

সাধুর ইঙ্গিতে দুয়া ধাইল সত্বরে।
শয্যা পাতিবারে যান বিনোদ মন্দিরে ॥ ৪৪

শয্যা-বিরচন

সাধুর [১]ইঙ্গিত[১] ধরে প্রবেশে [২]শয়ন ঘরে[২]
খাট[৩] করে চন্দনে ভূষিত।
সুগন্ধি [৪]ধূপের ধূমে[৪] আমোদিত কৈল ধামে
[৫]দেখি লহনার হরে চিত[৫] ॥ ৪
দুবলা হরিষ চিত্তে চাহি রামা চারিভিতে
বাস ঘরে বিছায়ে শয়ন।
[৬]চৌদিগে উত্তম স্থলে[৬] মণিময় দীপ জালে
[৭]দেখি যেন ইন্দ্রের ভুবন ॥[৭] ৮
দড়ি [৮]টানি করি[৮] আট প্রথমে পাতিল[৯] খাট
[১০]তুলিকা মসারিসিজ ঝাঁপা।[১০]
[১১]কিতাকুত বায়[১১] বান্দা উপরে টানয়ে চান্দা
বিছায় মালতী যূথী চাঁপা ॥ ১২
ধবল চামর বান্দা [১২]দেখিয়া লাগয়ে ধান্দা[১২]
[১৩]প্রতিচালে মুকুতার ঝারা।[১৩]

---

১ আদেশ (ব) ২ বাসঘরে (গ) ৩ খট্ট (ব)
৪ পুষ্পের দামে (গ) ৫ লহনার উচাটন চিত (ব)
৬ ভিতর মন্দির স্থলে (গ) চৌদিকে উন্নত স্থলে (ব)
৭ যেন দেখি ইন্দ্রের ভুবন। (ব)
৮ করিয়া (গ) ৯ বিছায় (ব)
১০ তুলিকা মসারি সাজে ঝাঁপা। (ব)
দুলিচা মসুরি সেত ঝাঁপা। (গ)
১১ চারিদিগে দিয়া বান্দা (গ) ১২ উপরে টাঙ্গায় চান্দা (গ)
১৩ থরে থরে মুকুতার শোভা। (গ)

CENTRAL LIBRARY

পাটের মশারি বেড় ভূমে নাম্বে গজ ডেড়
[১৪]মধ্যেমধ্যে লাল পাটের ডোরা ॥[১৪] ১৬
দুই[১৫] দিগে আলবাটি জালে পূরি ঘারি[১৬] ঘটি
দুই দিগে রাখে দুই পাখা।
বাটা ভরি পান গুয়া সুগন্ধি চন্দন চুয়া
কর্পূর রাখিল তোলা লেখা ॥ ২০
সুগন্ধি পুষ্পের মালা ভরিয়া রাখিল থালা
অমৃতি পূরিয়া গঙ্গাজল।
জাতিফল রসবাসে রাখে দাসী এক পাশে
সাঁক করি রাখে নারিকেল ॥ ২৪
আঙ্গুটি পাতুলি কাঠি সুবর্ণের গড়ি মাটি
মণিমতি পলা উপহার।
সাধু খুল্লনারে দিতে আনিয়াছে গৌড় হতে
তাহা থুইলা গুপ্ত প্রকার ॥ ২৮
(শয্যা বিছাইয়া দাসী [১৭]মনে বড় অভিলাষী[১৭]
বার চারি গড়াগড়ি যায়।)
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
হৈমবতী যাহারে সহায় ॥ ৩২

লহনার ক্রোধ শান্তি

চরণে পাঙড়ি[১] দিয়া করিল গমন।
বিনোদ মন্দিরে সাধু[২] দিলা দরশন[৩] ॥

---

১৪ মাঝে মাঝে লালপাট খোঁপা। (গ)
১৫ চারি (গ) ১৬ গাড়ু (ব)
১৭ ধরিতে না পারে হাসি (ব)
১ পাউড়ি (দী) ২ যেক্যা (গ)
৩ করিল দর্শন (গ)

CENTRAL LIBRARY

[৪]দেখিয়া খুল্লনা নারী চিন্তে মনেমন।[৪]
[৫]খাটের উপরে বসি বণিক নন্দন ॥ ৪
অঙ্গে আরোপিলা সাধু সুগন্ধি চন্দন ॥
পদ্মনাভ বলি সাধু করিলা শয়ন।
লহনাখুল্লনা নিয়া শুনিবে বচন ॥[৫]
ভোজন করিতে [৬]দুয়া[৬] ডাকে লহনারে। ৮
গঞ্জিয়া লহনা তবে বলে উচ্চস্বরে ॥
যে কালে রান্ধিতে [৭]বেটী[৭] নিল গুয়া পান।
[৮]আমার বচনে নাহি কৈল[৮] অবধান ॥
আমাসনে বিচার না কৈল গর্ব কর্যা। ১২
এখন খাইব ভাত [৯]পেটে পার[৯] মর্যা ॥
বাসি পান্তভাত ছিল সরা দুই তিন।
[১০]তাহা খেয়্যা লহনা কিনিয়াছে দিন ॥[১০]
[১১]এতেক তাহার বোল শুনিয়া দুবলা। ১৬
নিবেদন করে কিছু কবিবাক্য ছলা ॥[১১]
ঘরের প্রধান তুমি বড় সভাকারে।
তোমার সকল ভার মান কর কারে ॥
[১২]এখন শুনিয়া রামা কোপেতে তরল। ২০
হেন ছার কথা দুয়া না বল না বল ॥[১২]

---

৪ ৩য় হইতে ৭ম ছত্র (গ) পুঁথিতে নাই

৫ ৪র্থ হইতে ৭ম ছত্র বঙ্গবাসীতে নাই। তৎপরিবর্তে
রন্ধনে খুল্লনা আছে রসুয়ের শালে।
সাধু ভেটিবারে বাঁন্ধী যায় হেন বেলে।
এমন দেখিয়া চণ্ডী চিন্তিলেন মনে।
এই হেতু সদাগরের হরিল জীবনে। (ব)

৬ হেথা (গ) ৭ তুমি (গ) ৮ বচনেক মোর না করিল (ব)

৯ ভুখে পারা (দী) পেটে আছি (গ)

১০ তাহা খাইয়া আমি কাটাইয়াছিলাম দিন। (গ)

১১ বঙ্গবাসীতে নাই, (গ) পুঁথিতে নাই

১২ (গ) পুঁথি ও বঙ্গবাসীতে নাই

CENTRAL LIBRARY

[১৩]চারি পাঁচ দুঃখে মোর হইয়াছে জড়[১৩]।
[১৪]তৃণের অধিক ছোট কিসে আমি বড় ॥[১৪]
লহনা দুবলা [১৫]মেলি কত[১৫] কিছু ভণে। ২৪
কপাটের আড়েতে[১৬] খুল্লনা সব[১৭] শুনে ॥
[১৮]সম্ভ্রমে আসিয়া ধরে লহনার চরণ।[১৮]
ঘুচিল কোন্দল দোঁহে করিল ভোজন ॥
একজন সহিলে [১৯]কোন্দল হয়[১৯] দূর। ২৮
বিশেষ [২০]জানে সে[২০] চক্রবর্তী ঠাকুর ॥

* * *

খুল্লনার প্রসাধন

দুবলা বুঝিয়া[১] কাজ আনিল[২] বেশের সাজ
মৃগমদ কুঙ্কুম চন্দনে।
ভাণ্ডারে প্রবেশে চেড়ী আনিল[৩] আভরণ পেড়ি
লহনা বিষাদ ভাবে মনে ॥ ৪
রসাল দর্পণ করে নানা আভরণ পরে
মদনমোহন ধরে বেশ।
ধরি বিদ্যাধরী লীলা জানে কত কামকলা
হৃদয়ে অনঙ্গ পরবেশ ॥ ৮

---

১৩ চারি পাঁচ দুষ্টে হইয়া এক জড়। (গ)
চারি পাঁচ দুঃখ মোর হয়ে গেল জড় (ব)
১৪ গৌরব না করি যদি তবে কিসের বড়। (গ)
১৫ সনে যত (ব) ১৬ কপাট আহড়ে থাকি (গ) ১৭ তা (ব)
১৮ পাএ ধরি বলে রামা বিনয় বচন। (গ)
১৯ কোন্দলি যায় (গ) ২০ জানেন (দী, ব)
* অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত। (গ, ব)
১ জানিয়া (গ) ২ আনয়ে (গ) ৩ আনে (গ)

CENTRAL LIBRARY

সুরঙ্গ পাটের জাদে বিচিত্র কবরী বান্ধে
[৪]মালতী মল্লিকা চাঁপা আভা।[৪]
প্রভাতে ভাস্বর ছটা কপালে সিন্দূর ফোঁটা
চৌদিগে চন্দনবিন্দু শোভা ॥ ১২
[৫]পীত সেধটীক[৫] বর্ণে হেম-মুকুলিকা কর্ণে
কেশ মেঘে পড়িছে বিজুলি।
রজত পাশুলি ছটী পরে দিব্য তুলাকুটী
বাহু-বিভূষণ ঝলমলি ॥ ১৬
[পরে দিব্য পাট শাড়ি।]
[৬]কনকের আভরণ পরি[৬] ডানি করে হেমঝারি
বাম করে তাম্বূল সাপুড়া।
[৭]ঘুনাল নেপুর[৭] পায় কুঞ্জর গমনে যায় ২০
লোহনা চলিতে[৮] পায় সাড়া ॥ ২০
হৃদে বিষ মুখে মধু হাসিয়া লহনা বধু
কহে হিত উপায় বচন।
উমাপদ হিতচিত রচিল নৌতুন গীত
চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ ২৪

লহনার উপদেশ

ক্ষীণবলা তুহু বালা না জান রতির কলা
না জাইহ সাধুর নিকটে।
রাহুর ভুখিল[১] বেলা যেন নবশশিকলা
ঠেকিবেক বিষম সঙ্কটে ॥ ৪

---

৪ মল্লিকা মালতী চাঁপা শোভা। (গ)
৫ বিচিত্র সোনার (গ) পীত তড়িত (ব)
৬ কনক রচিত চুড়ি (গ)
৭ সুনার নূপুর (গ) সুনাদ নূপুর (ব)
৮ শুনিতে (গ)
১ ভোগের (গ)

CENTRAL LIBRARY

রতিরঙ্গ সদাগর চিরকাল আল্য ঘর
জরজর মনমথশরে।
মদনে আকুল[১] চিত নাহি গুনে হিতাহিত
তৃষাকুল[৩] বিরহের জরে ॥ ৮
আকুল দেখিয়া জায়া নাহি সাধু করে দয়া
বিনয় বচন নাহি শুনে।
[৪]সাধুর মতঙ্গলীলা নলিনী যেমন বালা[৪]
মূঢ়মতি তুঁহু কামবাণে ॥ ১২
[৫]কে যাবে তাহার[৫] পাশে সাধু নিরানন্দে ভাসে
চিরদিন বিরহসাগরে।
[৬]সিংহমধ্যা কৃশোদরী[৬] তুঁহু ল নৌতন তরী
কেমনে করিবে পার তারে ॥ ১৬
শুন লো প্রাণের সই অকপটে তোরে কই
আমি জানি সাধুর বারতা।
লহনা যতেক ভাষে শুনিয়া খুল্লনা হাসে
[৭]সতীনের হৃদে[৭] লাগে ব্যথা ॥ ২০
মহামিশ্র ইত্যাদি ॥

সপত্নীর উপদেশ

মালসী।

[১]কোথা রে চল্যাচ বেশ করি।[১]
স্বর্ণবর্ণ[২] প্রাণের দোসরি ॥
বুঝি পারা জাবে বাস ঘরে।
ভেটিবারে কান্ত সদাগরে ॥ ৪

---

২ মোহিত (গ) ৩ বিআকুল (ব) ৪ রাহুর ভুখিল বেলা যেন নব শশিকলা। (ব) ৫ যাবে কি সাধুর (ব)
৬ কামে অতি তনু জ্বরি (ব) ৭ লহনার মনে (গ, ব)
১ বামা কোথা বা চলিলে বেশধরি। (গ) কোথারে চল্যাছ একেশ্বরী। (ব)
২ বোল মোরে (দী অতিরিক্ত)

CENTRAL LIBRARY

[৩]পরিণামে পাবে বড়[৩] দোষ।
শৃঙ্গার ভুঞ্জিয়া পরিতোষ ॥
দুঃখ বড় শৃঙ্গার সমরে।
সমানে সমানে বল করে ॥ ৮
[৪]যেন সম চান কেকলাসে।[৪]
রাহু যেন চন্দ্রমা গরাসে ॥
[৫]ভেকে যেন ধরে বিষধরে।
মৃগপতি যথা করিবরে ॥[৫] ১২
যেন ধরে মর্কট মক্ষিকা।
[৬]তোত যেন ধরয়ে মূষিকা ॥[৬]
চিলে যেন ছুঞ্যা লয় মীন।
তেন তোর স্বরতি সতীন ॥ ১৬
আমরা হইনু গর্বিণী।
লাজ বাসি জাইতে একাকিনী ॥
লাজ ভয় নাহি তোর ঠাটী।
[৭]কেন বা কহিলুঁ খেয়্যা[৭] মাটী ॥ ২০
[৮]শুনিয়া খুল্লনা কিছু[৮] ভণে।
[৯]বিরচিলা শ্রীকবিকঙ্কণে ॥[৯]

লহনার প্রতি খুল্লনার উত্তর

শুনগো শুনগো দিদি লোহনা বান্ধানি।
রমণে রমণী মরে কোথায় না শুনি ॥

---

৩ তোমার নাহিক ইথে (গ)
৪ যেমন শৈচান কাক নাশে। (ব)
৫ যেন বেশ ধরে জলধর।
হরি যেন ধরিল করিবর। (গ)
৬ ব্যাধ যেন ধরে গোধিকা। (গ) বিড়ালেতে যেন মূষিকা। (ব)
৭ আমি কেন বলি খায়্যা (ব)
৮ শ্রীকবিকঙ্কণ রস (ব)
৯ লহনারে প্রবোধবচনে। (ব)

CENTRAL LIBRARY

দেখ স্বর্গে মেঘপতি মহাবলবান।
কেমনে কামিনী শচী দিল রতিদান ॥ ৪
অনেক যোজন পরি সহস্রকিরণ।
সহস্র যোজনে তেজ সহে কোন জন ॥
তার কোলে ছায়া সংজ্ঞা থাকয়ে শীতল।
পতির পরম তেজ নারীর মঙ্গল ॥ ৮
তবে দেখ রঘুনাথ মহাতেজ ধরে।
কেমনে কামিনী সীতা তার ঘর করে ॥
দশমুণ্ড বিশ বাহু রাক্ষস অধিকারী।
কেমনে শৃঙ্গার সহে রাণী মন্দোদরী ॥ ১২
দশমুখে চুম্বন করয়ে তারে ধরি।
ভিন্ন নাহি কৈল বিধি কুমার কুমারী ॥
ভীমসম বলবান নাহি ত্রিভুবনে।
কেন না দ্রৌপদী মরে[১] তাহার রমণে ॥ ১৬
[২]অসীম যাহার পাদপদ্মিনী কমল।[২]
কেমনে শৃঙ্গার সহে [৩]যে খায়ে[৩] গরল ॥
সদাই মাদক দ্রব্য যে করে ভক্ষণ।
ভবানী কেমনে সহে হরের রমণ ॥ ২০
ডাঁশমশা নিবারণে পাটের মশারি।
অঙ্গনার তাপ নিবারণে কাণ্ড করি ॥
দশ শতবাহু ধরে বলির নন্দন।
সহে তার বনিতা কেমনে আলিঙ্গন ॥ ২৪
[৪]ভোজনের কালেতে কৈল প্রভুকে ইঙ্গিত।
ভাঙ্গিতে তাহার সত্য না হয় উচিত ॥[৪]
শুনিয়া লহনা বামা ছাড়য়ে নিশ্বাস।
শ্রীকবিকঙ্কণে গান অম্বিকার দাস ॥ ২৮

---

১ তরে (ব)

২ অসিতার চারু অঙ্গ নিন্দিত কমল। (ব)

৩ না খায় (ব)

৪ ভোজনের বেলা প্রভু করেছেন আদেশ।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘিতে আমার বড় ত্রাস। (ব)

CENTRAL LIBRARY

খুল্লনার বাসগৃহে গমন

লহনার পদধূলি [১]বন্দি রামা[১] মাথে।
বাটা ঝারি দিল রামা দুবলার[২] হাতে॥
দুবলা রহিল গিয়া কপাটের আড়ে।
ধীরে ধীরে গেলা রামা সাধুর[৩] নিয়ড়ে॥ ৪
[৪]বিনোদ মন্দিরে গিয়া দিলা দরশন।
নিদ্রাতে আকুল সাধু নাহিক চেতন॥[৪]
বাড়িল অনঙ্গরঙ্গ দেখি প্রাণেশ্বরে।
অভয়া ভাবিয়া বৈসে খাটের উপরে॥ ৮
কি বলিয়া চিয়াইব করে অনুমান।
না জানি সুরতিরস লজ্জাতে নিদান॥
মানী হইয়া মান করয়ে যাচন।
[৫]আরোপে সাধুর গায়ে সুগন্ধি[৫] চন্দন॥ ১২
গ্রীষ্মকালে চন্দন নারীর হাতে পেয়্যা।
দ্বিগুণ হইল নিদ্রা খাটেতে[৬] শুতিয়া॥
দেখাইয়া মুখ রামা আরোপে বসন।
কর্ণমূলে ঘন ঘন ঝঙ্কারে কঙ্কণ॥ ১৬
যত কিছু করে রামা আপনার মনে।
নিদ্রাতে আকুল সাধু নাহি কিছু জানে॥
[৭]দুবলারে ডাকিয়া বলে খুল্লনা যুবতী।[৭]
[৮]অচেতন দেখি পারা[৮] নাহি প্রাণপতি॥ ২০
নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে স্বামী অচেতন।
অভয়া ভাবিয়া রামা জুড়িল ক্রন্দন॥

---

১ ধরিলেন (ব), রামা নিল (দী) ২ সুবর্ণের ঝারি দিল দুর্বলার (ব)
৩ পতির (ব)
৪ তুরিত গমনে রামা গেল বাসঘরে।
দেখিলেন স্বামী আছে বিরহের জ্বরে॥ (ব)
৫ সর্বাঙ্গে লেপিল তার অগৌর (ব) ৬ খট্টায় (গ, ব)
৭ দুর্বলাকে ডাকিয়া আনিল রূপবতী (ব) ৮ নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে (ব)

CENTRAL LIBRARY

খুল্লনার বিলাপ

মৃতপতি কোলে করি কান্দয়ে খুল্লনা নারী
চক্ষে বহে কালিন্দীর ধার।
বিধির দারুণ দণ্ড [১]কজ্জলে মলিন[১] গণ্ড
ধুলাতে[২] লোটায় হেমহার ॥ ৪
কেমন[৩] দারুণ বেলা পায়রা উড়াতে গেলা
কোন পাপক্ষণে হৈল দেখা।
[৪]কেবল উত্তর দুখ দেখিলে আমার মুখ
ভাদ্রচতুর্থী-চান্দে দেখা ॥[৪] ৮
[৫]বিবাহ করিয়া আল্যা রাজসন্তাষে গেলা[৫]
সারি [৬]সুয়া[৬] হয়া আল্যা কাল।
গেলে প্রভু দূর পথ না পুরিল মনোরথ
হৃদয়ে রহিল বড় শাল ॥ ১২
চণ্ডিকা[৭] করিলা দয়া আইলে পঞ্জর লয়া
মোর[৮] চান্দ হৈল প্রকাশ।
[৯]ভুখিল প্রবল রাহু অকালে মরণ তাহু[৯]
দৈবে কৈল উদয় [১০]গরাস ॥ ১৬
খুল্লনা রাক্ষস গুনি[১১] এই[১২] কথা নাহি জানি
বিবাহ করিলে পাপকালে।
তার প্রতিকার হেতু ছাগল রাখিনু নিতু
এই মোর কলঙ্ক কপালে ॥ ২০

---

১ কজ্জলগলিত (গ) ২ গলায় (গ) ৩ তেমন (গ)
৪ কেবল পরম সুখে হইল পরম দুখে
ভাদ্র চতুর্দশী চন্দ্ররেখা ॥ (গ)
৫ বিভা করি ঘরে আইলা রাজসম্ভাষণে গেলা (গ)
৬ শুক (গ, ব) ৭ অভয়া (গ, ব) ৮ যেন (গ)
৯ আজান্ম দীঘল বাহু অকালে ভুখিল রাহু (গ, ব)
১০ উদরে (গ, ব) ১১ গণী (গ, ব) ১২ হেন (গ,ব)

বিলম্ব করহ কিসে আনহ মাহুর[১৩] বিষে
দুবলা প্রাণের সহচরী।
না দেখিব লোকমুখ তেজিব মনের দুখ
[১৪]প্রভাত না হবে[১৪] বিভাবরী॥ ২৪
পতিব্রতা শিবশক্তি বুঝি[১৫] খুল্লনার ভক্তি
সাধুকে চিয়ান কুতূহলে।
তেজিয়া মনের ব্যথা বসনে ঢাকিল মাথা
খুল্লনা [১৬]লুকাইল খাট[১৬] তলে॥ ২৮
মহামিশ্র ইত্যাদি॥

খুল্লনার অন্তর্ধান

নিদ্রা ত্যজি উঠি সাধু বসিলা শয়নে।[১]
[২]আকুল করিল[২] চিত্ত মনসিজ বাণে॥
উন্মত্ত হইয়া সাধু করে বহু খেদ।
চেতনাচেতন তার নাহি পরিচ্ছেদ॥ ৪
দেখিতে দেখিতে হাতে হারাইলুঁ নিধি।
এত দুঃখে পুরুষের সৃজিলেন বিধি॥
কই খট্টা কোথা মোর খুল্লনা সুন্দরী।
কহ না প্রদীপ মোর কোথা সহচরী॥ ৮
কহ না স্বরূপে মোরে মধুকর বধু।
কবরী মল্লিকামালে পান কৈলে মধু॥
চিত্রের পুত্তলি যত আছে গৃহভিতে।
সভারে জিজ্ঞাসে ধনপতি একচিতে॥ ১২

---

১৩ মাউরার (গ)
১৪ যেন প্রভাত না হয় (গ, ব) ১৫ দেখি (গ) ১৬ লুটায় খট্টা (গ)
১ চিয়াইয়া সদাগর বসিলা আসনে। (ব) ২ আনন্দ হইল (ব)

CENTRAL LIBRARY

এতদিন একলা আছিনু গৌড়দেশে।
স্বপনে লহনা নারী বৈসে মোর পাশে॥
প্রবাস ছাড়িয়া যদি আইনু নিজ ঘরে।
কি দিয়া পাগল রামা করিল আমারে॥ ১৬
সহচরী চাহি সাধু ভ্রমেন ভুবন।
খাটতলে শুনে সাধু নূপুর নিঃস্বন॥
সত্বরে ধরিল গিয়া খুল্লনা অঞ্চলে।
আইল ত্বরিতে রামা ছাড়ি খট্টাতলে॥ ২০
বসন ছাড়ায়্যা রামা পড়ে পদতলে।
বিনয় করিয়া কিছু সদাগর বলে॥
অভয়ার চরণে ইত্যাদি॥

বিহার বর্ণনা

মনে মদনে [১]বাজি গেল ধন্দ[১]।
[২]আকুল মুগধি পড়য়ে দ্বন্দ্ব॥[২]
মানিনী রমণী না বৈসে পাশে
কভু না টেকে রতিরঙ্গ রসে॥ ৪
তুমি সাধু অতি ধর্মের বাস।
মনে আরতি নহে রতি আশ॥
বিমল কোমল ঝাপ কর তলে।
পীন কঠিন কুচ দর শায় ছলে॥ ৮
পুরুষ নাগর মদন আশ।
বালার হৃদে লাগে অভিলাষ॥
তেজিয়া লজ্জা করে নিবেদন।
রচিলা সুছন্দ কবিকঙ্কণ॥ ১২

---

১ দুহে বাজল দ্বন্দ্ব (ব) ২ আকুল মুগধে পড়ি গেও ধন্দ॥ (ব)

CENTRAL LIBRARY

সদাগর সমীপে খুল্লনার দুঃখ-কথন

দাঁড়ায়্যা প্রভুর[১] পাশে খুল্লনা মধুর ভাষে
জানিলাম[২] তোমার যত দয়া।
তোমার কপটবাণী মূল কাটি ঢাল পানি
[৩]গোউড়ে গেলে দ্বন্দ্ব[৩] ভেজায়া ॥ ৪
কেবল কপট দৃষ্টি মুখে কর মধুবৃষ্টি
হৃদয়ে তোমার হলাহল।
না বুঝি এমন রীতে *নারী বধ পর* হাতে
বিপরীত তোমার সকল ॥ ৮
জগজনে তোমা জানি কুবের সমান ধনী
সাত নায়ে করহ ব্যাপার।
তুমি হেন যার স্বামী ছাগল রাখিনু আমি
এই লভ্যা পুরিল ভাণ্ডার ॥ ১২
কহিলে বিদরে বুক না চাহি তোমার মুখ
[৫]বধ কৈলে[৫] অধম অবলা।
সন্তাপে পোড়য়ে মন দাবানলে যেন বন
বনে ফিরি কান্দিয়া বিকলা ॥ ১৬

* * *

কান্দিতে কান্দিতে দুখ ধরণে না যায় বুক
মূর্ছা হৈয়া পড়ে ভূমিতল।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
অভয়ার নৌতুন মঙ্গল ॥ ২০

---

১ পতির (ব) ২ জানিলুঁ (গ) ৩ দূরে গেল্যা কোন্দল (গ)
৪ স্ত্রীকে মার পর (ব), স্ত্রী মরে পরের (দী) ৫ বিধি কৈল (গ, দী, ব)
* অতিরিক্ত
এই মোর ছিল দোষ ক্ষমিতে নারিলা রোষ
গলে কেন নাহি দিলা কাতি।
এই বড় ঠাকুরালি মুখে দিলা চুণকালি
সতিনী হাথিয়া মার লাথি। (গ)

CENTRAL LIBRARY

খুল্লনা ও সদাগরের কথোপকথন

খুল্লনারে সাধু তুলি নিল ধরি।
কহিতে লাগিলা করিয়া চাতুরী ॥
কি ব্যাধি জন্মিলা হিয়ার মাঝে।
চান্দকর সে বাণ যেন বাজে ॥ ৪
জ্বর নহে অঙ্গ সদাই তাপ।
জৃম্ভিত মুখ কলেবর কাঁপ ॥
অঙ্গে লেপি যদি চন্দন পঙ্কে।
দহে তনু যেন সর্পের ডঙ্কে ॥ ৮
শুখায় বদন নাহি পিপাসা।
অনুগন্ধ নাহি সহে যে নাসা ॥
মদন আলসে কোকিল গান।
কাড়িল হেথা হে জগতের প্রাণ ॥ ১২
মরণে দংশিল রঙ্গবকুল।
মধুকর-রব কর্ণের শূল ॥
প্রাণে ডাকাতি পাপ বসন্ত।
কেতকীকুসুম কামের দন্ত ॥ ১৬
অপাঙ্গগুণেতে অমোঘ বাণ।
কাজল গরল করি সন্ধান ॥
করুণা করিয়া বিন্ধিল বাণ।
ব্যাধিভয়ে রামা তুমি নিদান ॥ ২০
তোর আঁখিযুগ খঞ্জনজোর।
নিত্য হয়ে পুনঃ লোচন চোর ॥
তোমার যৌবন মোর জীবন।
চিত্তরঙ্গে দুজনে করিল রণ ॥ ২৪
হারিলে রণে পড়ে পদতলে।
স্থির হয়ে পুন পুণ্যের বলে ॥
সাধু কহে যত বিনোদ ভাষে।
শুনি সুন্দরী ঈষৎ হাসে ॥ ২৮

CENTRAL LIBRARY

সাধুরে রামা পরিহার যাচে।
গায়েন মুকুন্দ অক্ষর লাচে ॥[১]

সদাগরের হস্তে পত্রপ্রদান

দোনার ছাট খুঞাবাস রাখিয়া[১] প্রভুর পাশ
পত্র দিল সদাগর[২] করে।
নিকটে আনিয়া বাতি ধনপতি পড়ে পাতি
ভাসে সাধু লোচনের নীরে ॥ ৪
[৩]শঙ্কর নিশান[৩] পাতি গৃহপতি করে ইতি
লহনারে লিখে ধনপতি।
ধরিয়া কুন্তলভার নিবে অষ্ট অলঙ্কার
পরিবারে দিবে খুঞা ধুতি ॥ ৮
দিয়া তারে অন্নকষ্ট যৌবন করিবে নষ্ট
নিয়োজিবে ছাগল রক্ষণে।
[৪]তোমারে লহনা বলি লইয়া পর্যঙ্ক তুলি[৪]
দিব তারে খোসলা উড়নে ॥ ১২
শোয়াইবে ঢেঁকিশালে অন্ন দিবে সন্ধ্যাকালে
পূরে যেন অর্ধেক উদর।
যদি তার হয় ব্যাধি নাহি দিবে মহৌষধি
ঔষধ না দিবে ব্যাধিহর ॥ ১৬
নাহি দিবে তৈল গুয়া কুমকুম চন্দন[৫] চুয়া
লবণ-ব্যঞ্জন-ঘৃত-দধি।

---

১ বঙ্গবাসীতে নাই।
১ এড়িয়া (খ) ২ বল্লভের (খ, গ), বন্ধুয়ার (দী)
৩ মঙ্গল বিধান (দী), সাক্ষর লিখন (ব)
৪ পর্যঙ্ক তুলি পাড়ি দিবে আভরণ পেড়ি (ব)
পর্যন্ত তুলিকা সাড়ী লবে অলঙ্কার কাড়ি (দী)
৫ কস্তুরী (খ)

CENTRAL LIBRARY

এই কন্যা নিশাচরী কান্তহা[৬] আমার নারী
নানা দুঃখ দিবে যথাবিধি ॥ ২০
জ্যৈষ্ঠ মাসে তের দিন জায়া কৈল মানহীন
সাক্ষী করি উজানি নগর।
সমাপ্ত করিয়া পাতি অবশেষে লিখে ইতি
গাইল মুকুন্দ কবিবর ॥ ২৪

ধনপতির উত্তর

সদাগর বলে প্রিয়ে ত্যজ অভিমান।
শোক দূর কর হকু যামিনী বিহান ॥
লহনারে প্রিয়ে তুমি রাখাবে ছাগল।
নিয়মিত অর্ধসের করিবে সম্বল ॥ ৪
খুল্লনা বলেন ব্যর্থ ত্যজ পরিহাস।
নিশাচরী সঙ্গে নাথ ত্যজ ই সম্ভাষ ॥
চরণে ধরিয়া বলি শুন কৃপাময়।
আমা সনে পরিহাস সমুচিত নয় ॥ ৮
এত বোল যদি তারে বলিল খুল্লনা।
পুনরপি দুঃখ কহে হইয়া বিমনা ॥

খুল্লনার বারমাস্যা

॥ সিন্ধুড়া রাগ ॥

[১]... ... ...[১]

প্রথম জ্যৈষ্ঠেতে গেলা গড়াতে পঞ্জর.
প্রবল সতিনী ঘরে হইল সতন্তর ॥

---

৬ না বোল (খ)

১ এমন শুনিয়া রামা সাধুর বচন।
বার মাসের দুঃখকথা করায় শ্রবণ ॥ (ব)

CENTRAL LIBRARY

ছাগল চরাতে পত্র আইল যেই দণ্ডে।
পর্বত ভাঙ্গিয়া পড়ে খুল্লনার মুণ্ডে ॥ ৪
ছিল মোর কর্মের যন্ত্রণা।
জটে ধরি কিল লাথি মারিল লহনা ॥
আষাঢ়ে পূরিল মহী নব মেঘে জল।
খালি খুলি পুরি আইল না চলে ছাগল ॥[২] ৮
কাঁকালে তুলিয়া বান্ধি খুঞ্যা মুড়াখানি।
ছাগলের কানে ধরি করি টানাটানি ॥
[৩]কত নিবেদিব দুখ কত নিবেদিব দুখ।
আছিল বিধাতা মোর কপালে বৈমুখ ॥[৩] ১২
শ্রাবণে বরিষে মেঘ[৪] দিবস রজনী।
সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি ॥
হেন স্থান নাই প্রভু চরাই ছাগল।
বড় বড় গৃহস্থের টুটিল সম্বল ॥ ১৬
[৫]বড়ই অভাগ্য মনে গুণি বড়ই অভাগ্য মনে গুণি।
কত কত খায় জোঁক নাহি খায় ফণি ॥[৫]
ভাদ্রপদ মাসে বড় দুরন্ত বাদল।
নদনদী একাকার আট দিগে জল ॥ ২০
ভাদ্রের বৃষ্টিধারা যেন বাজে শেল।
পাঁচ সাত দিনে বাঁজি নাহি দেয় তেল ॥
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা[৬] পূজয়ে হরিষে।
[৭]নানা উপহার দিয়া ছাগল মহিষে ॥[৭] ২৪

---

২ ছাগল চরাতে প্রভু নাহি পাই স্থল। (ব)

৩ বড় দুঃখ মনে গণি বড় দুঃখ মনে গণি।
দাঁড়াইতে নাহি স্থল চতুর্দিশে পানী। (গ)
বড় অভাগ্য মনে গণি বড় অভাগ্য মনে গণি।
কত শত খায় জোঁক নাহি খায় ফণী। (ই, ব)

৪ ঘন (ব)

৫ ১১ ও ১২ ছত্রের পাদটীকা দ্রষ্টব্য। ৬ লোক (ব)

৭ শুনিলু পিঞ্জর লয়্যা তুমি আইলে দেশে। (ব, ই)

CENTRAL LIBRARY

সদাই ভাবনা আমি করি দৃঢ়ভাবে।
অবশ্য আসিবে প্রভু দেবীর উৎসবে॥
উত্তম বসনে বেশ করয়ে বনিতা।
অভাগী খুল্লনা করে অভাগীর চিন্তা॥ ২৮
প্রভু হে শয়ন ঢেঁকিশালে প্রভু হে শয়ন ঢেঁকিশালে।
নিদ্রা নাহি হয় ক্ষুদ্র পিঁপীড়ার জ্বালে॥
[৮]প্রথম কার্তিক মাসে হৈল[৮] হিমের জনম।
[৯]তুলি পাড়ি পিছড়ি শীতের[৯] নিবারণ॥ ৩২
ছয় মাসের খুঞ্যাখানি হয়্যা গেল গুঁড়া।
সতিনী প্রসাদ কৈল একখানি মুড়া॥
কর অবধান দুঃখ কর অবধান।
জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ॥ ৩৬
মাসমধ্যে মাইসর আপনি ভগবান্।
ঘাটে মাঠে গৃহে গোঠে সভাকার ধান॥
উদর পূরিয়া অন্ন দৈবে দিল যদি।
যমসম শীত তাহে নিরমিল বিধি॥ ৪০
পৌষমাসে প্রভু হে অঘোর পড়ে শীতে।[১০]
কাঁটা খোঁচা ভাঙ্গি অগ্নি জ্বালি সাবহিতে[১১]।
তাহাত দেখিতে নারে প্রবল সতিনী।
দুবলারে কহিয়া ঢালিয়া দেয় পানী॥[১২] ৪৪
মাঘ মাসে এক পাঁঠা খাইল শৃগালে।
অবনি বিদরে যদি প্রবেশি পাতালে॥
ছিল মোর কর্মের যন্ত্রণা ছিল মোর কর্মের যন্ত্রণা।
জটে[১৩] ধরি কিল লাথি মারিল লহনা॥ ৪৮

---

৮ প্রথম কার্ত্তিকে হৈল (ব) ৯ করয়ে সকল লোক শীত (ব)
১০ পৌষ মাসেতে প্রভু অতি গুরু শীতে। (ব) ১১ চতুর্ভিতে (ব)
১২ দুর্বলা হাথাঞা তায় ঢালি দেয় পানী। (ব)
১৩ চুলে (ব)

CENTRAL LIBRARY

ফাল্গুনে দ্বিগুণ শীত মলয়া পবন।[১৪]
বনিতা পুরুষজনে পীড়য়ে মদন[১৫] ॥
বনে বনে ফিরি নিতি ছাগল রাখিয়া।
পাপমতি বাঁজি কভু নাহি করে দয়া ॥ ৫২
পরিহাস্য জন দেখি করে উপহাস।
শুনিলে লহনার বুকে লাগয়ে তরাস ॥
মধুমাসে মরুত মলয়া মন্দ মন্দ।
মালতীয়ে মধুকর পিয়ে মকরন্দ ॥ ৫৬
বনিতা পুরুষজনে পীড়য়ে মদনে।
অভাগী ফুল্লরা পোড়ে উদর-দহনে ॥
শুন বাণিয়ার বালা শুন বাণিয়ার বালা।
যত দুঃখ পাল্য সাক্ষী আছয়ে দুবলা ॥ ৬০
[১৬]বৈশাখে বসন্ত ঋতু সুখের সময়।
প্রচণ্ড তপন-তাপ তনু নাহি সয় ॥[১৬]
চন্দনাদি তেল অঙ্গে সুবাসিত করি।
করয়ে সকল লোক নিশা উজাগরী ॥ ৬৪
প্রভু তুমি সদাগর প্রভু তুমি সদাগর।
জানাইনু তব পদে মো জাব নায়্যর ॥
খুল্লনার কথাতে লজ্জিত সদাগর।
হেঁটমুখ করি সাধু বলেন উত্তর ॥ ৬৮
অন্য কে লিখিল পাতি মোর নাম করি।
আমার অক্ষর নহে শুন লো সুন্দরী ॥
যদি বা আমার ইথে থাকে অনুমতি।
অচিরাৎ মোরে নাশ করে পশুপতি ॥ ৭২
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

---

১৪ মন উচাটন (গ) ১৫ আচ্ছাদন দিতে নাহি অঙ্গের বসন। (গ)

১৬ বৈশাখ মাসের দুঃখ শুন সদাগর।
তব আজ্ঞায় এই রীতি এক সংবৎসর। (ব)

CENTRAL LIBRARY

খুল্লনার সহিত পাশাক্রীড়া

[১]কোপ দূর হউক রজনী প্রভাত।
আলিঙ্গন দিয়া আগে রাখ প্রাণ নাথ ॥
কটাক্ষে সাধুর মন হরিল খুল্লনা।
কামে হতচিত সাধু পাসরে আপনা ॥ ৪
পাশা খেলিবারে সদাগর কৈল মন।
দুবলা আনিয়া পাশা জোগায় তখন ॥[১]
মন্ত্রবলে সদাগর পাটী করি বশ।
ডাক দিয়া ধনপতি[২] আগে ফেলে দশ ॥ ৮
[৩]খুল্লনা ফেলিল পাটী পড়িল[৩] বামঞ্চ।
[৪]বাহির পাচনি করি করিল সুষঞ্চ ॥[৪]
আর বার পেলে রামা পড়িল দুয়া চারি।
ইঙ্গিতে খুল্লনা বুঝে আপনার হারি ॥ ১২
বুঝিয়া কার্যের গতি সাধু করে পণ।
[৫]সাক্ষী থেক্য দুবলা আমরা খেলি শুন ॥[৫]
হারিলে শোধন কালে হবে বিপরীত।
ক্ষীণবলা তুঁহু বালা হবে চমকিত ॥ ১৬
[৬]ক্ষীণবলা তুমি পাছে পায় অবসাদে।
পাশাতে জিনিব সাধু মন্ত্রবল বাদে ॥

---

১ হাথে ধরি বসাইল খট্টার উপর।
খেলিব তোমার সনে বলে সদাগর ॥ (দী, ব)

২ সদাগর (ব) ৩ আরবার পাসাসারি ফেলেন (গ, ব)

৪ দ্বিপাচারি বাঙ্কে পাশে করিয়া সুসঞ্চ ॥ (ব)
বিন্তি ফেলিল পাটী করিয়া সুসঞ্চ ॥ (গ)
চারি পাঁচ বাঙ্কে রামা করিয়া সুসঞ্চ ॥ (ই, দী)

৫ সিয়ান দুর্বলা পাটী ধরিল তখন ॥ (ব)
সিয়ান দুবলা বলে না করে গণন ॥ (গ)
দুবলা বলেন রামা নাশ কৈল ধন ॥ (দী)
সেয়ান দুর্বলা বলে নাহি সহে গৌণ ॥ (ই)

CENTRAL LIBRARY

কোন দান মাগে সাধু ধরিয়া আঁচলে।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান অভয়া মঙ্গলে ॥[৬] ২০

সাধুর বিলাস

আলিঙ্গন [১]প্রেমাবেশে দোঁহদোঁহা[১] ভুজপাশে
দুই তনু নিবিড় বন্ধনে[২]।
[৩]বলয়া কিঙ্কিণী বাজে উলঙ্গ হইয়া যুঝে
অভিনব সুরত মদনে ॥[৩] ৪
বদন কমল বলি ধনপতি তথি অলি
অধরে অধর সুধাপানে।
হুঁহুমুখে নাহি বোল দুই তনু উতরোল
ঘন বাদ্য জঘন তাড়নে ॥ ৮
শোভে অতি অনুপাম [৪]মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম[৪]
[৫]উতরোল তরাস[৫]কৌতুকে।
স্থির সৌদামিনী যেন আলিঙ্গন ঘন ঘন
দুই তনু নিবিড় পুলকে ॥ ১২
সাধু মদনের সখা অধরে কজ্জলরেখা
কপালে সিন্দূর সুশোভন[৬]।

---

৬ পাশা এড়ি কৈল সাধু খুল্লনারে কোলে।
দুর্বলা বান্ধিয়া পাশা রাখিল আঁচলে ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ (গ, ব)

১ প্রেমরসে ধরি দুই (দী, ব) ২ বন্ধন (দী, ব)

৩ বলয়া ঘাঘর বাজে অনঙ্গ সমরে যুঝে
অভিনব রতিয়ে মদন ॥ (ব)
তরল ঘামের ব্যাজে উলঙ্গ সমরে সাজে
অভিনব হয় রতিরণ ॥ (দী)

৪ বিন্দু বিন্দু তথি ঘাম (দী) ৫ উত্তরিল তরাল (দী) ৬ বিভূষণ (গ, ব)

CENTRAL LIBRARY

ত্রিপথবলিত[৭] শ্বাস মুখে গদগদ ভাষ
দূরে গেল কবরীবন্ধন ॥ ১৬
সাঙ্গ করি রতিসুখ ভৃঙ্গারে পাখালে মুখ
শয়ন করিল দুইজনে।
রচিয়া ত্রিপদীছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে ॥ ২০

মালাধরের অভিসম্পাত

.....

আজানুলম্বিত বর্ণমালা।
খেনে বৈসে ক্ষেণে উঠে চাহে মেলি হরদিঠে
বাহুযুগে সোভে টাড় মালা ॥ ৪
নত নহে সেই জন নাট ছলে নারায়ণ
তারে নত কৈল পদাঘাতে।
মণি পড়ে তেজি ফণা ঘন মুখে উঠে ফেনা
খরশ্বাস বহে নাসা হইতে ॥ ৮
ভাবে সমাকুল কেশ ধরিয়া নন্দের বেশ
আনন্দে নাচেন পঞ্চানন।
যশোদার বেশ ধরি তাণ্ডব করেন গৌরি
পুলকিত তরুলতাগণ ॥ ১২
নাচে তুষ্ট কির্ত্তীবাসা ছিল দির্ব্ব কণ্ঠভূষা
হাড়মালা বিচিত্র ভূষণ।
কনক কুণ্ডল হার হিরায়ে গাঁথুনি জার
দিল তারে অন্ন দেবগণ ॥ ১৬
মণি অভরণ মাঝে হাড়মালা নাহি সাজে
দেখিয়া হাসেন মালাধর।

---

৭ নিভৃতে নিকলে (ব)

CENTRAL LIBRARY

সভার অন্তর্য্যামি বুঝিয়া প্রমথ স্বামি
কোপ দৃষ্টে চান পুরহর ॥ ২০
কোপে কম্প কলেবর ডাকিয়া বলেন হর
শুন মূঢ়মতি মালাধর ॥
বুঝিনু তোমার মোতি কেবল ধনের গতি
লোভমতি ধনের কিঙ্কর ॥ ২৪
আমি অবধৌত জন হরিভক্তী মোর ধন
সোনা রূপা নাহি আভরণ।
দিল তোরে দির্ব্ব মালা তারে কর অবহেলা
এই মালা শ্রীমণিকেতন ॥ ২৮
এইত মালার গুণ অবধান করি স্থন
পূর্ব্বে ছুঞ্যাছিলা দসানন।
ইহার পরস পাকে বিদিত হইল লোকে
পরাজই হইল দেবগণ ॥ ৩২
জতবার মৈল গৌরি তাহাতে লিখন করি
সেই হাড়ে গাঁথিলাম হার।
জে জন পরশে হাড়ে লক্ষি তারে নাহি ছাড়ে
ভুবনে দুর্লভ এই সার ॥ ৩৬
ধনে নাহি অভিলায জে জন হরির দাস
ভাবভক্তী কেবল বেপার ॥[১]
জেন মোতি তেন গতি ঝাট চল বসুমতী
কুলে জন্ম নেহ বানিয়ার ॥ ৪০
হেন বাক্য হর তুণ্ডে কুমারের পড়ে মুণ্ডে
ভাঙ্গিয়া শতেক মহিধর।
ধরনি পড়িয়া কান্দে গান মনোহর ছান্দে
শ্রীকবিকঙ্কণ কবিবর ॥ ৪৪

---

১ ধনের করিয়া আশ যে জন হরির দাস
তার ভক্তি কেবল ব্যাপার ॥ (দী)

CENTRAL LIBRARY

মালাধরের স্তুতি

অবনি লোটায়া[১] স্তুতি করে মাল্যধর।
একবার[২] অপরাধ ক্ষেম মহেশ্বর ॥
তুমি সত্ত্ব রজ তম ত্রিগুণের ধাম।[৩]
বিফল জনম হব তুমি জারে বাম ॥ ৪
[৪]তুমি কাম রিপু নাথ[৪] ভুবনে বিদিত।
লঘু দোসে গুরু দণ্ড নহেত উচিত ॥
এতেক স্তবন জদি কৈল মালাধর।
প্রসাদ করিয়া [৫]তারে কহিছেন হর ॥[৫] ৮
দেবমানে ভ্রমে মাত্র থাকি চারি মাস।[৬]
[৭]কর গীয়া অভয়ার[৭] পূজার প্রকাশ ॥
এতেক বচন জবে বলে কাম রিপু।
দেখিতে দেখিতে তার লুকাইল বপু ॥ ১২
[৮]বেগে চলে মালাধর উজানি নগরে।
প্রবেশ করিল গীয়া খুল্লনা উদরে ॥[৮]
[৯]মালাধরের জ্যেষ্ঠা নারী নাম হীরাবতী।
শালবাহনের ঘরে হইল উপনিতি ॥[৯] ১৬

---

১ চরণে ধরিয়া (দী) ২ এইবার (দী)
৩ তুমি ধর্ম্ম তুমি কর্ম্ম তুমি মোক্ষ রাম। (খ)
তুমি অর্থ তুমি মুক্তি তুমি মোক্ষ কাম (দী)
৪ বিশ্বনাথ নাম ধর (খ) ৫ কিছু কহেন শঙ্কর (দী)
৬ দেবমানে অবনীতে রহিবে চারিমাস (ব)
দেবমানে নবশাক রহ চারিমাস। (দী)
৭ কর যায়্যা চণ্ডীর (দী)
৮ বেগে ধায় মালাধর উজোবনি দেশ।
খুল্লনার জঠরে করিলা পরবেশ ॥ (দী)
৯ মালাধরের শ্রেষ্ঠা নারী নাম হারাবতী।
সালবাহন ঘরে হইল উৎপত্তি ॥ (দী)

CENTRAL LIBRARY

[১০]আর তাহার জেই কনিষ্ঠা বনিতা।
বিক্রম কেশরি ঘরে হইলা উপনিতা ॥[১০]
খুল্লনার গর্ভে মালাধর কৈল স্থিতি।
চণ্ডির কৃপায় গর্ভ বাড়ে নিতি নিতি ॥ ২০
প্রথম মাসের গর্ভ জানি বা না জানি।
[১১]দুই মাসে সর্বলোক করে[১১] কানাকানি ॥
তৃতীয় মাসের কালে ভূতলে শয়ন ॥
চারি মাসে [১২]খুল্লনারে না রুচে উদন ॥[১২] ২৪
প্রিয়া সঙ্গে পাসাসারি খেলে পাটসালে।
[১৩]হেনকালে আসি[১৩] পুরোহিত কিছু বলে ॥
অভয়ার চরণে ইত্যাদি ॥

ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধ

কি কর কি কর ভায়া [১]পাজি পুঁথি এলাইয়া[১]।
[২]সুন হে আমার নিবেদন।[২]
[৩]সিত পক্ষ ত্রয়োদশী[৩] খুড়া হইল স্বর্গবাসী
রবিবারে[৪] তার প্রয়োজন ॥ ৪
পঞ্জর গড়াতে গেলা করিয়া পাশার খেলা
বৎসরেক গুঙাইলে তথা।

---

১০ অনুজরমণী তার বড় পতিব্রতা।
হল্যা দেবী বিক্রমকেশরীর দুহিতা ॥ (দী)

১১ দ্বিতীয় মাসের বেলা করে (দী) ১২ করে রামা মৃত্তিকা ভক্ষণ (দী)

১৩ এমন সময়ে (দী)

১ পাঁজি দেখ আল্যাইয়া (দী)
আসি পঞ্জী দেখ গিয়া (ব)

২ শুন ভাই মোর নিবেদন (ব) ৩ এই সিত ত্রয়োদশী (ই)

৪ বলিবারে (ব)

CENTRAL LIBRARY

[৫]চিরদিন তব[৫] বাসে জ্ঞাতি বন্ধু নাহি আইসে
ইথে নাহি কহ কোন কথা ॥ ৮
এই পুরি উজাবনি জগজনে তোমা জানি
ধনবান জ্ঞাতি[৬] সদাগর ।
[৭]বিপ্র কুলে তেজে রবি[৭] পণ্ডিত কুলীন কবি
আসিব অনেক[৮] দ্বিজবর ॥ ১২
তুমি লোকে খ্যাতি দাতা শুনিয়া শ্রাদ্ধের কথা
[৯]তোমার পিতার খ্যাত তিথি ।[৯]
আসিবে ব্রাহ্মণ ভাট কড়ি চাহি পাটে পাট
খাসা জোড়া গড়া চাহি ধুতি ॥ ১৬
আনি চাল দাল বড়ি[১০] অনেক তঙ্কার কড়ি
চিঁড়া কলা দধি গুয়া পান ।
ঘৃত দুগ্ধ মৎস্য রাশি জোড়ে জোড়ে চাহি খাসি
জ্ঞাতি কুটুম্বের চাহি মান ॥ ২০
আমি কুল[১১] পুরোহিত নিরন্তর চাহি হিত
পিতৃকার্যে ভায়া দেহ মন ।
সেবকে পাঠাহ হাট বান্ধব আনিতে ভাট
করহ পিতার[১২] প্রয়োজন ॥ ২৪
পুরহিত বাচ্য স্থনি সদাগর মনে গুনি
দেসে দেসে পাঠাল বার্তন ।
সপ্তগ্রাম বর্ধমান গেলা তারা নানাস্থান
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ ২৮

---

৫ বৎসর তোমার (দী) ৬ খ্যাতি (খ, দী)
৭ ব্রহ্মতেজ যেন রবি (দী) ব্রাহ্মণ যেমন রবি (ব)
৮ শতেক (দী) যতেক (ই) ৯ হইবে তোমার খ্যাতি তথি । (দী)
১০ আনাইহ চালু বড়ি (দী) ১১ তব (দী)
১২ ক্রিয়ার (ব)

কুটুম্ব সমাগম

বর্ধমান হইতে বান্যা আস্তে ধুসদত্ত।[১]
কুলে শীলে ব্যবহারে জাহার[২] মহত্ত্ব ॥
বিষ্ণু কুণ্ডে আস্তে গাএ পাস্থরি আচলা।[৩]
সাত ভাই [৪]আস্তে তারা[৪] সাতখানা দোলা। ৪
চম্পা নগরের আইল চান্দ সদাগর ॥
সঙ্গে [৫]লক্ষি গদাধর[৫] চাপীয়া কুঞ্জর ॥
গনপুর হইতে আস্তে [৬]সোম তব[৬] চান্দ।
তার দুই সহোদর গোপাল গোবিন্দ ॥ ৮
ভাসিকি হইতে আস্তে শ্রীধর হাজরা।
কানু নাহা আস্তে জার বাড়ি দশঘরা ॥
শক হৈতে আস্তে বেন্যা নাম সঙ্ঘদত্ত।
রাত্রি দিনে বহে জারে অষ্ট ঘোড়া রথ ॥ ১২
রামু সাহা আস্তে জার বাড়ি খণ্ডঘোষ।
কুলে শীলে ব্যবহারে নাহি জার দোস ॥
সাত গ্রাম হইতে আস্তে বেন্যা রাম দাঁ।
বিষ্ণুপুর হইতে আস্তে জম দত্ত খাঁ[৭] ॥ ১৬
বর্ধমান হইতে আস্তে ছোট নীলাম্বর।
আদর করিয়া আস্তে উজানি নগর ॥
কাইতির বেন্যা আস্তে অলঙ্কার দত্ত।
কুলে শীলে ব্যবহারে জাহার মহত্ত্ব ॥ ২০
কর্জ্জলা হইতে বেন্যা আস্তে ছয় ভাই।
যাদব মাধব হরি শ্রীধর বলাই ॥

---

১ রামদত্ত (দী) ২ সর্বলোকে গায় যার কুলের (দী)
৩ বিষ্ণু কৃষ্ণ আইলেন পামরী আচলা। (দী)
বিষ্ণু দত্ত আইসে গায়ে পামরী আঁচলা। (ই) ৪ আল্যা চাপি (দী)
৫ লক্ষ্মীধর আল্যা (দী) ৬ সনাতন (ব)
৭ বিষ্ণুপুরের বান্যা আল্যা যশোমন্ত খাঁ। (দী)
বিষ্ণুপুরের বেনে আসে ভাগ্যবন্ত খাঁ। (ই)

CENTRAL LIBRARY

কায়স্থ (?) নগরবাসী মহাঙ্গন স্থান।[৮]
তথা হইতে আস্তে হরিশ্চন্দ্র মতিমান ॥ ২৪
রামকৃষ্ণ আস্তে গাএ পাস্থরি আচলা।
গঙ্গার সহিত জার মানের সয়ালা ॥
দেসে দেসে হইতে আইল কত কত বেন্যা।
রাত্রিদিনে চলিলা বার্ত্তন নাম সুন্যা ॥ ২৮
সাধুর শ্বশুর আস্তে নিধি লক্ষপতি।
নানা ধন লয়্যা আস্তে সাধুর বসতি ॥
একে একে বণিকের কত নিব নাম।
[৯]অনেক বণিক[৯] আস্তে সদাগর ধাম ॥ ৩২
কেহো লয় পদধূলা কেহো দেয় কোল।
[১০]নমস্কার নমস্কার[১০] হৈল গণ্ডগোল ॥
[১১]সভাকারে দিল সাধু[১১] বসিতে আসন।
মধুপর্ক দিয়া দিল নানা আয়োজন ॥ ৩৬
শ্রাদ্ধ করে সাধু বন্ধু করিয়া সম্ভাষ।
শ্রীকবি কঙ্কণ গান অম্বিকার দাস ॥

শ্রাদ্ধ সমাপন

তিল তুলসী[১] গঙ্গোদক কুসবটু অম্বত্বক[২]
যব দুর্বা কুসুম চন্দনে।
[৩]সাগত অসুঙ্গা কানি[৩] দ্বিজ করে বেদধ্বনি
[৪]নিজাজিত হইয়া কুসাসনে ॥[৪] ৪

---

৮ ফতেপুর বোড়শূল গ্রাম মহাস্থান। (ব) ৯ সাত শত বান্যা (দী)
১০ নমস্কার আশীর্ব্বাদে (দী) ১১ সভারে কম্বল দিল (দী)
১ কলসী (দী) ২ কুশবটু রম্ভার্দ্রক (ব) পট্টবস্ত্র রম্ভাত্বক (দী)
৩ স্মরি শত দুর্বা বাণী (ব)
স্বাগত আপন বাণী (দ)
৪ নিয়োজিত কৈল কুশাসনে। (ব)

[৫]... ... ...[৫]

কপালে[৬] যুড়িয়া ফোটা বসিল পণ্ডিত ঘটা
[৭]সকলাত বসিয়া কম্বলে।[৭]
[৮]কুতাকুত বাম বান্ধা[৮] উপরে টানায় চান্দা
ধূপে আমোদিত কৈল স্থান ॥ ৮

[৯]... .. ...[৯]

অর্ঘ গরু দিয়া দান[১০] দ্বিজগণে সাবধান
পাত্রে বিধি করেন সম্প্রদান ॥[১১]
জথা বিধি পিণ্ডদান [১২]শ্রাদ্ধ হইল[১২] সমাধান
[১৩]ব্রাহ্মণের কৈল[১৩] বহুমান ॥ ১২
[১৪]কুঙ্কুম চন্দন[১৪] মালা ভরিয়া[১৫] কনক থালা
সাধু চলে বান্ধব পূজনে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিল বন্ধ[১৬]
শ্রীকবি কঙ্কণ রস ভণে ॥ ১৬

---

৫ দ্বিজগণে তার শিরে যজুর্বেদ শান্তি করে
যজ্ঞেশ্বর করে আবাহন।
অবধানে পুরোহিত করি দেয় নিয়োজিত
শ্রাদ্ধ করে বেণের নন্দন ॥ (খ. ব)

৬ ভালেতে (ব) ৭ সগোল্লাদ পামরী কম্বলে। (ব)
সন্ধ্যায় বেদ উচ্চারণে। (দী)

৮ ক্রতুর সময়ে বান্ধা (ব) কি তার কব শ্রদ্ধা (দী)

৯ যার যত অভিলাষ পুরিল সভার আশ
হেম রূপা বৎস ধেনু দিয়া।
শত শত দ্বিজবর আইল সাধুর ঘর
পূজে তাঁরে সন্তোষ করিয়া ॥ (ব)

১০ অর্ঘ্য গন্ধ আদি দান (দী)
পাদ্য অর্ঘ্য গন্ধ দান (ব)

১১ শাস্ত্র বিধিমত কৈল দান ॥ (ব)
পাত্রে বিধি অন্ন সম্প্রদান ॥ (দী)

১২ শ্রাদ্ধ কৈল (ব) ১৩ বিপ্রের করিল (ব)

১৪ চন্দন কুসুম (ব) ১৫ পুরিয়া (ব)

১৬ দামিন্যার অধিবাসী সঙ্গীতের অভিলাষী (ব)

CENTRAL LIBRARY

মালা চন্দনের বিবাদ

মনে করে[১] সদাগর [২]কার করি[২] পূজা।
সভাকে অধিক বটে চান্দ মহা তেজা॥
[৩]কুল শীলে ব্যবহারে চান্দ নহে বাঁকা।
বাহির মহলে যার সাত মরাই টাকা॥[৩] ৪
গোত্র কৌশিক বটে[৪] কুলের প্রধান।
[৫]ইহার অগ্রেতে কেবা আগে লবে মান॥[৫]
এতেক[৬] বিচার সাধু করি সখা সনে।
আগে জল দিল চান্দ বেন্যার চরণে॥ ৮
কপালে চন্দন দিয়া মালা দিল গলে।
এমন সময়ে সঙ্খদত্ত কিছু বলে॥
[৭]বেন্যার সভায় আমি আগে পাই মান।
সম্পদে মাতিয়া বুঝি না দেখ নয়ন॥[৭] ১২
যে কালে পিতার শ্রাদ্ধ কৈল ধুসদত্ত।
তাহার সভাতে বেন্যা হৈল সোল শত॥
সেই সভা মধ্যে আমি আগে পাই মান।
ধুসদত্ত জানে [৮]হরিশ্চন্দ্র মতিমান॥[৮] ১৬
ইহা শুনি ধনপতি দিলেন উত্তর।
[৯]সেইখানে নাহি ছিল[৯] চান্দ সদাগর॥
ধনমানে কুলে শীলে চান্দ নহে বাঁকা।
বাহির মহলে তার সাত মরাই টাকা॥ ২০

---

১ মনে ভাবে (দী, ব) ২ কার আগে (ব)
৩ এই দুই ছত্র ঈষৎ পরিবর্তিত আকারে পরে আছে।
৪ গোত্রে দুর্বাসা বটে (ব), গোত্রে গার্গ ঋষি বান্যা (দী)
৫ ইহার আগেতে পূজা কেবা পায় আন। (ব) ৬ এমন (ব)
৭ বণিক সভার আগে আমি পাই মালা।
সম্পদে মাতিয়া ইবে মোরে কর হেলা। (দী)
৮ ইহা চন্দ্র মতিমান (দী, ই) হরিশ্চন্দ্র বিদ্যমান (ব)
৯ সেকালে না ছিল কি বা (ব)

CENTRAL LIBRARY

ইহা স্থনি হাসি বলে নীলাম্বর দাস।
[১০]কলঙ্ক খণ্ডায় ধন[১০] কুলের প্রকাশ ॥
ছয় বধূ নিবসে যাহার ঘরে রাড়।
[১১]ধনে হইতে চান্দ বেন্ধা হয়্যা গেল সাড় ॥[১১] ২৪
[১২]এমন সভায় হেন বল দপ্প করি।
জাতিনাশ যাহার করিল বিষহরি ॥[১২]
সদাগর বলে জানি নীলাম্বর দাস।
তোমার [১৩]পিতার কিছু শুন[১৩] ইতিহাস ॥ ২৮
হাটে হাটে তোর বাপ বেচিত আমলা।
যতন করিয়া তাহা কিনিত অবলা ॥
নিরন্তর হাতাহাতি বারবধূ সনে।
[১৪]স্নান না করিয়া আসি[১৪] বসিত ভোজনে ॥ ৩২
বাড়াই পুরুষে যার নোনের বেপার।
যেন না আমার আগে করে অহঙ্কার ॥
হাটে লয়্যা বেচে নোনি নেয় ডোম হাড়ি।
বেয়াজের লাগী কত করে হুড়াহুড়ি ॥ ৩৬
পাঁচ পোণে বেচে তার এক পোণ চুরি।
সভা মাঝে বসিয়া নোনের আচাম্বরি ॥
ধনপতি বলে জদি তারে ... ভণ্ড।
সভার উকিল যা বলে রামকুণ্ড ॥ ৪০
নীলাম্বর দাস বলে শুন রামরায়।
পসার করিলে বাড়া জাতি নাহি জায় ॥[১৫]

---

১০ ধন হইতে হয় কিবা (ই, ব)
১১ ধন হৈতে সভামাঝে চান্দ হৈল যাড় ॥ (ব)
১২ বঙ্গবাসীতে নাই।
১৩ বাপের কিছু নাহি (ব) বাপের কিছু শুন (দী)
১৪ নাই স্নান করি বেটা (দী, ব)
১৫ পসরা করিত বাপা নাহি প্রত্যবায় ॥ (ব)

CENTRAL LIBRARY

কড়ার পুটুলি বান্ধি জেত্যার বেভার।[১৬]
আঠ্যা চোপা খাল্যা নহে কুলের থাকার ॥[১৭] ৪৪
প্রখর মুখর বড় বলে রাম কুণ্ড।
সভা মাঝে কথা কহে ঘন নাড়ে মুণ্ড ॥
[১৮]জাতিবাদ হয়্যা তবে জদি হয় রঙ্ক।
বোনে জায়া ছাগল রাখে তবে সে কলঙ্ক ॥[১৮] ৪৮
কেহো তাহে কিছু বলে কেহো দেয় সায়।
বিড়ম্বিতে হরিবংশ স্থনে রাম রায় ॥
অভয়ার চরণে ইত্যাদি ॥

হরিবংশ কথা

[১]বেন্যা বৈসে একসায় পুরাণ স্থনে রাম রায়[১]
হরিবংশে পড়ে দ্বিজবর।
বিপক্ষ বণিক হাসে কেহো বা নিষ্ঠুর ভাসে
হেঁট মুখে রহে সদাগর ॥ ৪
কংস বলে শুন ভাই আপনার যশ গাই
নাহি[২] উগ্রসেনের তনয়।
জন্মিল দৈত্যের বংশে ভুবনে বিদিত কংসে
কি কারণে উগ্রসেনের ভয় ॥ ৮

---

১৬ কড়ির পুটুলি বান্ধি জাতি ব্যবহার। (দী, ব)
১৭ এঁটো চোপা খাইলে নহে কুলের থাঁথার। (ব)
আঠ্যা চোপা খাল্যে হয় কুলের থাঁথার। (দী)
১৮ জাতিবাদ হয় নাই যদি হয় রঙ্ক।
বনে জায়া ছাগ রাখে তার সে কলঙ্ক। (দী)
১ বান্যা বৈসে একজায় শুনে সাধু রাম রায় (দী)
বেনে বৈসে একজায় শুনে সাধু রাম রায় (ব)
২ হই (দী, ব)

CENTRAL LIBRARY

জন্মের ভাজন মাতা [৩]জার বির্জ্জ দেখে পীতা
শত রূপে নহে ভিন্নকায়।[৩]
লোকে অপযশ গায় জার জাত কংস রায়
লেখা গেল ধর্মের সভায়॥ ১২
পুরাণ বসন ভাতি অবলা জনার জাতি
রক্ষা পায় অনেক যতনে।
জথা তথা [৪]হয় স্থিতি দোঁহাকার মজে মোতি[৪]
নিত্য বিচারিয়া দেখ মনে॥ ১৬
[৫]সৈসবে রক্ষিতা তাত জৌবনে প্রাণের নাথ[৫]
বৃদ্ধ কালে তনয় রক্ষিতা।
বেদে নাহি দিয়া মন উগ্রসেন সভাজন
অন্তঃপুরে না রাখে বনিতা॥ ২০
রূপে জিনি দেব মায়া উগ্রসেনের জায়া
মোর মাতা কে সিজে[৬] অঙ্গনা।
শুন তার দৈবগতি ছিলা রামা ঋতুমতী
রসক্রীড়া[৭] করিল কামনা॥ ২৪
সঙ্গে সত দাসীগণ বনবেহারিতে মোন
দেখে রামা পর্ব্বতের শোভা।
দুর্ম্মিন্ত[৮] দেখিতে পায় কাম সরে ভিন্নকায়
কেশিনি দেখিয়া পায় লোভা॥ ২৮
বুঝিয়া কাজ্যের[৮] গতি দুর্ম্মিন্ত দানবপতি
ধরে উগ্রসেনের মুরতি।

---

৩ যার বীর্য্য সেই পিতা শতরূপে সেই অন্য কায়। (দী)
যার বীর্য্য সেই পিতা সুতরূপে হয় অন্য কায়। (ব)
৪ উপনীত দুহাকার একচিত (ব)
৫ কিশোরে রক্ষায় তাত যৌবনে পরাণ নাথ (দী)
শৈশবে রক্ষিবে তাত যৌবনে প্রাণের নাথ (ব)
৬ কেশিনী (ব) ৭ জলখেলা (ই, ব) বনখেলা (দী)
৮ দী সংস্করণে 'দুর্ম্মিন্ত'র স্থলে দুর্মিল ও দ্রুমিল।

CENTRAL LIBRARY

থাকিয়া কানন ভাগে তারে আলিঙ্গন মাগে
নিকুঞ্জে ভুঞ্জিল দোঁহে রতি ॥ ৩২
দুর্ব্বিন্ত দৈত্যের ভরে বামা অনুমান করে
হেন বুঝি নহে মোর পতি।
কামরূপী কোন জন হরিল আমার মন
কার সনে ভোগ কৈনু রতি ॥ ৩৬
[৯]দুর্ব্বিন্ত ভাবিয়া ভয় তিল আধ নাহি রয়[৯]
নাহি কহে হাস্য রস কথা।
[১০]দৈত্যের চরিত্র দেখি লাজে হইল অধমুখি
কেশিনি রিদয়ে পায় বেথা ॥[১০] ৪০
এসব রহস্য বানী আসিয়া নারদ মুনি
কহিল আমারে উপদেশ।
সেইত সময় হৈতে অন্য নাহি মোর চিতে
উগ্রসেনে নাহি ভক্তি লেশ ॥ ৪৪
বোনে ফিরে যার নারি বিফল তাহার গারি
তার কেন বিবাহের সাদ।
যার অপেক্ষণ বিনে জায়া ভ্রমে স্থানে স্থানে
অবশ্য তাহার জাতি বাদ ॥ ৪৮
অধ্যা হৈল সমাধান[১১] দ্বিজে দিল হেমদান
পাঠক বন্ধন কৈল পুঁথি।
খলখলি বেন্যা হাসে শ্রীকবিকঙ্কণ ভাসে
[১২]দামুন্যাতে যাহার বসতি ॥[১২] ৫২

---

৯ দুঃশীল দানব ভয়ে তিল আধ স্থির নহে (ব)

১০ সন্দেহ ভাবিয়া মনে গেল রামা নিকেতনে
পতি দেখি মনে ভাবে ব্যথা। (ব)
সন্দেহ ভাবিয়া মনে আইলা রামা নিকেতনে
স্বামী দেখি হেট কৈলা মাথা। (দী)

১১ অধ্যয়ন সমাপন (ব)

১২ চণ্ডীপদে করিয়া প্রণতি। (ব)

CENTRAL LIBRARY

রামায়ণ কথন

কলহে আরোপী মন রামরায় নারায়ণ
শুনে ধনপতি বিড়ম্বিতে।
বিপক্ষে বণিক জত রামরায়ে অনুগত
শুনে রামায়ণ একচিত্তে ॥ ৪
সিতার উদ্ধার হেতু সমুদ্রে বান্ধিয়া সেতু
পার হৈল শ্রীরঘুনন্দন।
সুগ্রীব অঙ্গদ নল নিল হনু কপিবল
বেড়িল লঙ্কার উপবন ॥ ৮
বিভীষণ পরাভবে রামের স্মরণ লভে
গড় বেড়ি কপি দেয় থানা।
বেহার[১] উদ্যান ঘর ভাঙ্গে জত কপিবর
তরুবন ভাঙ্গে রামসেনা ॥ ১২
ইহা শুনি দশানন নিজোজ[২] রাক্ষসগণ
"তিসিরা কুমার" ইন্দ্রজিতে।
দেবান্তক মহোদর নরান্তক নিশাচর
অতিকায় আদি সতসুতে ॥ ১৬
... ...
সুমিত্রা নন্দন বাণে ইন্দ্রজিত পড়ে রণে
পরাভবে চিন্তিত রাবণ।
কুম্ভকর্ণে নিজজিল রামবাণে সেহ মৈল
দশানন কৈল বহু রণ ॥ ২০
সকল বিনাস দেখি দশানন হৈয়া দুখী
রথে চড়ি যুঝে রাম সনে।

---

১ বিহার (ব) ২ নিয়োজে (ব) ৩ ত্রিশিরা নিকুম্ভ (ই, ব)

৪ বিষম সমরে ধীর অঙ্গদ সুগ্রীব বীর
কুমদ পনস হনুমান।
চড় চাপড়ে রণ করয়ে বানরগণ
যত সেনা ত্যজয়ে পরাণ ॥ (ব)

CENTRAL LIBRARY

রাবণে বিধাতা বাম প্রথম সমরে রাম
মোকুট কাটিল চক্রবাণে ॥ ২৪
রামের সাধিতে মান ইন্দ্র পাঠাইল্য যান
সেই যানে সারথি মাতলি ।
চড়ি রাম সেই জানে যুঝে দশানন সনে
দেখি দেবগণ কুতুহলি ॥ ২৮
বাণে মহামন্ত্র পড়ি ব্রহ্মাস্ত্র ধনুকে যুড়ি
মাল্য রাম রাবণের বুকে ।
রথে হইতে বীর পড়ে কদলি জেমন ঝড়ে
শোণিত নিকলে দশ মুখে ॥ ৩২
রাবণ পড়িল রণে ইন্দ্রের সন্তোষ মনে
বিভীষণ বৈসে সিংহাসনে ।
করি শুভক্ষণ বেলা চাপীয়া পাটের দোলা
সীতা আস্তে রাম সম্ভাসনে ॥ ৩৬
সীতার বদন দেখি [৫]প্রভুরাম মহাদুখী[৫]
হেঁটমুখে বলেন বচন ।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিল বন্ধ
চক্রবর্তী শ্রীকবি কঙ্কণ ॥ ৪০

সীতার অগ্নিপরীক্ষা

রঘুনাথ বলে সীতা জনক নন্দিনি ।
তোমারে জানুকি আমি বলি হিত বাণি ॥
এক নিশা যার নারি পর গ্রহে থাকে ।
অনুদিন [১]গর্জন করয়ে[১] সর্বলোকে ॥ ৪

---

৫ রামচন্দ্র হৈল দুঃখী (ব)
রঘুনাথ হৈলা দুখী (দী)

১ তাহাকে গঞ্জয়ে (ব)
তাহারে গঞ্জয়ে (দী)

CENTRAL LIBRARY

চিরদিন ছিলে সীতা রাবণ ভুবনে।
আরোপিবে রঘুকুলে কলঙ্ক কেমনে॥
[২]তোমারে জানুকি আমি এমন না জানি।[২]
ভুখিল বাঘের হাতে যেমন হরিণি॥ ৮
সেতু বন্ধ করি আমি বধিনু রাবণ।
উদ্ধার করিনু জাহ জথা লয়ে মন॥
[৩]রাক্ষসের অধিকারি মিতা বিভীষণ।
থাকহ তাহার কাছে যদি লয় মন॥ ১০
সুগ্রীব অঙ্গদে···বানরের পতি।
থাকহ উহার কাছে যদি লয় মোতি॥[৩]
এত বাক্য হইল যদি রঘুনাথ তুণ্ডে।
[৪]ভাঙ্গি ধরাধর[৪] পড়ে জানুকির মুণ্ডে॥ ১৬
মূর্ছিত হইয়া সীতা পড়িলা ভূতলে।
সুমিত্রা নন্দন তার শিরে জল ঢালে॥
অনেক যতনে সীতা পাইল চেতন।
কৃপা করি রঘুনাথ বলেন বচন॥ ২০
রহিতে আমার কাছে যদি আছে মোতি।
অনলে পরীক্ষা দেয়[৫] যদি হয় সতী॥
[৬]এতেক বচন যদি বলে রঘুপতি।
পরীক্ষা লইতে সীতা দিল অনুমোতি॥[৬] ২৪

---

২ তোমারে জানকী গো যেমন আমি জানি। (দী)
তোমাকে জানকী আমি সতী ভাল জানি। (ই)

৩ বঙ্গবাসীতে নাই।

৪ আকাশ ভাঙ্গিয়া (দী, ব)

৫ অনল পরীক্ষা লও (দী)
সভাতে পরীক্ষা দাও (ব)

৬ এমত শুনিয়া সীতা প্রভুর ভারতী।
পরীক্ষা করহ বলি দিল অনুমতি॥ (ব)
এতেক বচন যদি কৈল রঘুপতি।
পরীক্ষা লইতে সীতা দঢ় কৈল মতি॥ (দী)

CENTRAL LIBRARY

[৭]হংস জানে ব্রহ্মা আসি[৭] হৈলে অধিষ্ঠান।
পরীক্ষা লইলা সীতা সভা বিদ্যমান ॥
পরীক্ষাতে এড়াইলা জনক নন্দিনি।
প্রভু সনে বাস ঘরে বঞ্চিলা রজনি ॥ ২৮
করিলা দেবতাগণ পুষ্প বরিসন।
তাণ্ডব করএ কপি নিশাচরগণ ॥
এত দুরে অধ্যাসায় দ্বিজে বান্ধে পুঁথি।
বিপক্ষে বণিক জত বলেন ভারথি ॥ ৩২
প্রখর মুখর বড়[৮] অলঙ্কার কুণ্ড।
সভা মাঝে কহে কথা ঘন নাড়ে মুণ্ড ॥
রাম রাজা হৈতে কিবা[৯] সাধু ধনপতি।
বনে [১০]জার লয়া ছাগ ভ্রমিল[১০] যুবতি ॥ ৩৬
জেই বনে সর্প ব্যাঘ্র[১১] শতেক মাতাল।
সেই বনে[১২] জায়া তোর ছাগল[১২] রাখাল ॥
দোস গুণ তার নাহি কৈলে বিলোকন।[১৩]
তার ঠাই কৈলে সাধু শয়ন ভোজন ॥[১৪] ৪০
খুল্লনা পরীক্ষা দেন যদি বটে সতী।
তবে নিমন্ত্রণ্য সবে দিব অনুমোতি ॥*

---

৭ হংসে চাপিয়া ব্রহ্মা (ব) মরাল বাহনে ব্রহ্মা (ই)
৮ বেণ্যাতে মুখর বড় (ব) সভায় প্রধান বড় (দী)
৯ রাম সমে রুজু হৈল (ব) রাম রাজা হৈতে বড় (দী)
১০ ছেলি লয়ে যার ভ্রমিল (ব) ছাগ লয়ে যার ভ্রমিল (ই)
১১ যেই বনে কানু ভানু (ব) সদা ভ্রমে যেই বনে (ই)
১২ জায়া তোমার ছেলির (ব) তার জায়া ছাগল (ই)
১৩ দোষ ঘাটি তার নাহি করিয়ে মেলন। (দী)
দোষ গুণ তার না করিয়া বিচারণ। (ব)
১৪ খুল্লনা রাখিলে দেখি কে করে ভোজন। (ব)
খুল্লনার ঠাঁই করে শয়ন ভোজন। (দী)
* ৪২ ছত্রের পর অতিরিক্ত
উচিত কহিব তাকে কিবা আছে শঙ্কা।
পরীক্ষা না হইলে দিবে এক লক্ষ তঙ্কা ॥

ঝারি হাথে সদাগর ঘরকে চলিলে।
নোহনা গঞ্জিয়া সদাগর কিছু বলে ॥† ৪৪
সঙ্খদত্ত বলে চল সবে ঘরে জাই।
লক্ষপতি সাধু দেয় রাজার দোহাই ॥
অভয়ার চরণে ইত্যাদি ॥

জ্ঞাতিগণের ক্রোধ

বলে বেন্যা সঙ্খদত্ত [১]রাজগর্বে অনুমত্ত[১]
জ্ঞাতিরে [২]দেখায় রাজ ভয়।[২]
[৩]জ্ঞাতি যদি অতিরোসে[৩] গরুড়ের পাখা খসে
ইহার উচিত [৪]দিবে তায় ॥[৪] ৪
গরুড় [৫]বিহঙ্গম পতি[৫] তার পুত্র সম্পাতি
জ্ঞাতিরে লঙ্ঘিল অহঙ্কারে।

এতেক বচন যদি বলে অলঙ্কার।
বণিক সমাজে তার করে পুরস্কার। (ব)
পরীক্ষা করিতে যদি করিবেক শঙ্কা।
নহিলে ইহার দণ্ড এক লক্ষ তঙ্কা।
এতেক বচন যদি বলে অলঙ্কার।
বণিক সমাজে তার কৈল পুরস্কার। (দী)

† ৪৪ ছত্রের পর অতিরিক্ত
একাকিনী ভ্রমণে দূষণ নহে নারী।
আপন গাঠ্যের গরল খাইলে গে মরি। (ব)

১ রাজবলে তুমি মত্ত (দী)
রাজগর্বে হয়ে মত্ত (ব)
২ দেখাও রাজবল (দী, ব)
৩ জ্ঞেয়াতির অভিরোষে (দী)
জ্ঞাতি যদি অভিরোষে (ব)
৪ পাবে ফল (দী, ব) ৫ বিহঙ্গপতি (ব) বিহঙ্গজাতি (দী)

CENTRAL LIBRARY

উড়িয়া গগন তলে [৬]ভূমে যুজ্য[৬] মণ্ডলে
[৭]পাখ পুড়্যা হৈল ছারখারে।[৭] ৮
ধন লয় নৃপবর প্রাণ লয় জমঘর[৮]
জাতি লয় দেয় বন্ধু জন।
অভিমানে[৯] হৈয়া মানি [১০]কার কথা নাহি শুনি[১০]
সমরে পড়িল দুর্য্যোধন ॥ ১২
যারে নিন্দে দশজন[১১] হয় যদি রাজন[১২]
তথা চ মলিন তার যশে।
শুনি রজকের কথা পরীক্ষা লইয়া সীতা
পুনরপি দিলা বনবাসে ॥* ১৬
রাজপাত্র ধনপতি অন্য বেন্যা চষে ক্ষেতি[১৩]
সভাই রাজার পরিবার।
মেলিয়া সকল ভাই চাইব রাজার ঠাই
রাজা করে উচিত বিচার ॥ ২০

---

৬ ক্রোধে ভানু (ব) উঠে ভানু (দী)
৭ পাখা খসে তার রবিকরে। (ব)
তার পাখে পড়ে রবিকরে। (দী)
৮ দণ্ডধর (ব) ৯ রাজগর্বে (দী, ব)
১০ দেশের না বোল শুনি (ব)
দশের না বোল শুনি (দী)
১১ দশনর (দী, ব) ১২ নৃপবর (দী, ব)
* ১৬ ছত্রের পর, ১৭ হইতে ২৪ ছত্রের পরিবর্তে
কহিয়া এতেক তত্ত্ব বলে বাণ্যা শঙ্খদত্ত
চল সভে নিজ ঘরে যাই।
বুঝিয়া কার্যের গতি বলে সাধু লক্ষপতি
দিল গন্ধেশ্বরীর দোহাই।
গুণিরাজ মিশ্রসুত সঙ্গীতকলায় রত
বিচারিয়া অনেক পুরাণ।
দামিন্যা নগরবাসী সঙ্গীত অভিলাষী
শ্রীকবি কঙ্কণ রস গান। (ব)
১৩ অন্য বাণ্যা চষে ক্ষিতি (দী)

বণিক সভায় বসি লক্ষপতি প্রিয় ভাসি
সঙ্খদত্ত নাহি দেয় মন।
রচিয়া ত্রিপোদি ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্ধ
চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ ২৪

লহনাকে ভৎর্সনা

লোহনা[১]
কি কাজ করিলি আমা খেয়্যা।
কাননে তোমার পাকে খুল্লনা ছাগলি রাখে
প্রমাদ পড়িল আমা দিয়া ॥ ৪
তোর অনুমোতি লয়া করিনু দোয়জ বিয়া
দিব্য দিয়া কৈল সমর্পণ।
কপটে লিখিয়া পাঁতি মজাইলি মোর জাতি
যুগে যুগে[২] রহিল গঞ্জন ॥ ৮
জেই নারি ভাগ্যবতি ধনবান যার পতি[৩]
বিবাহ করেন দুইতিন।
এক নারি পুত্রবতি সভার উর্দ্ধ মর্তগতি[৪]
সতিনের পুত্র নহে ভিন্ন ॥ ১২
বিভা করে[৫] পুত্র হেতু স্বর্গ যায় ধর্ম সেতু
পরলোকে জল পিণ্ড দাতা[৬]।
সন্ত মোর পরলোক মরণ অধিক শোক[৭]
নরকে নাহিক পরিত্রাতা[৮]। ১৬

---

১ রামা (দী) ২ বংশে বংশে (ব)
৩ ধনবান যার পতি সেই জায়া ভাগ্যবতী (দী)
৪ এক বধূ পুত্রবতী সভার উত্তম গতি (দী) ৫ কৈল (দী)
৬ দান (দী)
৭ যার যত উপচার পুত্র বিনে অন্ধকার (ই)
আর যত উপচার পুত্র বিনু অন্ধকার (ব)
৮ পরিত্রাণ (দী)

CENTRAL LIBRARY

অপুত্র যাহার গারি তার ধনে রাজা ভারি[৯]
পরে লয়ে আওআস নিবাস।
[১০]পরলোক তার শূন্য লোকে নাহি বলে ধন্য
প্রথমেত তাহার উপহাস।[১০] ২০
কিয়ার জীবনে ফল আনি দেহ হলাহল
তেজিব বিফল জীবলোক।
জবে মরে ধনপতি দু সতিনে হবে প্রীতি
লোহনার দূর হবে শোক॥ ২৪
[১১]আত্মঘাতি করি ভালে কাতি দিতে চাহে গলে
নিশ্বাস জিনিয়া দাবানলে।[১১]
খুল্লনা আসিয়া কাছে পরীক্ষা লইতে যাচে[১২]
সকরুণে[১৩] সাধু কিছু বলে॥ ২৮

খুল্লনাকে সান্ত্বনা

তোরে বলি প্রিয়ে বসি থাক গৃহে
পরিক্ষে[১] নাহিক কাজে।
[২]ঠেকিলে পরীক্ষে[২] না দেখিবে চক্ষে
ভুবন ভরিবে লাজে॥ ৪
যদি থাকে দোষ নাহি মোর রোষ[৩]
তুমি লো[৪] অবলা জন।

---

৯ ঐরী (দী) বৈরী (ব)

১০ লোকে নাহি দেখে মুখ এই তো পরম শোক
প্রথম বাসরে উপবাস। (ব)

১১ সাধু করে আত্মঘাতি গলে দিতে যায় কাতি
নিশ্বাস ছাড়য়ে দাবানলে। (দী)

১২ ইচ্ছে (ব) ১৩ সবিনয়ে (দী)

১ পরীক্ষায় (দী) ২ পড়িলে পরীক্ষে (দী)

৩ নাহি অভিরোষ (দী) মোর নাহি রোষ (ব) ৪ তো বালা (দী)

CENTRAL LIBRARY

[৫]কি দুসিব তোরে ভ্রমিলে প্রান্তরে
আমি স্বামি অভাজন ॥[৫] ৮
শতেক বনিতা মধ্যে পতিব্রতা
ভাগ্যে পাই একজন।
নারীর চরিতে শুন্যাছি ভারতে
ইতিহাসে দেহ মন ॥ ১২
খরসেন সুতা নাম তার পৃথা[৬]
কন্যাকালে আনি ভানু।
বিদ্যা শিখি পূর্বে কর্ণ কৈল গর্ভে
কণ্ব হৈতে যার জন্ম ॥[৭] ১৬
পাণ্ডু নৃপবরে বিভা দিল তারে
শাপ দ্বিজ ঘন পতি।[৮]
তার শুন কর্ম [৯]আনে ইন্দ্র ধর্ম[৯]
জন্মাইয়া তাথে সন্তথি ॥[১০] ২০
দেব সুরপতি[১১] শুন তার গতি
হরিল গৌতম দারা।
পাপে সে যুবতি ছাড়ি নিশাপতি
গুরুপত্নি হরে তারা ॥[১২] ২৪
বিধির কি কথা হরিল দুহিতা
মোহিনি যার আস্কলি।

---

৫ ভ্রমি নিরন্তরে কি দোষিব তোরে
আমি সাধু অভাজন। (দী)
৬ পুরুষ ছিল যথা শুন তার কথা (দী)
৭ কর্ণ হৈতে হৈল জন্ম। (দী)
৮ সাঁপে দূরে গেল রতি। (দী) শাপে দুর গেল রতি। (ই, ব)
৯ ইন্দ্ররাজ ধর্ম (দী) ইন্দ্র বায়ু ধর্ম (ব)
১০ আনিয়া কৈল সন্ততি। (দী)
১১ ইন্দ্র সুরপতি (ব)
১২ স্ত্রী নবযুবতী পাশে নিশাপতি
গুরুজায়া হরে তারা। (ব)

CENTRAL LIBRARY

একা মীন কেতু ধর্ম নাশ হেতু
কি কব তার বাকুলি ॥* ২৮
দূর কর শঙ্কা দিব লক্ষ তঙ্কা
বান্ধবে করিব বস।
[১৩]আর যে বিপক্ষ তারে দিব লক্ষ
ধন রহে দিন দশ ॥[১৩] ৩২
[১৪]... ... ...[১৪]

খুল্লনার পরীক্ষাদানে আগ্রহ

খুল্লনা বলেন নাথ বোলি হে তোমারে।
আজি ধন দিলে দিবে বৎসরে বৎসরে ॥
নিজ ধন দিতে দিতে তুমি হবে বঙ্ক।
ভুবন ভরিয়া মোর রহিবে কলঙ্ক ॥ ৪
পরীক্ষা করিব প্রভু কর অবধান।[১]
নহিলে গরল ভখি তেজিব পরাণ ॥

---

* ২১—২৮ ছত্রের পরিবর্তে
দ্রুপদনন্দিনী তার শুন বাণী
পঞ্চজনে কৈল পতি।
গরুড়জপতি ভজে নিশাপতি
বুধ তাহার সন্ততি। (দী)
১৩ অবুধ সশঙ্ক থাকয়ে কলঙ্ক
ধন থাকে দিন দশ। (দী)
১৪ অতিরিক্ত
শুনি মধুমতি সাধুর ভারতী
হাসিয়া বলে খুল্লনা।
রচিয়া সুছন্দ গাইলা মুকুন্দ
সারদা করি ভাবনা। (দী)
১ পরীক্ষা লইতে যদি তুমি কর আন। (দী)
পরীক্ষা করিব প্রভু যদি কর আন। (ব)

CENTRAL LIBRARY

খুল্লনারে ধনপতি বুঝিয়া অপাপ।
রিদয়ে সন্তোষ বড় ঘুচে মনস্তাপ ॥[২] ৮
পুনরপি সদাগর করে নিমন্ত্রণ।
খুল্লনা রান্ধিবে সবে করিবে ভোজন ॥
[৩]বিপক্ষ বণিক সব হেঁট কৈল মাথা।
নীলাম্বর বলে সাধু শুন মোর কথা ॥[৩] ১২
দশমী দিবসে মোর গুরু প্রয়োজন।
কেমনে আমিস্য অন্ন করিব ভোজন ॥
গয়া গঙ্গা করিনু দেখিলু বৈদ্যনাথ।
দড়ায়্যাছি ভিন্ন গোত্রে নাহি খাব ভাত ॥ ১৬
পূর্বের কড়ক[৪] ছিল ধনপতি সনে।
পালটী করয়ে বেন্যা[৫] তথির কারণে ॥*
[৬]ইহা শুন্যা ধনপতি দিলেন উত্তর।
মোর বোলে নীলাম্বর অবধান কর ॥[৬] ২০
[৭]আমিস্য খাইতে তোরে[৭] নাহি বলি আমি।
ব্রাহ্মণে রান্ধিবে অন্ন করিবে দশমী ॥
দশমী করিয়া তুমি বসিবে সভায়।
তোমার প্রসাদে জেন যজ্ঞ সাঙ্গ হয় ॥ ২৪

---

২ দূর হৈল সব তার মনের সন্তাপ। (দী)
হৃদয় সন্তোষ বড় ঘুচিল সন্তাপ। (ব)

৩ বিপক্ষ বণিক তারে করেন আশ্বাস।
হেঁটমাথা করি বলে নীলাম্বর দাস ॥ (ব)

৪ ঝকড়া (দী)

৫ আলটী করিল বেণে (ব)
গাঙটি করিল বান্যা (দী)

* ইহার পর
বড়ই চতুর জয়পতির নন্দন।
ইঙ্গিতে বুঝিল কার্য্য বিপক্ষের মন ॥ (ব)

৬ বঙ্গবাসীতে নাই ৭ ভোজন করিতে তোমায় (ব)

CENTRAL LIBRARY

সনাতন চন্দ্র বলে শুন সদাগর।
মিছা উপরে বিফেল করন্তর (?) ॥

খুল্লনার পরীক্ষা

খুল্লনা পরীক্ষা দেক যদি হয় সতি।
তবে নিমন্ত্রণে সবে দিব অনুমতি ॥
নিরস্ত হইল শুনি বেন্যার নন্দন।
খুল্লনা লইয়া কিছু শুনিবে বচন ॥* ৪
গঙ্গাজলে স্নান করি রামা হৈলা শুচি।
পট্টবস্ত্র পরে [১]ইন্দু কুন্দ দাম রুচি ॥[১]
ফলমূল উপহার নৈবেদ্য উপায়লা।[২]
ঘট পাতি পূজে রামা[৩] সর্ব মঙ্গলা ॥ ৮
অবনী লোটায়া স্তুতি করে বারে বার।
অন্তরে জানিয়া চণ্ডি[৪] আল্যা পূজাগার ॥
নখইন্দু ভাসে দূর হৈল অন্ধকার।
কবরী মল্লিকা মালে ভ্রমর ঝঙ্কার ॥ ১২
চরণে পড়িল রামা মুখে নাহি বোল।
আশ্বাসিয়া চণ্ডী তারে ধরি দিল[৫] কোল ॥
খুল্লনারে অভয়ার বড় মায়া মোহ।
নেতের আঁচলে মোছে লোচনের লোহ ॥ ১৬

---

* ১ হইতে ৪ ছত্রের পরিবর্তে
খুল্লনার রিপু সিন্ধু করিতে মার্জ্জন।
এক ভাবে পুজে রামা চণ্ডীর চরণ ॥ (দী)

১ ইন্দুকুন্দকামরুচি (দী)

২ নানাবিধ ধূপ দীপ নৈবেদ্য পাজলা। (দী)
ধূপদীপ নানাবিধ নৈবেদ্য পাচলা (ই)

৩ করিয়া পুজেন ঘটে (দী) ৪ সাক্ষাৎ হইলা চণ্ডী (দী)

৪ মাতা (ই) ৫ আরোপিয়া হাথ শিরে চণ্ডী দিলা (দী)

CENTRAL LIBRARY

খুল্লনারে কহিল তবে নিজ নিবেদন।
ছল ধরি পরীক্ষা চাহেন বন্ধুজন ॥
কি বুদ্ধি করিব মাতা কহ নারায়ণি।
তোমার চরণ বিনে অন্য নাহি জানি ॥ ২০
পরীক্ষা লইতে দেবি দিলেন অনুমোতি।
কহিনু তোমারে আমি থাকিব সংহতি ॥*
খুল্লনা পরীক্ষা লয়ে দেবীর[৬] আদেশে।
অভয়া মঙ্গল কবি কঙ্কণে ভাসে ॥ ২৪

বণিক সভায় খুল্লনার পরীক্ষা প্রদান

সাধু ধনপতি দত্ত আনিয়া পণ্ডিত শত
সবারে বৈসায় দির্বাসনে[১]।
হয়্যা সবে এক বুদ্ধি বিচারে পরীক্ষা শুদ্ধি
[২]নিবেদয়ে ধর্মের চরণে ॥[২] ৪
সাধু জনার মর্ম বন্দনা করিয়া ধর্ম
মন্ত্র লিখে চল দল দলে।[৩]
আনিয়া পথিক দুই তারো মাথে পত্র থুই
ডুবাইল সরোবর জলে ॥ ৮
খুল্লনা পরীক্ষা লয় কোন বেন্যা কিছু কয়
উজানি করয়ে ধন্যি ধন্যি।

---

* ২২ ও ২৩ ছত্রের মধ্যে অতিরিক্ত
এমন বলিয়া চণ্ডী রহিল অম্বরে।
ধনপতি পরীক্ষা মানিল উচ্চস্বরে। (ই, দী)

৬ সাধুর (দী)

১ বরাসনে (দী) সিংহাসনে (ব)

২ ধর্ম্মপথে করি নিবেদনে (ব)

৩ লিখে পত্র অশ্বত্থের দলে। (দী)

CENTRAL LIBRARY

খুল্লনারে করি দয়া অষ্ট নাইকা লয়্যা
রথ ভরে রহিলা ভবানি ॥ ১২
দুই [৪]ক্রমে ডুবে[৪] উঠে বিপক্ষের বল[৫] টুটে
পরীক্ষাতে খুল্লনার জয়।
ফিরাইয়া সেই পাতে দিল খুল্লনার[৬] মাথে
পুনর্বার বুঝিল নিশ্চয় ॥ ১৬
সঙ্খদত্ত ভালে কয় জলের পরীক্ষা নয়
পথিক সহিত আছে জান।
তেজিয়া কপট বিধি পরীক্ষা লইবে যদি
[৭]পরীক্ষা লও রামা আন ॥[৭] ২০
সাধুর আদেশে মাল স্বর্ণ আনে জেন কাল
দুই চক্ষু করঞ্জা সমান।
থুইল নৌতন ঘটে গর্জ্জনে কলসি ফাটে
স্বর্ণ চালে চন্দ্র মোতিমান ॥ ২৪
কনক অঙ্গুরি তথি পেলে সাধু ধনপতি
ধর্ম্মসভা করে হাহাকার।
ভূতলে পাতিয়া জানু প্রণাম করিয়া ভানু
অঙ্গুরি তুলিল সপ্তবার ॥ ২৮
নীলাম্বর দাস হাসে[৮] রামদাঁ নিষ্ঠুর ভাসে
খুল্লনা গঞ্জিয়া কহে কথা।
[৯]এসব কপট ধন্দ সাপে দিলা মুখবন্ধ
সাপ জেন রহে মহিলতা ॥[৯] ৩২
আজ্ঞা দিল বুহি তাল দ্বিজে দেয় ঘৃতে জাল
ঘৃত হইল অনল সমান।

---

৪ জনে ক্রমে (দী) জলে ডুবে (ব) ৫ মন (ব) ৬ পথিকের (দী)
৭ সর্পঘট কর বিদ্যমান (দী) মাল ডাকিয়া এক আন (ব)
৮ মৌন সেনা দুর দেশে (ব) মেলি নীলাম্বর দাসে (ই, দী)
৯ সাপে দিলা মুখবন্ধ দুই চক্ষু হয় অন্ধ
সর্প যেন হয় মহীলতা (ব)

CENTRAL LIBRARY

আরোপে কাঞ্চন তথি ভয় নাহি করে সতি
তুলিল সভার বিদ্যমান ॥ ৩৬
কহিছে মাধব চন্দ্র নাহি ন্যায় নাহি ধন্দ
ধরিলে অনল[১০] হয়ে জল।
তঙ্কা দেহ এক লাখ ঘুচাহ সকল পাক
পরীক্ষাতে নাহি ফলাফল ॥ ৪০
আজ্ঞা দিলা বুহিতাল কামারে পাতিয়া সাল
সাবল তাতায় হুতাশনে।
প্রভাতের জেন রবি হইল সাবল ছবি
সাধুর সন্দেহ বড় মনে ॥ ৪৪
দ্বিজ মন্ত্র লিখি পাতে দিল খুল্লনার মাথে
করে দিল [১১]চল দলদল।[১১]
সাঁড়াসি ধরিয়া আনে খুল্লনার বিদ্যমানে
জবাফুল সদৃশ সাবল ॥ ৪৮
খুল্লনা সাবলে কয় শুন বহ্নি মহাশয়
থাক সর্ব জীবের অন্তরে।
[১২]যদি থাকে মোর পাপ উচিত করিবে বাপ
নহে শাম্য হবে মোর করে ॥[১২] ৫২
পাতে রামা দুই পাণি কামারে সাবল আনি
আরোপীলা তার পাণি পুটে।
করি রামা প্রণিপাত লঙ্ঘিয়া মণ্ডল সাত
পেলাইল চয়[১৩] তৃণ কুটে ॥ ৫৬

---

১০ বারিলে অনল (ই) অনল ভারিলে (ব)

১১ অশ্বথের দল (দী, ব)

১২ যদি বা স্বকৃত পাপ স্বরূপে কহিবে বাপ
সাক্ষী হবে মোর দুই করে ॥ (দী)
যদি বা স্বকৃত পাপ উচিত করহ দাপ
সৌম্য হও নহে মোর করে ॥ (ই)

১৩ ফেলাইল লয়্যা (দী) ফেলাইয়া দিল (ই)

CENTRAL LIBRARY

পুড়ে গেল তৃণ চয় ধনপতি তেজ ময়[১৪]
সঙ্খদত্ত কহে[১৫] কটু বাণি।
বলিবারে করি ভয়[১৬] সাবল পরীক্ষা নয়
ধারিলে[১৭] সাবল হয়ে পাণি॥ ৬০
রোষ যুক্ত ধনপতি পুনু দিল অনুমতি
কৈলা তুলা পরীক্ষা বিধানে।
খুল্লনা করিলা তুলা হারিলা বণিক গুলা
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভনে॥ ৬৪

জতুগৃহ নির্মাণ*

সকল বণিক বলে নহিল পরীক্ষা।
সবে ঘরে জাই চল কিসের অপেক্ষা॥
জৌএর পরীক্ষা যদি করয়ে খুল্লনা।
তবে সে সাধুর ঘরে ভুঞ্জি সর্ব জনা॥ ৪
[১]শুনি নিজোজিল সাধু শতেক কিঙ্করে।
কারিগর ফিরে তারা নগরে নগরে॥[১]
জত কারিগর ছিল উজানি নগরে।
জৌর গ্রহ নাম শুনি[২] হেঁট মাথা করে॥ ৮
বান্ধিল বাঁশের আগে পাটের পাছড়া।
গড়াইল[৩] শতপল সুবর্ণ চাঙ্গড়া॥
বিষাণ দুন্দুভি বাদ্য বাজয়ে বাজনা।
কোটাল সাধুর বোলে দিলেন ঘোসনা॥ ১২

---

১৪ তেজে ভয় (দী) ১৫ বলে (ব)
১৬ বলিবারে কিবা ভয় (ব) শঙ্খদত্ত কটু কয় (দী) ১৭ ভারিলে (দী) বারিলে (ই)
* পূর্বের অধ্যায় এবং বর্তমান অধ্যায়ের মধ্যে একটি অতিরিক্ত অধ্যায় কয়েকটি পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রিত গ্রন্থে দেখা যায়।
১ নিয়োজিল ধনপতি যতেক কিঙ্করে।
কারিকর চায়্যা তারা আটদিগে ফিরে॥ (দী)
২ জৌগৃহের নামে তারা (ব) ৩ ফিরাইল (দী, ব)

CENTRAL LIBRARY

হেনকালে জান চণ্ডি গগন বিমানে।
দেখিয়া চণ্ডিকা যুক্তি কৈল পদ্মাসনে ॥
বিশ্বকর্মে ভগবতি করিলা ধেয়ান।
স্মৃতি মাত্র বিশ্বকর্মা আইলা সন্নিধান ॥ ১৬
তার পুত্র দারু ব্রহ্মা আইলা সংহতি।
হাথে পান দিয়া চণ্ডি দিলেন আরতি ॥
সংহতি করিয়া দিহ বীর হনুমান।
ভুবিতে জোএর ঘর করিগা নির্মাণ ॥ ২০
চণ্ডির চরণে বিসাই করিল প্রণতি।
অবিলম্বে হইলা সবে মানুষ মূরতি ॥
নরাকৃতি তিনজন হৈয়া অতিবুড়া।
আসিয়া ধরিলা তারা স্বর্ণ চাঙ্গড়া ॥ ২৪
কোটাল সাধুর কাছে তাহারে আনিল।
জোর ঘর গড়িবারে সাধু আদেশিল ॥
ডাকিল আনিয়া জত নগরিয়া লড়ি।
সাতানই বন্ধেতে বিসাই পেলে দড়ি ॥ ২৮
সাতহাত খাদ কৈলা দেখিতে সুন্দর।
জোএর দেয়াল দিল অতি মনোহর ॥
জোআড়া পেল্যা দিল জোর খেচনি।
জোএর কপাট দিল জোএর বান্ধনি ॥ ৩২
করিল জোএর ঘর কি কব কাহিনী।
যোল পাট দিয়া কৈল তাহার ছাওনি ॥
জোর ঘর সাঙ্গ করি হইলা বিদায়।
উপনীত বিশ্বকর্মা দেবতা সভায় ॥ ৩৬
নীলাম্বর দাস বলে হইল জোর ঘর।
সতী হইলে বাঁচিবেক ইহার ভিতর ॥
খুল্লনা শুনিয়া জোর ঘরের বারতা।
একভাবে স্তবে রামা হেমন্ত দুহিতা ॥ ৪০
অভয়ার চরণে ইত্যাদি ॥

CENTRAL LIBRARY

খুল্লনার চণ্ডিকাস্তোত্র

নম নম নম বাণি[১] প্রণমোহ নারায়ণি
অধিষ্ঠান হও পূজা ঘটে।
বিপদে সৌরে দাসি[২] নাশিয়া বিপদ রাশি
প্রাণ রাখ বিষম সঙ্কটে ॥ ৪
মুনি হরণের হেতু পাতালে প্রবেশা নিতু
নিরুদ্দি হইলা যদুপতি।
দৈবকি রুক্মিণী মিলি দিয়া জয় হুলাহুলি
তোমারে করিল বহু স্তুতি ॥ ৮
তুমি দিলে বরদান জই হৈলা ভগবান
সমরে জিনিলে জাম্বুবানে।
জাম্বুবতী করি বিয়া আন্যা সিমন্ত কলিয়া
শ্রীহরি দ্বারকা মহাস্থানে ॥ ১২
খুল্লনার স্তুতি শুনি [৩]উরিলেন নারায়ণি[৩]।
কৃপা করি শিরে দিলে হাথ।
[৪]লোচনে গলয়ে বারি[৪] করিলা খুল্লনা নারী
অবনী[৫] লোট্যায়া প্রণিপাত ॥ ১৬
খুল্লনা পাইয়্যা[৬] ভয় জৌর গ্রহ[৭] কথা কয়
আশ্বাস করিলা হৈমবতী[৮]।
[৯]শ্রীকবি কঙ্কণ গায় খুল্লনা ধরিয়া পায়
বহুবিধি করে নানা স্তুতি ॥[৯]* ২০

---

১ সম্পুট করিয়া পাণি (দী) ২ স্মরণ করয়ে দাসী (দী)
৩ আল্যা তথা নারায়ণী (দী) ৪ লোচনে প্রমোদ বারি (দী)
৫ ধরণী (দী) ৬ চিন্তিয়া (দী) ৭ জৌগৃহ (দী)
৮ ভগবতী (দী)
৯ চণ্ডীর চরণ সেবি গাইল মুকুন্দ কবি
প্রকাশিলা ব্রাহ্মণ ভূপতি। (দী)

* বঙ্গবাসীতে 'খুল্লনার চণ্ডিকা-স্তোত্র' শীর্ষক একটি অধ্যায় এবং উহার একটি পাঠান্তর আছে। বর্তমান অধ্যায়ের পাঠের সহিত ওই দুই অধ্যায়ের অনেক পার্থক্য।

CENTRAL LIBRARY

চণ্ডীর আশ্বাসদান

দুর্গা দুর্গা পরা তুমি দক্ষের দুহিতা।
দনুজ দলনী দয়াবতী বেদমাতা॥
বিপদ নাশিনি তোমা গায় হরিবংশে।
করিলে কৃষ্ণের কার্য ভাণ্ডাইয়া কংসে॥ ৪
রাবণের বধ হেতু মেলিয়া দেবতা।
অকালে বোধন করি পূজিলে বিধাতা॥
ষোল উপচারে গো পূজিল রঘুনাথ।
তবে রাবণের হৈল্য সমরে নিপাত॥ ৮
এতেক স্তবন যদি করিল খুল্লনী।
আশ্বাস করিয়া তারে জিজ্ঞাসে ভবানী॥
জৌড়র[১] দেখি মাতা লাগে ডর।
কেমনে তরিব আমি ইহার ভিতর॥ ১২
তিল আধি আগুনে মজিল লঙ্কা দেশ।
কেমনে জৌয়্যের ঘরে করিব প্রবেশ॥
শুনি খুল্লনারে দেবি করিলা কল্যাণ।
আশ্বাসিয়া তাহারে অভয় দিলা দান॥ ১৬
ধনঞ্জয়ে ভগবতী করিলা সঁউরণ।
স্মৃতিমাত্রে অগ্নি আসি দিলা দরশন॥[২]
দাণ্ডাইয়া নিবেদয়ে করিয়া অঞ্জলি।
কি কার্য করিব আজ্ঞা কর ভদ্রকালী॥ ২০
চণ্ডিকা বলেন অগ্নি বলি হে তোমারে।
মোর দাসী পরীক্ষা করিব জোউ ঘরে॥
হাথে হাথে খুল্লনারে করিলা সমর্পণ।
করিবে ইহার ভয় আপনি মোচন॥ ২৪
এমন শুনিয়া অগ্নি চণ্ডীর বচন।
দুই হাত জোড় করি করে নিবেদন॥

---

১ জৌঘর (দী) ২ স্মরণ করিতে তথা আইলা হুতাশন। (ব)

CENTRAL LIBRARY

সতী দেহে হই আমি তুষার শীতল ।[৩]
বিশেষে তোমার দাসী পরম মঙ্গল ॥ ২৮
ইহা বলি জ্বলে বহ্নি দেবীর সাক্ষাৎ ।[৪]
খুল্লনা প্রত্যয় হেতু তথি দিল হাত ॥
খুল্লনার হাতে বহ্নি তুষার শীতলে ।
কি আর কহিব সঙ্ঘ জোউ নাহি গলে ॥ ৩২
খুল্লনা আরোপী গলে তুলসীর মালা ।
উপনীত হইল গিয়া জথা জোউশালা ॥
উভরায়ে কান্দয়ে খুল্লনার বাপ মা ।
অবনী লোটায়া ঘন বুকে মারে ঘা ॥[৫] ৩৬
রম্ভা বলে ঝিয়ে কেন পুড়িবে আপনি ।[৬]
থাকিবে আমার ঘরে হইয়া গৃহিণী ।
খুল্লনা বলেন যদি ডরাব আনলে ।
অভাগীর কলঙ্ক বহিব দুকুলে ॥ ৪০
এত বলি গেলা জোউ ঘরের নিকটে ।
স্তুতি করি অগ্নিরে করিয়া করপুটে ॥
যদি পাপ থাকে অগ্নি আমার অন্তরে ।
তিলমাত্র ভস্মরাশি করিবে আমারে ॥ ৪৪
যদি সতী হই আমি বুঝিবে আগুনি ।
শাম্য হয়্যা মোর অঙ্গে থাকিবে আপনি ॥
বণিক সমাজে তারে দিলা অনুমতি ।
জোউগ্রহে প্রবেশ করিলা রূপবতী ॥[*] ৪৮

---

৩ সতীরে দেখিয়ে আমি চন্দন শীতল । (ব)

৪ ইহা বলি ইন্ধন জ্বলেন স্বাহানাথ । (ব)

৫ ঝি ঝি বলিয়া রম্ভা কান্দে উচ্চ রা ॥ (ব)

৬ মা বলে মোর ঝিয়ে না যাবে আগুনি । (ব)

* ভিন্ন ভিন্ন পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রিত গ্রন্থে এই অধ্যায়ের ছত্রসংখ্যার পার্থক্য দেখা যায় । এতদ্ব্যতীত ছত্রগুলির বিন্যাসও সর্বত্র একরূপ নহে ।

CENTRAL LIBRARY

খুল্লনার জতুগৃহে প্রবেশ

খুল্লনা চণ্ডীর পদ[১] করিয়া ভাবনা।
সম্মুখ দুয়ারে অগ্নি ভিজায়[২] খুল্লনা ॥
সতি দেহ দেখি ভয় মানিয়া আনল।
হইল তাহার অঙ্গে তুষার শীতল ॥ ৪
জোউগ্রহে বাড়ে অগ্নি যুড়ি লয় আসা।[৩]
পথিক চলিতে নারে পথে লাগে দিসা ॥
প্রজ্বলিত হৈল অগ্নি চারি ··· গলে।
চৌদিগে গলিয়া জউ ধায় মহীতলে ॥ ৮
জোউ গৃহে বাড়ে অগ্নি পর্বতসমান।
প্রলয় [৪]ভাবিয়া সিন্ধা[৪] ছাড়িল ধেয়ান ॥
প্রথম গগন তলে উঠি লাগে ধুঙা।[৫]
খেচর চারণ জত হইল উর্দ্ধ মুঙা ॥[৬] ১২
উত্তর পবনে বহ্নি ডাকে হন হন।
অম্বুদ করয়ে যেন[৭] আসাড়ে গর্জন ॥
খুল্লনার পরীক্ষা দেখিতে দেবগণ।[৮]
বিমানে চাপীয়া সবে করিলা গমন ॥[৯] ১৬
পূর্বে সিত্যার কর্ম স্থনিলো শ্রবণে।
খুল্লনার এই কর্ম দেখিল নয়নে ॥
শুনিয়া দুর্জয় শব্দ অগ্নির গর্জন।
নিজ পতি রাখি রড়ে পালায় বাহন ॥ ২০

---

১ চণ্ডীর চরণ পদ্ম (দী, ব, ই) ২ দিলেন (দী, ব)
৩ ক্রমে ক্রমে বাড়ে বহ্নি জুড়্যা লয় আশা। (ব)
ক্রমে ক্রমে যুড়ি বহ্নি উঠি লয় আশা। (গ)
৪ গণিয়া সিন্ধ (ব) ৫ প্রথমে ত গগনে উঠিয়া লাগে ধুঙা। (ব)
৬ দারুক খেচর তারা হৈল উভমুঙা। (ব)
৭ অগ্নি দম্ভোল (ব)
দম্ভে মেঘ ঢাকে (দী)
৮ মরতে পরীক্ষা শুনি যত দেবগণ। (দী, ব)
৯ আইল যতেক দেব যার যা বাহন। (দী, ব)

CENTRAL LIBRARY

পালায় সূর্যের ঘোড়া নাহি বহে রথ।
শচীপতি এড়িয়া পালায় ঐরাবত ॥
[১০]গোবিন্দ এড়িয়া রড়ে পালায় গরুড়।
বৃষভ পালায় এড়ি দেব চন্দ্রচূড় ॥[১০] ২৪
ব্রহ্মার বাহন হংস চক্রাবার্তা ফিরে।
ত্রাসে পালাইয়া গেল সমুদ্রের তীরে ॥
বিষম জৌয়ের অগ্নি বিপরীত জলে।
খুল্লনা বসিয়া আছে অভয়ার কোলে ॥ ২৮
নিধুম হইল অগ্নি টুট্য আইল শিখি।
খুল্লনারে নাহি দেখি সাধু হইল দুখি ॥
ধনপতি দত্ত কুণ্ডে পড়িবারে জায়।
বন্ধু জন মেলি তারে ধরিয়া রহায় ॥ ৩২

সাধুর বিলাপ

কান্দে ধনপতি করিয়া আত্মঘাতি
লোটায়্যা ধরণীতলে।
মেলি বন্ধুদাসে বান্ধে ভুজপাশে
পড়িতে না দেয় আনলে ॥ ৪
[১]গড়্যাতে পঞ্জর গউড় নগর
গেলাম আপনা খেয়্যা।
সতিনী বাঘিনী রাখিল হরিণি
না বিচার বিমুড়াইয়া ॥[১] ৮

---

১০ বৃষভ ছুটিল বেগে নিয়া শশিচূড়।
ফেলায়্যা কমলাপতি চলিল গরুড় ॥ (দী, ব)

১ আনিতে পিঞ্জর গৌড় নগর
গেলাম আপন খায়্যা।
সহিত বাঘিনী খুইল হরিণী
উত্তর না বিচারিয়া ॥ (দী)

CENTRAL LIBRARY

তোমা সউরিয়া পোড়ে মোর হিয়া
আস্ত প্রিয়ে একবার।
তোমা বিনে মোর ঘর হইল ঘোর
জীবন ধরি অসার ॥ ১২
তুমি গেলে জথা আমি যাব তথা
মোরে প্রিয়ে কর সঙ্গে।
[২]কুঞ্জসার বিনে[২] একাকিনী বনে
শোভা নাহি পায় কুরঙ্গে ॥* ১৬
বন্ধুজন কান্দে কেশ নাহি বান্ধে
কান্দে সাধু লক্ষপতি।
কপট প্রবন্ধে লোহনা সে কান্দে
প্রবোধে লীলা যুবতি ॥ ২০
রাজা রঘুনাথ গুণে অবদাত
রসিক মাঝে সুজান।
তার সভাসদ রচি চারুপদ
শ্রীকবিকঙ্কণ গান ॥ ২৪

খুল্লনার পরীক্ষায় বণিকগণের শঙ্কা

[১]করুণা করিয়া কান্দে সাধু ধনপতি।
বুকে করাঘাত হানে করে আর্তাঘাতি ॥[১]

---

২ কৃষ্ণসার বিনে (দী, ব)

* ১৬ ও ১৭ ছত্রের মধ্যে অতিরিক্ত—
আমি অভাজন না কৈলুঁ পালন
রাখিলে ছাগল বনে।
না করি অপেক্ষা বিষম পরীক্ষা
দিলাম তরুণী জনে। (ব)

১ বঙ্গবাসীতে নাই

CENTRAL LIBRARY

অগ্নি হৈতে উঠ প্রিয়ে খুল্লনা সুন্দরি।
তোমার বিহনে প্রাণ ধরিতে না পারি ॥[২] ৪
ভালই আছিনু আমি গৌড় নগরে।
হেন বুঝি দেশে আইনু তোমা পোড়াবারে ॥
কেমনে পুড়িল শঙ্খ শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
কেমনে পুড়িল অঙ্গ পাটের বসন ॥ ৮
নহলি যৌবন পুড়্যা হল ছারখার।
তোমা হেন সুন্দরি চক্ষে[৩] না দেখিব আর ॥
নিধুম হইয়া জোঁউ ধিকি ধিকি জ্বলে।[৪]
খুল্লনা বসিয়া আছে অভয়ার কোলে ॥ ১২
কপট করিয়া কান্দে লোহনা বেন্যানি।
প্রবোধ করয়ে তারে লীলা ঠাকুরাণি ॥
খুল্লনা বুহিনি মোর বড় মায়া মোহ।
কপটে কান্দয়ে চক্ষে নাহি পড়ে লোহ ॥ ১৬
লক্ষপতি সাধু কান্দে লোটাইয়া ধূলি।
ভালে করাঘাত করে নাহি বান্ধে চুলি ॥
যত বন্ধু জন সব করে হাহাকার।
ছলে লুকাইল শঙ্খ দত্ত অলঙ্কার ॥ ২০
নীলাম্বর দাস আগে কহে কটুকথা।
অন্তরে মানিয়া লজ্জা হেঁট কৈলা মাথা ॥
ভাসে ধনপতি দত্ত লোচনের জলে।
বন্ধুজন আসিয়া প্রবোধ বাক্য বলে ॥ ২৪

---

২ চতুর্থ ও পঞ্চম ছত্রের মধ্যে অতিরিক্ত—

৩ রামা (ই, ব)

অবনী লোট্যায়া কান্দে সাধু ধনপতি।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ শোকাকুল মতি ॥ (ব)

৪ নিধুম হইল অগ্নি দীপ্ত হয়্যা জ্বলে। (ব)
নির্ব্বাণ হইল অগ্নি রক্ত যেন জ্বলে। (দী)

CENTRAL LIBRARY

[৫]জোঁউ ঘর পুড়্যা গেল নিভাইলা শিখি।
ধেয়ানে বসিয়াছিল বাঁকা চন্দ্রমুখি ॥[৫]
বাহির হইল রামা জয় জয় দিয়া।
মস্তক কুন্তলে জল পড়্যায়ছে গড়িয়া ॥ ২৮
খুল্লনার পরীক্ষা দেখিয়া দেবগণ।
সবে মেলি কৈল তারে পুষ্প বরিষণ ॥
খুল্লনা দাণ্ডাইল আসি সভা বিদ্যমানে।
জত বেন্যা অরি ছিল পড়িল চরণে ॥ ৩২
বিপক্ষে বণিক বলে নাহি দিহ শাপ।
অপরাধ [৬]আমরা করিনু বহুপাপ ॥[৬]
[৭]সঙ্খদত্ত আসি[৭] বলে সকরুণ বাণি।
খুল্লনা মনুষ্য নহে ইহা আমি জানি ॥ ৩৬
নীলাম্বর দাস বলে আমি তোর ভাই।
অন্ন খেয়্যা জাই গো বার্ত্তন নাহি চাই ॥
অঞ্জলি করিয়া সবে নিলা নিমন্ত্রণ।
খুল্লনা রান্ধিবে অন্ন করিব ভোজন ॥* ৪০
রন্ধন করিতে হইল খুল্লনার তরা।
ঘটে পুরি রাখে কত কুড়িয়া পাথরা ॥
ঘৃতে জর জর রান্ধে নালিতার শাক।
কটু তৈলে ভাজি করিল দড় পাক ॥ ৪৪

---

৫ জোঁঘর পুড়ে গেল লুকাইল শিখি।
ধ্যানেতে আছিল তথা পূর্ণচন্দ্রমুখি ॥ (ব)

৬ করিলাম মোরা মহাপাপ। (ব)
বোল বৈল শঙ্খদত্ত পাপ। (দী)

৭ রামদাঁ আসিয়া (দী, ব)

* ৪০ ছত্রের পর—অতিরিক্ত
কাহারে কহিব তত্ত্ব কেবা ইহা জানে।
অভয়া মঙ্গল কবি শ্রীমুকুন্দ ভণে ॥ (দী)
কাহারে কহিব ইহা তত্ত্ব কেবা জানে।
অম্বিকামঙ্গল কবিকঙ্কণে ভণে ॥ (ব)

CENTRAL LIBRARY

মুগ সুপ রান্ধে রামা মিশ্রিত মুসুরি।
পোনে পোনে ভাজে কত সেরুল সফরি॥
কটু তৈলে ভাজে কত চিথলের কোল।
রুহিত কুমড়া বড়ি আলু দিয়া ঝোল॥ ৪৮
কথোক গুলা তোলে রামা চিঙ্গুড়ির বড়া।
কচি কচি কত কত ভাজিল কুমড়া॥
পায়স পিষ্টক রান্ধে অমৃতের কণা।
মুহূর্তেকে দেবীর বরে রান্ধিল খুল্লনা॥ ৫২
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন করিল রন্ধন।
সব বন্ধু জন মেলি করিলা ভোজন॥
প্রথমে সুক্তার ঝোল ঘণ্ট দিল শাক।
প্রশংসা করয়ে সবে রন্ধনের পাক॥ ৫৬
কনকের বাটীতে লোহনা দেয় ঘি।
হাসিয়া পরশে রামা বণিকের ঝি॥
ভোজন সমাধি সবে কৈল আচমোন।
কর্পূর তাম্বুলে কৈল মুখের শোধন॥ ৬০
নানা ধন দিয়া সাধু করিলা বিদায়।
আপনার মান পায়্যা সবে ঘরে জায়॥
চান্দ সদাগরে দিল সুজান কুঞ্জর।
ধুমদত্তে দিলা অষ্ট ঘোড়া মনোহর॥ ৬৪
নীলাম্বর দাসে দিল ঝারি কণ্ঠ মালা।
চন্দ্র মতি মানে দিল পামরি আঁচলা॥
সঙ্খদত্ত পাল্য তথা চন্দন চৌখুরি।
নানা···পেয়া অলঙ্কারে গেলা পুরি॥ ৬৮
এই মতে বেন্যাগণ পায় নানা ধন।
জার জেই স্থানে সবে করিলা গমন॥
দিন কতক সদাগর থাকি গৃহ মাঝে।
নানা ভেট নিয়া জান রাজার সমাঝে॥ ৭২

ধনপতির রাজসম্ভাষণ

[১]রাজভেট নিল সাধু কলা মর্তমান।
দোখণ্ডি সরস গুঞা বিড়া বান্ধা পান॥
কান্দি বান্ধি লইল বাড়ন নারিকেল।
ঘড়া ভরি চিনি নিল নাড়ু গঙ্গাজল॥ ৪
গাছ বান্ধি নিল ভেট ঘৃত দশ ঘড়া।
থান দশ থান নিল নৌতন খাসা গড়া॥[১]
কিঙ্করে করিয়া দিল দোলার সাজন।
[২]নানা দ্রব্য ভেট নিয়া[২] করিল গমন॥ ৮
[৩]আগে লয়্যা জান পাইক শত জন।
রাজার সভাতে গীয়া দিলা দরশন॥[৩]
ভেট দিয়া নৃপবরে করিল প্রণতি।
হেনকালে পুরাণ শুনেন নরপতি॥ ১২
পাঠকে পুরাণ পড়ে জ্যৈষ্ঠের মহিমা।
জ্যৈষ্ঠেতে চন্দন দান সুকৃতির সীমা॥
মহা যোগ যুগ জেষ্ঠ আর পৌর্ণমাসি।
ইহাতে পূজিলে হরি হয় স্বর্গবাসি॥ ১৬
জে জন চন্দন দিয়া করে শিব পূজা।
সপ্ত দ্বীপ পৃথিবীর সেই হয় রাজা॥
চামর ঢুলায় জেবা হরি সন্নিধানে।
স্বর্গ লোকে জায় সেই চড়িয়া বিমানে॥ ২০

---

১ এই কয় পংক্তির পরিবর্তে আছে
বিদায় করিল যত জ্ঞাতি বন্ধু গণে।
পশ্চাতে চলিল সাধু রাজসম্ভাষণে॥
দোখণ্ড সরস গুয়া বিড়া বান্ধা পান।
ভার দুই দধি চিনি চাঁপা মর্ত্তমান॥ (ব)

২ শীঘ্র গতি সদাগর (ব).

৩ বঙ্গবাসীতে নাই

BENGALI MANUSCRIPT LIBRARY UNIVERSITY OF CALCUTTA

CENTRAL LIBRARY

[৪]অধ্যয়ন সমাধান দ্বিজে বান্ধে পুঁথি।
ভাণ্ডারে চন্দন আনো বলে নরপতি ॥[৪]
[৫]আসিয়া ভাণ্ডারি নৃপে করে নিবেদন।
অম্বিকামঙ্গলে গান শ্রীকবি কঙ্কণ ॥[৫] ২৪

রাজসমীপে ভাণ্ডারীর উক্তি

অবধান করি রায় নিবেদি তোমার পায়
চন্দন নাহিক একতোলা।
জত সাধু ছিল রিসি[১] ইবে তারা হৈল বাসী[২]
সম্পদে মাতিয়া হৈল ভোলা ॥ ৪
ভাণ্ডারে নাহিক নীলা রসাল[৩] বণিক[৪] সিলা
মাণিক বিদ্রুমো মতিপলা।
জতেক চামর ছিল সব পুরাতন হৈল
উড়ে জেন শিমূলের তুলা ॥ ৮
গজসালে গজ মরে হাথ্যারা[৫] হুতাশ করে
লবঙ্গ নাহিক জায়ফলে।
সৈন্ধব বিহনে ঘোড়া সোসে মরে জোড়া জোড়া[৬]
সঙ্খ নাহি বাজে পূজাকালে ॥ ১২

---

৪ শঙ্খ চন্দনের তরে ভাণ্ডারী ডাকিয়া।
আরতি দিলেন রাজা হাথে পান দিয়া ॥ (ব)

৫ বাকল চন্দন দিল ভাণ্ডার ভিতরে।
ভাণ্ডারী আনিয়া দিল রাজার গোচরে ॥
চন্দন দেখিয়া রাজা সক্রোধ হৃদয়।
অভয়ামঙ্গল কবি কঙ্কণেতে গায় ॥ (ব)

১ ঋণী (দী, ব) ২ ধনী (ব) ৩ রসান (ই)
৪ নিকর (ব) ৫ হাত্যারা (ব), মাহুত (ই)
৬ পাল পালে হৈল খোঁড়া (ব)
শালে মরে জোড়া জোড়া (দী)

CENTRAL LIBRARY

চামর চন্দন ভোট সকল্বাত গজ ঘোট[৭]
এক দ্রব্য[৮] নাহিক ভাণ্ডারে।
সঙ্ঘ পরিবার তবে রামাগণ সাধ করে
পিত্তল ভুসন মাত্র করে ॥ ১৬
হিঙ্গা হিঙ্গুল নাহি দ্রাক্ষা ঘরসার গজ ভক্ষ্যা
কুমকুম কস্তুরি নাহি চুয়া।
দেখি সাধু হৈল বিধু জায়া সেবে দেখি সাধু
দেখিতে দুর্ল্লভ হৈল গুয়া ॥ ২০
বিংশতি বৎসর হৈল রঘুপতি দত্ত মৈল
ডিঙ্গা ভরি আসিত চন্দন।
আর জত সদাগর তিলেক না ছাড়ে ঘর
না পাই চন্দন অন্যাসন ॥ ২৪
ভাণ্ডারির কথা শুনি নৃপতি বলেন বাণি
ধনপতি দত্ত লেহ পান।
সাতডিঙ্গা লেহ সাথে চলহ সিংহলপথে
শ্রীকবি কঙ্কণ রসগান ॥[৯] ২৮

রাজসমীপে ধনপতির বিনয়

রাজারে করিয়া নতি বলে বেন্যা ধনপতি
এবার পাঠাও অন্যজনে।
জুড়িয়া উভয় পাণি বলে সবিনয় বাণি
নৃপতি বিনয় নাহি শুনে ॥ ৪

---

৭ চামরী চামর ভোট সগল্লাদ গজ ঘোট (ব) ৮ একখানি (ব)

৯ এই পংক্তিগুলির পরিবর্তে আছে
আমার বচন শুন ধনপতি দত্তে আন
পাট নেত দেহ তারে পান।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ
শ্রীকবি কঙ্কণ রস গান। (ব)

CENTRAL LIBRARY

নিজ বনিতার কাজ কহিতে বাসিয়া লাজ
লোকমুখে শুনিবে সকল।
হিংসাতে আরোপী মন শূন্য দেখি নিকেতন
সতিনেরে রাখাল্য ছাগল ॥ ৮
রিদয়ে পাইয়া পীড়া নাহি সাধু লয়ে বিড়া
কোপে রাজা লোহিত লোচন।
বুঝিয়া রাজার[১] গতি বিড়া নিলা ধনপতি
অঞ্জলি করিয়া সাথে পান ॥ ১২

খুল্লনার চিন্তা

[১]গায়ে হইতে উতারিয়া দিল খাসা জোড়া।
চড়িবারে দিল মনোজব নামে ঘোড়া ॥
আশ্বাসিয়া প্রিয়বাক্য বলে নৃপবর।
কবচ প্রসাদে ছিল আরন (?) জমধর ॥ ৪
লক্ষ তঙ্কা দিল সঙ্খ চন্দনের তরে।
রাজপাত্র বিদায় করিলা সদাগরে ॥[১]
ভূপতির[২] চরণে সাধু করিলা প্রণাম।
তরা করি আল্য সাধু আপন নিজধাম ॥ ৮
চিন্তাতে চিন্তিত সাধু সজল নয়ান।
ঝারি হাথে খুল্লনা আইল সন্নিধান[৩] ॥
সাধুর মলিন মুখ সরোরুহ দেখি।
রাজা ঘরের বারতা জিজ্ঞাসে শশিমুখি ॥ ১২
বিরস বদনে সাধু কহিলা সকল।
আরতি হইল প্রিয়ে জাইতে সিংহল ॥

---

১ কার্য্যের (দী)
১ বঙ্গবাসীতে এই কয় পংক্তি নাই ২ নৃপের (ব)
৩ ততক্ষণ (ব)

CENTRAL LIBRARY

এত বাক্য যদি হৈল সদাগর তুণ্ডে।
ভাঙ্গিয়া ভূধর[৪] পড়ে খুল্লনার মুণ্ডে॥
চিন্তাতে চিন্তিত রামা মলিন বদন।[৫]
[৬]হিত উপদেশ কিছু করি নিবেদন॥[৬]

সদাগর প্রতি খুল্লনার বিনয়

প্রাণনাথ
সিংহলে গমনে নাহি সাদ।
ঘরে চন্দন শঙ্খ দিয়া হয় নিরাতঙ্ক
রাজস্থানে পাইবে প্রসাদ॥ ৪
ভাণ্ডারে আছয়ে লীলা রসাল নিকর সিলা
মাণিক বিক্রম মরকতে।
জত আছে নিজ ঘরে দেহ নিয়া নৃপবরে
সুখে বসি থাকহ গৃহেতে॥[১] ৮
সমর্পিয়া মোর তরে গেলে গোউড় নগরে
তথা গোঙাইলে এক সমা।
সতা জত দিল দুখ কহিতে বিদরে বুক
আমার দুখের নাহি সীমা॥ ১২
খুল্লনা যতেক কয় শুনি সাধু ভাবে ভয়
সখী মুখে শুনিল লহনা।
মুখেতে কপট ভাস রিদয়েতে উল্লাস
প্রেমে আনন্দিত হৈলা মনা॥ ১৬
কপটে লোচনে জল মনে বড় কুতুহল
বৈসে রামা নিজ পতি পাশে।
কেমন দারুণ[২] বেলা রাজ সন্তাসনে গেলা
চিরদিন গেল পরবাসে॥ ২০

---

৪ আকাশ ভাঙ্গিয়া (ব) ৫ করে নিবেদন (ব)
৬ অভয়া মঙ্গল গান শ্রীকবি কঙ্কণ (ব)
১ থাক নিজ জায়া সাথে (ব) ২ এ হেন অশুভ (ব)

CENTRAL LIBRARY

শাপ দিয়া গ্রহ ওঝা গেলেন নিলয়ে।
ধনপতি জাত্রা কৈল গোধূলি সময়ে ॥ ৩৬
পূর্বে হইতে ডিঙ্গা আছে ভ্রমরার জলে।
ডুবারু আসিয়া তাহা সব তোলে কূলে ॥
নামিল ডুবারু তার শুনহ উত্তর।
এক ডুবে জাত্যা পারে জোজন সাগর ॥ ৪০
তবে আর ডিঙ্গা তোলে নামে চন্দ্রচূড়।
আসি গজ পানি ভাঙ্গে জায় বহু দূর ॥
আর ডিঙ্গা তুলিলেন নামে চন্দ্রকলা।
মধ্য খানে কাঞ্চনে রচিত নাটশালা ॥ ৪৪
আর ডিঙ্গা তুলে জার নাম গুয়ারেখি।
দুপরের পথে জার মালুমকাঠ দেখি ॥
আর ডিঙ্গা তুলিলেন নাম সুয়ামুটী।
তাহে চাল ভরা বাহি বাহান্ন পোউটী ॥ ৪৮
আর ডিঙ্গা তুলিলেন নামে চন্দ্রপালি।
জাহাতে নাচিয়া বোলে গাবর বাঙ্গালি ॥
মোমধুনা দিয়া সাধু লেপে সর্ব নায়।
ত্বরিত গমনে ডিঙ্গা সাজন করায় ॥ ৫২
অভয়ার চরণে মজুক নিজোচিত।
শ্রীকবি কঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥
রবিবারের দিবা পালা সাঙ্গ ॥

নিশারম্ভ—মালঝাঁপ।

ধনপতির বিনিময় দ্রব্য সংগ্রহ

বদলাশে নানা ধন নায়ে দিয়া ভরা।
আট দিগ হইতে দ্রব্য আনে করি তরা ॥
কুড়ঙ্গ বদলে মাতঙ্গ[১] পাব নারিকেল বদলে সঙ্খ।
বিড়ঙ্গ বদলে লবঙ্গ পাব সুঁঠের বদলে টঙ্ক ॥ ৪

১ তুরঙ্গ (ব)

CENTRAL LIBRARY

পুরঙ্গ[২] বদলে মাতঙ্গ পাব পায়রা বদলে সুয়া।
গাছফল বদলে জায়ফল পাব বহড়া বদলে গুয়া॥
সিন্ধুর বদলে হিঙ্গুল পাব গুঞ্জার বদলে পলা।
পাটল[৩] বদলে ধবল চামর কাঁচের বদলে নীলা॥ ৮
চিনির বদলে কর্পূর পাইব আলতার বদলে নাটী।
সকলাত কম্বল পামরি পাব বদল করিয়া পাটী॥
লবণ বদলে সৈন্ধব পাব জোঁঙানি বদলে জিরা।
আকন্দ বদলে মাকন্দ পাব হরিতাল বদলে হিরা॥ ১২
চয়ের বদলে চন্দন পাব পাগের বদলে গড়া।
সুক্তার বদলে মুক্তা পাব ভেড়ার বদলে ঘোড়া॥
[৪]মাস মুসরি তণ্ডুল মুগরির বটী বাট্য না চিনা।[৪]
[৫]বদলে শকটে তৈল ঘি পুরি ঘটে সদাগর লইল কিনা॥[৫] ১৬
[৬]গোধুপ জব খাড়ুয়া মুগ তিল মাড়ুয়া সরিসা মসিনা ছোলা।[৬]
বদলে সদাগর লইল বহুতর লবণে পাতিয়া গোলা॥
জগদবতংসে পালধিবংসে নৃপতি রঘুরাম।
শ্রীকবি কঙ্কণ করে নিবেদন অভয়া পুর তার কাম॥ ২০

লহনার তরণীপূজা

লোহনা বেন্যানি শতেক এয়্য আনি
মঙ্গল দিয়া জয়ধ্বনি।

---

২ লবঙ্গ (ব) ৩ পাটশণ (ব)

৪ যাগ মসুরী তণ্ডুল বরবটি
বাটলা চণক কিনা। (ব)

৫ বলদ শকটে তৈল ঘৃত ঘটে
সদাগর আনিছে কিনা। (ব, ই)

৬ গোধুম কিনে যব খুজিয়া সরষপ
মুগ তিল মাড়ুয়া ছোলা। (ব)

CENTRAL LIBRARY

দুন্দুভি সঙ্খ বিনা বাজনা বাজে নানা
আনন্দে পূজেন তরণি ॥ ৪
করিয়া শুভক্ষণ চামর দর্পণ
তরণি ··· (?) আগে বান্ধে।
বান্ধি কেরুয়াল বন্ধনে করবাল
পূজিল দিয়া পুষ্পে গন্ধে ॥ ৮
গাঠ্যার গাবোরে পূজিল কর্ণধারে
বসন ভূষণে কাঞ্চনে।
নানা আওজন করিয়া জতন
করিল পূজার বিধানে ॥ ১২
ডিঙ্গায় প্রদক্ষিণ করিল দু সতিন
আনন্দে আইল ভুবনে।
রচিয়া সুছন্দ সুকবি মোকন্দ
অম্বিকামঙ্গল ভণে ॥* ১৬

খুল্লনার চণ্ডীপূজা

সাধু যদি যাত্রা কৈল না করি বিচার।
খুল্লনার দশ দিগ হৈল অন্ধকার ॥
ষোড়স উপচারে চণ্ডি পূজেন খুল্লনা।
প্রদক্ষিণ করি রামা করয়ে মাননা ॥ ৪
[১]দুর্গা দুর্গা পরা তুমি দুর্গতিনাশিনি।
তুমিত দক্ষিণা কালি নগেন্দ্র নন্দিনি ॥
নিদ্রারূপি হয়্যা তুমি ভাণ্ডিলে প্রহরি।
জে কালে দৈবকি গর্ভে জন্মিলা শ্রীহরি ॥ ৮
প্রভু ভার খণ্ডনে তুমি আপনে প্রকার।
কংস ভয়ে কৃষ্ণ কৈলে কালিন্দির পার ॥

* মুদ্রিত গ্রন্থে নাই।

CENTRAL LIBRARY

বিপদ নাশিনী তুমি গায় হরিবংসে।
করিলে কৃষ্ণের কাজ্য ভাণ্ডাইয়া কংসে॥ ১২
কনকের বাটীতে দিলান জলাঞ্জলি।
সঘনে অভয়া বলি দেয় হুলাহুলি॥
অবিলম্বে পূজাগারে আইলা অভয়া।
করি ভরে আসি চণ্ডি তারে কৈল দয়া॥ ১৬
জগৎ জননি মাতা কৃপা কর মোরে।
সঙ্কটে তারিয়া স্বামী আনিবে মন্দিরে॥
দুর্মুখ আমার স্বামী তোমা নাহি ভজে।
আমা দেখি রাখ তারে পদসরসিজে॥ ২০
হুলাহুলি দেয় রামা করে প্রণিপাত।
অপরাধ ক্ষেমি রাখ দাসির আয়্যত॥
নানা উপচারে চণ্ডি পূজিল খুল্লনা।
সদাগরে বার্তা দিতে চলিলা লোহনা॥[১] ২৪

ধনপতির প্রতি লহনার উক্তি

প্রভু

তোমার সনে আছে বিরল কথা।
তোমার মোহিনি বালা সিখয়ে ডাখিনি কলা
নিত্য পূজে ডাখিনি দেবতা॥ ৪
পুরি বারি জলগর্ভা[১] উপরে দিঘল দূর্বা
অষ্ট সালি তণ্ডুল উপরে।
সিন্দূর চন্দন চুয়া[২] কুম্‌কুম্ কস্তুরি দিয়া
পূজে প্রতি মঙ্গল বাসরে॥ ৮

---

১ বঙ্গবাসীতে দুই তিনটি ছত্রে মিল আছে। অধিকাংশ ছত্রের পাঠ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

১ হেম ঝারি জলগর্ভা (ব)

২ মস্তকে চন্দন চুয়া (ব)

CENTRAL LIBRARY

আমান্ন মোদক দধি ফুল ফল জথা বিধি
পাজনা আগর ধুপ ধুনা।
দিয়া সঙ্খ জয় ধ্বনি বধূ পূজে একাকিনি
দেখি লোক করে আনাঘুনা ॥ ১২
পরয়ে লোহিত বাস আকুল কুন্তল পাস
বেড়ি ফিরে দিয়া হুলাহুলি।
দেখিনু আপন চক্ষে কাউরি কামিক্ষা মুখে
দেয় জবা পুষ্পের অঞ্জলি ॥ ১৬
জদি পাএ গুনবতি মঙ্গল অষ্টমি তিথি
জদি বা নবমি চতুর্দশী।
পাইয়া এমন তিথি পূজা তার করে নিতি
উপবাসী থাকে দিবানিশি ॥ ২০
[৩]উচ্চ বা প্রধানো দাস শেষে না করিবে রোষ
আপনি করহ নিবারণ।
জদি মিথ্যা হয়ে ভাসা কাটীবে আমার নাসা
না করিবে আমা দরশন ॥[৩] ২৪
লোহনার কথা শুনি ধনপতি মনে গুনি
যাত্রা ভাঙ্গী করিলা গমন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্ধ
চক্রবর্তী শ্রীকবি কঙ্কণ ॥ ২৮

ধনপতির কোপ

[১]লোহনার বচন শুনিয়া ধনপতি।
কেশ নাহি বান্ধে বেন্যা ধায় সিগ্রগতি ॥[১]

---

৩ উচ্চে বা প্রধানে দোষ পাছে না করিবে রোষ
মনে পাছে না করিবে ক্ষমা।
যদি মিথ্যা হয় ভাষা কাটিবে আমার নাসা
পুনর্বার না দেখিবে আমা ॥ (ব)

১ বঙ্গবাসী ও (গ) পুঁথিতে নাই।

সাধুর দেখিয়া ক্রোধ চিন্তেন লোহনা।
এতদিনে বিধি মোর পুরিল কামনা॥ ৪
স্বামির সোহাগে ছুঁড়ির গর্ব হৈছে বড়ি।
আজিত দেখিব সবে ভূমে গড়াগড়ি॥
[২]... ... ...[২]
[৩]জেখানে চণ্ডিকা পূজে খুল্লনা যুবতি।
পূজাগ্রহে প্রবেশ করিলা ধনপতি॥[৩] ৮
[৪]রোষযুক্ত ধনপতি দেখি বিদ্যমানে।
ঘট ছাড়ি মহামায়া রহিলা গগনে॥[৪]
দেখি ধনপতি দত্ত জ্বলে কোপানলে।
ধর্ম সাক্ষি করি ধরে খুল্লনার চুলে॥ ১২
বামপথি হইয়া করিস কার পূজা।
ইহা শুনি ছল করি ধরে মোরে রাজা॥
জ্ঞাতি বন্ধুজন জদি পুন ছল ধরে।
পরীক্ষা করিব তোরে কত বারে বারে॥[৫] ১৬
কার ঘরে নাহি দেখি হেন পাপ বধু।
এমন করয়ে কেবা কুল দশ বিধু॥[৫]
[৬]... ... ...[৬]

---

২ সাধু আগে চলিল লহনা নারীজন।
পশ্চাতে চলিলা সাধু বাণ্যার নন্দন॥ (ব)

৩ পূজাগৃহে উপনীত হইল ধনপতি।
জয় দিয়া পূজে চণ্ডী খুল্লনা যুবতী॥ (গ)

৪ বঙ্গবাসীতে ও (গ) পুঁথিতে নাই।

৫ খুল্লনা গর্জিয়া তবে ক্রোধে বলে সাধু॥ (ই, ব)

৬ ভূমিতে দেবীর ঝারি গড়াগড়ি যায়।
নিকট হইয়া সাধু ঠেলে বাম পায়॥
কেমন দেবতা এই পূজিস্ ঘটবারি।
স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা আমি পূজা নাহি করি॥ (ব)

[৭]সাধুর বচন শুনি বলয়ে খুল্লনা।
শ্রীকবিকঙ্কণ কৈল পাঁচালি রচনা॥[৭] ২০

খুল্লনার বিনয়*

শুন প্রভু
পূজার সন্ধান।
রোগ শোক দুঃখ খণ্ডি অনুদিন পূজি চণ্ডি
ইচ্ছা করি তোমার কল্যাণ॥ ৪
জত দেখ মহাজন সভাকার প্রয়োজন
সন্তোষে সাধিনু মহামায়া।
[১]কেবল তাঁহার কৃপা আমি হই মহাতপা
দেহ প্রভু মোরে পদছায়া॥[১] ৮
তুমি জাহ পরবাসে আমার রিদয় ত্রাসে
শূন্য হইল মোর জিবলোক।
হয়্যা সমাহিত মোতি পূজা করি হৈমবতি
তুমি জেন নাহি পাও শোক॥ ১২
ভারাবতারণ আশে আসি বসুদেব বাসে
জন্ম নিলা প্রভু ভগবান।
দৈবকি পূজিলা চণ্ডী বুঝিয়া কাজ্যের সন্ধি
নন্দ গৃহে দুর্গা অদিষ্ঠান॥ ১৬
দারুণ কংসের ভয় বসুদেব স্থির নয়
কৃষ্ণে লুকাইল নন্দাগারে।
আসি বসুদেব সাথে ছাড়িয়া কংসের হাতে
ভয় খণ্ডি উঠিলা অম্বরে॥ ২০

---

৭ অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥ (ব)

* 'গ'-পুথিতে 'খুল্লনার বিনয়' নাই।

১ তেঁহো সভাকার মূল হন যবে প্রতিকূল
কেহ তারে নাহি করে দয়া॥ (ব)

শ্রীরাম রাবণে রণ ত্রাসিত দেবতাগণ
বিধি কৈল অকালে বোধন।
চণ্ডি পূজি সিদ্ধ কাম রাবণে বধিলে রাম
করিলা সীতার উদ্ধারণ ॥ ২৪
খুল্লনার কথা শুনি ধনপতি বলে বাণি
তুমি লো আমার সহচরি।
মোর ব্রত ভঙ্গ কৈলি হইলি কুলের কালি
মেয়্যা পূজি হৈলি মোর অরি ॥ ২৮
এত বলি নিন্দা করি চরণে ঠেলিয়া বারি
পুন যাত্রা করে সদাগর ॥
ডোমচিল উড়ে মাথে কাষ্ঠভার দেখে পথে
গাইল মোকুন্দ কবিবর ॥ ৩২

চণ্ডিকার ক্রোধ

কোপে কম্প কলেবর ক্রোধে গদগদ স্বর
মুখ যেন তপন মণ্ডল।
শিরে হৈতে খসে বাস আকুল কুন্তল পাশ
লোচন যুগল উতপল ॥ ৪
[১]শুন পদ্মা আমার ভারথি।[১]
দেহ লো নিশান সিঙ্গা ডুবাহ সাধুর ডিঙ্গা
ধনপ্রাণে বধ ধনপতি ॥ ৭
মোর ঘট পায়ে ঠেলি দিয়া জায় গালাগালি
কে সহে এতেক অপমান।

---

১ রণজয় মহাতেজা হৈলা দেবী অষ্টভুজা
বাহুযুগে নানা প্রহরণ।
পদ্মাবতী আনি পাশে বলিলেন প্রিয়ভাষে
শুন পদ্মা আমার বচন। (ব)

আমার প্রয়াস সাধ ধনপতি দত্তে বধ
উহার শোণিতে করি স্নান ॥ ১১
ডাকি দেহ জত দানা ডিঙ্গাতে দেউক হানা
লুঠিয়া লেউক সব ধন।
[২]কাণ্ডারি বাঙ্গাল জত সকলি করহ হত
সিদ্ধ করো মোর প্রয়োজন ॥[২] ১৫
আমা সনে করি হট চরণে লংঘিল ঘট
হেন দুঃখ সহিতে না পারি।
কোন ছার বেন্যা জাতি মোর ঘটে মারে লাথি
জিবেক আমার হয়্যা অরি ॥ ১৯
আছুক পূজার কাজ দেবপুরে হবে লাজ
না জাব শঙ্কর সন্নিধান।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্ধ
শ্রীকবি কঙ্কণ রস গান ॥ ২৩

পদ্মার উপদেশ

[১]চণ্ডির বচন শুনি বলে পদ্মাবতি।
বুঝিতে বিসম বড় ন্যায় শাস্ত্রগতি ॥[১]
[২]নহিবে তোমার পূজা অবনি মণ্ডলে।
ধনপতি দত্তে জদি বধয়ে ত্রিশূলে ॥[২] ৪
[৩]বাদিরে বধিলে নহে বেদের সুসার।
পশ্চাতে করিব মাতা বাদ প্রতীকার ॥[৩]

---

২ আনিয়া ধনার মাথা ঘুচাহ মনের ব্যথা
করহ বাদের প্রয়োজন। (ব)

১ পদ্মাবতী বলে মাতা শুন নারায়ণি।
বিচারে কার্য্যের সিদ্ধি হেন মনে জানি। (ব)

২ বিচারেতে কার্য্যসিদ্ধি অবিচারে নাশ।
কোপ কর দূর হউক কার্য্যের প্রকাশ। (ব)

৩ বঙ্গবাসীতে নাই।

CENTRAL LIBRARY

পূর্বের বিচার মাতা পাসরিলে কেনি।
কি কারণে রত্নমালা আনিলে অবনি ॥ ৮
মালাধর কুমারে কর্যালা গর্ভবাস।
হেনকালে ধনপতি না কর বিনাশ ॥
নিজ দেশ ছাড়ি সাধু জাউ কথো দূর।
তবে সদাগরে দুঃখ দিব গো প্রচুর ॥ ১২
ডুবাইয়া ছয় ডিঙ্গা নিব রসাতল।
একা মধুকরে সাধু জাইব সিংহল ॥
পশ্চাতে করিব তার জত আছে সন্ধি।
রাজস্থানে সদাগরে করাইব বন্দি ॥ ১৬
[৪]সাহস করিবে জদি বাদ প্রতীকার।
তবে কেনে আমা সনে করিলে বিচার ॥[৪]
এমন বচন জদি বলে পদ্মাবতি।
শুনি ক্রোধ নিবারণ কৈল ভগবতি ॥ ২০
[৫]হোথা দুঃখ ভাবি উঠিলা[৫] খুল্লনা।
প্রদক্ষিণ করি করে দেবের অর্চনা ॥
[৬]জগত জননি জয়া কৃপা কর মোরে।
সঙ্কটে তারিয়া পতি আনিবে মন্দিরে ॥[৬] ২৪
মূড়মোতি মোর পতি তোমা নাহি পূজে।
আমা দেখি রাখ তারে পদ সরসিজে ॥
হুলাহুলি সঙ্খধ্বনি করে প্রণিপাত।
[৭]অপরাধ ক্ষেমা করি রাখ দাসির আয়্যাত ॥[৭] ২৮

---

৪ তুমি যদি করিতে চাহ বাদের প্রকার।
ইঙ্গিতে করিয়া দিব বাদের সুসার। (ব)

৫ সম্ভ্রমে চণ্ডীর ঝারি তুলিল। (ব) ৬ বঙ্গবাসীতে নাই।

৭ অভয়ার চরণে বাজুক নিজ চিত।
শ্রীকবি কঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত। (ব)

'পদ্মার উপদেশ' অধ্যায়ের পর 'চণ্ডিকার স্তব' শীর্ষক একটি অধ্যায় অন্যান্য পুঁথি ও মুদ্রিত গ্রন্থে পাওয়া যায়।

CENTRAL LIBRARY

দেবীর বরপ্রদান

খেমি অপরাধ করহ প্রসাদ
কৃপামই নারায়ণী।
শিরে হেমঝারি নাচয়ে সুন্দরি
দিয়া জয় জয় ধ্বনি ॥ ৪
পূরিবে কামনা নাচয়ে খুল্লনা
সঘনে দেয় করতালি।
দেই অনুরাগে চণ্ডি পদযুগে
সুগন্ধি পুষ্প অঞ্জলি ॥ ৮
আদ্যা সনাতনী শম্ভুর ঘরনী
শক্তিরূপা তিন দিবে।
সঙ্খিনি সুলিনি কপালমালিনি
তিন লোকে তোমা সেবে ॥ ১২
দুর্গা সিবা ক্ষেমা চণ্ডি চণ্ডভিমা
বাল শশি শিরোমণি।
ভৈরবি ভারথি বাণি বস্তু মোতি[১]
সংসার দুঃখ তারিণি ॥ ১৬
কৈশোরি কুমারি রোগশোকহারি
বারাহি বিন্ধ্যবাসিনি।
ধাত্রি উগ্রচণ্ডী বাশুলি চামুণ্ডী
শ্রীফল শাখা বাহিনি ॥ ২০
ক্ষেম ক্ষমাহরা ভব দুঃখপরা
মহাকালি বর্গ্গভীমা।
ব্রহ্মা পুরন্দর আদি দিবাকর
দিতে নারে তার সিমা ॥ ২৪
ক্ষেমি অপরাধ করিলা প্রসাদ
ভগবতি পদ্মাবতি।

---

১ রামা সরস্বতী (ব, ই)

CENTRAL LIBRARY

সাধু হেন কালে ডিঙ্গা মেলি চলে
মোকুন্দ গান ভারতি ॥ ২৮

ধনপতির সিংহল যাত্রা

ঘরে হৈতে সদাগর করিলা গমন।
আকুল খুল্লনা নারী করয়ে রোদন ॥
পথে যাইতে সদাগর লাগিল উছটা।
পরিধান বাসে লাগে সিঙা কুল কাঁটা ॥ ৪
যাত্রার সময়ে ডোমচিল উড়ে মাথে।
কাঠুর‍্যা কাষ্ঠের ভার লয়া জায় পথে ॥
সুখান ডালেতে বস্যা ডাকে জোম কাউ।[১]
যোগীনি মাগয়ে ভিক্ষা হাথে অর্ধ লাউ। ৮
চলিলেন সদাগর মনে কুতুহলি।
বাম দিগে জায় সাপ দক্ষিণে শ্রীগালি ॥
দেখিল কচ্ছব কেহো ধরি লয়্যা জায়।
তৈল লবে তৈল লবে তেলি জে বোলায় ॥ ১২
ভমরার ঘাটে সাধু দিলা দরশন।
কাণ্ডার বলেন হে বিলম্বে কি কারণ ॥
কার হাতে কেরআল কার হাতে বাসি।
কার হাতে দণ্ড কার হাতে কাসি ॥ ১৬
দেব দ্বিজে গুরুদেবে করিয়া প্রণাম।
তরায় সিংহলে সাধু করিলা পয়ান ॥
রইঘর চাপীয়া রহিলা সদাগর।
হাতে দণ্ড কেরুআল বসিলা গাবর ॥ ২০
বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন সদাগর।
গাইল পাঁচালি গীত মোকুন্দ কবিবর ॥

---

১ কুবোলয় কাউ (ব)

CENTRAL LIBRARY

পথের বিবরণ (১)

প্রথম ভমরা জলে সাধু ডিঙ্গা মেলি চলে
রিদে ভাবে মহেশের পায়।
এড়াল্য ভমরা পালি সমুখেতে উজবোনি
কোগ্রাম এড়াইয়া যায়॥ ৪
চাকদা কুমার খানা এড়াল্য সাধুর বালা
হাঁড়ি মুড়ি কৈল তেয়াগন।
কাণ্ডার মালুম কাঠে এড়াইল থানা ঘাটে
মড়ক সে দিলা দরশন॥ ৮
মুখরাম নালবায় বকুল্যা এড়ায়্যা যায়
ডাহিনে রহিল কোঙরপুর।
বাঁকা নাল রাম রায় বকুল্যা এড়ায়্যা যায়
রসই বৈলড়া কথোদুর॥ ১২
এড়াইল গাঙ্গ বাড়া ঘাট কুলিশ পাড়া
আঙ্গার পুরে বানিয়ার বালা।
মনই আনওগাঁ (?) তাহাতে করিয়া বাঢ়া
সাধু উত্তরিলা বাঙ্গন কোলা॥ ১৬
সমুখে উকুনপুর নৈহাটী কথোদূর
শাঁকারি ঘাটে দিল দরশন।
পাইয়া গঙ্গার পানি সদাগর মনে গুনি
পূজা কৈল গঙ্গার চরণ॥ ২০
মঙ্গল ঘাট বাহিয়াছে বিকি হাটের কাছে কাছে
আনন্দিত সাধুর নন্দন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্ধ
চক্রবর্তী শ্রীকবি কঙ্কণ॥

CENTRAL LIBRARY

পথের বিবরণ (২)

প্রভাতে উঠিয়া সাধু চালায় তরণি।
ত্বরা করি সদাগর পাইল ইন্দ্রাণি॥
বাম ভিতে নদিয়া বাহিনে পাড়পুর।
হরিনদি শহর রহিল কথো দূর॥ ৪
নেয়্যা পাহিক গীত গায় শুনিতে কৌতুক।
ডাহিনে রহিল রাজ্য অম্বুয়া মুলুক॥
বাহ বাহ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া।
বামে শান্তিপুর দক্ষিণে গুপ্তি পাড়া॥ ৮
উলাত বাহিয়া কিসিমার পাশে পাশে।
মায়াপুর নিকটে সাধুর ডিঙ্গা ভাসে॥
বামদিগে হালিয়া সহর দক্ষিণে ত্রিপিনি।
দুকুলের তপজপ কিছুই না শুনি॥ ১২
লক্ষ লক্ষ লোক এককালে করে স্নান।
বস্ত্র তিল হেম ধেনু কেহো করে দান॥
রজতের সিপে কেহো করয়ে তর্পণ।
গর্ত্তের ভিতরে কেহো করয়ে মুণ্ডন॥ ১৬
শ্রাদ্ধ করে কেহো কেহো জলের সমীপে।
সন্ধ্যাকালে কেহো জালি দেয় ধূপদীপে॥
উর্দ্ধবাহে ডাকে কেহো গঙ্গা নারায়ণ।
সদাগরে কর্ণধার জিজ্ঞাসে কারণ॥ ২০
কহ ভাই সদাগর এহ কোন স্থান।
অম্বিকামঙ্গল কবিকঙ্কণে গান॥

গঙ্গামাহাত্ম্য[১]

অবধানে কর্ণধার শুন পুরাণের সার
কহিব গঙ্গার উপদেশ।

---

১ অন্যান্য পুঁথিতে শ্রীমন্তের মুখে এই গঙ্গামাহাত্ম্য দেওয়া হইয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

হরিপদে উপনিতি ব্রহ্মকমণ্ডলে স্থিতি
হরসিরে বৈসে যার শেষ ॥ ৪
এককালে পশুপতি পঞ্চমুখে করে স্তুতি
গান গীত হরি সন্নিধানে।
গীতে সমর্পিত মন দ্রব হইলা নারায়ণ
বিধি কৈল করঙ্গ আধানে ॥ ৮
আছিলে ব্রহ্মার পাশে ব্রহ্মকমণ্ডলে বসে
পবিত্র করিয়া ব্রহ্মলোক।
ইন্দ্রের সাধিতে মান কৃপাসিন্ধু ভগবান
কশ্যপ মুনির হইল তোক ॥ ১২
হইয়া বামন বট্য দেবঅংশে ছয় তট্য[২]
ধরি দণ্ড মেখলা অজিনে।
যুক্তি করি ইন্দ্রসনে আদ্যারাজ বিদ্যমানে[৩]
অশ্বমেধ অবসান দিনে ॥ ১৬
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বলি জিজ্ঞাসেন কৃতাঞ্জলি
কহ দ্বিজ নিজ অভিলাষ।
ত্রিপদ ধরণি দান মাগীলেন ভগবান
আইলাম তোমার সেকাস ॥ ১৮
দান[৪] দিতে রাজা চায় দ্বিজ নাহি দেয় সায়
দিল দান তিন পদ খেতি।
ক্ষিতি যুড়ি একপদে আর পদ উর্দ্ধলোকে
ত্রিতিএ বলির মাথে স্থিতি ॥ ২০
হরিপদ নিজ ধামে দেখি ব্রহ্মা সসংভ্রমে
পাদ্য দিল কমণ্ডলু ঢালি।
কলুষ নাশিনি ক্রমে আস্যা গঙ্গা ব্যাস[৫] ধামে
সুমেরু করিয়া পুন্য সালি ॥ ২৪

---

২ হইয়া বামনবটু ছয় অঙ্গে বেট পটু (ব)
৩ ত্রিপদ ধরণীদান নিতে আইলা ভগবান (ব)
৪ অধিক (ব) ৫ ধ্রুব (ব)

CENTRAL LIBRARY

মগরা অভিমুখে যাত্রা

নায়ে তুলি সদাগর নিলা মিঠাপানি।
বাহবা বলিয়া ডাকেন ফরমানি॥
গরিফ বাহিয়া সাধু বান ভাগীরথী।
[১]করতোয়া এড়াইয়া[১] পাইল সরস্বতী॥ ৪
[২]ব্রহ্মপুত্রে পদ্মাবতী যেই ঘাটে মেলা।
বুড়া মস্তেশ্বর বায় বানিয়ার বালা॥
উপনীত সদাগর নিমাইতীর্থের ঘাটে।
নিম্বে বিক্ষোতে যথা জবাফুল ফুটে॥[৩] ৮
তরায়ে চালান তরী তীরের সমান।
বেতাড় বাহিয়া সাধু পাইল বাজান[৪]॥
ঘন কেরুআল পড়ে জলে বাজে ঘাট।
নিমেষেকে জায় সাধু জোজনেক বাট॥ ১২
হিমাই বামেতে থাকে হিজলির পথে।
রাজহংস কিনিয়া লইল পারাবতে॥
আমালঙ্গ দিয়া সাধু গেল ছত্রভোগে।
তথা থাকি স্নানদান করে নানাজোগে॥ ১৬
সেইদিন সদাগর হাত্যাগড়ে রয়।
রজনী প্রভাত হইলে মেলে সাত নায়॥
ত্বরা করি সদাগর বায় কালি পাড়া।
দুকুলে জাত্রির ঠাট ঘন পড়ে সাড়া॥ ২০

---

১ কপোত এড়ায়ে সাধু (ব)

২ পঞ্চম হইতে দশম ছত্র পর্যন্ত ছয় ছত্রের পরিবর্তে
কলিকাতা কুলে যান বহি আগুয়ান।
কালিপাড়ার সদাগর দিল দরশন॥
বিষ্ণু হরিদে গুণখানি ডাহিনে করিয়া।
শঙ্খ পড়া বায় সাধু করত পুরিয়া॥ (গ)

৩ নিমের বৃক্ষেতে যথা ওড়ফুল ফুটে। (ব)

৪ নবাসন (ব)

CENTRAL LIBRARY

এক দুই তরণী জলের মধ্যে আইসে।
মগরার কথা সাধু পথিকে জিজ্ঞাসে॥
দূরে শুনি মগরার জলের নিঃস্বন।
যেন আষাড়িয়া নব মেঘের গর্জন॥ ২৪
মহনা বাহিল সাধু করি ত্বরা ত্বরা।
প্রবেশ করিল ডিঙ্গা দুর্জয় মগরা॥
পদ্মাবতী সঙ্গে মাতা করিয়া বিচার।
সদাগরে বিড়ম্বিতে পাতে অবতার॥ ২৮

দুর্জয় ঝড়

ছলিব সাধুকে আজি মগরার জলে।
আমারে সঁউরণ নিলে রাখিব কুশলে॥
নহিলে ডুবাব ডিঙ্গা ইথে নাহি আন।
এত বলি চণ্ডী গেল ইন্দ্র বিদ্যমান॥ ৪
দেখিয়া সংভ্রমে ইন্দ্র পাদ্য অর্ঘ দিয়া।
পূজিল চণ্ডীর পদ প্রণত হইয়া॥
মোর সুরলোকে আজি হৈল পূর্ণ সালি।
কি কারণে গমন করিলে ভদ্রকালি॥ ৮
অভয়া বলেন কালি দেহ মেঘ গণে।
তবে সে বিবাদ সাধি ধনপতি সনে॥
শুনি চারি মেঘে আনি কৈল সমর্পণ।
আট গজ দিল উনপঞ্চাশ পবন॥ ১২
পাইয়া আনন্দে মাতা চলিলা সত্বরে।
আদেশিলা ঝড় বৃষ্টি কর সদাগরে॥
চণ্ডীর আদেশে মেঘ বন্দিয়া মাথায়।
ঘোর ঝড় বৃষ্টি করে উরি মগরায়॥ ১৬

অষ্টগজ জল বহি মেঘেরে জোগায়।
পবনে পর্বত পাড়ে মেলি ঝড় বায়॥
মেঘে কৈল অন্ধকার মেঘে কৈল অন্ধকার।
দেখিতে না পায় কেহ অঙ্গ আপনার॥ ২০
ঈশানে উরিলা মেঘ সঘনে চিকুর।
উত্তর পবনে মেঘ ডাকে দুর দুর॥
নিমিসেকে জোড়ে মেঘ গগনমণ্ডল।
চারিমেঘে বরিসে মুষলধারে জল॥ ২৪
...জিনি চারি[১] মেঘের গর্জন।
কার কথা শুনিতে না পায় কোনজন॥
করিকর সমান বরিষে জলধারা।
জলে মহি একাকার কূল হৈল হারা॥ ২৮
জুড়িয়া অনেক দূর হৈল একাকারা।
প্রলয়ের বৃষ্টি জেন উথলে মগরা॥
অশনি নিনাদ বিনে কিছু নাহি শুনি।
সঁউরে নাবিক সব জৈমুনি জৈমুনি॥ ৩২
পরিচ্ছন্ন নাহি সন্ধ্যা দিবস রজনি।
সঁউরে নায়ের লোক জনক জননি॥
ছৈঘরে পড়ে শিল বিদারিয়া চাল।
ভাদ্রপদ মাসে জেন পড়ে পাকাতাল॥ ৩৬
চণ্ডীর আদেশে যান বীর হনুমান।
ডিঙ্গার ছাউনি ভাঙ্গী করে খান খান॥
নৌকাতে নৌকাতে লাগি করে ঢুসাঢুসি।
কৌতুকে হাসেন জয়া সিংহরথে বসি॥ ৪০
নদনদীগণ পিছে করিলা পয়ান।
অম্বিকামঙ্গল কবি কঙ্কণে গান॥

---

১ যেন বজ্রধ্বনি হয় (ব) দিবানিশি সম চারি (ই)

মগরায় নদনদীগণের আগমন

চণ্ডীর আদেশে ধায় নদনদীগণ।
মগরা নদীর সঙ্গে করিতে মিলন ॥ ২
আজ্ঞা দিলা ভবানী চলিল[১] মন্দাকিনী
ছাড়িয়া গগন স্থিতি।
সঙ্গে মকর জাল লইয়া[২] পাতাল
বহিল[৩] ভোগবতী ॥ ৬
প্রবল তরঙ্গা ধাইল গঙ্গা
ভৈরবী কর্মনাশা।
ধাইল দ্রুতপদ ষোড়শ মহানদ
বাহুদা ধাইল বিসা[৪] ॥ ১০
আমোদর দামোদর ধাইল দারিকেশ্বর
শিলাই চন্দ্রভাগা।
ধলাই কোবাই[৫] চলিলা দুইভাই
বগড়িয়ার ঘনি ধায় খানা ॥ ১৪
ধাইল বরুণা গঙ্গা জোবুনা[৬]
অজয় সরস্বতী।
ধাইল কুন্তী বেগে[৭] গোমতী
ধাইল কংসাবোতি[৮] ॥ ১৮
খরতর প্রহরি ধাইল গোদাবরি
কানা ধায় দামোদর।

---

১ ধাইল (ব)
২ ছাড়িয়া
৩ ধাইল নদী (ব) চলিলা (দী)
৪ চলিল বাহুদা বিপাশা (ব)
৫ দমাই কুবাই (দী) কোঁপাই দোমাই (ব)
৬ গঙ্গা যমুনা ধাইল বরুণা (দী)
৭ বাঁকা ধায় (দী) কাণা (ব)
৮ সরযূ বেগবতী (দী) সরযূ আর কংসাবতী (ব)

CENTRAL LIBRARY

খালি সঙ্গে চলিলা রঙ্গে
বুড়া মন্ত্রেশ্বর ॥ ২২
করিয়া দামামি ধাইল ঝুমঝুমি
ক্ষিমাই মড়াই সঙ্গে।
ধাইলে তারাগুলি[৯] গুস্করা কুতূহলী
রম্ভা চলিলা রঙ্গে ॥ ২৬
ধাইল কাসাই মহানদী বিড়াই
খরস্রোত বামুন্যার খানা।
চারিদিগে জল হইল ধবল[১০]
মগরা জুড়িয়া ফেনা ॥* ৩০

ধনপতির শিবস্মরণ

কাণ্ডার ভাই ডিঙ্গা রাখ
যথা পাও স্থল।
[১]অরি হৈল দেবরাজ বেঙ্গ তড়কা পড়ে বাজ
বরিষে মুষলধারে জল ॥[১] ৪
ডিঙ্গা ফিরে যেন চাক কাণ্ডারি জীবন রাখ
নাহি জানি কোন গ্রহফল।
নাহি জানি দিবারাতি ঝড়ে ডিঙ্গা হয়ে কাতি
ঝলকে ঝলকে উঠে জল ॥ ৮
দুঃসহ বিষম ঝড়ে উপাড়িয়া গাছ পড়ে
দুকূল বাহিয়া পড়ে খানা।

---

৯ তারাজুলি (ব) ১০ বিড়ঙ্গ তরঙ্গ চলিল উলঙ্গ (দ)

* অতিরিক্ত
কৌতুকে অভয়া নদনদী দেখিয়া
রহিলা কেশরী যানে।
ললিত প্রবন্ধ দ্বিজবর মুকুন্দ
আরড়া মহাস্থানে। (দী)

১ (দী) সংস্করণে ইহার পরিবর্তে আছে—
নাহি জানি···উঠে জল। ৭-৮ ছত্র।

আটদিগে বহে বাউ পর্বত সমান ঢেউ
রাশি রাশি কত উঠে ফেনা ॥ ১২
ঝড়ে আচ্ছাদন মোড়ে বৃষ্টিজলে ডিঙ্গা বুড়ে
নেয়্যা সব জড়াইল সিতে।
[২]কহরে কাণ্ডারি ভাই কেমনে নিস্তার পাই[২]
জলে অহি ভাসে শত শতে ॥ ১৬
দেখরে নায়ের পাশে কুম্ভীর মগর[৩] ভাসে
গিরি গুহা কণ্টক[৪] দশন।
[৫]কহ ভাই কর্ণধার নাহি দেখি প্রতিকার[৫]
আজি দেখি সঙ্কট জীবন ॥ ২০
ডুবু ডুবু করে ডিঙ্গা সুঙরন কর[৬] গঙ্গা
অন্তকালে ভজ নারায়ণ।
দারুণ কর্মের ফলে বন্দি হইনু মায়াজালে
মহাদেব করহ সুঙরন ॥ ২৪
পড়িয়া বিষম ফান্দে মহেশ্বর বলি কান্দে
ঊর্দ্ধহাতে সাধু ধনপতি।
চণ্ডিকা শুনিতে পান শ্রীকবি কঙ্কণ গান
দামুন্যাতে যাহার বসতি ॥ ২৮

চণ্ডীর আক্ষেপ

পদ্মা

কেন বা আনিলাম নদনদী।
মজিলে সাধুর নায় শঙ্কর ধরিবে দায়
তখন আমি কি করিব বুদ্ধি ॥ ৪

---

২ কহ ভাই কর্ণধার, নাহি দেখি প্রতিকার (গ)
৩ মকর (গ) ৪ বিকট (গ)
৫ কাণ্ডার উপায় বল দেখিএ প্রলয়ের জল (গ)
৬ শরণ করহ (গ)

CENTRAL LIBRARY

করি সাধু দৃঢ় মোতি নিত্য পূজে পশুপতি
একভাবে সেবক বৎসলে।
[১]সদাগরে দিলে দুখ প্রভু না চাহিব মুখ
কেমনে ডুবাব নৌকা জলে ॥[১] ৮
শুন্যাছি শিবের স্থানে দেবগণ বিদ্যমানে
আগে ধনপতির গণনা।
বৃষ্টি শিলা বাজ পড়ে যদি সাধু মরে ঝড়ে
দূর হবে আমার মাননা ॥ ১২
যেই ভাবে হরিহর তারে দেখি লাগে ডর
ব্রহ্ম-বধ সম সেই বধ।
[২]শিবের সেবক জনে যেই করে অপমানে
পদে পদে তাহার আপদ ॥[২] ১৬
যাকু নদনদীগণ মেঘে দেহ বিসর্জন
মন্দিরে চলুক হনুমান।
শিবপদে দিয়া মোতি সুখে যাকু ধনপতি
অবিলম্বে করহ পয়াণ ॥ ২০
সত্বরে গুটাহ জল নাহি কিছু ফলাফল
সাধুর কান্দনে লাগে ডর।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্ধ
গাইল মুকুন্দ কবিবর ॥ ২৪

ছয়ডিঙ্গা বিনাশ

চণ্ডীর বচন শুনি বলে পদ্মাবতী।
আমার বচনে মাতা কর অবগতি ॥

---

১ সাধু সনে কৈলুঁ বাদ হৈল বড় পরমাদ
কেন নৌকা ডুবাইলুঁ জলে ॥ (গ)

২ সদাগরে দিলে দুখ প্রভু না দেখিব মুখ
পদে পদে আমার বিপদ ॥ (গ)

CENTRAL LIBRARY

জলাধিপে ছয় ডিঙ্গা কর সমর্পণ।
দিবে পশুপতি দায় ধরিবে যখন ॥ ৪
বরুণে ডাকিয়া তবে বলেন ভবানী।
ধনপতির ছয় ডিঙ্গা রাখিবে আপুনি ॥
চণ্ডী বিদ্যমানে সেই হাথে দিলা পান।
প্রথমে ডুবিল তার ডিঙ্গা ছয়খান ॥ ৮
তাহা দেখি ধনপতি বলে কর্ণধারে।
পাঁচ ডিঙ্গা লয়্যা যাব সিংহল নগরে ॥
আর বার ডুবাইল ডিঙ্গা দুইখান।
দেখিয়া সাধুর ভয়ে উড়িলা পরাণ ॥ ১২
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে শিরে মারে হাথ।
উর্দ্ধবাহু করি বলে রাখ বিশ্বনাথ ॥
তারপর দুই ডিঙ্গা ডুবাইল জলে।
দেখিয়া বিকল সাধু অস্ত্র মুখে চলে ॥ ১৬
শুনরে কাণ্ডার ভাই যাহ উজাবনি।
জলে ঝাঁপ দিয়া আমি তেজিব পরাণি ॥
এত বলি ধনপতি করে মনস্তাপ।
শিব শিব বলি সাধু জলে দিল ঝাঁপ ॥ ২০
মহামায়া গগনে হাসেন খলখল।
দেবির আজ্ঞায় হইল এক আঁটু জল ॥
হাতে ধরি তোলে তারে কাণ্ডারি বুলন।
বড় বুক কর সাধু স্থির কর মোন ॥ ২৪
আপুনি বাঁচিলে হবেক কত ডিঙ্গা ধন।
একা মধুকরে যাব সিংহল পাটন ॥
কাণ্ডারির বচন শুনিয়া ধনপতি।
বিসাদ করিয়া দূর স্থির কৈল মোতি ॥ ২৮
ডান বামে কত গ্রাম ছাড়িয়া তুরিত।
সঙ্কেত মাধবে ডিঙ্গা হৈল উপস্থিত ॥
ডিঙ্গা হৈতে উঠি কৈল মন্দিরে প্রবেশ।
লোচন ভরিয়া দেখে সোনার মহেশ ॥ ৩২

CENTRAL LIBRARY

দেউল দেখিয়া কৈল অনেক প্রণাম।
একদিন তথা রহে করিয়া বিশ্রাম॥
সদাগরে কর্ণধার জিজ্ঞাসে কারণ।
পুরাণের মত সাধু কহে বিবরণ॥ ৩৬
সাগরের বংশ ধ্বংস হৈল পাপমতে।
গঙ্গা আসি উদ্ধার করিল ভগীরথে॥
সাগরের সঙ্গম এই বড় স্থান।
অভয়ামঙ্গল কবি কঙ্কণে গান॥ ৪০

জগন্নাথদর্শন

প্রণমিয়া সঙ্কেত মাধব প্রদক্ষিণ।
ডিঙ্গা মেলি সদাগর চলে রাত্রিদিন॥
ঘন কেরুআল পড়ে জলে বাজে সাট।
নিমিষেতে চলে সাধু যোজনেক বাট॥ ৪
নিশাদর পুরখান হইল নিয়ড়।
বাম দিগে ছত্রশালা ছাড়ে হেথ্যাগড়॥
দক্ষিণে মদন মল্ল বামে বীরখানা।
কেরুআলের ঝমঝমি ঘন উঠে ফেনা॥ ৮
কলাহাট ধূলিগ্রাম পশ্চাৎ করিয়া।
ঝড়িঘাটা বানপুর চলে এড়াইয়া॥
গমন করিয়া গেল বিংশতি দিবসে।
[১]উপনীত সদাগর[১] দ্রাবিড়ের দেশে॥ ১২
কনক রচিত চক্র রূপার শিখর।
উড়িছে শতেক হাত নেত মনোহর॥
ডানিভাগে বন্দনা করিয়া নীলাচলে।
উত্তরিলা সদাগর সমুদ্রের কূলে॥ ১৬

---

১ প্রবেশ করিল ডিঙ্গা (গ)

CENTRAL LIBRARY

লোচন ভরিয়া দেখে প্রভু জগন্নাথ।
প্রসাদ ব্যঞ্জন পিঠা কিনি খায় ভাত॥
প্রদক্ষিণ প্রণিপাত করিল অধিক।
পদের নিছোনি দিল পঞ্চটি মাণিক॥ ২০
প্রসাদ কিনিয়া নায়ে কৈল আরোহণ।
দিবা নিশি চলে সাধু নাহি অন্যমন॥

সেতুবন্ধদর্শন

[১]ডাহিনে চড়য়াগোহা রহে কথোদূর।
নামের ধাওনি পাইল্য[১] কলধৌতপুর॥
বাম ভাগে রহে দ্বীপ নামে শান্তিপনে।
রমমক (?) দ্বীপখান ছাড়িল দক্ষিণে॥ ৪
চিঙ্গুড়িয়া দহে সাধু দিল দরশন।
গোঁফ উভ করে তারা জেন খড়ি বোন॥
সদাগর বলে শুন কাণ্ডার বুলন।
সমুদ্রের মধ্যে কেনে দেখি খড়ি বোন॥ ৮
কাণ্ডার আছিলা তথা[২] বুদ্ধিতে আগলি।
সেই দহে ফেলি দিল গুড় চাউলি॥*

বা ম ভাগে চুরাই গুহা রহে কথো দূর।
ডিঙ্গার বাউনি পাইল (ব)

২ কর্ণধার আছিলেন (গ)

* শৃগালের ভাষা যবে কর্ণধার বলিল।
বুদ্ধি প্রবন্ধ করি সেই দয় এড়াইল।
সেই দহ সদাগর পশ্চাৎ করিঞা।
সর্পদহেত ডিঙা উত্তরিল গিঞা।
নৌকার ঘ্রাণে কেরুয়ালের বাস পায়।
মোহিত হৈল সাপ ভাসিয়া বেড়ায়। (গ)

CENTRAL LIBRARY

চান্দর ইসরমূল নৌকাতে বান্ধিয়া।
বুদ্ধিবলে জায় সাপদহ এড়াইয়া॥ ১২
সর্পদহ দ্বীপখান রহে বামভিত।
জোঁখ দহে আসি সাধু হৈল উপনীত॥
লহ লহ করে জোঁখ জেন করিকরে।
চূণ তাথে ফেলি দিল সুবুদ্ধি কর্ণধারে॥ ১৬
ফরাসীর দেশ খান বাহে কর্ণধারে।
রাত্রে বাহি যায় ডিঙা হারমাদের ডরে॥
পাঞ্চজন্য দ্বীপখান ছাড়ে বাম ভিত।
কড়িয়া দহেতে সাধু হৈল উপনীত॥ ২০
জোয়ার ভাটি দিয়া লোহার পাটী পাড়ী।
পায়ে মোজা দিয়া সবি বন্দি কৈল কড়ি॥
কূলেতে কুড়িয়া খাদ পুতিয়া রাখিল।
রাম কদলির গাছ দরশন দিল॥ ২৪
রত্নময় দ্বীপখান সাধু থুইল বাম।
সঙ্খদহে একদিন করিলা বিশ্রাম॥
দূরে হইতে দেখি সাধু লঙ্কার ময়াল।
বাম দিগে সেতুবন্ধ রামের জাঙ্গাল॥ ২৮
কর্ণধার বলে হের দেখ বুহিতাল।
অলঙ্ঘ্য সাগরে কেবা বান্ধিল জাঙ্গাল॥
কহিল পূর্বের কথা সাধু ধনপতি।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান ভাবি ভগবতি॥ ৩২

কালীদহে আগমন

সেতুবন্ধ সদাগর পশ্চাৎ করিয়া।
চলিলেন ধনপতি বাহিয়া বাহিয়া॥
অলঙ্ঘ্য সাগর সে দক্ষিণে নাহি স্থল।
পথিকে জিজ্ঞাসে কত দূর হে সিংহল॥ ৪

CENTRAL LIBRARY

লোকমুখে শুনি সাধু সিংহলকাহিনী।
বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন ফরমানি ॥
রাত্রিদিন চলে সাধু তিলেক না রহে।
উপনীত সদাগর হৈল কালিদহে ॥ ৮
[১]পদ্মাবতী সঙ্গে মাতা করিয়া বিচার।
সদাগরে বিড়ম্বিতে পাড়ে অবতার ॥[১]
মায়াতে স্বজিল চণ্ডি কমল কানন।
ধনপতি বিনে নাহি দেখে অন্যজন ॥ ১২
আপনি করিলা মায়া হরের বনিতা।
চৌষট্টি যোগিনী হইল কমলের পাতা ॥
অমলা কমলা হৈলা পদ্মা করিবর।
হাসিতে লাগিল শতদলের উপর ॥ ১৬
পুষ্পের ধনুকে মাতা করিয়া সন্ধান।
সাধুর রিদয়ে মারিল পঞ্চবাণ ॥
দেখি মোহ গেলা সাধু নায়ের উপর।
চেতন করাল্য তারে গেঠ্যার গাবর ॥ ২০
রাজপদ্মিনী দেখি কমলের বনে।
কন্যাকে ধরিয়া নিতে রাখে কোনজনে ॥
কর্ণধার বলে হে অবোধ সদাগর।
কোথা না দেখিলে পদ্ম কামিনী কুঞ্জর ॥ ২৪
বড়ই দুরন্ত রাজা শাল যে বাহন।
ধনবৃত্তি লবে আর বধিবে জীবন ॥
অভয়ার চরণে ইত্যাদি ॥

কমলে কামিনী দর্শন

ধনপতি বলে ভেয়্যা স্থনরে সকল নায়্যা
রাখ ডিঙ্গা পুতিয়া আলান।

---

১ পদ্মাবতী সঙ্গে যুক্তি করিয়া অভয়া।
সদাগরে বিড়ম্বিতে পাতিলেন মায়া ॥ (গ)

CENTRAL LIBRARY

দেখি লখি সতদল অতি পরমিত জল
চরে পাছে ঠেকে ডিঙ্গাখান ॥ ৪
দেখ কর্ণধার ভায়্যা জত নায়ে আছ নায়্যা[১]
মনোহর কোমল উদ্যান।
ধন্য সিংহলের রাজা কিবা করে শিবপূজা
কিবা পূজে প্রভু ভগবান ॥ ৮
শ্বেত রক্ত নীল পীত সতদল বিকশিত
কুমুদকহ্লার কোকনদ।
হেন মোর লয়ে জ্ঞান বিধাতার উদ্যান
দেখি বহু কুসুম সম্পদ ॥ ১২
হেন মোর লয় মতি বিধাতার নহে কৃতি
অপরূপ দেখি কালিদহে।
কোমল কুসুম ফুটে কান্তি কার নাহি টুটে
চিত্র মুকুলিয়া [২]বায়ু বহে ॥ ১৬
কোমল পরাগ গৌর হইল লোচন চোর
ফিরি ফিরি ভ্রমে অলিকুল।
খেনেকে কৌরব বসে খেনে তার রসে ভাসে[৩]
বিরহিজনের চিত্ত-শূল ॥ ২০
মোধুকর সনে বধু বিকচ ফুলের মধু
পান করি গায় কলগীত।
গীতে সমাপিত মন দুই কূলে মৃগগণ
রহে জেন চিত্রের লিখিত ॥ ২৪
ডাহুকা ডাহুকি ডাকে চক্রবাকী চক্রবাকে
বদনে বদনে আলিঙ্গন।
সঙ্গে চারি পাঁচ জামি[৪] তাণ্ডব করেন কামী
মন্দ মন্দ মেঘের গর্জন ॥ ২৮

---

১ গভীর দেখিয়ে জল তাহে নানা উতপল (ব) ২ চিত্রগন্ধ লৈয়া (ব)
৩ ক্ষণেকে কৈরবে বসে ক্ষণে মত্ত মধুরসে (ব)
ক্ষণেকে ক্ষণেকে বৈসে ক্ষণে উড়ে মধু আশে (দী)
৪ চারি পাঁচ মিলি যামি (ব)

CENTRAL LIBRARY

নাহি জানি কিবা হেতু এক কালে ছয় রিতু
গৃষ্ম হিম শিশির বসন্ত।
সংহতি মকর কেতু বরিসা শারদ রিতু
বিরহি জনার কর অন্ত ॥ ৩২
রাজহংস করে কেলি কৌতুকে মৃণাল তুলি
প্রিয়ে মুখে করে আরোপণ।
চঞ্চু পুটে বিন্ধি মাছে সারসা সারিসী নাচে
উড়ি বৈসে খঞ্জুনি খঞ্জন ॥ ৩৬
দেখিয়া কমল শোভা সাধুকে লাগীল লোভা
মহেশ পূজিব শতদলে।
দেখি সাধু শশিমুখি সুখেতে মুদিত আঁখি
কুসুম নিকর পরিমলে ॥ ৪০
পুন সাধু মিলে আঁখি নবদলে[৫] শশিমুখি
উগরিয়া গীলে করিবর।
মহেশ পূজার ফলে ধনপতি ডাকি বলে
দেখ ভাই গাঠ্যার গাবর ॥ ৪৪
সাধুর বচন শুনি কর্ণধার বলে বাণি
তুমি দিব্য ধন্য গেঞ্জান[৬]।
সকল বিদ্যার বন্ধু অশেষ গুণের সিন্ধু
আমি অন্ধ থাকিতে নয়ান ॥[৭] ৪৮

কমলে কামিনী বর্ণন

অপরূপ দেখ আর হের ভাই কর্ণধার
কামিনি কোমলে অবতার।

---

৫ শতদলে (ব) ৬ গেয়ান (ব)

৭ অতিরিক্ত

দেখি সাধু শশিমুখী কর্ণধারে করে সাখী
কর্ণধার করে নিবেদন।

CENTRAL LIBRARY

ধরে রামা বাম করে সংহারয়ে করিবরে
উগরিয়া করয়ে সংহার ॥ ৪
কণক কোমল রুচি স্বাহা স্বধা কিবা শচি
মদন সুন্দরি কলাবতি।
সরস্বতী কিবা রমা চিত্রলেখা তিলোত্তমা
সত্যভামা [১]কিবা[১] অরুন্ধতী ॥ ৮
রাজহংসরব জিনি চরণে নূপুরধ্বনি
দশ নখে দশ ইন্দু ভাসে।
কোকনদ দর্পহর বেষ্টিত জাবক কর,
অঙ্গুলি চম্পক পরকাশে ॥ ১২
রামার ইসত হাসে গগন মণ্ডল ভাসে
দন্তপাতি বিজিত বিজুলি।
[২]বদনের সুধা[২] গন্ধে পরিহরি মকরন্দে
কত কত শত ধায় অলি ॥ ১৬
রামা অতি কৃশোদরী ভার দুই কুচগিরি
[৩]নিবিড় সে নিতম্বের ভার।[৩]
বদন ইসত মিলে কুঞ্জর উগারে গীলে
জাগরণে স্বপন প্রকার ॥ ২০
দুই করে শোভে সংখ ভুবনে উপমারঙ্ক
মণিময় মুকুট ভূষণ।
হাসিতে বিজুলি খেলে কপালে কুন্তল দোলে
তনু রুচি ভুবন মোহন ॥ ২৪

করী পদ্ম শশিমুখী আমি কিছু নাহি দেখি
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ (দী, ব)

১ রম্ভা (ব)
২ বদনকমল (ব)
৩ নিবিড় নিতম্বদেশ তার (ব)

CENTRAL LIBRARY

কলাপী কলাপ কেশ ভুবন মোহন বেশ
পায়ে শোভে সোনার নেপুর।
বিমল অঙ্গের আভা নানা অলঙ্কারে শোভা
রবির কিরণ করে দূর ॥[৪] ২৮

ধনপতির সিংহল যাত্রা

শুন রে কাণ্ডারি ভাই বিপরীত দেখি।
কহিব রাজার আগে সভে হয়্য সাখি ॥
[১]প্রমানিল নহেরে গভীর[১] বহে জল।
ইথে উপজিল ভাই কেমনে কোমল ॥ ৪
পবনো জিনিয়া অতি বেগে বয় নীর।
কেমনে অবলাজন ইথে হয় স্থির ॥
কোমলিনি নাহি সহে তরঙ্গের ভর।
তরঙ্গ হিল্লোলে ঘন করে থরথর ॥ ৮
নিবসে পদ্মিনি তথি ধরিয়া কুঞ্জর।
হরি হরি নলিনে কেমনে সহে ভর ॥
খদির তাম্বুল রঙ্গ ওষ্ঠ নাহি ছাড়ে।
গজ গীলে কামিনি চোওাল নাহি নড়ে ॥ ১২
অবহেলে কামিনি উগারে যূথনাথে।
পালাইতে চাহে গজ ধরে বাম হাতে ॥

---

৪ অতিরিক্ত

দেখি সাধু শশিমুখী কর্ণধারে করে সাখী
কর্ণধার করে নিবেদন।
করী পদ্ম শশিমুখী আমি কিছু নাহি দেখি
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ (ব)

১ প্রামাণিক যোজন গম্ভীর (ব)
প্রমাণিল যোজন পঞ্চাশ (দী)

CENTRAL LIBRARY

পুনরপী রামা তাহে করয়ে গরাস।
দেখিয়া আমার রিদে লাগীল তরাস ॥ ১৬
পুরুষ দেখিয়া কন্যা নাহি করে লাজ।
বামহাতে ধরিয়া গীলয়ে গজরাজ ॥
বিকশিত কুন্দবন কুসুম মালতি।
দামিনি মরুয়া চাঁপা ফুটে জাতিযুতি ॥ ২০
ফুটিছে মাধবী লতা পলাশ কাঞ্চন।
কুন্দ [২]কুসুম ফুটে সুবর্ন্নরাঙ্গন[২] ॥
তার মাঝে বিকশিত কোমল কানন।
কোমলে কামিনি বসি সংহারে বারণ ॥ ২৪
তাহার উপরে চন্দ্রাতপো মনোহর।
নেতের পতাকা উড়ে সেতো জে চামর ॥
চারিদিগে নামে গজ[৩] মুকুতার থাল।
বিচিত্র বিনোদ তাহে সুরঙ্গ প্রবাল ॥ ২৮
ক্ষেণে ক্ষেণে হাসে রামা নাচে ভুজ তুলি।
পঞ্চম গায়েন রাগ রাগিনী সে মেলি ॥
রবাব থমথ ডঙ্ক করিয়া বাজন।
রঙ্গে রঙ্গে নৃত্য করে বিদ্যাধরিগণ ॥ ৩২
কিবা উষা উমা কিবা রতি অরুন্ধতী।
ব্রহ্মাণী ভবানী কিবা লক্ষ্মী সরস্বতী ॥
ডাকিনি নাকিনি[৪] কিবা মোহিনী যোগিনী।
কাউরি কামিক্ষা কিবা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ॥ ৩৬
বুঝিতে না পারি সেই কন্যার চরিত।
হেন বুঝি আজি মোরে বিধি বিড়ম্বিত ॥
পত্র তুলি নিব আমি করিয়া লিখন।
কহিব রাজার আগে এই বিবরণ ॥ ৪০

---

২ কুমুদ আছে বকুল রঙ্গণ। (ব)
৩ বেলন পাটের থোপ (ব) ৪ হাকিনি (দী)

CENTRAL LIBRARY

রাজার সভাতে বৈসে সুপণ্ডিতগণ ।*
অবশ্য জানিবে তারা ইহার কারণ ॥
কমল কুঞ্জর কান্তা লিখে সদাগর ।
আর কেহো নাহি দেখে নায়ের নফর ॥ ৪৪
নিমিখে লিখিতে নারে সাধু ধনপতি ।
রিদয়ে চিন্তিয়া কিছু ভাবেন যুগতি ॥
জে কালে জন্মিলা প্রভু জশদা নন্দন ।
বাল্য ভাবে কৃষ্ণ কৈল মৃত্তিকা ভক্ষণ ॥ ৪৮
কোপমতী হইয়া তথি ধায় নন্দরাণি ।
কোন ধন নাহি বাছা মাটী খাও কেনি ॥
যশোদা ধরিয়ে কৃষ্ণে কৈল নিবেদন ।
কুবুদ্ধি করহ কেন মৃত্তিকা ভক্ষণ ॥ ৫২
মাটী নাহি খাই গালি দেহ অকারণ ।
মুখ মেলি দেখ মাতা আমার বদন ॥
যদি বিস্তারিত মুখ কৈল চক্রপাণি ।
বিশ্বরূপ বদনে দেখিলা নন্দরাণি ॥ ৫৬
সলিল পর্বত সিন্ধু ধরণি মণ্ডল ।
যশোদা কৃষ্ণের মুখে দেখিলা সকল ॥
তেন মতে ছলে মোরে কেমন দেবতা ।
নহে কেন নারী হইয়া গীলে গজমাথা ॥ ৬০
এমন বিচার যদি করিলেন মন ।
পত্র তুলি নিল সাধু করিয়া লিখন ॥
অজয় বিজয় দিয়া করিলা গমন ।
রত্নমালার ঘাটে গিয়া দিলা দরশন ॥ ৬৪
গোঁজে বান্ধি রাখে ডিঙ্গা লোহার শিকলে ।
বাণ্ড করি সদাগর উঠিলেন কূলে ॥
নানা শব্দে বাণ্ড বাজে শুনি ঘোরতর ।
গাইল পাঁচালী গীত মুকুন্দ কবিবর ॥ ৬৮

---

* রাজার সভায় বসে যত বুধগণ । (দী)

CENTRAL LIBRARY

সিংহলে শিবির নির্মাণ

কূলে উঠ্যা নায়্যা পাইক
বাজায় বাজনা।
সিংহল নগরে সফরে সফরে
চমকিত সর্বজনা ॥ ৪
বরগোঁ ভেরি দোসরি মোহরি
ঘন বাজে বীরকালি।
[১]সিংহ কাড়া সানি বাজয়ে বিনা বেনি[১]
কানে লাগয়ে তালি ॥ ৮
ডিণ্ডিবি ডম্বুর পূরয়ে অম্বর
ঘন বাজে জগঝম্প।
বাজয়ে সানি রণজয় বেনি
সিংহলে উঠিল কম্প ॥ ১২
ঘন বাজে দামামা চমকিত সামা
তবকে তবকে রোল।
পাইক দেয় উড়া পাক বাজয়ে বীরঢাক
কেহ কার না শুনিলে বোল ॥ ১৬
পাইকের কোলাহল ভরিল সিংহল
ডিঙ্গা কাড়া টমক নিশান।
শুভ[২] ভয়ঙ্করি সঘনেন্দু সুন্দরি
গগনে হানে শিখি বান ॥ ২০
খেলে পাইক বাঙ্গালি খাণ্ডা ফণা বিজুলি
কেহ বিন্ধে পুঁতিয়া বেঞা।
মণ্ডলি করিয়া ধায় রায় বাঁসিয়া
কেহো ধায় ফিরিয়া নেঞা ॥ ২৪
খাটায় তম্বুঘর বসিলেন সদাগর
পরিসর নদীর দুকূলে।

---

১ শিঙা আর কাড়া ঘন পড়ে সাড়া (ব)
২ সুভট্ট

CENTRAL LIBRARY

দামাসামি ডাকে সিংহল কাঁপে
পরিজন রহে তরু মূলে ॥ ২৮
মধ্যাহ্ন দিনকৃতি করিয়া ধনপতি
শুনে আগম পুরাণ।
চমকিত সালবান শ্রীকবিকঙ্কণ গান
আরড়া মহাস্থান ॥ ২৯

কোটালের সহিত ধনপতির দ্বন্দ্ব

রত্নমালার ঘাটে শুনি দামামার ধ্বনি।
পঞ্চপাত্র চমকিত হইলা নৃপমণি ॥
কোটাল কোটাল ডাক পড়ে ঘনে ঘন।
আসিয়া কোটাল নৃপে দিলা দরশন ॥ ৪
সত্বর কোটাল নৃপে নোঙাইল মাথা।
রোসযুক্ত নরপতি কহে কটু কথা ॥
লুট্যা দেশ খায় বেটা দেসের বিধাতা।
ভালমন্দ নাহি কহ রাজ্যের বারতা ॥ ৮
রত্নমালার ঘাটে শুনি কিসের বাজন।
বার্তা জানি শীঘ্র মোরে কর নিবেদন ॥
ঘরদল হয় যদি আন্ত মোর পুর।
পরদল হয় যদি মেরা্যা কর্য দূর ॥ ১২
বৈদেশিক হয় যদি এন্ত মোর ঠাই।
মার্যা দূর কর্য যদি না মানে দোহাই ॥
গজকন্ধে কালুদণ্ড চলে ধাওা ধাই।
কূলেতে উঠিতে সাধু দিলেক দোহাই ॥ ১৬
ঘরদল পরদল নাহি জানি তোমা।
প্রবেশিয়া রাজপুরে কেন বাজাও দামামা ॥
ঘরদল নহি আমি নহি পরদল।
বৈদেশিক সাধু আমি এস্যাছি সিংহল ॥ ২০

CENTRAL LIBRARY

রহিব তোমার দেশে যদি প্রীতি পাই।
নহিলে ভাসিব জলে কি করে দোহাই ॥
[১]সিংহলে থাকিবে যদি চল রাজধাম।
পঞ্চাশ কাহন কড়ি আমার ইনাম ॥[১] ২৪
মের সিরে দায় যদি হয় ডাকাচুরি।
পঞ্চাশ কাহন চাহি আমার দিগারি ॥
তোর দেশে আসি আমি নাই খাই জল।
কিসার কারণে চক্ষু করিস পাগল[২] ॥ ২৮
সাধু নহ ঢঙ্গবেটা[৩] মিছা তোর ভরা।
প্রবেশিয়া রাজপুরে ডাকা দিবি পারা ॥
[৪]জেই চোর তার বাক্যে[৪] নাহি পাতিয়ারা।
দেখহ[৫] সকল লোক আপনার পারা ॥ ৩২
প্রীতিবাক্যে কোটালে প্রবোধে কর্ণধার।
চলিলেন ধনপতি রাজার দরবার ॥
[৬]ভার দশ দধি চাঁপা কলা মর্তমান।
দ্বোখণ্ডি সরস গুওা বিড়া বান্ধা পান ॥ ৩৬
গাছ বান্ধি নিল ভেট ঘৃত দশ ঘড়া।
খান দুই সকল্লাত খান দশ গড়া ॥
কিঙ্কর করিয়া দিল দোলার সাজন।
আগে ন্যায়া পাইক ধায় শত শত জন ॥ ৪০
কনকের সাজা কুড়া কনক আকুড়া।
বিচিত্র শোভিত তাহে পাটের পাছড়া ॥
চারিদিগে নামে গজ মুকুতা খেচনি।
বিনোদ পাটের খোপ রসাল দর্পনি ॥ ৪৪
দোলার উপরে সদাগরে হেলে গা।
চারিদিগে পড়ে শ্বেত চামরের বা ॥

---

১ বঙ্গবাসীতে নাই
২ পাকল (ব) ৩ ভণ্ড বেটা (ব)
৪ সাধু বলে যেই চোর (ব) ৫ দেখয়ে (ব)

CENTRAL LIBRARY

জোগানিয়া পাইক ধায় সাধুর জোগান।
আগে পিছে সিঙ্গা কাড়া টমক নিসান ॥ ৪৮
রাজার সভাতে আসি হৈল উপনিত।
প্রণাম করিয়া ভেট রাখে চারিভিত ॥
বামদিগে রাখে সাধু বদলের সাজ।
পরিচয় সাধুরে জিজ্ঞাসে মহারাজ ॥[৬] ৫২

রাজসমীপে ধনপতির পরিচয়দান

কর অবগতি শুন নরপতি
গৌড় দেশে মোর বাস।
বিক্রম কেশরী সাজি সাত তরী
পাঠাল্য তোমার বাস[১] ॥ ৪
গন্ধ বেন্যা জাতি উজানিতে স্থিতি
দত্তকুলে উতপতি।
অজয়ের তটে গঙ্গার নিকটে
বসিলাম ধনপতি ॥ ৮
চামর চন্দন আদি নানাধন[২]
নাহিক রাজার ভাণ্ডারে।
রাজ আজ্ঞা পেয়্যা আইনু সিন্ধু বেয়্যা
তোমার এই সফরে ॥ ১২
উজানির কথা গড় চারিভিতা
চৌদিগে বেউড় বাস।
রাজার সামন্ত নাহি পাই অন্ত
জদি ফিরি এক মাস ॥ ১৬

---

৬ বঙ্গবাসীতে ও 'গ' পুঁথিতে ত্রিপদীতে আছে।

১ পাশ (ব) ২ শঙ্খ আদি ধন (ব)

CENTRAL LIBRARY

রাজা মহাশয় চাপে ধনঞ্জয়
প্রজার পালনে রাম।
[৩]প্রতাপে অসীম মল্লে জেন ভীম
চোর খণ্ডে জেন বাম॥[৩] ২০
বিদ্যা বিশারদ অতুল সম্পদ
অশ্বের শিক্ষাতে নল।
সর্বজনা সুখি নাহি রঙ্ক দুখি
রাজ্যে নাহি[৪] কোলাহল॥ ২৪
অন্তর নির্মল জেন গঙ্গাজল
সদাই কৃষ্ণ ধেয়ান।
সুনেন সদত পুরাণ ভারথ
দিজে দেন হেমদান॥ ২৮
পণ্ডিতে সভাকবি তেজে জেন রবি
নারদ সমানো গানে।
সুমতি সুস্থির সত্যে যুধিষ্ঠির
কর্ণের সমানো দানে॥ ৩২
[৫]সাধুর ভারথি সুনি নরপতি
জিজ্ঞাসে বদল কথা।
রচিয়া সুছন্দ সুকবি মোকুন্দ
অম্বিকামঙ্গল গাথা॥[৫] ৩৬

---

৩ সংগ্রামে সাহসী রূপে যেন শশি
সকলি গুণের ধাম। (গ)

৪ রাত্রদিন (দী)

৫ রাজা রঘুনাথ গুণে অবদাত
রসিক মাঝে সুজান।
তার সভাসদ রচি চারু পদ,
অম্বিকামঙ্গল গান। (ব. গ)

CENTRAL LIBRARY

বাণিজ্য সামগ্রী বিনিময়

মালঝাঁপ

বদলাসে নানা ধন আন্যাছি সিংহলে।
জাহার বদলে জাহা দিব[১] শুন কুতূহলে॥
কুরঙ্গ বদলে তুরঙ্গ[২] দিবে নারিকেল বদলে সঙ্খ।
বিড়ঙ্গ বদলে লবঙ্গ পাব শুঠ্যের বদলে টঙ্ক॥ ৪
পুরঙ্গ[৩] বদলে মাতঙ্গ দিবে পায়রা বদলে সুয়া।
গাছফল বদলে জায়ফল পাব বহড়ার বদলে গুয়া॥
সিন্দূর বদলে হিঙ্গুল পাব গঞ্জার বদলে পলা।
পাটসন বদলে ধবল চামর কাচ্যের বদলে সিলা॥ ৮
চিনির বদলে দানা কর্পূর আলতার বদলে নাটী।
সকলাত কম্বল পামরি পাব বদল করিয়া পাটী॥
হরিদ্রা বদলে গোরচনা দিবে পাটের বদলে নোড়া।[৪]
সুক্তার বদলে মুক্তা দিবে ভেড়ার বদলে ঘোড়া॥ ১২
লবণ বদলে সৈন্ধব পাব জোঁআনি বদলে জিরা।
আকন্দ বদলে মাকন্দ পাব হরিতাল বদলে হিরা॥
মাস মুসুরি তণ্ডুল মধুরি বরবটী বাটুল্যা চিনা।
বলদে শকটে তৈল ঘি পুরি ঘটে সদাগর এন্যাছে কিনা॥ ১৬
গোধম জব খুড়িয়া মুগ তিল মাড়ুয়া সরিষা মসিনা ছোলা।
বদলে সদাগর এন্যাছে বহুতর লবণের পাতিয়া গোলা॥
জগদবতংসে পালধি বংসে নৃপতি শ্রীরঘুরাম।
শ্রীকবিকঙ্কণ করয়ে বিরচন অভয়া পুর তার কাম॥ ২০

---

১ যে দিলে যে হয় তাহা (ব)

২ তুরঙ্গ বদলে কুরঙ্গ (ব)

৩ প্লবঙ্গ (ব)

৪ চইয়ের বদলে চন্দন পাব পানের বদলে গড়া। (ব)

CENTRAL LIBRARY

অগ্নিশর্মা পুরোহিতের কথা

বদলের সজ্জ্য রাজা কৈল অঙ্গীকার।
শতেক কাহন দিল রন্ধন বেভার॥
সাধুকে তুষিলে রাজা ভূষণে চন্দনে।
বিদায় করিল তারে রন্ধনে ভোজনে॥ ৪
অগ্নিশর্মা নামে দ্বিজ রাজ পুরোহিত।
রাজার সভাতে আসি হৈল উপস্থিত॥
আশীর্বাদ করি দ্বিজ বসিলা কম্বলে।
হাস পরিহাস কথা কন কুতূহলে॥ ৮
চারিদিগে দেখি দ্বিজ ভেট আওজন[১]।
সহাস বদনে কথা নৃপে জিজ্ঞাসন॥
আজি ভেট দর্ব্ব কেন দেখি চারি ভিতে।
মোনহর বস্তু সব পাইলে কোথা হৈতে॥ ১২
গৌড় হইতে আল্য সাধু নাম ধনপতি।
এই দ্রর্ব্ব দিয়া মোরে[২] করিল প্রণতি॥
ইহা শুনি অগ্নিশর্মা [৩]বলে অতি[৩] রোষে।
ব্রাহ্মণ বসতি কেন করে এই দেশে॥ ১৬
বিধি ব্যবস্থার বেলা[৪] আমি প্রতিদিন।
[৫]কাজ্য কারণের কালে হই[৫] উদাসিন॥
আমি সবে বঞ্চিত সবার কোলে ভেট।
শুনি পঞ্চ পাত্রমিত্র মাথা কৈল হেঁট॥ ২০
ইহা বলি অগ্নি শর্মা জান সভা ছাড়ি।
[৬]বিনয় করেন সবে[৬] তার পায়ে পড়ি॥
রাজার আদেশ পুনু কালু দণ্ড পায়।
পুনর্বার আনে সাধ্যে রাজার সভায়॥ ২৪

---

১ দেখিয়ে ভেটের আয়োজন। (ব) ২ নানা দ্রব্য ভেট দিয়া (ব)
৩ হৈলা মহা (ব) ৪ বিধি ব্যবহার কালে (ব)
৫ কার্য্যকারণকালে (ব)
৬ নিষেধ করিল পাত্র (ব) নিরস্ত করিল পাত্র (দী)

CENTRAL LIBRARY

পণ্ডিত জিজ্ঞাসে তারে পথের বারতা।
কিবা নায়ে তটে আল্যা কহ সাধু কথা॥
অঞ্জলি করিয়া সাধু করে নিবেদন।
অম্বিকামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥ ২৮

কমলে কামিনীর কথা

রাজার [১]আদেশ[১] পেয়্যা সঙ্গে শত তরি লয়্যা
নদনদি [২]সিন্ধু মহারয়[২]।
শুনহে শুনহে[৩] ভূপ দেখিলাম অপরূপ
কহিতে [৪]পরাণে বাসি[৪] ভয়॥ ৪
সঙ্গে সাত তরি লয়্যা আইনু অজয় বেয়্যা
উপনিত ইন্দ্রানির ঘাটে।
ধৌত হরি পদদ্বন্দ্বা বাহিনু [৫]আলুকনন্দা[৫]
কুতূহলে আলু গীত নাটে॥ ৮
ডানি বামে জত গ্রাম তার কত নিব নাম
উপনিত [৬]ত্রিপীনির[৬] তীরে।
করিয়া প্রভাতে স্নান জথা বিধি পিণ্ডদান
ঘটে পুরি নিলু গঙ্গা নীরে॥ ১২
জাহ্নবী সাগর সঙ্গো পর্বত সমান তরঙ্গো
বাহিনু পরাণ করি হাথে।
সিন্ধু তটে অবতরি ডানিভাগে নীলগিরি
দেখিনু ঠাকুর জগন্নাথে॥ ১৬
কেবল দুষ্টের পথ [৭]করি নানা মনোরথ[৭]
উপনিত হইলাম সিংহলে।

---

১ হুকুম (ব) ২ মহাসিন্ধু হয় (ব) ৩ অবধান কর (দী, ব)
৪ হৃদয়ে লাগে (দী) ৫ অলকনন্দা (ব) ৬ ত্রিবেণীর (ব)
৭ বাহিলাম নানামত (ব)

CENTRAL LIBRARY

সুধন্য সিংহল দেশ কালিদহে পরবেশ
জল আচ্ছাদিত শতদলে ॥ ২০
সেই কালিদহ জলে কুমারি কোমল দলে
গজ গীলে উগারে অঙ্গনা।
অতি কৃশোদরী বালা মাতঙ্গ গতির লীলা
শশীমুখী খঞ্জন লোচনা ॥ ২৪
সাধুর বচন শুনি রোষযুক্ত নৃপমণি
চান মহা[৮]পাত্রের বদন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্ধ
চক্রবর্তি শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ ২৮

ধনপতির সহিত শালবনের কথোপকথন

সাধুর বচনে রাজা সালবান হাসে।
রাজার [১]আদেসে[১] পাত্র উপহাস ভাসে ॥
বিদেশে আসিয়া সাধু পাইল তরাস।
কি ভাগ্যে সাধুর ডিঙ্গা না কৈলা গরাস ॥ ৪
সাধু বলে স্থান গুণে কর [২]অবলম্ব[২]।
গজকন্যা বান্ধ্যা আনি করহ বিলম্ব ॥
শ্রীমুখের আজ্ঞা জদি কর নৃপবর।
কমলো কুমুদে পারি ছেয়্যা দিতে ঘর ॥ ৮
বান্ধিয়া [৩]নিতাম করি[৩] কমল কামিনি।
করিলাম তোমারে ভয় নৃপচূড়ামণি ॥
রাজসভা যোগ্য নহে এই সাধু ভণ্ড।
ধর্মশাস্ত্র বিচারিয়া উচিত হয় দণ্ড ॥ ১২

---

৮ চান রাজা (ব)

১ ইঙ্গিতে (দী. ব) ২ উপলম্ব (ব)

৩ আনিতাম রায় (ব)

CENTRAL LIBRARY

সাধু বলে ভণ্ড বল ঠাকুরালি বলে।
প্রতিজ্ঞা করিয়া চল [৪]কালিদহ জলে[৪] ॥
[৫]যদি মিথ্যা হয় রাজা আমার বচন।
লুটি করি নিহ মোর বাণিজ্যের ধন ॥[৫] ১৬
[৬]যদি দেখাইতে নারি কামিনি কুঞ্জরে।
বন্দিশালে বন্দি করি রাখিবে আমারে ॥[৬]
রাজা বলে সত্য হয় তোমার বচন।
অর্ধ রাজ্য দিব হে অর্ধেক সিংহাসন ॥ ২০
[৭]রাজা সাধু মেলি কৈল প্রতিজ্ঞা পূরণ।[৭]
মসিপত্রে লিখন করিল সভাজন ॥
সাজ সাজ বলি রাজা দিলেন ঘোষণা।
শ্রীকবিকঙ্কণ কৈল পাঁচালি রচনা ॥ ২৪

কালীদহ দর্শনার্থ সজ্জা

অপরূপ কথা শুনি সালবান নৃপমণি
সাজ বলি দিলেন বাজনা।
কোমলে কামিনি বৈসে কুঞ্জর ওগারে গ্রাসে
শুনি পুরে ধায় সর্বজনা ॥ ৪

---

৪ যাই নদীকূলে (ব)

৫ দেখাইতে নারি কুঞ্জ কামিনী বারণ।
লুঠ করি লহ মোর বুহিতের ধন। (ব)

৬ দ্বাদশ বৎসর বন্দি থাকি কারাগারে।
যদি দেখাইতে নারি কামিনি কুঞ্জরে। (ব)

৭ নৃপ সাধু দোঁহে কৈল প্রতিজ্ঞা বচন। (ব)

CENTRAL LIBRARY

[১]সঙ্খ রবে হৈল রোল অন্ত নাহি ঢাক ঢোল
পড়াসিঙ্গা মৃদঙ্গ করতাল।[১]
[২]বির কাশি তার মাঝে ডঙ্ক মোহরি বাজে[২]
নানা বাদ্য বাজয়ে বিশাল ॥ ৮
গজ পীঠে বাজে দামা সাজে নৃপতির মামা
আড়ম্বরে পুরিলা গগন।
ধবল চামর ছটা [৩]সাজিল রাজার বেটা[৩]
করি গণ্ড সিন্দূর শোভন ॥ ১২
গজ পিঠে নরপতি মামাতে ধরিল ছাতি
চারিদিগে পাত্রের পয়ান।
[৪]কবচে মুণ্ডিত হয় আগে চলে কত শয়
হয়োবলে সাজয়ে প্রধান ॥ ১৬
রথ বলে সাজে রথি বির বলে সেনাপতি
রথ বেড়ি মত্ত করিবর।
কনক কলস চূড়ে নেতের পতাকা উড়ে
চারি দিগে ধবল চামর ॥[৪] ২০
[৫]নিয়া আপনার দল তুরঙ্গ মাতঙ্গ বল[৫]
ভুঞা রাজা করিলা পয়াণ।
জবন কিরাত শক আগু দলে উযুবক[৬]
খোরাসানি মোগল[৭] পাঠান ॥ ২৪
সাজ বলি পড়ে সাড়া আরোপী ধনুকে চড়া
ধনুকি ধাইল উতরোল।
গায়ে আরোপী নবাঙ্গি কাছে খরসান টাঙ্গি
জায় সঙ্গে সোল সত কোল ॥ ২৮

---

১ শিঙ্গা শঙ্খ হৈল বোল, সংখ্যা নাহি ঢাক ঢোল
কাড়া মৃদঙ্গ করতালে। (ব)
২ ডঙ্ক মহুরা বাজে বীর কালু তাহে সাজে (ব)
৩ উরুমাল ঘাঘর ঘণ্টা (ব) ৪ বঙ্গবাসীতে নাই
৫ আপনার নিজদল মাতঙ্গ মল্লের বল (ব)
৬ উজবক (ব) ৭ মঙ্গল (ব)

CENTRAL LIBRARY

পাইক বলে প্রচণ্ড ধায় বীর কালু দণ্ড
বার সত সংহতি চোকন্যা।
শুনি কথা অদ্ভুত ধায় কত রঘু পুত
কোমলে কামিনী কথা শুন্যা ॥ ৩২
বাজন নেপুর পায় বীর ধড়্যা পাইক ধায়
রায় বাঁস ধরে খরসান।
সোনার টোপর শিরে ঘন সিংহনাদ পুরে
বাঁসে বান্ধে চামর নিশান ॥ ৩৬
কাসিরাজ চলে সাল্ল রণকেতু রণ মল্ল
যুগন্ধর আর পুরুন্ধর।
নানা বিধি বাদ্য বাজে নব লক্ষ দল সাজে
ধূমে আচ্ছাদিত দিবাকর ॥* ৪০
সাজ বলি পড়ে রা সাজিল রাজার মা
অপরূপ শুনিয়া সত্বর।[৮]
দাসদাসি গণ সঙ্গে চলিলা পরম রঙ্গে
[৯]দেখিবারে কামিনি কুঞ্জর ॥[৯] ৪৪
রাজ আজ্ঞা শিরে ধরি চলে নৃপতির নারি
লীলাবতি আদি শত রাণী।
আপন বিমানে চড়ে কোমল দেখিতে লড়ে
আগে দাস ধায় রায় পাণি ॥† ৪৮
সঙ্গে নব লক্ষ দলে গেলা কালিদহ কুলে
নাবিকে জোগায় নৌকাচয়।
নৃপতি চাপীলা নায় কোমল দেখিতে জায়
উপনিত হইল কালিদয় ॥ ৫২

---

* ২৫-৪০ পংক্তি বঙ্গবাসীতে নাই।

৮ কালীদহে দেখিতে কমল। (ব)

৯ মনে মহা হয়্যা কুতুহল। (ব)

† ৪৫-৪৮ ছত্র বঙ্গবাসীতে নাই।

CENTRAL LIBRARY

শালবানের ক্রোধ

কালিদহে উপনিত হইল নরপতি।
[১]চারিদিগে মহাপাত্র[১] করিয়া সংহতি ॥
ধনপতি সদাগরে বলে নৃপবর।
দেখাও কোমলে কোথা কামিনি কুঞ্জর ॥ ৪
[২]অগ্নিশর্মা দ্বিজ বলে শুন সদাগর।
কোনখানে আছে বল কামিনি কুঞ্জর ॥
মিথ্যা বাক্য হৈল তোর রাজ সন্নিধানে।
অপরাধ মাগী লেহ নৃপতি চরণে ॥ ৮
নহে মিথ্যা বচনের পাবে প্রতিকার।
নৃপতি চরণে দোষ কর অঙ্গীকার ॥[২]
ভাবিয়া সিদ্ধান্ত করে সাধু ধনপতি।
ধর্ম অবতার তুমি রাজা মহামোতি ॥ ১২
দেখিনু জথেক আমি এক মিথ্যা নয়।
[৩]কহিব উচিত কথা শুন মহাশয় ॥[৩]
[৪]যুয়ার ভাটী দেহো হে টুটিয়া জাউ জল।[৪]
দিনা দুই চারি থাক দেখাব কোমল ॥ ১৬
সকোপ হইল রাজা সাধুর বচনে।
অম্বিকা মঙ্গল কবিকঙ্কণে ভণে ॥

ধনপতির মিনতি

রায়

অবিচারে মোরে কর রোষ।[১]
বিচারে পণ্ডিত তুমি তোমা কি বুঝাব আমি
এ সাধুজনের নাহি দোষ ॥ ৪

---

১ পঞ্চপাত্র পরিবার (ব) ২ বঙ্গবাসীতে নাই।
৩ আছিল কমল যত ঝাপিল তব নায়। (ব)
৪ জোয়ারে লেউক ভাটি টুট্যা যাকু জল। (ব)
১ অকারণে কর তুমি রোষ (ব)

CENTRAL LIBRARY

দেখিতে অলপ কাজ আপুনি সিংহলরাজ
সাজি আল্যা নব লক্ষ দলে।
শশিমুখি লাজ ভয় ছাড়ি গেলা কালিদয়
কুঞ্জর প্রবেসে রদতলে ॥ ৮
কেরুয়ালের টানাটানি তল হৈল উর্ধ পানি
ছিঁড়িল [২]কলস ডাঁড়ি পাতা।[২]
বিসম জলের ব্যয় ত্রিন দুই খান হয়
ভেস্যা গেল সবপাতা লতা ॥[৩] ১২
তোমার মাতঙ্গ বল উর্ধ পানি হইল তল
কবলিত কৈল পদ্ম শুণ্ডে।
রাজ বল নব লক্ষ কেহো নহে মোর পক্ষ
আমারে না বল [৪]লণ্ড ভণ্ডে[৪] ॥ ১৬
ছিল ভঙ্গ সরসিজে সরসিজে খাইল গজে
অলিকুল উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে।
আমি বৈদেশিক সাধু তুমি অকলঙ্ক বিধু
ছলে মোরে না পাড় বিপাকে ॥ ২০
সিংহলে জতেক দেখি[৫] সকল তোমার সাক্ষী
মোর সবে জনা দুই চারি।
শিখী তৃণে বিসম্বাদ হৈল বড় পরমাদ
শুন অকিঞ্চনের গোহারি ॥ ২৪
সাধুর বচন শুনি রাজা পাত্র মনে গুনি
কর্ণধারে মানিল প্রমাণ।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিল বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥ ২৮

---

২ সকল ডাঁটিলতা (ব)
৩ ডাঁটি লতা পাতা (ব) ৪ রাজা ভণ্ডে (ব)
৫ সিংহলের যত পক্ষী (ব)

CENTRAL LIBRARY

কর্ণধার মুখে অপ্রমাণ

আস্তরে কাণ্ডারি সত্য বল না আমারে।
তুমি কি দেখিলা [১]পথে কোমল কুঞ্জরে ॥[১]
[২]সত্য বাক্য সত্য ভাই জদি মিথ্যা নয়।
হেন সত্য বলিবারে না করিহ ভয় ॥[২] ৪
তীর্থ যজ্ঞ দান করে পিতার উদ্ধার।
মিথ্যা বাক্যে নরক নাহিক প্রতিকার ॥
পড়িয়া শুনিয়া পুত্র হয় সুপুরুষ।
গয়ায় পিণ্ড দান করে ধরে তিল কুশ ॥ ৮
সেই ফল পায় যেবা কহে সত্য বানি।
কহিল পুরাণে শুন ব্যাস মহামুনি ॥
অবনী বলেন আমি সভাকারে বহি।
মিথ্যা যেবা কহে তার ভার নাহি সহি ॥ ১২
জলেতে দাণ্ডাইয়া কহ পূর্ব মুখ হয়া।
একানৈ পুরুষ তোমার রোয়্যাছে দাণ্ডায়া ॥
মিথ্যা যদি বল তবে হবে ফলাফল।
[৩]নরকে পড়িবে জাবত চন্দ্রাবত ॥[৩] ১৬
রাজার বচন শুনি কর্ণধার বলে।
আমি নাহি দেখি রাজা কামিনি কোমলে ॥
রাজা বলে সাক্ষী হইয় ধর্মার্থ কাহিনী।
আপন সাক্ষীতে বেটা হারিলে আপুনি ॥ ২০
সভা সাক্ষী করি রাজা বান্ধে সদাগরে।
রাজ বাক্যে মধুকর লুটে নিশিশ্বরে ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজচিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ ২৪

---

১ পদ্ম কামিনী কুঞ্জরে (ব)

২ সত্য বাক্যে স্বর্গ যায় মিথ্যায় নরক হয়।
হেন মিথ্যা হেতু ভাই করা কিছু ভয়। (ব)

৩ নরকস্থ হইবে যাবত দিবাকর। (ব)

CENTRAL LIBRARY

ধনপতির কারাদণ্ড

আনিয়া নায়ের দড়া [১]সাধু বান্ধে পিছমুড়া[১]
কোটালে গছায় নৃপবর।
তেজি দণ্ড কেরুয়ালে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে জলে
নায়্যা পাইক পরাণে কাতর ॥ ৪
বাজে মহল হৈল ডিঙ্গা সঘনে বাজয়ে সিঙ্গা
রণভেরি দুন্দুভি বাজন।
রাজার প্রধান দেখে কাগজে কায়স্তে লিখে[২]
বলদে শকটে নাদে[৩] ধন ॥ ৮
গৌরব করিয়া দূর কেড়্যা নিল কর্ণপুর
কান্দিতে লাগীল সদাগর।
অঙ্গুরি অঙ্গদ বালা কলধৌত কর্ণমালা
সর্ব ধনমান দিশিশ্বর ॥ ১২
জে জন পলায়্যা জায় তাড়াতাড়ি ধরে তায়
কাড়ি নেয়[৪] বসন ভূষণ।
ধরিয়া সাধুর সাথে বিরূপ করিয়া তথি
দিয়া কাড়ি নেয় নানাধন ॥[৫] ১৬
দিবসে দুপরে ডাকা সদাগরে মারে ঢেকা
নিয়া জায় বন্ধির ভবনে।
রাজার আদেশ পেয়্যা লোহার নিগড় নিয়া
পরাইল সাধুর চরণে ॥ ২০

---

১ সাধ্যে বান্ধে পিঠমোড়া (দী) ২ ভাণ্ডারে কায়স্থ লিখে (দী)
৩ বাহে (দী) ৪ বলে লয় (দী)
৫ যত পায় তত লয় ধন ॥ (দী)
ইহার পর মধ্যে অতিরিক্ত
কাণ্ডার বাঙ্গাল কান্দে কেশপাশ নাহি বান্ধে
ঘন দেই রাজার দোহাই।
বিষাদিত মনোদুঃখে ঊর্দ্ধবাহু করি ডাকে
নেহাতি করিতে কেহ নাই ॥ (দী)

CENTRAL LIBRARY

[৬]ঘোরতর কারাগারে নিয়া জায় সদাগরে
পোতা মাঝিগণে মারে ঢেকা।[৬]
[৭]হেড়্যা পরে পরবেশ ধুলায় লোটায় কেশ
বন্ধুজন সঙ্গে নাহি দেখা॥[৭] ২৪
[৮]নিত্য সজ্য হইল ধুলা সহচর চুলচুলা
উড়ুস নিদ্রার হইল অরি।[৮]
দৈবগতি বিপরীত কানে মশা গায় গীত
[৯]চৌদিগে ··· গরগরি॥[৯] ২৮
[১০]খেনে দুখ ভাবি কান্দে খেনে কথা কহে নিন্দে
নিশ্বাস জিনিয়া দাবানল।
চণ্ডির নিন্দার ফলে সাধু রহে বন্দিশালে
মোকুন্দ গাইল কুতূহল॥[১০] ৩২

স্বপ্নে দেবীর দর্শনদান

সাধুকে থুইয়া বন্দি দেবি ভগবতি।
অবিরত চিন্তাযুক্ত নহে সুখ মোতি॥

---

৬ বুলিয়া কাণ্ডার ঘরে লয়্যা যায় সদাগরে
পোতামাঝি ঘন মারে ঢাকা। (দী)
৭ হাড়িপদে পরবেশ মুড়ায় মাথার কেশ
বন্ধুজন সনে নাই দেখা। (দী)
৮ বন্দীশয্যা হৈল ধুলা সহচরী চুলচুলা
উড়ু সনে হৈল তায় অরি (দী)
৯ চৌদিগে চুয়ার করকরি। (দী)
১০ ক্ষণে দুঃখ ভাবি নিন্দে ক্ষণে সদাগর কান্দে
নিশ্বাস ছাড়য়ে দাবানলে।
রচিয়া ত্রিপদীছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
অভয়ার চরণ কমলে। (দী)

BENGALI MANUSCRIPT LIBRARY UNIVERSITY OF CALCUTTA

CENTRAL LIBRARY

সপন কহেন চণ্ডি বসিয়া শিয়রে।
মুড়মোতি সাধু তুমি পূজ চণ্ডিকারে ॥ ৪
স্বউরন করহ তুমি ভবানি ভবানি।
দেখাইব কালিদহে কোমল কামিনি ॥
কুবুদ্ধিয়া তোরে কত বুঝাব বিশেষ।
ধরার ধবল ছাতা বাট্যা দিব দেশ ॥ ৮
মণিমুক্তা প্রবালে পুরিয়া মোধুকর।
কিঙ্কর করিয়া দিব সিংহল ঈশ্বর ॥
মগরাতে ডুবাল তুলিয়া দিব নায়।
ভরা দিয়া দিব ধন জত লাগে তায় ॥ ১২
তবে যদি নাহি পূজ দেবি মহেশ্বরি।
লুটিব তোমার ঘর বিক্রম কেশরী ॥
হাটে সূতা বেচিবেক লক্ষপতির ঝি।
সংক্ষেপে কহিনু তোরে আর কব কি ॥ ১৬
তোরে আমি বলি সাধু করিয়া দড়ান।
চণ্ডি না পূজিলে তোর নাহিরে ছাড়ান ॥
নিশিশেষে এত সাধু দেখিয়া স্বপন।
সংভ্রমে উঠিয়া স্বোউরে গজেন্দ্র মোক্ষণ ॥ ২০
কারাগারে যদি মোর বেরায় পরানী।
মহেশ ঠাকুর বিনে অন্য নাহি জানি ॥
বন্দি হইল সদাগর রাজ কারাগারে।
ভিক্ষা মাগে লেয়্যা পাইক নগরে নগরে ॥ ২৪
সমস্ত দিবস ভিক্ষা মাগীয়ে সিংহলে।
শিবালয়ে উপনিত হয় সন্ধ্যাকালে ॥
সাধুর সঙ্গের দিজ করয়ে রন্ধন।
সভা করি আগে ধনপতির ভোজন ॥ ২৮
পশ্চাতে কাণ্ডার সব করে অন্নপান।
ঘরে ঘরে করে নিত্য ভিক্ষার সন্ধান ॥
কোন দিন লোণ মিলে কোনদিন তেল।
অহুদিন সাধুর অন্তরে বাজে শেল ॥ ৩২

CENTRAL LIBRARY

দূর গেল দধি দুগ্ধ চিনি মর্তমান।
খুদা পেলে সদাগর তণ্ডুল চিবান॥
জেই জন ছিল তার কোটী অধিকারি।
সিংহলে হইল জেন কড়ার ভিক্ষারি॥ ৩৬
সাধু বন্দি করি যাত্রা কৈল মাহেশ্বরি।
জথা আছে ব্রত দাসি খুল্লনা সুন্দরি॥
খুল্লনা লইয়া কিছু শুনিবে বচন।
জে কালে গেলেন সাধু দক্ষিণ পাটন॥ ৪০
সেকালে তাহার গর্ভ ছিল পঞ্চমাস।
হেনকালে নৃপাদেশে দীর্ঘ পরবাস॥
পদ্মাবতি সঙ্গে চণ্ডি দেখেন তাহারে।
হেনকালে লোহনা বলেন খুল্লনারে॥ ৪৪

সাধের সাজ*

[১]প্রাণের বুহিনি গো
কি খেতে জায় মোন।[২]
কহ না খণ্ডিয়া লাজ আনিব সাধের সাজ
ভাণ্ডারে নাহিক কোন ধন॥ ৪
সমর্পিয়ে হাথে হাথে দূর গেল প্রাণনাথে
তোমারে আমার বড় ভর।
আসিবেন আজি কালি পাছে আস্থা দেন গালি
এই[২] মোর ভাবনা অন্তর॥ ৮
[৩]প্রথম গর্ভের[৩] ভর শুয়্যা থাক নিরন্তর
সদাই বদনে উঠে হাই।

---

* বঙ্গবাসীতে এই অধ্যায়ের পূর্বে 'খুল্লনার মনের সাধ' অধ্যায় বসিয়াছে।

১ বহিন কি আর খাইতে যায় মন (ব) ২ তুই (ব)

৩ গর্ভের দেখি যে (ব)

CENTRAL LIBRARY

সদাই নাকার উঠে দিনে দিনে বল টুটে
নাহি জানি কফ পিত্ত বাই ॥ ১২
সঙ্গেতে [৪]দুবলা[৪] সখি [৫]নিয়া জাহ[৫] আমলখি
[৬]স্থান কর গীয়া[৬] নদি জলে।
[৭]রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমোকুন্দ
অভয়ার নৌতন মঙ্গলে ॥[৭]

খুল্লনার সাধ

শুন দুয়া দাসী কহি ল তোরে।
ইবে মোর মোন জেমন করে ॥
কহি নিজ সাধ শুনলো দাসী।
পান্ত উদন ব্যঞ্জন বাসি ॥ ৪
বাথুয়া ঠনঠনি তৈলেতে পাক।
ডগি ডগি করি ছোলার শাক ॥
মৎস্য চড়চড়ি কুমড়ার বড়ি।
সেরূপ[১] সফরি ভাজা চিঙ্গুড়ি ॥ ৮

---

৪ প্রধান (ব) ৫ লয়ে তৈল (ব), তৈল বাটা (দী)
৬ স্নান করি আস্ত (দী)
৭ বল হয় অন্নমূল কার তেজে দিবে শূল
দিনে দিনে দেখি ক্ষীণবলে।
লহনার কথা শুনি খুল্লনা বলেন বাণী
আপনার শরীর সন্ধান।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান। (দী, ব)
১ সরল (ব)

CENTRAL LIBRARY

যদি ভাল পাই মহিষা দই।
নিধাই করিয়া তাহাতে থই ॥[২]
পাকা চাঁপা কলা করিয়া জড়।
খাইবের সাদ হইয়াছে বড় ॥ ১২
কণকের থালে উদন শালি।
কাঞ্জির সহিতে করিয়া মেলি ॥
হেন কাঞ্জি মনে ভুঞ্জিতে চায়।
চাকা চাকা মূলা বাঙ্গুন তায় ॥ ১৬
দুগ্ধে তিলে গুড়ে মিশায়্যা লাউ।
দধির সহিত তিলের জাউ ॥
আমসি কাসন্দি কুল করঞ্জা।
আমড়া [৩]বোদানি তালিত জেন্দা ॥[৩] ২০
সখি সাধে জদি বাড়াই পা।
আল্যাইয়া পড়ে সকল গা ॥
প্রভু পরবাসে আমি ত ঘরে।
কে সাধিব সাধ কহিব কারে ॥ ২৪
কি কহিব আর জে উঠে মোনে।
শ্রীকবিকঙ্কণ পাঁচালি ভনে ॥

শ্রীমন্তের জন্ম

জেই দিনে জেই সাধ চাহেন খুল্লনা।
সেই দিনে সেই সাধ [১]জোগায়[১] লোহনা ॥

---

২ যদি ভাল পাই মহিষা দই।
ফেলি চিনি তাহে মিশায়ে থই। (ব)
ফেলি চিনি মিশাইয়া থুই।
মৎস্যমধ্যে ডাগর রুই। (গ)

৩ নোয়াড়ি পাকা চালিতা। (ব)

১ ভুঞ্জায় (ব)

CENTRAL LIBRARY

[২]ছয় সাত মাসে বন্ধু জন দেই সাধ।
আট মাসো কালে রামা পায় অবসাদ ॥ ৪
নয়মাসে তাহার করিল বিহুমান।
দশমাসে প্রসব বেদনা অবসান ॥
তরায়ে দুবলা ডাকি আনে সখিগণ।
প্রসবের বেদন বাড়য়ে অনুক্ষণ ॥ ৮
কভু নাহি জানে রামা প্রসব বেদন।
মনে মনে চিন্তা করে চণ্ডির চরণ ॥
সেবক বৎসলা মাতা জানিয়া কারণ।[২]
[৩]সত্বরে আইলা মাতা সুতিকা ভবন ॥[৩] ১২
[৪]কপট মন্ত্রিত করি খাওয়াইল জল।
চণ্ডীর প্রসাদে রামা পাইলেন বল ॥[৪]
শুভ তিথি শুভ জোগে শুভ তারাগণ ॥
শুভ দণ্ড শুভ বেলা শোভন করণ। ১৬
শুভ লগ্ন পৈয়া রামা প্রসবে কুমার।
চৌদিগের রামাগণ দেয় জয় জয়কার ॥
খুল্লনারে ভগবতি করিয়া আশ্বাস।
সেবক বৎসলা মাতা গেলেন কৈলাস ॥ ২০
চালি ফেড়ি অগ্নি জ্বালে সুতিকা ভবনে।
সঘনে হুলুই পড়ে নাভির ছেদনে ॥
গোমণ্ডি স্থাপীল সষ্টি দ্বার ডানি ভাগে।
করিয়া বিবিধ পূজা তারে বর মাগে ॥ ২৪

---

২ বঙ্গবাসীতে নাই

৩ সুতিকাভবনে তথা আইল ভবানী।
খুল্লনার শিঅরে চণ্ডী আরপিল পাণি ॥
খুল্লনা দেখিল তারে ব্রাহ্মণীর বেশে।
চিনিল চণ্ডিকা রামা চক্ষের নিমিষে ॥ (ব)

৪ কপটে অভয়া তারে দিলেন ঔষধ।
চণ্ডীর ঔষধে তার ঘুচিল আপদ ॥ (ব)

CENTRAL LIBRARY

তিনদিনে করাইল সুপথ্যি পাঁচন।
পাঁচদিনে পাচুট্যা করাইলা শুভক্ষণ ॥
ছয়দিনে সাটীআরা করিলা জাগরণে।
নানা অস্ত্রধারি বেড়ি রহে নিকেতনে ॥ ২৬
দুবলারে আজ্ঞা দিলে লোহনা যুবতি।
গ্রহবিপ্র ডাকিয়া আন সিঘ্রগতি ॥
আজ্ঞা পেয়্যা দুবলা চলিলা লঘুগতি।
অবিলম্বে গেলা দুয়া দৈবক বসতি ॥ ৩২
ওঝা ২ বলি দুয়া ডাকে উচ্চস্বরে।
হয়্যাছে সাধুর পুত্র আইস্ত মোর ঘরে ॥
শুনিয়া দুয়ার বাক্য গ্রহবিপ্রগণ।
অবিলম্বে আল্যা সবে সাধুর ভুবন ॥ ৩৬
লোহনা সভারে দিল বসিতে আসন।
অম্বিকামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥
রবিবারের নিশা পালা সাঙ্গ।
সোমবারের দিবা পালা আরম্ভ।

শ্রীমন্তের নামকরণ

দুবলা গণকগণে সত্বরে[১] ডাকিয়া আনে
দেখে সবে দ্বিপিকা ভাস্বতি ॥[২]
পুরের পণ্ডিত জন হয়া সবে হিত মোন
লিখে তারা শিশুর জাওআতি ॥[৩] ৪
মকরে ধরণি সুত [৪]বুসে চন্দ্র গুরু যুত[৪]
মেসে লেখে প্রচণ্ড তপনে।

---

১ প্রভাতে (ব) ২ লিখে তারা শিশুর যযাতি। (ব)
৩ বিচারয়ে দীপিকা ভাস্বতী। (ব) ৪ বুষে চান্দ গুরুযুত (ব)

CENTRAL LIBRARY

তুঙ্গ গৃহে লিখে রাহু সূচক কল্যাণ বহু
বুধ লিখে গুরুর ভবনে ॥ ৮
চাপে লিখে শনিশ্চর তুলা লগ্নে ভৃগুবর
মঙ্গল সুচারু ঘরে কেতু।
সুজোগ করণ দণ্ড ইথে জাত নহে গণ্ড[৫]
পিতার উদ্দেশ হবে হেতু ॥ ১২
দ্বাদশ বৎসর কালে ডিঙ্গা মেলি হেনকালে[৬]
সিংহলে করিবে পরবেশ।
পদ্মার বচনে চণ্ডি সালিবাহনেরে দণ্ডী
করাবেন পিতার উদ্দেশ ॥ ১৬
সাত নায়ে ভর দিয়া রাজকন্যা কর্যা বিয়্যা
আসিবেন উজানি নগরি।
চণ্ডি হবে কৃপামই সব ঠাঁই হবে জই
কন্যা দিবে বিক্রম কেশরি ॥ ২০
রূপে অভিনব কাম শ্রীপতি হইল নাম
থুয়্যা সবে চলিলা ভবনে।
লোহনা পণ্ডিতগণে প্রসাদ কৈল নানাধনে
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভনে ॥ ২৪

শ্রীমন্তহরণ

সপ্তদিনে সপ্ত রিসি করিয়া বন্দনা[১]।
আট দিনে আট কলাই করিল লোহনা ॥
নর্ত্যা কৈল নয়দিনে মনের হরিষে।
একুস্থা করিলা তার একুস দিবসে ॥ ৪

---

৫ মন্দ (দী) ৬ ডিঙ্গা সাজি বুহিতালে (দী)
১ করি আরাধনা (দী)

CENTRAL LIBRARY

দিনে দিনে আন বেশ সাধুর নন্দনে।
জৌতুকে খুল্লনা দেয় নানা আভরণে॥
দশ দণ্ডে হেমথালে করান ভোজন।
পুত্র কোলে নিদ্রা জায় বিনোদ শয়ন॥ ৮
পদ্মাবতি সঙ্গে মাতা করিয়া যুগতি।
খুল্লনা ছলিতে মাআ কৈল ভগবতি॥[২]
বুঝিবারে খুল্লনার অচলা ভকতি।
শ্রীমন্তেরে কোলে হৈতে হরিলা পার্বতী॥ ১২
পদ্মার সহিত চণ্ডী হরসিত মনে।
ভক্তী বুঝিবারে মাতা রহিলা গগনে॥
পুত্রহারা দেখি রামা খুল্লনা সয়নে।
নিদ্রা তেজি উঠিয়া চাহেন চারি পানে॥ ১৬
উঠিয়া খুল্লনা দেখে কোলে নাহি পো।
সতারে জিজ্ঞাসে ঘন চক্ষে বহে লো॥
কে হরিয়া নিল মোর কোলের নন্দন।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ি করয়ে রোদন॥ ২০
কি করিব কোথা জাব বিধি কি করিলা।
হাথে বিধি নিধি দিয়া পুত্র হরি নিলা॥
ভালে করাঘাত হানে বলে হায় হায়।
ধরণি পড়িয়া ধূলে গড়াগড়ি জায়॥ ২৪
নিধনের ধন বাছা নয়নের তারা।
হাথের মাণিক মোর কেন হৈল হারা॥
[৩]ক্ষোণেক থাকিয়া রামা সম্বরে ক্রন্দন।[৩]
এক ভাবে সোঁউরে রামা চণ্ডির চরণ॥ ২৮
[৪]দুর্গা দুর্গা পরা তুমি দুর্গতিনাশিনী।
দুর্গতি নাসিলে তুমি নগেন্দ্রনন্দিনী॥[৪]

---

২ কৌতুকে শ্রীমন্ত কোলে করিলা পার্বতী (দী) ৩ খুল্লনা-বিপদ সিন্ধু করিল (ব)

৪ বিরূপাক্ষি বিশালাক্ষি দেবী কাত্যায়নী।
মহাতপা তুমি বলদেবের ভগিনী॥ (ব)

CENTRAL LIBRARY

[৫]মধুকৈটভের ভয়ে বিধাতা স্বউরন।
দুর্বাসার শাপে[৬] দুঃখী হৈলা[৭] দেবগণ ॥ ৩২
সুরলোকে সুস্থির করিলে সুররায়।
প্রথমে সম্মান পায় ইন্দ্রের সভায় ॥
রাবণের বধ হেতু মেলিয়া দেবতা।
অকালে বোধন করি পূজিল বিধাতা ॥ ৩৬
সোল উপচারে গো পূজিল রঘুনাথ।
তবে রাবণের হইল সমরে নিপাত ॥
কেন বোলে বর দিয়া কোলে দিলে সুত।
না পূরিল মনোরথ কৈলে দুঃখ যুত ॥ ৪০
খুল্লনার এত স্তুতি শুনিয়া পার্বতি।
লোহনার খট্টা তলে রাখিলে[৭] শ্রীপতি ॥
খাট্টাতলে পেয়্যা রামা কোলের কুমার।
দেবিরে প্রণাম করে পড়ি বারে বার ॥ ৪৪
[৮]কোলে পুত্র পেয়্যা ঘন বোলান[৮] খুল্লনা।
শ্রীকবি কঙ্কণ কৈল পাঁচালি রচনা ॥*

ঘুমপাড়ানী গান

আয় রে বাছা আয় রে আয়।
কি লাগী কান্দ কি ধন চায় ॥

---

৫ মধুকৈটভের ভয়ে ব্রহ্মার স্মরণ। (দী)

৬ রক্ষা কৈলে (দী) ৭ থুইল (দী)

৮ পুত্র পেয়ে আনন্দিত হইলা (ব)
খট্টাতলে পুত্র পায়্যা নাচেন (দী)

* মুদ্রিত গ্রন্থসমূহে দেবীর শ্রীমন্তহরণ অধ্যায়টি শ্রীমন্তের নামকরণ অধ্যায়ের পূর্বে দেওয়া হইয়াছে।

CENTRAL LIBRARY

আনিব তুলিয়া গগন ফুল।
একেক ফুলের লক্ষেক মূল ॥ ৪
সে ফুলে গাঁথিয়া পরাব হার।
সোনার বাছা না কান্দ আর ॥
গগনমণ্ডলে পাতিয়া ফান্দ।
আনি দিব তোরে সরদ চান্দ ॥[১] ৮
কপালে দিব সেই চান্দের ফোঁটা।
খেলাতে দিব হাতে সোনার ভেটা ॥
খাওয়াব খির খণ্ড মাখাব চুয়া।
কর্পূর পাকা পান সরেস গুয়া ॥ ১২
তুরঙ্গ রথদণ্ডি[২] জৌতুক দিয়া।
রাজার দুই[৩] কন্যা করাব বিয়া ॥
শ্রীমোন্ত চাপে মোর বিনদ[৪] নায়।
কুম্‌কুম কস্তুরি চন্দন[৫] গায় ॥ ১৬
খাটে নিদ্রা জাবে চামর বায়।
অম্বিকা মঙ্গল মোকুন্দ গায় ॥

শ্রীমন্তের বর্ষপূর্তি

দিনে দিনে বাড়ে শ্রীপতি।
কেবল চণ্ডির [১]কুড়া[১] নাহি ব্যাধি রোগ পীড়া
অন্ধকার হরে দেহ জ্যোতি ॥ ৪
দেহের কনক বর্ণ গীধিনী জিনিয়া কর্ণ
বিহঙ্গম রাজ জিনি নাসা।

---

১ ধরিয়া আনিব গগন চান্দ। (ব)
২ রথ গজ ঘোড়া (ব)
তুরঙ্গম রথ (দী)
৩ দুই রাজার (ব) ৪ সোনার (ব) ৫ মাখাব (ব)
১ ক্রীড়া (ব)

CENTRAL LIBRARY

[২]দীর্ঘ জেন শাল সাখি বিকচ কোমল আঁখি
কোকিল জিনিয়া চারু ভাসা ॥[২] ৮
জননির কোলে নিন্দে ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে
সাধুসুত করয়ে দেওলা।
[৩]চৌকিতে খেনেক[৩] দোলে ক্ষেণে লোহনার কোলে
ক্ষেণে কোলে করয়ে দুবলা ॥ ১২
মৌন ভাবে ক্ষেণে থাকে ক্ষেণে উঙা উঙা ডাকে
জননির পরম কৌতুক।
[৪]নৃপতির কাজ্যবসে স্বামি দির্ঘ পরবাসে
দুঃখ দুর দেখি পুত্র মুখ ॥[৪] ১৬
জননি লোচন ফান্দ বদন শরদ চান্দ
লোচন যুগল ইন্দ্রিবর।
[৫]রিদয় কপাট পাটা সিংহ জিনি মাঝাটুটী[৫]
অভিনব যেন শক্তিধর ॥ ২০
দুই তিন জায় মাস উলটীয়া দেয় পাস
আন বেশ সাধুর নন্দন।
জায় মাস পাঁচ চারি রূপে অতি মনোহারি
ছয় মাসে করাল্য ভোজন ॥ ২৪
[৬]জায় আট নয়[৬] মাস দুই দন্ত পরকাস
[৭]আলগুছি দেয় দশ মাসে।[৭]

---

২ বিচিত্র কপালতটী গলায় সুবর্ণ কাঁঠি
কলকণ্ঠ জিনি চারুভাষা ॥ (ব)
৩ পৃষ্ঠায় ক্ষণেক (ব) দোলায় খানিক (দী)
৪ পতি নৃপতির দাস গেলা দীর্ঘ পরবাস
দেখিয়া পাসরে সব দুঃখ ॥ (গ)
নৃপতির অভিলাষে গেলা প্রভু পরবাসে
দেখি পাসরয়ে পুত্রমুখ ॥ (দী)
৫ কপাট বিশাল পাটা সিংহ যিনি মাঝছটা (ব) ৬ সপ্ত অষ্ট যায় (দী)
সাত আট নয় (গ, ব) ৭ বার মাসে হৈল জন্মতিথি। (ব)

CENTRAL LIBRARY

লোহনা খুল্লনা মেলি দোঁহে দেয় করতালি
[৮]দেখিয়া আনন্দ রস ভাসে ॥[৮] ২৮
হৈল একাদশ মাস বদনে ইসত হাস
বার মাসে পাইল জন্মতিথি।
মায়ের আঙ্গুল ধরি চলে পদ দুই চারি
মোকুন্দ রচিল সুস্থ মোতি ॥ ৩২

শ্রীমন্তের শৈশব

দুই[১] বৎসরের হৈল সাধুর নন্দন।
করতালি[২] দিয়ে ফিরে অঙ্গনে অঙ্গন ॥[২]
দুবলা কিঙ্করি গান কৃষ্ণের চরিত।
তাহা শুনি নাচে শিশু আনন্দে পূর্ণিত ॥[৩] ৪
কোটীতটে লম্বমান সোনার শিকলি।
মলবাঁকি পদতলে করে ঝিলিমিলি ॥
শার্দুলের নখগণে অতি মনোহরে।
চলিতে চরণযুগে নপুর ঝঙ্কারে ॥ ৮
পরায়ে পাটের ধড়া দুবলা কিঙ্করি।
ভাল নাচে বলি বলে খুল্লনা সুন্দরি ॥
চৌরস কপালে সবে চন্দনের রেখা।
হরিসুত অরি শিরে কুমুদের সখা ॥ ১২

---

৮ শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভাষে। (দী)

১ এক (গ, দী, ব)

২ দিয়া বালা করয়ে নাটন। (ব)
দিয়া করে হরি সঙ্কীর্ত্তন। (দী)

৩ পুলকে নাচয়ে শিশু হয়্যা আনন্দিত। (ব)
পুলকে পুরিত তনু নাচে আনন্দিত। (দী)

CENTRAL LIBRARY

মনোহর বাসা অতি বিনোদ বন্ধনে।
গীধিনি লজ্জিত হৈল দেখিয়া শ্রবণে॥
ভুজযুগ বিশাল জেমন করিকর।
দশন মুকুতা পাঁতি সুরঙ্গ অধর॥ ১৬
খেনে পরিধান ধড়া ক্ষেণে বান্ধে পাগ।
কনক রুচির অঙ্গে লাগীছে পরাগ॥
*ত্রিতিয় বৎসর হৈল সাধুর নন্দন।
পরে নানা অলঙ্কার হরসিত মোন॥ ২০
নানাখেলা খেলেন শ্রীমন্ত সদাগর।
গাইল পাঁচালি গিত মোকুন্দ কবিবর॥*

প্রলম্ববধ ক্রীড়া

সিস্থগণ করি মেলা খেলে ভাগবত খেলা
কৌতুকে শ্রীমন্ত সদাগর।
জে জন খেলাতে হারে সেইজন কান্ধে করে
অবধি ভাণ্ডীর তরুবর॥ ৪
রূপে অভিনব কাম শ্রীমন্ত হইলা রাম
তার সঙ্গে গোবিন্দ মাধব।
মোকুন্দ শ্রীধর হরি বনমালি ত্রিপুরারি
নিলকণ্ঠ অর্চ্ছত[১] জাদব॥ ৮
নারায়ণ দামোদর শঙ্খপাণি পিতাম্বর
বাসুদেব অজিত বামন।

---

৪ তিন বছরে বাছরা বণিকনন্দন।
দেখিঞা আনন্দ খুল্লনা নারিজন॥
চারি বছরের জবে বানিয়ার বালা।
সিস্থগণ সঙ্গে খেলে ভাগবত খেলা॥ (গ)

১ অচ্যুত (ব)

CENTRAL LIBRARY

কংস আর দিবাকর চতুর্ভুজ পুরন্দর
কেশব গোপাল জনার্দন ॥ ১২
[২]হরিভাবে হৈলা কৃষ্ণ রামকৃষ্ণ হৈলা কৃষ্ণ[২]
তার সঙ্গে দৈত্যারি শঙ্কর।
ভবভীম গঙ্গাধর কীর্তিবাস পুরন্দর[৩]
[৪]বিষধর[৪] শশাঙ্ক শেখর ॥ ১৬
কার্তিক গণেশ হর [৫]সান্থসিবা[৫] গুণাকর
দানবারি[৬] যশোদা নন্দন।
শ্রীদাম সুদাম[৭] > হন যুধিষ্ঠির বৃহল্লন[৭]
ভীমসেন ভরত লক্ষ্মণ ॥ ২০
[৮]দুইদলে দুই পক্ষ কাজ্যবসে প্রতিপক্ষ
সবে মেলি ডাকে উচ্চস্বরে।
বসনে বদন ঢাকি চাপীল সভার আখি
জেনা চিনে সেই জনা হারে ॥ ২৪
নিশ্চয় করিয়া পাড়েৎ দুইদলে সিসু তাড়েৎ
কৃষ্ণসেনা পাইল পরাজয়।
পুহুরূপী বস্ত্রে ঢাকি চাগীল সভার আখি
কেহো না পাইল পরাজয় ॥ ২৮
প্রলম্বের বেশধর হৈল্যা বেন্যা গুণাকর
কান্ধে তার চড়িল শ্রীয়পতি।
অন্য বেন্যা শিশু জত গুণাকরে অনুগত
শিশু কান্ধে ধায় লঘুগতি ॥ ৩২

---

২ হরিভাবে ধর কৃষ্ণ রামদত্ত হৈলা বিষ্ণু (ব) ৩ চতুর্ভুজ পুরহর (ব)
৪ বংশধ্বজ (ব) ৫ স্থাণু শিব (ব) ৬ দনুজারি (ব)
৭ হল গৌরী বাসু পুরন্দর (ব)
৮ ২১ হইতে ২৮ এই আট ছত্রের পাঠান্তর
নিশ্চয় করিয়া পাড়ে দুই দলে শিশু তাড়ে
কৃষ্ণসেনা পাইল পরাজয়।
বসনে বদন ঢাকি চাপিল সভার আঁখি
কেহ না পাইল পরিচয় ॥ (ব)

CENTRAL LIBRARY

ছুয়্যা প্রলম্বের পাশ[৯] ধায় গুণাকর দাস
ত্যাগ করি অবধি ভাণ্ডির।
রাজবলে ঘোর দৃষ্টি[১০] মস্তকে মারয়ে মুষ্টি
নাসাপথে গলয়ে[১১] রুধির ॥ ৩৬
গুণাকর দাস পড়ে কদলি যেমন ঝড়ে
শিশু মেলি জল দেই শিরে।
মেলিয়া সকল ভাই[১২] গীয়া খুল্লনার ঠাঁই
উভ হাথে আদ্দাস করে ॥[১৩] ৪০

খুল্লনা কর্তৃক বালকগণের সন্তোষবিধান

করিয়া ক্রন্দন বলে শিশুগণ
শুন শ্রীমন্তের মা।
তোমার তনয় সভার প্রাণ লয়[১]
হের দেখ মোর[২] ঘা ॥ ৪
জত শিশু মেলি একসঙ্গে খেলি
শ্রীমন্ত[৩] বড় দুরন্ত।
মুখ ভাঙ্গে[৪] চড়ে সর্ব দন্ত নড়ে
লাঘবের নাহি অন্ত ॥ ৮

---

৯ ছুঞা প্রলম্বের গাছ (ব)
১০ রাম ভায়ে দিয়া দৃষ্টি (ব)
রাম কৈলা শুভ দৃষ্টি (দী) ১১ নিকলে (দী)
১২ মিলি নগরিয়া ভাই (ব)
মেলি নাগরিয়া ভাই (দী)
১৩ চুণ মাথ্যা আদদাস করে ॥ (ব)
চুণ মাথ্যা ফরিয়াদ করে ॥ (দী)
১ বড় দুষ্টাশয় (ব) ২ হের মারণের (দী)
লংবে সভাকায় (দী) দেখ মারণের (ব)
৩ ছিরাই (ব) ৪ নিদারুণ (ব)
ছিরা গো (দী) দারুণ যে (দী)

সুবল কিরনা তারে কৈল কানা[৫]
চক্ষে দিয়া বালি গুঁড়া।
জাদব মাধব হৈলেন নীরব
বাসুবান্তা হৈল খোঁড়া ॥ ১২
খুল্লনা[৬] ঝাড়ি ধূলা দিল নাড়ু কলা
তৈল দিল তার গায়।
[৭]পাঁচালি প্রবন্ধ রচিয়া মুকুন্দ
শ্রীকবিকঙ্কণে গায় ॥[৭] ১৬

শ্রীমন্তের কর্ণবেধ

লোহনা খুল্লনা মেলি করিয়া যুগতি।
শ্রীমন্তের কর্ণবেধে দোঁহে কৈল মোতি ॥
দুবলা ডাকিয়া আনে দনাই পণ্ডিত।
প্রণাম করিয়া [১]তারে করিলা[১] ইঙ্গিত ॥ ৪
[২]গণকে করিয়া দিল শুভদিন তিথি।
শুভক্ষণে কর্ণবেধে সবে কৈল মোতি ॥[২]
হেমঘটে গণাধিপে কৈল আবাহন।
করিলা দোনাই ওঝা স্বস্তিক বচন ॥ ৮
দুবলা ডাকিয়া আনে আয়্য শতজন।
সরস সিন্দূর ভালে[৩] কৈল আরোপন ॥

---

৫ ভুবনা কিরণা দুঁহে হৈলা কাণা (ব, দী)
৬ রামা (ব), গায়ে (দী)
৭ করিয়া সুছন্দ সুকবি মুকুন্দ
পাঁচালী প্রবন্ধে গায় ॥ (ব)
১ দাসী লইলা (দী)
২ তামি পাতি গণক গণিয়া শুভতিথি।
শুভক্ষণে কর্ণবেধ করাইল তথি ॥ (দী)
৩ সিন্দূরাদি সভাকারে (দী)

CENTRAL LIBRARY

নানাদেব পূজা করে হয়্যা সাবধান।
কালধল শতেক ছাগল বলিদান ॥ ১২
নানাধনে জৌতুকে তোসেন বন্ধুজন।
অঙ্গুরি অঙ্গদ হার ভূষণ কঙ্কন ॥
আঁচল ভরিয়া খায় সবে খই মোয়া।
সিন্দূর বেষ্টিত দিল কিছু কিছু চুয়া ॥ ১৬
[৪]মান পেয়্যা আয়ন্তরা গেলা[৪] নিকতনে
[৫]খুল্লনা কহেন কিছু[৫] দ্বিজের চরণে ॥

দ্বিজের নিকট খুল্লনার নিবেদন

তোমারে সঁপিয়া ঘর গেলা সাধু দেশান্তর
ভাবিও তুমি লভ্য[১] অপচয়।
আচার বিনয় দীক্ষা[২] জতনে করাও শিক্ষা
জাকু[৩] ছিরা তোমার নিলয় ॥ ৪
ওঝা
শ্রীমন্তেরে করহ কল্যাণ।
জত চাহ দিব ধন নিবিষ্ট করিয়া মোন
সুতে মোর দেহ বিদ্যাদান ॥ ৮
নগর্যা বালক সঙ্গে সদাই খেলায় রঙ্গে
[৪]খেলে ধাড়্যাটিকা কোঁচ খেটা ॥[৪]*

---

৪ পূজা পায়্যা আয়্য সব চলে (দী) ৫ নিবেদন করে রামা (দী)
১ ভাব তোমার লভ্য (ব)
ভাব তুমি লভ্য (দী)
২ আচার বিচার দীক্ষা (ব) ৩ যাক (ব), যাবে (দী)
৪ খেলে কড়ি চিকা কোড় ভেটা। (ব)
খেলে ধাড়্যাটিকা কুচি ভেঁটা। (দী)

১০ম ছত্রের পর অতিরিক্ত
পাশকে হইয়া বশ ডাকে বিদু দশ দশ
বিপক্ষিকা খেলেন সটকা।

CENTRAL LIBRARY

কোলে কোলে খেলেবন্ধ[৫] সদাই খেলায় দন্দ
না জানি দিবসে থাকে কোথা ॥ ১২
গৃহকাজ্যে নাহি চিত্ত ভুরি বাজি সিখে নিত্ত[৬]
পশ্চিমা বালক সঙ্গে মেলা।
তেজিয়া ওদন জল খেলে সরঞ্জ[৭] বল
নিরবধি সাতঘরি খেলা ॥ ১৬
টিকা নাটী করি মেলি খেলয়ে গঞ্জিকা কেলি
নিত্য ফিরে নগরে নগরে।
খেলয়ে ময়ন গুটী ফিরে বণিকের বাটী
একদণ্ড নাহি বৈসে ঘরে ॥ ২০
বোল্যা খেলি চড়ি গাছে জল মধ্যে মাছ আছে[৮]
জিবন মরণ নাহি গুণে।
সাধু তব জজমান তেঞি করি অভিমান
ছিরে রাখ আপন চরণে ॥ ২৪
শুনি বাক্য খুল্লনার দিজ কৈল অঙ্গীকার
খড়ি হাতে দিল শুভক্ষণে।
রচিল ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিল বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভনে ॥ ২৮

পাতি খেলে বাগচালি জুয়া খেলে পাতিবালি
সামরুল শুনাইতে কথা। (ব)
হয়ে পাশকের বশ ডাকে দান দশ দশ
পিপিণ্ডিকা খেলায় সটকা।
পাতি খেলে বাঘঝালি জুঁথে ফেলে লয়া বালি
সামরুল সলইতে কাতা ॥ (দী)

৫ গালাগালি ন্যায়বন্ধ (ব) ৬ ছায়াবাজী খেলে নিত্য (দী)
৭. শিক্ষা করে বুদ্ধি (ব)
৮ জলে খেলে মাছ মাছ ঝালি খেলে চড়ি গাছ (দী)
ঝালি খেলে চড়ি গাছে পানি মাঝে ছুটে মাছে (ব)

CENTRAL LIBRARY

শ্রীমন্তের বিদ্যারম্ভ

[১]পড়য়ে সাধুর বালা প্রথমে আঠার ফলা
কথ আক্ষ আস্ক বানান।[১]
গুরুবাক্যে দিয়া কর্ণ চিনিল অনেক বর্ণ
পড়িল শুনিল সুলক্ষণ ॥[২] ৪
পড়য়ে শ্রীপতি দত্ত জানিতে শাস্ত্রের তত্ত্ব
রাত্রিদিনে করয়ে ভাবনা।
নিবিষ্ট করিয়া মোন লিখে পড়ে অনুক্ষণ
বিদ্যা বিনে নহে অন্যমনা ॥[৩] ৮
রক্ষিত পঞ্জিকা টিকা ন্যায় কোষ নানাশিক্ষা[৪]
গণবৃত্তি [৫]বর্দ্ধজে দেসনা[৫]।
জানিতে শাস্ত্রের তত্ত্ব [৬]পড়িল উজ্জল দত্ত[৬]
ছন্দ পড়ি বাড়িল মাননা[৭] ॥ ১২
পড়িল দুঘটবৃত্তি[৮] [৯]বিরসভা পুর্ববর্তী[৯]
নিরন্তর করয়ে বিচার।
রাত্রিদিন জত্ন বান পড়ে ভট্টী অভিধান
পুথি সোধে বিবিধ প্রকার ॥ ১৬
জৈমুনি ভারথ সুত[১০] ব্যাস পড়ে মেঘদূত
নৈষধ কুমারসম্ভব।

---

১ পড়য়ে সাধুর বালা কখন আঠার কলা
সুবিহানে করিয়া যতনে। (ব)
ক খ পড়ে সাধুবালা প্রথমে আঠার কলা
স্মরহর করিয়া স্মোরণে। (দী)

২ নানা পুথি পড়ে শুভক্ষণে ॥ (ব)

৩ দিনে দিনে বাড়য়ে ধারণা ॥ (ব)

৪ নাটিকা (ব)

৫ আর ব্যাকরণ (ব)

৬ পড়িল অনেক মত (ব)

৭ বিদ্যা বিনে নাহি অন্য মন (ব)

৮ পড়ে দুই ঘটবর্তী (দী)

৯ ধীরসভা পুরবর্তী (দী)

১০ জৈমিনি ভারতামৃত (ব)

CENTRAL LIBRARY

দিবা নিশি নাহি জানি পড়ে রঘু শ্বেত মুনি[১১]
রাঘব পাণ্ডব জয়দেব ॥ ২০
কাব্যের প্রকাশ পড়ি অভ্যাস করিল বড়ি
রত্নাবলী সাহিত্য দর্পণে।
[১২]নানাশাস্ত্র বিধিমত বিশেষ বলিব কত[১২]
প্রসন্ন রাঘব রাম শুনে ॥ ২৪
করিতে কবিত্ব খণ্ডি পড়িল বামন দণ্ডি
নানা ছান্দে পড়িল পিঙ্গল।
করি দৃঢ় অনুরাগ পড়িল ভারবিমাঘ
বন্ধুজনে বাড়ে কুতূহল ॥ ২৮
অব্যাহত বুদ্ধিগতি[১৩] [১৪]জানে বালা সপ্তসতি[১৪]
পড়ে মুদ্রা মুরারি মালতি।
[১৫]হিত উপদেশ পোতা পড়িল রাঘবদত্তা
কাদম্বিনি দীপিকা ভাস্বতী ॥[১৫] ৩২
বৈদ্যক জ্যোতিষ জত বিশেষ বলিব কত
একে একে পড়ে শ্রীয়পতি।
করিয়া চণ্ডীকা ধ্যান শ্রীকবিকঙ্কণ গান
দামুন্যাতে জাহার বসতি ॥ ৩৬

ছাত্রগণের নিকট শ্রীমন্তের পূর্বপক্ষ

সমাপ্ত করিয়া আগে নিজ অধ্যয়ন।
কৌতুকে শুনেন জত পড়য়ে ব্রাহ্মণ ॥

---

১১ পড়ে রঘু শ্বেতমুনি (ব)
পড়ে শ্বেত রঘুমণি (দী)
১২ দিবানিশি নাহি জানে পঢ়ে সাধু সাবধানে (ব)
১৩ বৈদ্যনীতি (দী) ১৪ পড়ে দুই সপ্তশতি (দী)
১৫ হিত উপদেশ কথা পড়িল বাসবদত্তা
কামন্দকী দীপিকা ভাস্বতী। (দী)

CENTRAL LIBRARY

কেহো স্মৃতি পড়ে কেহো আগম পুরাণ।
শ্রীমন্ত সভার পাঠে করে অবধান ॥* ৪
[১]পূর্ব ব্যাখ্যা[১] করে সাধু সভা বিদ্যমান।
আপনি দোলাই ওঝা করে সমাধান ॥
পুত্র বুদ্ধে অজামিল ডাকি[২] নারায়ণে।
বৈকুণ্ঠ চলিয়া গেল চাপীয়া বিমানে ॥ ৮
দ্বিজ হয়্যা বহুদিন বেওস্যার সঙ্গ।
সেজন পাইল মুক্তী এই বড় রঙ্গ ॥
দিয়া কৃষ্ণে পুতুনা গরল স্তনপান।
রাক্ষসী বৈকুণ্ঠে গেলা চাপিয়া বিমান ॥ ১২
জসদা দৈবকি দেবি পাইল জেই গতি।
সেই গতি পাইল পুতুনা পাপমোতি ॥
গজেন্দ্র পাইল মুক্তী শ্রীহরি পরশে।
চতুর্ভুজ হয়্যা গেল বৈকুণ্ঠ নিবাসে ॥ ১৬
মুচুকুন্দ করিল সেবা দৈবকি নন্দনে।
চরণে ধরিয়া রহে করি প্রদক্ষিণে ॥
সেই [৩]দেহে মুক্তি সহে[৩] কিসের কারণ।
তবে কেনে গর্ভ ভোগ পাইল রাজন ॥[৪] ২০
পশুবধে পাপ রাশি[৫] হৈলা দ্বিজবর।
তারে কেনে মুক্তীপদ দিলে গদাধর ॥
বেউস্যা গমন আর পশু বধ পাপ।
এই কথা জতনে বুঝাবে মোর বাপ ॥ ২৪

---

* অতিরিক্ত—

রাম ওঝার পোতার নাম দামোদর।
কুলে ওঝা বাঁড়ুরী পদবী রত্নাকর। (ব)

১ পূর্বপক্ষ (দী, ব) ২ বৈল (ব) ৩ জন্মে নহে মুক্তি (ব)
৪ তার কেন গর্ভবাস কৈল নিয়োজন। (গ, ব)
৫ পক্ষবধ পাপ করি (ব)

CENTRAL LIBRARY

[৬]সুপ্নর্নখা আল্য রামে দিতে আত্মদান।
নাক কাণ কাটী তার কৈলা অপমান॥[৬]
নবধা ভকতি হইতে আত্মদান বড়।
এই সমাধান গুরু বল মোরে দড়॥ ২৮
[৭]এতেক শুনিয়া দ্বিজ সাধুর বচন।
সমাধান করিতে ওঝার হৈল মোন॥
কৃষ্ণ ইচ্ছা বিনে ইথে নাহি সমাধান।
হাসিয়া বলিল দ্বিজ সভা বিদ্যমান॥ ৩২
টীকার বিচার কর না বল ঝটীত।
কেন বা প্রভুর ইচ্ছা হবে অনুচিত॥
সকোপ হইল দ্বিজ সাধুর বচনে।
অম্বিকামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণে॥ ৩৬

জনার্দন ওঝার সহিত শ্রীমন্তের দ্বন্দ্ব

পঁচাসি[১] বৎসর হৈল আমার বয়স।
[২]নিরন্তর পড়াইল টীকা নহে শেষ॥[২]
শিশু বুঝাবারে মোর টীকার বিচার।
ইহার অধিক অপমান কিবা আর॥ ৪
[৩]বলিলে বচন প্রবেশিয়ে নাহি পেটে।
উচিত বলিতে তোর মাথা হবে হেঁটে॥[৩]

---

৬ সূর্পনখা রাণী আল্যা দিতে আত্মদান।
মায়া বুঝি লক্ষ্মণ কাটিল নাক কাণ॥ (দী)

৭ এতেক বচন যদি বলিল শ্রীপতি।
সমাধান বুঝাবারে ওঝা কৈল মতি॥ (ব)

১ আটাশি (দী)

২ নিরন্তর অধ্যয়ন টীকার নাহি লেশ॥ (ব)
নিরবধি পড়ি টীকা ভট্টি সবিশেষ॥ (দী)

৩ বুঝিলুঁ বচন নাহি প্রবেশিব পেট।
উচিত বলিতে পাছে মাথা কর হেঁট॥ (ব)

CENTRAL LIBRARY

উচিত বলিতে কিবা মান অপমান।
শাস্ত্রের বচনে নাহি কর অবধান ॥ ৮
[৪]গোত্র দুর্ব্বাসা রিসি দত্ত বানিয়া।
ব্রাহ্মণের[৪] পারা নহি বল্লালসেনিয়া ॥[৪]
মাথা হেঁট হবার কারণ আমি চাই।
জদি নাহি বল রাধাকান্তের দোহাই ॥ ১২
(পিতা তোর পরবাসে তোমার জনম।
নাহি জান আপনার জেত্যার নিয়ম[৫] ॥
মর‍্যা গেল ধনপতি [৬]শুনি বহু দেশ[৬]।
মায়ের আয়াত হাথে ভোজন আমিস ॥) ১৬
[৭]বেদুয়া ঢেমন জনে শুনাই পুরাণ।[৭]
এই হেতু আমার এতেক অপমান ॥
রাজার আদেশে বাপ আছেন সিংহলে।
[৮]কহত এমন কথা পইতার বলে ॥[৮] ২০
ব্রাহ্মণ বলিয়া এত শুনি কটু কথা।
কহিতে উচিত কথা মনে পাবে ব্যথা ॥
উগ্র ব্রাহ্মণ জাতি স্বভাবে চঞ্চল[৯]।
তমগুণে দেহ গালি হইয়া প্রবল ॥ ২৪
ছুঁতে না যুওায় বেটা জাতিতে ঢেমনে।
উগ্র বলিয়া গালি দিলিরে ব্রাহ্মণে ॥

---

৪ গোত্রে দুর্বাসা ঋষি কুলে দত্ত বেণ্যা।
ব্রাহ্মণের মত নহি বল্লালসেন্যা ॥ (ব)
গোত্রে দুর্বা ঋষি দত্ত শুন রে বাণিক্যা।
ব্রাহ্মণের পারা নহ বল্লাল সানিক্যা ॥ (দী)

৫ জাত্যের মরম (দী) জাতির মরম (ব)

৬ নাহিক উদ্দিশ (দী)
শুনি বহু দিশ (ব)

৭ বেদুয়া জনেরে নাই শুনাই পুরাণ। (দী)
বেদুয়া ঢেমনে কভু না শুনাই পুরাণ। (ব)

৮ কহিছ নিঠুর বাণী পাইতার বলে ॥ (ব)

৯ সহজে চপল (দী)

CENTRAL LIBRARY

অবিলম্বে জাহ মোর পাটশাল ছাড়ি।
মস্তক ভাঙ্গীব [১০]নহে মারিয়া পাবড়ি[১০] ॥ ২৮
ধনের গরব বেটা মোরে না দেখাও।
গৌরব চিনিয়া মোর হেথা হৈতে জাও ॥
অবিচারে গুরু মিথ্যা[১১] পরিবাদ বল।
ঢেমনের ঘরেতে কেমনে খাও জল ॥ ৩২
[১২]পঞ্চাস কাহন কড়ি নেও প্রতিমাস।[১২]
আমি জদি বেহুয়া[১৩] তোমার জাতি নাস ॥
বুঝিয়া না কহ কথা হইয়া পণ্ডিত।
কোপেতে বারিত[১৪] হইয়া বল অনুচিত ॥ ৩৬
পঞ্চাস কাহন লই পড়্যায়া বেতন।
তোমার ঘরে জল [১৫]খাও সে কেমন[১৫] ব্রাহ্মণ ॥
আছয়ে গঙ্গার জল বিষ্ণুর সদনে।
চাহিলে আনিয়া দেয় [১৬]দেঘর্যা[১৬] ব্রাহ্মণে ॥ ৪০
ব্রাহ্মণ সভাতে কত দেহ বাহু নাড়া।
বসিতে উচিত তোরে বেউশ্যার পাড়া ॥
[১৭]এতেক নিষ্ঠুর জদি বলিল ব্রাহ্মণ।
দুই চক্ষু হৈল তার শ্রবণের ঘন ॥[১৭] ৪৪

---

১০ মার্য্যা পাউড়ির বাড়ি (দী)
পাছে মারিয়া পাবুড়ি (ব)
১১ উচিতে বলিতে নাহি (দী)
১২ পড়ার দক্ষিণা তুমি লহ মাসের মাস। (দী)
পঞ্চাশ কাহন কড়ি লও মাসের মাস ॥ (ব)
১৩ ঢেমন (ব) জারুয়া (দী)
১৪ বাধিত (দী) উন্মত্ত (ব)
১৫ খায় সে কোন (ব) ১৬ সে ঘর (দী) উত্তম (ব)
১৭ এত মিথ্যা কথা যদি কহিল ব্রাহ্মণ।
শ্রীমন্তের চক্ষু হৈল ধারার শ্রাবণ। (ব)
এতেক নিঠুর যবে বলিল ব্রাহ্মণ।
শ্রীমন্তের হৈল চক্ষু ধারা শ্রাবণ ॥ (দী)

CENTRAL LIBRARY

শ্রীমন্তের অভিমান

কোপে কম্প কলেবর কুমার শ্রীয়পতি[১]।
ক্রোধে গুরুপদে নাহি করিল প্রণতি ॥
[২]সদত বরিষে চক্ষে শ্রাবণের ঘন।
ঘরে জাত্যা শ্রীয়পতি না দেখে নয়ন ॥[২] ৪
নিমিসিকে গেলা সাধু আপন ভুবনে[৩]।
দুয়ারে কপাট দিয়া রহিলা শয়নে ॥*
*[লোহনা বিহনে নাহি দেখি অন্নজন।][৪]
পঞ্চাস বেঞ্জন অন্ন করিয়া রন্ধন।
খুল্লনা রন্ধনশালে ভাবে মনে মন ॥ ৮
প্রভাতে গেলেন পুত্র গুরুর মন্দির।
বিলম্ব দেখিয়া মোর প্রাণ নহে স্থির ॥
[৫]ক্ষেণেকে রন্ধনাগারে ক্ষেণেকে অঙ্গনে।[৫]
রাজপথ নেহালয়ে চঞ্চল লোচনে ॥ ১২

---

১ চলিল শ্রীপতি (ব)
চাললা শ্রীপতি (দী)

২ সতত বরিষে জল দুই চক্ষে ঘন।
লহনা বিনেতে নাহি দেখে অন্ন জন। (দী)
দুই চক্ষু হইল যেন ধারার শ্রাবণ।
যাইতে শ্রীপতি দত্ত নাহি দেখে গণ। (ব)

৩ নিজ নিকেতনে (ব)
আপন ভবনে (দী)

* ৬ষ্ঠ ছত্রের পর অতিরিক্ত
চিন্তায় চিন্তিত সাধু অশ্রুত লোচন। (ব)

৪ এই বিযোড় ছত্রটির মিল নাই।

৫ ক্ষণেক রন্ধুইশালে ক্ষণেক বা গণে। (দী)
ক্ষণেকে রন্ধুইশালে ক্ষণেকে অঙ্গনে। (ব)

CENTRAL LIBRARY

খুল্লনার আদেশে চলিলা দুবলা।
আগে নিহালয়ে দাসি পায়রাবতসালা॥
সই সাঙ্গাতিনি জত আছিল নগরে।
একে একে জিজ্ঞাসিলে সভাকার ঘরে॥ ১৬
নগর দেখিয়া দুয়া আল্য নিকেতনে।
নিবেদন করয়ে খুল্লনা বিস্তমানে॥
বারতা না পাইল্য জদি দুবলার তুণ্ডে।
পর্ব্বত ভাঙ্গীয়া পড়ে খুল্লনার মুণ্ডে॥ ২০
দুবলাকে করি সঙ্গে চলিলা খুল্লনা।
কেন বা পড়্যাতে দিনু খাইয়া আপনা॥
কোথাকারে গেলে বাছা কোঙর ছিরাই।
তোমা বিনা আমার দাণ্ডাতে স্থান নাই॥ ২৪
[৬]নিধনের ধন তুমি[৬] বালতির ভাড়া।
[৭]অন্ধক জনার লড়ি দারিদ্রের কড়া॥[৭]
অভাগীরে ছাড়ি কোথা গেলেরে ছিরাই।
কেমনে ধরিব প্রাণ কার মুখ চাই॥ ২৮
শোকে গদগদ তনু হরিলা গেয়ান।
আকুল কুন্তল বাস রাজপথে জান॥
[৮]আপনার ছাওা দেখি ছিরা অনুমানে।
চমকিত হইয়া রামা উঠে ঘনে ঘনে॥[৮] ৩২
নগর দেখিয়া গেলা পণ্ডিতের ঘরে।
চরণে ধরিয়া [৯]বলে শুন[৯] দ্বিজবরে॥

---

৬ হাপুতির পুত মোর (ব)

৭ আঁধলের লড়ি বাছা নির্ধনের কড়া। (ব)

৮ আপনার ছায়া দেখি শ্রীপতি ভাবনে।
চমকিত পড়ে বামা ডাকে ঘনে ঘনে। (ব)

৯ কিছু বলে (ব)

CENTRAL LIBRARY

ওঝার নিকটে খুল্লনার প্রার্থনা

করুণা—

ওঝা

আজ্ঞাসে কর অবগতি।[১]

কহ মোরে মহাভাগ কোথা গেলে পাব লাগ
বংসধর কুমার শ্রীয়পতি ॥[২] ৪

সেবক না করি সঙ্গি[৩] কাঁখে করি পুঁথি খুঙ্গী
আইলা শ্রীয়পতি[৪] পড়িবারে।

হইল [৫]দুপর বেলা[৫] সঙ্গে করি দুবলা[৬]
চেয়্যা ব্যুলি[৭] শুত অনুসারে ॥[৮] ৮

চাহিনু অনেক ঠাঁই জথা খেলে সঙ্গী ভাই
কেহো নাহি কহিলা সন্ধান।

দাসির বচন শুন সোণা[৯] দিব দুই গুণ
শ্রীমন্ত[১০] আমারে দেহ দান ॥ ১২

আমার লোচন[১১] তারা শ্রীয়পতি[১২] বালক হারা
দিবস দুপরে অন্ধকার।

সমর্প্পণ কৈল তোমা তুমি না করিলে খেমা
বিপদ সাগরে কর পার ॥ ১৬

---

১ আদ্দাসে অবগতি কর। (ব)
বিনয়েতে অবধান কর। (দী)

২ শ্রীপতি কোলের বংশধর। (ব, দী)

৩ গুরু সেবক না নিল সঙ্গী (ব)
সেবকে না করি সঙ্গী (দী)

৪ শ্রীমন্ত (ব), একলা (দী) ৫ দুপোর ভাটি (ব) বেলা দুইপর (দী)

৬ চাহিলু অনেক বাটী (ব) খুঁজিল অনেক ঘর (দী) ৭ ভ্রমিলাম (ব)

৮ ডাক্যা উচ্চস্বরে (দী)

৯ হেম (ব)

১০ ছিরাকে (ব)

১১ মোর লোচনের (দী) ১২ হইল (ব)

CENTRAL LIBRARY

কিবা পথে পাইয়া খণ্ডে[১৩] ফাঁস দিয়া মাল্য কণ্ঠে
কিবা য়াছে[১৪] আমার ললাটে।
জত অন্তবাসি থাকে জিজ্ঞাসিল একে একে
কহিতে পরাণ মোর ফাটে ॥ ২০
হেন মোর মনে লয় নিবেদিতে করি ভয়
[১৫]মাহিনা[১৫] না পায় চারিমাস।
বুঝিনু কাজ্যর সন্ধি গুপ্তেতে কর্যাছ বন্দি
ধন নিতে[১৬] কর্যাছ প্রয়াস ॥ ২৪
খুল্লনা জতেক বলে শুনি দিজ কোপে জলে
কটু ভাসে বলেন বচন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্ধ
চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ ২৮

ওঝার কোপ

তোরে [১]আমি[১] জানি চল [২]দোচারিনি[২]
আপন গৌরব রাখি।
পড়িয়া শ্রীয়পতি গীয়াছে বসতি
লক্ষ জন আছে সাক্ষি ॥ ৪
খুঁজিয়া নগর ভ্রমি নিরন্তর
পুত্র চাহিবার ব্যাজে।
কুলের রমণি কুল কলঙ্কিনি
জলাঞ্জলি দিলি লাজে ॥ ৮

---

১৩ পথে লাগ পাইল খণ্ডে (ব)
পথে পায়্যা চোর খণ্ডে (দী)
১৪ কিনা ছিল (ব) কিবা ছিল (দী) ১৫ হেম নাহি (ব)
১৬ নিতে কিছু (ব)
১ ভাল (ব) ২ দ্বিচারিণী (দী, ব)

CENTRAL LIBRARY

রিদে কাম ব্যথা নাহি ঢাক মাথা
মাতিয়া বেড়ায় যৌবন মদে।
যেমন [৩]আহিড়ি[৩] ফিরে বাড়ি বাড়ি
চাহিয়া কাম ঔষধে ॥ ১২
পুত্র তোর ঘরে চাহিস নগরে
জৌবন করিয়া ডালি।
করের কঙ্কণ[৪] নেহাল দর্পণ[৫]
বিমল[৬] কুলের কালি ॥ ১৬
তোর কটুবাণি অগ্নীর শিখিনি[৭]
স্ত্রী বলি না কৈলু ক্রোধ।
হইত পুরুস জানিত[৮] পৌরস
[৯]পিড়্যা ঘাতে দিতু[৯] শোধ ॥ ২০
দ্বিজ মুখে বাণি শুনিয়া খুল্লনি[১০]
জাইতে না দেখে পথে।
পাঁচালি প্রবন্ধ রচিলা মোকুন্দ
হিত ভাবে রঘুনাথে ॥ ২৪

লহনার বিদ্রূপ

খুল্লনা চলিল জদি পুত্রের তপাসে।
আঁখি ঠারি লোহনা সখির সঙ্গে হাসে ॥
জানিতে না বলে বাঁজি সতিনের বাদে।
বাঁজি চারি পাঁচ নিয়া কন মন সাধে ॥ ৪
আর স্থন্যাছ খুল্লনা আছেন ভাল নাটে।
ঘরের পুত্র ঘরে আছে চাহে গোলাহাটে ॥

---

৩ কাবাড়ি (ব)
৪ কঙ্কণে (দী, ব) ৫ দর্পণে (দী, ব) ৬ ঢেমনি (দী)
৭ অগ্নি সম শুনি (ব) ৮ বলিত (ব) ৯ পিঢ়া ঘায়ে দিত (ব)
১০ বান্তানি (দী) বেণেনী (ব)

CENTRAL LIBRARY

বসন না দেয় [১]গায় আছুড়[১] মাথার কেশ।
নগর চাতর ফিরে[২] বারবনিতার বেশ ॥ ৮
না মানে দমন ছুড়ি[৩] না মানে দোহাই।
সাঁড় চেয়্যা বোলে জেন[৪] বাথানিয়া গাই ॥
বারেক সাধু ঘরে আসুক কহিব সন্ধান।
পাট পড়সি সভে ইথে হইয়[৫] প্রমাণ ॥ ১২
ঐ পুত্রস্তি ঐ ঘরস্তি উহারি সে বেটা।[৬]
দন্দ কুন্দুলে মোরে দেয় বাঁজির খোটা ॥
ঐসে ছোট আমি বড় না মানে দমন।
নাহি শুনে হিতাহিত উপায় বচন ॥ ১৬
[৭]উহার হাথে রান্ধা সেঁথা ঐসে বর্ণে গুরি।
ঐসে জানে শ্রীর কলা মোহন চাতুরি ॥[৭]
বেয়াজে দেখায় রূপ যৌবন সম্পদ।
ঘরেতে থাকিলে স্বামি[৮] নাকে দিত পদ ॥ ২০
যৌবন কর্যাছ ডালি পোচাহিবার ব্যাজে।
কুলবতি জলাঞ্জলি দিল কুললাজে ॥
দুবহিনে দুসতিনে থাকি একবাসে।
আঁখির তারা পুত্রহারা মোরে না জিজ্ঞাসে ॥ ২৪
নগর চাতরে ফিরে কেহো নাহি সঙ্গে।
পো চাহিবার ব্যাজে ছুঁড়ি আছে ভাল রঙ্গে ॥

---

১ বুকে উদাম (ব) ২ নগরের মধ্যে ফিরে (ব)
নগরে চাতরে বুলে (দী)
৩ মদনে মোহিত ছুঁড়ি (দী)
নিষেধ না মানে ছুঁড়ি (ব)
৪ ষাঁড় চায়্যা বুলে যেন (দী) ৫ পাট পড়শী আইয়্য হুইয়্য হয়্য (ব)
৬ ঐ যুবতী ঐ পুততী উহারি সে বেটা (ব)
৭ উহার হাথে রান্ধা সেঁথা উহার গোরা গা।
ঐ সে পরে পাটের শাড়ী ঐ সে পুতের মা। (ব)
৮ দঢ় ভাতার হৈলে (ব)

CENTRAL LIBRARY

সখি সঙ্গে জত কথা ভনয়ে লোহনা।
থাকিয়া কাঁথের আড়ে[৯] শুনেন খুল্লনা॥ ২৮
পুত্রের সন্ধান পেয়্যা ধরে তার পায়।
আঁখি ঠার দিয়া ঘরে লোহনা দেখায়॥
দুয়ারে বসিয়া রামা যুড়িলা কন্দন।
অম্বিকামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥ ৩২

শ্রীমন্ত প্রতি খুল্লনার বিনয়

করুণা—

বাছা

দূর কর দুয়ারে কপাট।
হারাইলে তুমি বাপা চেয়্যা বুলি হয়া খেপা
নগর চাতর গোলা হাট॥ ৪
তথা চেয়্যা বুলি দুখে[১] কাঁটা খোঁচা পায়ে ভুকে
আকুল করিয়া কেশপাশে।
পরিতাপে পোড়ে মন দাবানলে জেন বন
দেখিয়া সকল লোক হাসে॥ ৮
আসিয়া দেখাও মুখ ঘুচাহ মোনের দুখ
তোমা বিনে [২]দুকুল[২] আন্ধার।
কহিয়া আপন কথা ঘুচাহ মনের ব্যথা
আপনি করহ প্রতিকার॥ ১২
মায়ের শুনিয়া দোষ কিবে কৈলে অভিরোষ
[৩]প্রকাশিয়া বল কোন[৩] লাজে।

---

৯ কপাটের আড়ে থাকি (ব)
১ তোমা চাহি ভ্রমি দুখে (ব) ২ ভুবন (দী)
৩ প্রকাশ না কর কোন (ব)
প্রকাশ না কর কিবা (দী)

CENTRAL LIBRARY

আমি বা জেমন সতি আমার জেমন মোতি
সুবিদিত উজানি সমাঝে ॥ ১৬
জাচয়ে জাচকগণ [৪]দিবারে নাহিক ধন[৪]
কেন নাহি বলরে আমারে।
পিতৃপিতামহের বিত্ত জেমন তোমার চিত্ত
ব্যয় কর মাণিক ভাণ্ডারে ॥ ২০
বিধি মোরে কৈল রঙ্ক[৫] আনিতে চন্দন[৬] সঙ্ক
পিতা তোর গেলরে সিংহলে।
তুমি জদি হইলে বাম জিবনে নাহিক কাম
প্রাণ দিব প্রবেশিয়ে জলে ॥[৭] ২৪
করি নানা পরিবন্ধে দুয়ারে খুল্লনা কান্দে
শ্রীমন্তের মনে লাগে ব্যথা।
জননী ভকতি শীল ঘুচাল্য কপাট খিল
মোকুন্দ রচিল পদ গাঁথা ॥২৮

শ্রীমন্তর দুঃখ নিবেদন

ভিঙ্গারে করিয়া [১]আনে সুবাসিত[১] বারি।
চরণ পাখালে তার দুবলা সুন্দরী ॥[২]
না চাহে মায়ের মুখ নাহি করে মোহ।
বসন ভিজিয়া পড়ে লোচনের লোহ ॥ ৪

---

৪ নাহি তারে দিতে ধন (ব)
৫ বিধি মোরে হৈল বঙ্ক (ব)
৬ চামর (দী) ৭ প্রবেশি অনলে (দী)
১ দাসী আনিলেক (ব)
দাসী আনিলেন (দী)
২ কিঙ্করী (দী, ব)

BENGALI MANUSCRIPTS LIBRARY UNIVERSITY

CENTRAL LIBRARY

পুত্রের ক্রন্দনে কান্দে খুল্লনা সুন্দরি।
দুবলা আনিয়া তার মুখে দেয় বারি ॥*
পুত্রে জিজ্ঞাসেন রামা দুঃখের কারণ।
শ্রীমন্ত মায়ের আগে করে নিবেদন ॥ ৮
"পণ্ডিত সমাঝে আমি জত পাইনু শোক।
হেন মনে হয় মোর জাই পরলোক ॥"
পণ্ডিত সমাঝে জার পিতা পরিবাদ।
ধনজন বিফল জিবনে কিবা সাদ ॥ ১২
ইঙ্গিতে বুঝিয়া রামা দুঃখের নিশান।
কপট প্রবন্ধ করি পুত্রেরে বুঝান ॥
জিজ্ঞাসা করহ পুত্র বিমাতার ঠাই।
সম্বন্ধে দোনাই ওঝা হন ননদাই ॥ ১৬
এমন শুনিয়া মনে বাড়ে বড় ক্রোধ।
কহিতে নিষ্ঠুর বাণি নাহি উপরোধ ॥
পুত্র বলে মাতা হেন কহ কোন কথা।
মকুন্দ রচিল গৌরি মঙ্গলের গাথা ॥ ২০

সিংহল গমনের অনুমতি প্রার্থনা

কহিতে উচিত কথা মনে পাছে পাও বেথা
জেবা ছিল ছিরার কপালে।

---

* অতিরিক্ত
নারায়ণ তৈল রামা দিল তার গায়।
তোলা জলে শ্রীমন্তরে সিনান করায় ॥ (ব)

৩ পাঠশালে বসি মাতা পাইলুঁ বড় শোক।
হেন মনে করি আমি ত্যজি জীবলোক। (ব)
পণ্ডিত সভায় মাতা যত পাল্য শোক।
হেন মনে করি আমি তেজি জীবলোক। (দী)

CENTRAL LIBRARY

সকল ছায়ের[১] মাঝে হেঁট মাথা হৈল লাজে
আর না বসিব পাঠশালে ॥ ৪
দোনাই পণ্ডিত মোরে কহিল নিষ্ঠুর স্বরে
কোন কালে মৈল্য ধনপতি।
মায়ের [২]আয়াত[২] হাথে আমিস্ত ভোজন ভাতে
[৩]মিথ্যা কুলে তোর উতপতি[৩] ॥ ৮
গুরু সনে হৈল দ্বন্দ্ব দিজ মোরে বলে মন্দ
লাজে নাহি [৪]করি নিবেদন[৪]।
বোন পোড়ে দেখি জন গুপ্তে পোড়ে মোর মোন[৫]
জীবনে[৬] নাহিক প্রয়োজন ॥ ১২
[৭]দূর কৈলা লোক শঙ্কা ভাণ্ডারে ভাঙ্গায় তঙ্কা[৭]
খাও পর কর গো বিলাস।
দূরে গেল স্বামিকর্তা না লহ তাহার বার্তা
লোক দিয়া না কর তপাস ॥ ১৬
জারুয়া[৮] বলিয়া গালি মুখে জেন চুনকালি
করিল ব্রাহ্মণে অপমান।
[৯]না দেখাব লোকে মুখ তেজিব মনের দুখ
করিয়া মরিব বিষ পান ॥[৯] ২০

---

১ পড়ুয়া (দী) ছেলের (ব) ২ আইয়্যত (ব)
৩ মিছা বাদ হৈল বিপরীতি। (ব)
মিথ্যা হৈন্দবের উতপতি। (দী)
৪ করি সমাধান (ব)
৫ দাবানলে যেন বন গোপনে পোড়য়ে মন (ব) ৬ জীবার (ব)
৭ দূর করি জনশঙ্কা ভাঙ্গায়ে ভাণ্ডারের তঙ্কা (ব)
দূর করি লোকশঙ্কা ভাঙ্গায়্যা ভাণ্ডারের তঙ্কা (দী)
৮ জারজ (ব)
৯ ত্যজিব মনের দুঃখ দেখিব পিতার মুখ
নহে বা করিব বিষপান। (ব)
ঘুচাও মনের দুঃখ না দেখিব লোকমুখ
করিয়া মরিব বিষপান। (দী)

CENTRAL LIBRARY

তুমি গো বড়ারি ঝি তোমারে বুঝাব কি
কেমনে উদরে দেহ ভাত।
হইয়া সাধুর কান্তা দূর কৈলে তার চিন্তা[১০]
কোন লাজে পর্যাছ আয়াত ॥ ২৪
হের আস্ত বড় মাতা কহি গো দুখের কথা
দেহ মোরে বুহিত্রের ধন[১১]।
পিতার[১২] উদ্দেশ আশে চলিব সিংহল দেশে
সাত নায়ে করিয়া সাজন ॥ ২৮
[১৩]ঘুচাব মোনের দুখ দেখিব পীতার মুখ
তরি সাজি চলিব সিংহলে।
পুত্রের শুনিয়া কথা রিদয়ে ভাবয়ে ব্যথা
বিনয়ে খুল্লনা কিছু বলে ॥[১৩] ৩২

---

১০ নাহিক মরণ কথা মনে নাহি ভাব ব্যথা (ব)
হইয়া সাধুর কান্তা না কর তাঁহার চিন্তা (দী)

১১ দেহ মোরে যত আছে ধন (দী, ব)

১২ বাপের (দী, ব)

১৩ ত্যজিয়া সকল দুখ দেখিব বাপের মুখ
তরি সাজ্যা চলিব সিংহলে।
শুনিয়া পুত্রের কথা হৃদয়ে ভাবিয়া ব্যথা
বিনয়ে খুল্লনা কিছু বলে ॥
গুণবান মিশ্রসুত সঙ্গীতকলায় রত
বিচারিয়া অনেক পুরাণ।
দামিন্যা নগরবাসী সঙ্গীত অভিলাষী
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥ (ব)
শ্রীমন্তের কথা শুনি খুল্লনা মনেতে গণি
কহে হিত উপায় বচন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্ধ
বিরচিলা শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ (দী)

CENTRAL LIBRARY

সিংহল গমনে অনুমতি দান

জাবেরে[১] সিংহল দেশে পাইবে অনেক ক্লেসে
তরণি সরণি বহু দূর।
মাস দুই তিন ব্যাজে করিয়া রাজার কাজে
সাধু আসিবেন নিজপুর ॥ ৪
অকারণে কর শোক পাঠাওাছিলাম লোক
কল্যাণে আছয়ে তোর বাপ।
নৃপতির মনোরথে গেছেন সলিলপথে
নিরন্তর করি পরিতাপ[২] ॥ ৮
ছিল ডিঙ্গা খান সাত নিয়া গেল তোর তাত[৩]
একখানি নাহি অবশেষ।
সিংহল জলের পথ মিছা কর মনোরথ
করিবারে পিতার উদ্দেশ ॥
জদি শত কারিগর গড়ে এক বৎসর
তবে ডিঙ্গা হয় একখানি।
করিতে ডিঙ্গার সাজ কেবল ধনের কাজ
অবলার কতেক পরাণি ॥
বহুতিমিতিমিঙ্গিল আছে প্রাণে পীড়াশীল
তনু যার শতেক যোজন।
কি করে টমক সিঙ্গা পক্ষে ছুয়ে লয় ডিঙ্গা
সেই রাজ্যে সঙ্কট জীবন ॥ ২০
জলে কুম্ভীরের ভয় কূলেতে শার্দূলচয়
দুষ্ট খণ্ড কত শত পথে।
জে জায় সিংহল দেশ সে পায় অনেক ক্লেশ
কয়্যাছে তোমার পিতা তত্ত্বে ॥[৪] ২৪

---

১ বাছা যাইবে (ব) যাইবে (দী)
২ মনে তাপ (ব) আমি তাপ (দী)
৩ লয়ে গেল প্রাণনাথ (ব)
৪ পিতা মোর কহিয়াছে দত্তে ॥ (ব)

CENTRAL LIBRARY

জাইবে[৫] সাগর বেয়্যা সে পথে না জিয়ে নায়্যা
পরাণ সঙ্কট লোনা বায়।
শুনিতে পরাণ ফাটে মগরে মানুষ কাটে
ধিক জাউ সিংহল উপায়॥ ২৮
উড়ুস কচ্ছপগুলা সসা হেন[৬] মসাগুলা
জলোকা কুঞ্জর শুণ্ডাকার।
রাজা বড় পাপ চিত্ত ছলে হরি লয়ে বিত্ত
শুনাছি দেশের অবিচার[৭]॥ ৩২
জননি জতেক বলে শুনি বালা কোপে জলে
অনুমোতি না দেয় ভোজনে।
খুল্লনা সুধীর মোতি বুঝিয়া কাজ্যের গতি
আজ্ঞা দিলা সিংহল গমনে[৮]॥ ৩৬
বীর মাধবের সুত রূপে গুণে অদভুত
বীর বাকুঁড়া ভাগ্যবান।
তার সুত রঘুনাথ রাজগুণে অবদাত
শ্রীকবিকঙ্কণে রস গান॥[৯] ৪০

---

৫ যাবে হে (দী) ৬ সসাপারা (দী) ৭ দুরাচার (দী, ব)

৮ অতিরিক্ত

কুয়াড়ি কুলের জাত মহামিশ্র জগন্নাথ
একভাবে পূজিল গোপাল।
কবিত্ব মাঙ্গিয়া বর মন্ত্র জপি দশাক্ষর
মীন মাংস ছাড়ি বহুকাল। (ব)

৯ মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ (দী)
গুণিরাজ মিশ্রসুত সঙ্গীতকলায় রত
বিচারিয়া অনেক পুরাণ।
দামিন্যা নগরবাসী সঙ্গীতের অভিলাষী
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান। (ব)

বিশ্বকর্মার আগমন

খুল্লনা সিংহলে জেত্যা[১] দিল অনুমোতি।
পুলকে পূর্ণিত তনু কুমার শ্রীয়পতি ॥
পাইয়া মায়ের আজ্ঞা[২] করিলা ভোজন।
ভোজনে সমাপি শেষ[৩] কৈল আচমোন ॥ ৪
কর্পূর তাম্বূলে কৈল মুখের শোধন।
মাণিক ভাণ্ডার হইতে আনে নানাধন ॥
গড়াইল শতপণ[৪] স্বর্ণ চাঙ্গড়া।
বান্ধিল বাঁশের আগে পাটের পাছড়া ॥
বিশাল দুন্দুভি বাদ্য বাজায়্যা বাজনা।
কোটাল সাধুর বোলে দিলেক ঘোষণা ॥
ঝাট সাত ডিঙ্গা জেবা করয়ে নির্মাণ।
শতপণ সোনা লেকু[৫] ইথে নাহি আন ॥[৬] ১২
হেনকালে জান চণ্ডি গগন বিমানে।
দেখিয়া চণ্ডিকা যুক্তি কৈল পদ্মাসনে ॥
বিশ্বকর্মে ভগবতী করিল স্বউরণ।
শ্রিতি মাত্রে বিশ্বকর্মা আইলা ততক্ষণ ॥ ১৬
তার পুত্র দারুব্রহ্মা আইলা সংহতি।
হাথে পান দিয়া চণ্ডী দিলেন আরতি ॥
মোর বাক্য বিশ্বকর্মা কর অবধান।
শ্রীমন্তের সাতডিঙ্গা করগা নির্মাণ ॥ ২০

---

১ সিংহল গমনে রামা (দী) ২ পরম কৌতুকে সাধু (দী, ব)
৩ ফিরিয়া ডাবরে পুন (দী)
ফিরিয়া ডাবরে সাধু (ব)
৪ ফিরাইল শতপল (দী)
গঢাইল শতথান (ব)
৫ শতপল স্বর্ণচাঙ্গড়া (দী)
এই স্বর্ণ দিব তারে (ব)
৬ তারে দিব দান (দী)

CENTRAL LIBRARY

জদি মোর সঙ্গে দেহ বির হনুমান।
তবেসে তরিতে ডিঙ্গা করিয়ে নির্মাণ॥
স্বঁউরণ করিতে তোথা আইলা মারুতি।
হাথে পান দিয়া চণ্ডি দিলেন আরতি॥ ২৪
গড় ডিঙ্গা সাতখান চারি প্রহর রাতি।
এমন চণ্ডির আজ্ঞা পাইল সিঘ্র গতি॥[৭]
দেবির চরণে সবে করিয়া প্রণতি।
অবিলম্বে তিন জন আল্যা বসুমোতি॥ ২৮
নরাকৃতী তিন জন হৈলা অতি[৮] বুড়া।
আসিয়া ধরিলা তবে[৯] সুবর্ণ চঙ্গড়া॥
কোটাল আনিলে তারে শ্রীমন্তের পাশে।[১০]
কারিকর বলি তারে শ্রীপতি জিজ্ঞাসে॥[১১] ৩২

বিশ্বকর্মার পরিচয়

কহ কারিকর কোন দেশে ঘর
জান ডিঙ্গা গড়িবারে।

---

৭ যদি তব ভক্তি বিশাই থাকে আমা প্রতি। (ব)
৮ নরাকৃতি দুই জনে হৈলা অতি (ব)
নরাকৃতি হইয়া দুজনে হৈলা (দী)
৯ ধরিলেন শ্রীমন্তের (দী)
১০ কোটালিয়া আনে তারে সাধু বিদ্যমানে। (দী)
কোটাল আনিল তারে সদাগর পাশে। (ব)
১১ অভয়ামঙ্গল কবি শ্রীমকুন্দ ভনে। (দী)
বিশ্বকর্মা বলি তারে শ্রীপতি জিজ্ঞাসে। (ব)
* ইহার পর অতিরিক্ত
রচিয়া মধুর পদে একপদী ছন্দ।
শ্রীকবিকঙ্কণ গীত গাইল মুকুন্দ। (ব)

CENTRAL LIBRARY

[১]অতি বল খিন দেখি তিনজন[১]
কারণ বলনা মোরে ॥ ৪
বসন বিহনে পর্য্যাছ কপীনে
তথি ডোর শোন দড়ি।
শত শির গায় কেশ উড়ে বায়
অঙ্গে উড়ে তোর[২] খড়ি ॥ ৮
নাহি শুন কাণে না দেখ নয়নে
পবনে দসন নড়ে।
[৩]চৌরা বাতসির[৩] [৪]জাহার অস্থির[৪]
[৫]সেজনা কি ডিঙ্গা গড়ে ॥[৫] ১২
যষ্ঠী অবলম্ব নাহি তোর দম্ভ
কুড়ারি বাসি পাতনে[৬]।
দৈন্য দুঃখ ফলে ভ্রম যুবাকালে[৭]
বিফল ডিঙ্গা গঠনে[৮] ॥ ১৬
জারে পিড়ে জরা জিয়ন্তে সে মরা
কথা তার অবশেষ।
পুত্র পরিবার কেবা আছে আর
কহ মোরে উপদেশ ॥ ২০
হাসি কারিগর দিলেন উত্তর
বসি পুরন্দর পুরে।

---

১ অতি বলহীন দেখি কথা ক্ষীণ (ব)
অতি বল ক্ষীণ দেখি কত দিন (দী)
২ গায়ে উঠে তব (ব)
৩ ভোরা বাতে শির (ব)
যারে আইল জরা (দী)
৪ জিয়ন্তে সে মরা (দী)
৫ সে নাকি তরণী গড়ে। (ব)
৬ পাড়ন (ব)
৭ ভ্রমরার জলে (ব) ৮ গড়ন (ব)

CENTRAL LIBRARY

জদি দেহ ধন এই তিনজন
পারি ডিঙ্গা গড়িবারে ॥ ২৪
সাধু ভাবি মনে কারিকর জনে
নানাধনে কৈল পূজা।
পাঁচালি প্রবন্ধে রচিল মুকুন্দে
প্রকাশে ব্রাহ্মণ রাজা ॥ ২৮

ডিঙ্গা নির্মাণ

দেবদারু[১] বিশ্বকর্ম তার পুত্র দারুব্রহ্ম
শিরে ধরে চণ্ডিকার গান।
চারি প্রহর রাতি জালিয়া রত্নের[২] বাতি
সাত ডিঙ্গা করয়ে নির্মাণ ॥ ৪
হনুমান মহাবির নখে করে দুই চির
কাঁঠাল পিয়াল শাল তাল।
গাম্ভারি তমাল [৩]তাহ[৩] নখে চিরি দেন বহু
দারুব্রহ্ম গড়য়ে গজাল ॥ ৮
নিলে শানাইয়া বাসি পাটী চাঁছে রাশি রাশি
নানা ফুলে[৪] বিচিত্র কলস।
পিতাপুত্রে দোঁহে আঁটী গজালে গাঁথিয়া পাটী
গড়ে ডিঙ্গা দেখিতে রূপস ॥ ১২
প্রথমে করিল সজ্জ দিঘে ডিঙ্গা শত গজ
আড়ে গজ[৫] বিংশতি প্রমাণ।

---

১ দেবকারু (ব, দী) ২ ঘৃতের (ব) ৩ ডহ (ব)
৪ নানা ছান্দে (দী)
৫ গঢ়ে (ব), হস্ত (দী)

CENTRAL LIBRARY

মগর আকার মাথা [৬]গজেক অন্তর বাতা[৬]
মাণিকের দিল চক্ষুদান ॥ ১৬
গড়ে ডিঙ্গা মধুকর মধ্যস্থলে রই ঘর
পাশে [৭]গুড়া[৭] বসিতে কাণ্ডার।
দিসারু বসিতে পাট[৮] উপরে মালুমকাট
পিছে গড়ে মাণিক ভাণ্ডার ॥ ২০
গড়ে ডিঙ্গা সিংহমুখি নাম জার গুয়ারেখি
আর ডিঙ্গা নামে রণজয়া।
অপরূপ রূপ [৯]সীমা গড়ে ডিঙ্গা রণভীমা
গড়িলা পঞ্চম রণকায়া ॥[১০] ২৪
গড়ে ডিঙ্গা [১১]সর্বধলা নাম জার চন্দ্রকলা[১১]
আর ডিঙ্গা নামে নাটশালা।
[১২]চাহিয়া কাঁঠাল শাল গড়ে দণ্ড কেরুআল[১২]
[১৩]ডিঙ্গাশিরে বান্ধিল মুড়লা ॥[১৩] ২৮
সাত ডিঙ্গা হৈল সাঙ্গ আনিল ভমরা গাঙ্গ
কোলে কাঁখে করি হনুমান।
নিশি হৈল অবসান গেলা সবে নিজ স্থান
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥ ৩২

---

৬ গজদন্তের বাতা (ব)
গড়ে গজদন্ত রাতা (দী)
৭ গুড়া (ব), কুড়্যা (দী)
৮ দুসারি বসিতে পাইট (ব)
দিসারু বসিতে ঠাট (দী)
৯ অতি অপরূপ (ব)
অপরূপ যার (দী)
১০ গড়িল পঞ্চম মহাকায়া। (ব)
মালতি পঞ্চমী মহাকায়া। (দী)
১১ সর্ব্বধরা হীরামুখী চন্দ্রকরা (ব)
স্বর্ণমালা হীরামুখী চন্দ্রকলা (দী)
১২ চাছিয়া করাতমূলে গড়ে ডিঙ্গা কেরুয়ালে। (দী)
১৩ সাত ডিঙ্গা মাণিক-মুণ্ডালা। (দী)

CENTRAL LIBRARY

গণকের আগমন

[১]চারি প্রহরে সাত ডিঙ্গা করিয়া সন্ধান।
তিনজনে চণ্ডির প্রসাদ পাইল পান ॥[১]
নিশি অবশেষে সাধু দেখিছে স্বপন।
পীতাপুত্রে [২]কোলাকুলি দক্ষিণ পাটন ॥[২] ৪
[৩]রাম রাম সোঁউরণে পোহাইল রাতি।
সজ্যা হইতে নিদ্রা তেজি উঠে শ্রীয়পতি ॥[৩]
নিত্য নিয়মিত কর্ম করি সমাপণে।
চলিলেন শ্রীপতি কারিকর অন্যাসনে[৪] ॥ ৮
সাত খানা ডিঙ্গা ভাসে ভমরার জলে।
গোঁজে [৫]বেন্ধ্যা রাখিয়াছে[৫] লোহার শিকলে ॥
ডিঙ্গা দেখি সদাগর করে অনুমান।
কেমন দেবতা ডিঙ্গা করিল নির্মাণ ॥ ১২
সিদ্ধ হৈল মোর কাজ্য সাধু আনন্দিত।
দৈবগ্য আনিতে দুয়া চলিলা তুরিত ॥
আইলেন গ্রহ ওঝা সাধু সন্নিধানে।
শুভ জাত্রা বিচার করেন শুভক্ষণে ॥ ১৬
বিধোবিধি বিচারে জৌতিস নানা পুঁথি।
শ্রীকবিকঙ্কণে গান মোধুর ভারথি ॥

---

১ নিশিমধ্যে সাত তরী করি নিরমাণ।
বিশ্বকর্ম্মা সহিতে চলিলা হনুমান্। (ব)

২ দুইজনে করয়ে রোদন। (দী)

৩ রাম রাম স্মোউরণে পোহাইল নিশা।
কোকিল পঞ্চম গায় রবির প্রকাশা। (দী)
নিশি শেষে শুনে সাধু কোকিলের ধ্বনি।
শয্যা তেজি প্রভাতে উঠিল গুণমণি।
রাত্রি অবশেষ পূর্বদিক পরকাশ।
দিননাথ পরশনে তমো গেলা নাশ। (ব)

৪ অন্বেষণে (দী, ব) ৫ বান্ধা আছে দড় (দী), বান্ধা আছে ডিঙা (ব)

গণক বিদায়

সাধু হে
অবিলম্বে চলহ পাটন।
দূর কর মোন কথা ঘুচিবে সকল বেথা[১]
পিতাপুত্রে হবে দরশন ॥ ৪
শুভ জোগ মৃগশিরা মেরু শৃঙ্গে জেন হিরা
ভাগ্য জোগ তথি শনিবার[২]।
বলক্ষা দশমি[৩] তিথি বাণিজ্য করণ ইতি
ইহা বিনে জাত্রা নাহি আর ॥ ৮
সাত ডিঙ্গা নিয়া সাতে চলিবে সিংহল পথে
পথে চলিবেন ভগবতি[৪]।
মগরাতে ঝড় বৃষ্টি দিবে চণ্ডী শুভদৃষ্টি
তথি সাধু পাবে অব্যাহতি ॥* ১২
কালীদহে উপনিত দেখি অতি বিপরীত
কোমলে কামিনি গীলে করি।
প্রতিজ্ঞাতে পরাজয় রাজস্থানে পাবে ভয়[৫]
উদ্ধার করিবে মহেশ্বরী ॥ ১৬

---

১ ঘুচিবে মনের ব্যথা দুর কর সব কথা (ব)
ঘুচিবে মনের দুখ দেখিবে পিতার মুখ (দী)
২ রবিবার (ব)
৩ বণিজ দশমী (ব)
শুক্ল ত্রয়োদশী (দী)
৪ সঙ্গেতে চলিবে ভগবতী (দী)
* অতিরিক্ত
এই শুদ্ধ সুগণন সাবধান হয়ে শুন
এই যাত্রা বিবাহ কারণে।
ঘুচিবে মনের দুখ দেখিবে পিতার মুখ
কন্যা দিবে রাজা শালবানে ॥ (ব)
৫ প্রতিজ্ঞা রাজার স্থানে হারি সভা বিদ্যমানে (দী)

CENTRAL LIBRARY

নিয়া জাবে জত ধন পাবে তার শতগুণ
পিতাপুত্রে আসিবে কল্যাণে।
ত্রিভুবনে একধন্যা সালবাহনের কন্যা[৬]
পুরস্কার করি দিব দানে॥ ২০
কহিয়া প্রণয় ভাসা[৭] ঘর গেলা মহাজসা
বসন ভূষণ পেয়্যা দান।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥ ২৪

বিনিময় দ্রব্য সংগ্রহ

মালঝাঁপ

বদলাশে নানাধন নায়ে দিয়া ভরা।
আটদিগ হইতে আনে করি তরা তরা॥
কুরঙ্গ বদলে তুরঙ্গ পাব
নারিকল বদলে শঙ্খ। ৪
বিড়ঙ্গ বদলে লবঙ্গ পাব
শুঁঠের বদলে টঙ্ক॥
প্লবঙ্গ বদলে মাতঙ্গ পাব
পায়রা বদলে হুয়া। ৮
গাছফল বদলে জায়ফল পাব
বহড়া বদলে গুয়া॥
সিন্দুর বদলে হিঙ্গুল পাব
গুঞ্জার বদলে পলা। ১২

---

৬ পরম রূপসীধন্যা বিক্রমকেশরী কন্যা (ব)
৭ কহিয়া প্রত্যয় ভাষা (ব)
কহি অতি প্রিয় ভাষা (দী)
১ বড় ত্বরা (ব)

CENTRAL LIBRARY

পাট শোন বদলে চামর পাব
কাচের বদলে নীলা ॥
চিনির বদলে দানা কর্পূর
আলতার বদলে নাটী। ১৬
সকলাত কম্বল চামরি পাব
বদল করিয়া পাটী ॥
লবণ বদলে সৈন্ধব পাব
জোয়ানি বদলে জিরা। ২০
আকন্দ বদলে মাকন্দ পাব
হরিতাল বদলে হিরা ॥
যইর বদলে চন্দন পাব
পাগের বদলে ঘোড়া[২]। ২৪
স্থক্তির বদলে মুক্তা পাব
ভেড়ার বদলে ঘোড়া ॥
মাস মুসরি তণ্ডুল বরবটী
আর বাট্যুলা চিনা। ২৮
বলদ শকটে তেল ঘি পুরি ঘটে[৩]
সদাগর লইল কিন্যা ॥
গোধুম জব কুড়িয়া মুগ তিল মাড়ুয়া
সরিষা মসিনা ছোলা।[৪] ৩২
বদলে সদাগর লইয়া বহুতর
লবণের পাতিয়া গোলা ॥
জগদবতংসে পালধি বংসে
নৃপতি রঘুবির রাম। ৩৬
শ্রীকবিকঙ্কণ করয়ে নিবেদন
অভয়া পূর তার কাম ॥

---

২ গড়া (ব) ৩ তৈল ঘৃত ঘটে (ব)
৪ গোধুম কিনে যব খুজিয়া সর্ষপ
মুগ তিল মাড়ুয়া ছোলা। (ব)

CENTRAL LIBRARY

শ্রীমন্তের রাজসভায় আগমন

শুভক্ষণে নানাধন নায়ে দিয়া ভরা
রাজ সম্ভাষণে হৈল শ্রীমন্তের ত্বরা ॥
ভারদশ দধি কলা চাঁপা মর্তমান।
দোখণ্ডী সরেস গুয়া বিড়া বান্ধা পান ॥ ৪
গাছ বান্ধি নিল ভেট ঘৃত দশ ঘড়া।
খান দুই সকলাত খান দুই[১] গড়া ॥
ছাগ খাসি নিল সাধু[২] যুঝারিয়া ভেড়া।
পার্বত্য টাঙ্গন তাজি নিল দুই ঘোড়া[৩] ॥ ৮
সদাগর বলে দোলা সাজ সিঘ্রগতি।
কিঙ্কর সাজেন দোলা করি নানা ভাতি ॥
[৪]কণকের সাজা কুড়া কণক আকুড়া।
বিচিত্র লোহিত পাটে বিরচিত বেড়া ॥[৪] ১২
হিরাতে রচিত কুড়া চন্দন আগরা।[৫]
চারিদিগে নামে গজ মুকুতার ঝারা ॥
দোলার উপরে সদাগর হেলে গা।
দুইদিগে[৬] পড়ে সেত চামরের বা ॥ ১৬
নানাদর্ব ভেট নিয়া করিলা গমন।
আগে [৭]নাইয়া পাইক ধায় শত শত[৭] জন ॥
জোগানিয়া পাইক ধায় সাধুর জোগান।
আগে পিছে সিঙ্গা কাড়া টমক নিশান ॥ ২০

---

১ খান দশ সগল্লাদ খান দশ (ব) ২ জোড়া জোড়া খাসি নিল (ব)
৩ দুই জোড়া (ব)
৪ বরুণের শীজাকুড়া কনক আকুড়া।
হীরামুখী নামে যার চন্দনের কুড়া। (ব)
৫ উপরে ছায়নী দিল পাটের পাছড়া। (ব)
৬ ডানি বামে (ব)
৭ পাছে লয়্যা পাইক ধায় শত (ব)
পিছে পাকি ধায় শত শত (দী)

CENTRAL LIBRARY

কড়িয়া জাঙ্গাল ছাড়ে[৮] ব্রাহ্মণ শাসন।
ভূপতির দ্বারে গীয়া দিল দরশন ॥
রাজার সভায় গিয়া হৈল উপনিত।
প্রণাম করিয়া ভেট রাখে চারিভিত ॥ ২৪
তাহাতে দেখিয়া রাজা করেন সন্ধান।
অভয়ামঙ্গল কবিকঙ্কণে গান ॥

শ্রীমন্তের রাজাজ্ঞা প্রাপ্তি

আস্ত দর্ত্তের পো বৈস বা[১] কম্বলে।
খুড়া ভাইপো সম্বন্ধে নৃপতি কিছু বলে ॥
বিরহে তোমার মাতা হয়্যা গেল বুড়ি।
যুবক দেখিয়া [২]তোমার কর্য্যা দিব[২] শাশুড়ি ॥ ৪
[৩]বুঝিবা আনিয়াছ বাপা বিভার[৩] বেভার।
আজি কেনে দেখি এত ভেটের সম্ভার ॥
তব কাজ্যা গেল পিতা দক্ষিণ[৪] পাটন।
আনিবারে গেল সঙ্খ চামর চন্দন ॥ ৮
তব আশীর্বাদে জদি বাপ আস্যা জিয়া।
পরম কল্যাণ [৫]মোর[৫] সেই শত বিয়া ॥
চলিব সিংহলে রায় চলিব সিংহলে।
বিদায় হইব তব চরণ কোমলে ॥ ১২
পাঠায়্যা তোমার বাপা দুর্জয় সিংহলে
বোন যেন পোড়ে মন শোক দাবানলে ॥

---

৮ কড়্যা জাঙ্গাল এড়াইয়া (ব)
১ আইস দত্তের পো বৈসহ (ব) ২ বিয়া করাব (দী, ব)
৩ বিভার বেভার কিবা বিভার (দী)
বিভার কারণে কিবা আস্যাছ (ব)
৪ তোমার আরতি বাপা গেলেন (দ) ৫ রায় (দী), বাসি (ব)

CENTRAL LIBRARY

[৬]সপনে জাগীলে হে[৬] সদাই ভাবি দুখ।
[৭]ইবে সুখি হইলাম[৭] দেখি তব মুখ॥ ১৬
সিংহলে তোমার বাপ থাকে ভালে ভালে।
অবশ্য আসিব সাধু থাকি কথোকালে॥
[৮]শুনিয়া তোমার কথা দুঃখ লাগে মনে।
সিংহল গমন কথা আইল জে বদনে॥[৮] ২০
সিংহলে গেলেন বাপ সাজিয়া তরণি।
জীবন মরণ বার্তা কিছুই না জানি॥
মায়ের আয়াত হাথে আমিস্য ভোজন।
কত বা সহিব গুরু জনার গঞ্জন॥ ২৪
দেহ অনুমোতি রায় দেহ অনুমোতি।
পিতার উদ্দেশ হেতু জাব লঘু গতি॥
[৯]পিতার উদ্দেশে যাবে মায়ের সংশয়।
লর্ভ্য চাহিতে মূল হারাইবে নিশ্চয়॥[৯] ২৮
নিধনের ধন তুমি বালতির ভাড়া।
অন্ধক জনার লড়ি দারিদ্র্যের কড়া॥
[১০]সভার জিবন তুমি[১০] জননি লোচন।
তোমা বিনে অন্ধকার হবে নিকেতন॥ ৩২

---

৬ স্বপনেহ জাগিলে (ব)

৭ ইবে সে শীতল হৈল (ব)
ইবে হরষিত হৈল (দী)

৮ দুঃখ বড় হয় বাপা সিংহল গমনে।
সিংহল-নগর-কথা না করিহ মনে। (ব)
দুঃখ লাগে মনে বড় দুঃখ লাগে মনে।
সিংহল গমন কথা না কয়্য কপনে। (দী)

৯ বাপের উদ্দিশ আশে মায়ের সংশয়।
লাভ চাইতে মুলে হারা হইব সঞ্চয়। (দী)

১০ তুমি আন্ধলের লড়ি (ব)

CENTRAL LIBRARY

[১১]জদি থাকয়ে কপালে জদি থাকয়ে কপালে
অবশ্য তোমার পিতা আসিবে কথোকালে ॥[১১]
সংসারে ভাবিয়া দেখ পুত্র বড় ধন।
পুত্রের প্রয়াসে করে পিণ্ডের কারণ ॥ ৩৬
জার পুত্র নাহি তার বিফল জনম।
পুত্র বিনে পিণ্ডদাতা নহে কোনজন ॥
পিতা ধর্ম পিতা স্বর্গ জপ তপ পীতা।
পিতা মহাগুরু পিতা পরম দেবতা ॥ ৪০
পিতার উদ্দেশে যাব দক্ষিণ পাটন।
ইথে যদি মির্ত্তু হয় পাব নারায়ণ ॥
আজ্ঞা নাহি দেয় রাজা করি মায়ামোহ।
শ্রীমন্তের নাহি রহে লোচনের লোহ ॥ ৪৪
শ্রীমন্তের পিতৃভক্তি বুঝিয়া নৃপতি।
প্রসাদ করিয়া তারে দিল অনুমোতি ॥
পুলকে পূরিত হৈল কুমার শ্রীয়পতি।
শ্রীকবিকঙ্কণে গান মধুর ভারতী ॥ ৪৮

শ্রীমন্ত প্রতি খুল্লনার উপদেশ

শ্রীমন্তের পিতৃভক্তি বুঝিয়া নৃপতি।
সাধু সাধু বলি রাজা দিল অনুমোতি ॥
গাত্র হৈতে উতারিয়া দিলা খাসা জোড়া।
চড়িবারে দিলা রাজা [১]মনোজব[১] ঘোড়া ॥ ৪
গায়ে আরোপিল তার ভূষণ চন্দন।
লক্ষতঙ্কা প্রসাদ করিলা ডিঙ্গাধন ॥

---

১১ সাধু জীয়া থাকে যদি তোমার কপালে।
অবশ্য আসিবে তোমার বাপ কোন কালে ॥ (ব)

১ টাঙ্গনিয়া (দ) পার্ব্বতীয় (ব)

CENTRAL LIBRARY

নৃপতি চরণে সাধু করিলা প্রণাম।
তরায়ে আইলা সাধু আপনার ধাম॥ ৮
পাইল [২]বিদায়[২] সাধু রাজার সভায়।
আঁচলে ধরিয়া পুত্রে জননী বুঝায়॥
সিংহলের কথা শুন্যা মনে লাগে ত্রাস।
জেজন সিংহলে জায় না আস্তে নিবাস॥ ১২
জে জায় তরণি পথে বিসম সঙ্কটে।
রাত্রিদিন জলে ভাসে [৩]নাহি উঠে তটে॥[৩]
শিশু মোতি তুমি পুত্র না করিহ দম্ভ।
জাত্রা করি [৪]বৎসরেক[৪] করহ বিলম্ব॥ ১৬
ইথে জদি তোর পীতা নাহি আসে ঘর।
তরণি সাজিয়া জাবে সিংহল নগর॥
এতেক বচন জদি বলিল জননী।
শ্রীমন্ত কহিল কিছু যুড়ি দুই পাণি॥ ২০
চলিব পাটনে মাতা ইথে নাহি আন।
জাত্রাকালে অমঙ্গল হয় অকল্যাণ॥
জদি পিতা পুত্রে মাতা হয় দরশন।
পুনরপি হবে মাতা দেশে আগমন॥ ২৪
পিতার সহিত জদি না হয় দরশন।
[৫]মুখ না দেখাব দেশে করি নিবেদন॥[৫]
[৬]মানস করিয়া মাতা পূজ ভগবতী।
সেই পুণ্যে দেশে জেন আসি সিঘ্রগতি॥[৬] ২৮
গণকের কথা খুল্লনার পড়ে মনে।
সে কথা স্মরিয়া রামা সম্বরে কন্দনে॥[৭]

---

২ প্রসাদ (ব) ৩ স্থল নাহি টুটে। (ব) ৪ একমাস (ব)
৫ কামনা করিয় মোর সাগরে মরণ। (ব)
৬ মনের হরিষে মাতা স্থির কর মতি।
তুয়া পুণ্যফলে দেশে আসিবে শ্রীপতি। (ব)
৭ এক মনে পুজে রামা চণ্ডীর চরণে। (ব)

CENTRAL LIBRARY

[৮]আয়্য সহ সঙ্গে চলে ভমরার ঘাটে।
অভয়া পূজিতে রামা বৈসে নদি তটে ॥[৮] ৩২
চন্দনের শতদল লিখিয়া সুন্দরী।
তার মাঝে আরোপিলা কণকের বারি ॥
অভয়ারে পূজিতে রামা করে আরম্ভন।
ষোল উপচারে আনে পূজার আয়োজন ॥ ৩৬
চারিদিগে জয় জয় দেয় আয়ৎগণ।
লোক বলে ধন্য ধন্য বেণ্যার নন্দন ॥
অল্পকালে জায়[৯] শিশু[?] দক্ষিণ পাটন।
কেমনে ইহার মাতা ধরিবে জীবন ॥ ৪০
জয় দিয়া খুল্লনা পূজেন ভগবতী।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারথি ॥

খুল্লনার চণ্ডীপূজা

আরোপিয়া হেমঘটে ভমর নদীর তটে
চণ্ডিকা পূজেন খুল্লনা।
দিয়া পদ ছাওা শ্রীমন্তেরে কর দয়া
পুরহো আমার[১] কামনা ॥ ৪
প্রথমে লম্বোদর পূজিল দিবাকর
রথাঙ্গপাণি উমাপতি।

---

৮ সঙ্গে আয়্যগণ মিশি ভ্রমরার তটে।
আম্রশাখা সমন্বিত আরোপিয়া ঘটে। (ব)
শত আয়্যগণ গেলা ভ্রমরার ঘাটে।
আম্রশাখা সহ দুর্গা স্থাপিলেন ঘটে। (দী)

৯ সাধু (দী, ব)

১ দাসীর (দী, ব)

CENTRAL LIBRARY

মউর বাহন পূজিল সড়ানন
পূজিল লক্ষ্মী সরস্বতী ॥ ৮
তণ্ডুল অষ্ট দূর্বা জাহ্নবীজলগর্ভা
কাঞ্চন বিরচিত বারি[২] ।
অঞ্জলি সরসিজে চণ্ডিকা রামা পূজে
নাচে গায় বিদ্যাধরী ॥ ১২
মায়ের বচনে চণ্ডিকা চরণে
স্তব করে শ্রীয়পতি ।
করিয়া প্রণিপাত পূজিল জলনাথ
অষ্টাঙ্গ লোটাইয়া খিতি ॥ ১৬
করিয়া শুভক্ষণ চামর দর্পণ
তরণি ধ্বজ আগে বান্ধে ।
বংশ কেরুওাল[৩] ইন্ধন করবাল
পূজিল দিয়ে পুষ্পে গন্ধে ॥ ২০
গাঠ্যার গাবরে পূজিল কর্ণধারে
বসন ভূষণ কাঞ্চনে ।
ডিঙ্গাতে প্রদক্ষিণ করিলা দুসতিন
সম্ভাষ সখি গণে ।[৪] ২৪
নৌকাতে দিয়া ভরা গমন করিল তরা
শ্রীমন্ত চলিলা সিঙহলে ।
চণ্ডির চরণে করয়ে নিবেদন
খুল্লনা "লোটায় মহিতলে" ॥ ২৮

---

২ ঝারী (ব)
৩ কেরোয়াল (ব)
৪ সম্ভাষে সখীগণ সনে (ব)
সম্ভাষণ করি সভা সনে (দী)
৫ লোটায়্যা ভূতলে (দী)

[৬]খুল্লনা পুষ্পপাণি উরিলা নারায়ণি[৭]
অভয়া বরদা রূপিণী।
[৭]করিল বিরচন শ্রীকবিকঙ্কণ
বদনে নাচে জার বাণি॥[৭] ৩২

* * *

খুল্লনার চণ্ডীস্তব

অভয়া
স্থান দেহ চরণ কোমলে।
সকল বিফল ধন্দ দূর কৈলে আসাবন্ধ[১]
ব্রথা জর্ম হইল মহিতলে॥ ৪
পতিপুত্র [২]ভাত্রি[২] বন্ধু কেবলি শোকের সিন্ধু
কালচক্র বড় ভয়ঙ্কর।
সজিবে করয়ে গ্রাস ইথে মিথ্যা অভিলাষ
মহাব্রত তথি সতন্তর॥ ৮
লঙ্ঘিয়া তোমার ঘটে স্বামি গেল বিসঙ্কটে
দূর কৈলে দাসির আয়্যত।
কৃপা কর ক্রিপামই তোমার কিঙ্কর হই
দূর কর ভব-গতাআত॥ ১২

---

৬ খুল্লনার পূজাপাণী লইতে নারায়ণী (ব)
৭ পাঠান্তর ও অতিরিক্ত
উরিলা পূজাঘটে ভ্রমরা নদীতটে
ভবানী দুর্গতিনাশিনী।
শ্রীরঘুনাথ নাম অশেষ গুণধাম
ব্রাহ্মণভূমি পুরন্দর।
তাঁহার সভাসদ রচিয়া চারুপদ
গাইল মুকুন্দ কবিবর। (ব)
১ মায়াবন্ধ (ব) আশাকন্দ (দী) ২ ভ্রাতৃ (দী, ব)

CENTRAL LIBRARY

তুমি বোনে দিলে বর কোলে হইল বংশধর
আছিল মনের অভিলাষ।
সুত জায় দূর পথ না পূরিল মনোরথ
সুখে বিধি করিল নৈরাশ ॥ ১৬
ঘর হৈল কারাগার দিনে দেখি অন্ধকার
দাসি করি রাখ পদপাশে।
দারুণ দৈবের ফলে বন্ধি হৈনু মায়াজালে
[৩]দূর হৈল বিফল প্রয়াসে ॥[৩] ২০
পতিপুত্র মায়া মোহে খুল্লনা ভাসিলে লোহে
প্রবোধ করেন হৈমবতি।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমোকুন্দ
দামুন্যাতে জাহার বসতি ॥ ২৪

শ্রীমন্তের প্রতি খুল্লনার উপদেশ

খুল্লনারে অভয়ার বড় মায়া মোহ।
নেতের আঁচলে মোছে লোচনের লোহ ॥
সিংহলে জাইতে পুত্রে দেহ অনুমোতি।
বিপদে তোমার পুত্রের থাকিব সংহতি ॥ ৪
খুল্লনা বলেন মাত এই চিন্তা বড়।
বিপদ সময়ে পুত্রে তুমি পাছে ছাড় ॥
খুল্লনা বলেন মা করিবে প্রতিকার।
থাকিবে নৌকার আগে হৈয়া কাণ্ডার ॥ ৮
জয়পত্র[১] অঙ্গুরি বাপের নিদরসন।
হাথে হাথে শ্রীমন্তেরে কৈল সমর্পণ ॥
অষ্ট তণ্ডুল দুর্বা দিল তার হাথে।
বিপদ সাগরে[২] জেন দেবি পড়ে চিত্তে ॥ ১২

---

৩ সুখে বিধি করিল নিরাশ (ব)

১ আতপত্র (ব) জাতপত্র (দী) ২ বিপদ সময়ে (দী, ব)

CENTRAL LIBRARY

[৩]দুর্জয় গমনে পুত্র করিবে স্মউরণ।
সঙ্কট সাগরে তোর না হবে মরণ॥[৩]
মায়ে পোয়ে চণ্ডিকার করিয়া পূজন।
চণ্ডির প্রসাদ শিরে ধরিল জতন॥ ১৬
জননি চরণে ছিরা কৈল নমস্কার।
আসির্বাদ কৈল তারে রাজ পুরস্কার॥[৪]
গেলে পিতাপুত্রে [৫]তোর হয়্যা[৫] দরশন।
পুনরূপি হয় জেন দেশেরে গমন॥[৬] ২০
সতার চরণে ছিরা নমস্কার কৈল।
হেঁটমুখে লোহনাত আশির্বাদ করিল॥
মুখে মুখে বলে সুখী হইয় ছিরাই।
অন্তরে বলেন ঝাঁট জাহরে অল্লাই॥ ২৪
দেবদ্বিজে গুরুদেবে করিয়া প্রণাম।
তরায়ে সিংহলে সাধু করিল পয়ান॥
মাতা বিমাতারে সাধু কৈল নমস্কার।
আয়্য সহগণ দেয় জয় জয়কার॥ ২৮
দাণ্ডায়্যা রহিল সবে ভমরার ঘাটে।
দুর্গা রব[৭] কর্ণধার সাধুর নিকটে॥
কার হাথে কেরুয়াল কার হাথে বাঁশ।
কার হাথে দণ্ড কার হাথে ফাঁশ[৮]॥ ৩২

---

৩ দুর্গাকে দুর্গম পথে করিহ স্মরণ।
অনেক সঙ্কটে তোমায় করিবেন রক্ষণ। (ব)
দুর্গম পথেতে দুর্গা করিবে স্মরণ।
অনেক সঙ্কটে তব নহিবে মরণ। (দী)

৪ আশীষ করিল হয়্য রাজপরিবার। (ব)
আশীর্বাদ কৈল রামা রাজপরিবার। (দী)

৫ যেন হয় (ব)

৬ নেউটিয়া পুত্র দেশে কর্য আগমন। (ব)
নেউটিয়া দেশে পুন করিহ গমন। (দী)

৭ দুর্গা বলে (দী) ৮ জগঝাঁপ (ব)

CENTRAL LIBRARY

রইঘর চাপীয়া বসিলা সদাগর।
হাথে দণ্ড কেরুয়ালে বসিলা গাবর॥
আয়্য সহ সংহতি খুল্লনা গেল ঘর।
শুভক্ষণে তরণি মেলিল সদাগর॥ ৩৬
বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন শ্রীয়পতি।
শ্রীকবিকঙ্কণে গান মোধুর ভারথি॥
সোমবারের দিবা পালা সাঙ্গ।

নিশা পালা আরম্ভ। জাগরণ

সিংহল যাত্রা

প্রথম ভমরা জলে শ্রীমন্ত তরণি মেলে
[১]পূজা করে অভয়ার পায়।[১]
এড়াল্য ভমরা পানি সমুখে উজবনি
[২]কোগ্রাম এড়াইয়া জায়॥[২] ৪
চাকদা কুমার থালা এড়য়ে সাধুর বালা
[৩]হাড়ি মুড়ি[৩] কৈল তেয়াগন।
কাণ্ডার মালুম কাটে এড়াইল থানা ঘাটে
মুড়া কায় দিল দরশন॥ ৮
মুখার বকাল্য দূর কাঙ্গুড়া হুসনপুর
ধেয়্যা সাধু চলিলা সত্তরে।
তিরের গমনে জায় এড়াইল বাকল সায়
দেখিতে দেখিতে অতি দূরে॥ ১২

---

১ পুজিয়া মঙ্গলচণ্ডীগণ। (দী)
পুজিল মঙ্গলচণ্ডীকায়। (ব)
২ এড়াইল সাধুর নন্দন। (দী)
নিজগ্রাম এড়াইয়া যায়। (ব)
৩ হাড়িমুখী (ব)

CENTRAL LIBRARY

বাঁকার মেলায় পায় ঝাকল্যা এড়ায়্যা জায়
ডাহিনে রহিলে কোভর পুর।
হাঠার মেলান পায় চরকি এড়ায়্যা জায়
রসই বেনোড়ী কথো দূর ॥ ১৬
ডানি বামে জত গ্রাম তার কত নিব নাম
আঙ্গার পুরে বানিয়ার বালা।
সোলইয়া তুলগাঁ[৪] তাহাত করিয়া বাঁ
সাধু উত্তরিলা বাঙ্গনকোনা ॥ ২০
সমুখে উর্ধন পুর নইহাটী কতদূর
সারি[৫] ঘাটে দিলা দরশন।
পাইয়া গঙ্গার পানি মহা [৬]সাধু[৬] মনে গুনি
পূজা কৈল্য গঙ্গার চরণ ॥ ২৪
[৭]মণ্ডল হাটে বাহি আছে বিকি ঘাটের কাছে
সাঁকারি ঘাটে দিল দরশন।[৭]
সমুখেতে ইন্দ্রানি ভুবনে দুর্লভ জানি
দেব আস্তে জাহা দরশন ॥[৮] ২৮
জলেতে কাঁকড়া পেলি দিল কণকাঞ্জলি
কহ[৯] ভাই গঙ্গার কথন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্ধ
চক্রবর্ত্তি শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ ৩২

গঙ্গার উৎপত্তি কথন

অবধানে কর্ণধার শুন পুরাণের সার
কহিব গঙ্গার উপদেশ।

---

৪ সেনালিয়া নব গাঁ (ব) ৫ শাখারি (ব) ৬ পুণ্য (ব)
৭ মণ্ডলঘাট বায় রিলিপাট এড়ায়ে যায়
আনন্দিত সাধুর নন্দনে। (ব)
৮ দৈব নাশ যাহার স্মরণে (ব) ৯ শুন (ব)

CENTRAL LIBRARY

হরিপদে উৎপত্তি ব্রহ্ম কমণ্ডলে স্থিতি
হরশিরে করিল প্রবেশ ॥ ৪
ব্রহ্ম কমুণ্ডলে বাস আছিলা ব্রহ্মার পাশ
পবিত্র করিয়া ব্রহ্মলোক।
ইন্দ্রের সাধিতে মান কৃপাসিন্ধু ভগবান
কশ্যপ মুনির হইলা তোক ॥ ৮
হইলে বামন বটু ছয় অঙ্গে বেদপটু
ধরি দণ্ড মেখলা অজিনে।
যুক্তি করি ইন্দ্র সনে গেলা রাজ বিদ্যমানে
অশ্বমেধ অবসান দিনে ॥ ১২
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বলি জিজ্ঞাসিলে কৃতাঞ্জলি
কহ দ্বিজ নিজ অভিলাস।
ত্রিপদ ধরণি দান মাগীলেন ভগবান
আইলাম তোমার সকাশ ॥ ১৬
দান দিতে রাজা চায় দ্বিজ নাহি দেয় সায়
দিল দান তিনপদ ক্ষিতি
ক্ষিতি যুড়ি পদ একে আর পদ উর্দ্ধ লোকে
ত্রিতিয় বলির মাথে স্থিতি ॥ ২০
হরি পদ নিজ ধামে দেখি ব্রহ্মা সসম্ভ্রমে
পাদ্য দিল কমণ্ডলু ঢালি।
কলুস নাশিনি ক্রমে আল্যা গঙ্গা ব্যাসধামে[১]
সুমেরু করিয়া পুণ্যসালি ॥ ২৪
আসিয়া গগন তলে ভমে ইন্দ্র মণ্ডলে[২]
উরিলে কণক গিরি শিরে।
সকল কলুষ হরা হৈল গঙ্গা চারি ধারা
পূর্বজন্য[৩] পশ্চিম উত্তরে ॥ ২৮

---

১ দ্রবনামে (দী)
২ ক্রমে ইন্দু মণ্ডলে (ব)
৩ পূর্বযাম্য (ব)

CENTRAL LIBRARY

ইলাব্রত বঙ্কুকারা[৪] - সিতা নামে চারি[৫] ধারা
[৬]ভদ্রকে পাবনি[৬] সুরধনি।
হরিপদ ধৌত দ্বন্দা[৭] দক্ষিণে অলকনন্দা
জম্বু দ্বিপ নিস্তার কারিণি ॥ ৩২
উত্তরে মঙ্গলবরা[৮] বঙ্কু নামে পূর্ণ ধারা[৯]
পবিত্র করিলা কেতুমান।[১০]
পশ্চিমে কলুষহরা ভদ্র নামে সেই ধারা
স্নানে জার পাপ অবসান ॥[১১] ৩৬
প্রবাহ অবধি করি চারি হস্ত পতি হরি[১২]
ভাগ্যবান বৈসে সেই স্থলে।
ইথে জদি করে জপ কেবল অক্ষয় তপ
মুক্তী পায় জদি মরে জলে ॥ ৪০
শুনি গঙ্গা অবতার সুখি হইলা কর্ণধার
কৈল জলে সতিল তর্পনে।
আচ্ছাদিয়া ধৌতপটে লইল নৌতন[১৩] ঘটে
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভনে ॥ ৪৪

নবদ্বীপ দর্শন

দক্ষিণে ললিত পুর সমুখে ইন্দ্রাণি।
ইন্দ্রেশ্বরে পূজা কৈল দিয়া পুষ্প পাণি ॥

---

৪ আসি ইলাবৃতে ধারা (ব)
৫ পুণ্য (ব)
৬ ভদ্রা পাবনী (ব) ৭ ধৌত হরিপদদ্বন্দা (ব) ৮ মঙ্গলতরা (ব
৯ ভদ্রা নামে শেষ ধারা (ব) ১০ কেতুমাল (ব)
১১ স্নানে যার পুণ্য সুবিশাল ॥ (ব)
১২ ধরি ধরি (ব) ১৩ জল পুরি লৈল (ব)

CENTRAL LIBRARY

ভাও সিংহের ঘাট খান দক্ষিণে এড়িয়া।
[১]মাট্যারি সফর জায় বামে ছাড়াইয়া ॥[১] ৪
দ্রুতগতি জায় সাধু নাহি করে হেলা।
রন্ধন ভোজন কোথাও খণ্ড চিড়া কলা ॥
বেহুন পুরের ঘাট করি তেয়াগণ।
নবদ্বীপে আসি সাধু দিলা দরশন ॥ ৮
চৈতন্য চরণে সাধু করিয়া প্রণাম।
দিনেক সেঘাটে থাকে করিয়া বিশ্রাম ॥
প্রভুর মহিমা কহে সাধু শ্রীয়পতি।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মোধুর ভারথি ॥ ১২

জগন্নাথ দর্শন

অবনিতে অবতরি চৈতন্যরূপেতে হরি
বন্দহো সন্ন্যাসি শিরোমুনি।
নদিয়া নগরে ঘর ধন্য মিশ্রী পুরন্দর
ধন্য ধন্য শচি ঠাকুরাণি ॥ ৪
ত্রিভুবনে অবতংসে জন্মিলে বিপ্রের বংশে
ত্রাণ কৈলে অখিল পরাণি।
সঙ্গে শিশু নিত্যানন্দ ভুবনে আনন্দ কন্দ
মুক্তীর দেখাইল সরণি ॥ ৮
সার্ব্বভৌম শিরোমণি ভট্টাচার্য্য সিন্ধুপাণি
ষড়ভুজ দেখি কৈল স্তুতি।

---

১ মাটিয়ারি সফরখান বাম দিকে থুয়া ॥ (ব)
ইহার পর অতিরিক্ত—
সঘন কেরোয়াল পড়ে জলে বাজে সাট।
নিমেষেকে যায় সাধু যোজনের বাট ॥ (ব)

CENTRAL LIBRARY

প্রেমভক্তী কল্পতরু অখিল জিবের গুরু
গুরু কৈলে কেশব ভারথি ॥ ১২
কপটে সন্ন্যাসি বেশ ভ্রমিলা অনেক দেশ
সঙ্গে পারিষদ পুণ্য শালী।
রামলক্ষণ গদাধর গৌরি বাসু পুরন্দর
মোকুন্দ মুরারি বনমালি ॥ ১৬
সুতপ্ত কাঞ্চন গৌর ভুবনে লোচন চোর
করঙ্গ কোপীন দণ্ডধারি।
অপরূপ অবতার কোলি কালে কেবা আর
সদাই বোলান হরি হরি ॥ ২০
কপটে লোচন লোর গলে দোলে নানা ডোর
পাষণ্ড দলন বীর বালা।
জগাই মাধাই আদি অশেষ পাপের নিধি
হরিপদে দ্রড় কৈল্য মোলা ॥ ২৪
অযুধ্যা মোথুরা মায়া জথা কৃষ্ণ পদ ছায়া
কাশি কাঞ্চী অবন্তি দ্বারকা।
পুরি সব আর জত বিশেষ বলিব কত
এই পুরি মুক্তীর সাধিকা ॥ ২৮
মহামিশ্র ইত্যাদি ॥

বিভিন্ন দেশ দর্শন

রজনি প্রভাত হইল মেলিল সাতনায়।
নবদ্বীপ পাড়পুর বাহিয়া এড়ায় ॥
সুমুদ্র গৌড়[১] পাড়পুর ধায় ত্বরা[২]।
নাহি মানে সদাগর বসন্তের খরা ॥[৩] ৪

১ সমুদ্রগড়ি (ব) ২ বাহে ত্বরা ত্বরা (ব)
৩ অতিরিক্ত
নায়্যা পাইট গীত গায় শুনিতে কৌতুক।
ডাহিনে রহিল পুরী আম্বুয়া মুলুক। (ব)

BENGALI MANUSCRIPT LIBRARY UNIVERSITY OF CALCUTTA.

CENTRAL LIBRARY

বাহ বাহ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া।
বামে শান্তি পুর দক্ষিণে গুপ্তীপাড়া॥
উলাত বাহিয়া কুসিমার[৪] পাসে পাসে।
মায়াপুর[৫] নিকটে সাধুর ডিঙ্গা ভাসে॥ ৮
বাম ভাগে হালিসহর দক্ষিণে ত্রিবিনি।
দুকূলের জপ তপে[৬] কিছুই না শুনি॥
লক্ষ লক্ষ লোক এককালে করে স্নান।
বাস তিল হেম ধেনু কেহো করে দান॥ ১২
রজতের সিপে কেহো করয়ে তর্পণ।
গর্ত্তের ভিতরে কেহো করয়ে মুণ্ডন॥
শ্রাদ্ধ করে কোন লোক জলের সমিপে।
সন্ধ্যাকালে আসি কেহো দেয় ধূপদীপে॥ ১৬
উভ হাথে ডাকে কেহ গঙ্গা নারায়ণ।
ত্রিবিনিতে শুনি সাধু সফর কথন॥

অভয়ার চরণে ইত্যাদি॥

সপ্তগ্রাম বর্ণন

কোলিঙ্গ তৈলঙ্গ[১] অঙ্গ বঙ্গ কর্ণাট।
মহেন্দ্র মগধ মহারাষ্ট্র গুযুরাট॥
বরেন্দ্র কন্দর বিন্দু[২] পিঙ্গল সহর[৩]।
উতকল[৪] দ্রাবিড় রাঢ় বিজয় নগর॥ ৪

---

৪ উলা বায়্যা যায় খিস মার (ব) ৫ মহেশপুর (ব)
৬ দুকূলে যাত্রীর রবে (ব)
১ তেলঙ্গ (দী) ত্রৈলঙ্গী (ব) ২ বিন্ধ্য (ব)
৩ সফর (দী) ৪ কাশীকাকী (ব)

CENTRAL LIBRARY

মোথুরা দ্বারকা কাশি কল্পপুর কায়া।
পরমম য়নায়ক[৫] গোদাবরি গয়া॥
[৬]ত্রিহট্ট কাঁউরি কোচহাবেঙ্গ শ্রীহট্ট।
মাণিকা কমিকা লঙ্কা প্রলম্ব নাঙ্গট॥[৬] ৮
[৭]বাঙ্গ্যন ময়না দেশ কুরুস প্রণাম।
বাটেপুর আহ লঙ্কা স্থান সপ্তগ্রাম॥[৭]
[৮]তির্থ মন্ধে মহাতির্থ অতি অনুপাম।
সপ্তরিসি সমান কোলায় সপ্তগ্রাম॥[৮] ১২
এ সব সফরে জত সদাগর বৈসে।
জঙ্গ ডিঙ্গা লইয়া তারা বাণিজ্যে আইসে॥
সপ্তগ্রামের সাধু[৯] কোথায় বা জায়।
ঘরে বসি থাকে সুখে নানাধন পায়॥ ১৬
কাণ্ডারের বচনে করিয়া অবগতি।
ত্রিবিনিতে স্নান দান কৈল শ্রীয়পতি॥

শ্রীমন্তের ছলনে দেবীর যুক্তি

নায়ে [১]তুলি সদাগর নিল[১] মিঠা পানি।
বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন ফরমানি॥

---

৫ পুরিক্ষেত্র প্রয়াগ (ব) পুরমক অনায়ক (দী)

৬ ত্রিহট্ট কাঙুর কোঁচ নরেন্দ্র শ্রীহট্ট।
মাণিক কটীকা লঙ্কা প্রলক্ষ নাঙ্গট। (দী)
ত্রিহট্টা কাঙর আর হস্তিনা নগরী।
আর কত শত সহর বলিতে না পারি। (ব)

৭ বাগণ মলয় দেশ কুরুক্ষেত্র নাম।
বটেশ্বর আহ লঙ্কাপুরী সপ্তগ্রাম। (দী)

৮ তীর্থমধ্যে পুণ্য তীর্থ ক্ষিতি অনুপাম।
সপ্ত ঋষির শাসনে বসয়ে সপ্তগ্রাম। (ব)

৯ বণিক (ব)

১ তুলিয়া সাধু লৈল (ব)

CENTRAL LIBRARY

গরিফা বাহিয়া সাধু বায় ভাগীরথি।
করোতোয়া এড়াইয়া[২] পাইল সরেস্বতি ॥ ৪
ব্রহ্মপুত্র পদ্মাবতি সেই ঘাটে মেলা।
বুড় মন্ত্রেস্বর[৩] বাহে বানিয়ার বালা ॥
[৪]তরায়ে চলয় তরি[৪] তিরের পয়ান।
বেতাড়[৫] বাহিয়া সাধু পাইল নবাসন ॥ ৮
উপনিত [৬]সদাগর নিমাঞের[৬] ঘাটে।
নিম্বের বৃক্ষেতে জথা জবাফুল ফুটে ॥
আমালঙ্কা[৭] দিয়া সাধু জায় ছত্র ভোগে।
তথা থাকি স্নান দান করে নানা জোগে ॥ ১২
হিমাই বামেতে রহে হিজলির পথ।
রাজহংস কিনিয়া লইল পারাবত ॥
ত্বরা করি সদাগর বাহে কালি পাড়া।
দুকুলে জাত্রির ঠাটে ঘন পড়ে সাড়া ॥ ১৬
সেইদিন সদাগর শিলাকুটে[৮] রহে।
রজনি প্রভাত হলে মেলে সাত নায়ে ॥
এক দুই তরণি জলের মন্ধে আইসে।
মগরার কথা সাধু তাহারে জিজ্ঞাসে ॥ ২০
দূরে থাকি মগররার জলের নিস্বন।
জেন আসাড়িয়া নব মেঘের[৯] গর্জন ॥
মহানা বাহিয়া সাধু করি ত্বরা ত্বরা।
প্রবেশ করিলা ডিঙ্গা দুর্জয় মগরা ॥ ২৪
পদ্মাবতি সঙ্গে যুক্তি করিয়া অভয়া।
শ্রীমন্তেরে [১০]ছলিতে কপট কৈল[১০] মায়া ॥

---

২ কপোত এড়ায়ে (ব) ৩ বুড়া মন্তেস্বর (ব)
৪ সঘন তরীর পথ (ব) ৫ বেতড় (ব)
৬ হৈল গিয়া নিমাই তীর্থ (ব)
৭ অঙ্গুলিঙ্গ (ব) ৮ হাত্যা গড়ে (ব)
আষাঢ়ের মেঘ যেন করয়ে (ব) ১০ ছলিবারে পাতিলেন (ব)

CENTRAL LIBRARY

[১১]ছলিব সাধুরে আজি মগরার জলে।
আমারে স্মরণ কৈলে রাখিব কুশলে ॥[১১] ২৮
[১২]এমন বিচার চণ্ডী করিয়া পদ্মা সনে।
চারি মেঘে আনাইল ইন্দ্র বিদ্যমানে ॥[১২]
শ্রীমন্তো উপরে করে ঝড় বরিসন।
অম্বিকা মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ ৩২

মগরায় ঝড় বৃষ্টি

*ঈশানে উরিল মেঘ সঘনে চিকুর।
উত্তর পবনে [১]ঘনে ডাকে[১] দুর দুর ॥
নিমিসেকে জোড়ে মেঘ গগন মণ্ডল।
চারি মেঘে বরিসে মুষল ধারে জল ॥ ৪
করিকর সমান বরিসে জলধারা।
জলে মহী একাকার [২]কূল[২] হইল হারা ॥
পরিপূর্ণ[৩] নাহি সন্ধ্যা দিবস রজনি।
সোঙরে সকল লোক [৪]জনক জননি[৪] ॥ ৮

---

১১ পদ্মা বলে আজ ছল মগরার জলে।
তোমা স্মোঙরণ কৈলে রাখিবে কুশলে। (ব)

১২ চারি মেঘে চণ্ডিকা করিল সোঙরণ।
স্মৃতিমাত্র চারি মেঘে জুড়িল গগন। (ব)

* ইহার পূর্বে অতিরিক্ত
মেঘে কৈল অন্ধকার মেঘে কৈল অন্ধকার।
চিনিতে পারি না ভাই তনু আপনার। (দী, ব)

১ মেঘ করে (ব) ২ পথ (ব), পুখুর (দী)

৩ পরিচ্ছিন্ন (ব, দী)

৪ জৈমুনি জৈমুনি (দী)

CENTRAL LIBRARY

[৫]দাবাশিল সম চারি[৫] মেঘের গর্জন।
কার কথা স্থনিতে না পায় কোনজন ॥
রই ঘরে শিল পড়ে বিচারিয়া চাল।
ভাদ্রপদ মাসে জেন পড়ে পাকাতাল ॥ ১২
পবনে বিসম ঝড় বহে বিপরিত।
ফিরয়ে তরণি কুমারের চক্রবত ॥
সঘনে চিকুর পড়ে অশনি ঝঞ্চনি।
স্বোঁউরে সকল লোক জৈমুনি জৈমুনি ॥ ১৬
[৬]বিযুলি ছটকে পড়ে[৬] কামান কৃপাণ।
ভাঙ্গিয়ে [৭]নায়ের খুলি[৭] করে খানখান ॥
নদনদিগণ পিছে করিল গমন।
অম্বিকা মঙ্গল কবিকঙ্কণে গান ॥ ২০

নদনদীগণের মগরায় আগমন

মালঝাঁপ।

চণ্ডির আদেশে ধায় নদনদিগণ।
মগরা নদির সঙ্গে করিতে মিলন ॥
আজ্ঞা দিলে ভবানি চলিলা মন্দাকিনি
ছাড়িয়া গগন স্থিতি। ৪
সঙ্গে মকর জাল লইয়া[১] পাতাল।
ধাইল ভোগবতি ॥
প্রবল তরঙ্গা ধাইলা গঙ্গা
ভৈরবি কর্মনাশা। ৮

---

৫ ঘন ঘন বজ্রধ্বনি (ব) দাবাসিনী সম চারি (দী)
৬ ঝনঝনা পড়ে যেন (ব) ঝঞ্চনা চিকুর যেন (দী)
৭ নৌকার ঘর (দী, ব)
১ ছাড়িয়া (ব)

CENTRAL LIBRARY

ধাইল দ্রুতপদ সোনাই[২] মহানদ
[৩]বহুদা ধাইল বিসা ॥[৩]
আমোদর দামোদর চলিলা দারিকেশ্বর
সিলাই চন্দ্রভাগা। ১২
[৪]কোবাই দ্বাবাই[৪] চলিলা দুই ভাই
[৫]বাগতিয়ার খানা ধায় বগা ॥[৫]
[৬]খরতরি প্রহরি[৬] ধাইল গোদাবরি
কালা ধায় দামোদর। ১৬
[৭]খালি সঙ্গে[৭] চলিলা রঙ্গে
বুড়া[৮] মস্তেশ্বর ॥
করিয়া দামামি চলিলা ঝুমঝুমি
[৯]থিয়াই মুড়াই[৯] সঙ্গে। ২০
ধাইলা তারাজুলি গুসকরা কুতুহলি
রত্না চলিলা রঙ্গে ॥
ধাইলা করুণা গঙ্গা জমুনা
অজয় সরেস্বতি। ২৪
ধাইল কুন্তি বেগে ধায় গোমতি
সরযু কংসাবতি ॥
ধাইল কাঁসাই মহানদি বিড়াই
খর সোত বামুনার খানা। ২৮
চারিদিগে জল হইল ধবল
মগরা যুড়িয়া সব ফেনা ॥
দরিগিরি বনচয় করিয়া জলময়
সকোপে ধাইল ময়্যা। ৩২

---

২ ষোড়শ (ব) ৩ ধাইল বাহুদা বিপাশা (ব)
৪ কেদাই দাবাই (ব) ৫ বগরির খানা ধাইল বগা (ব)
৬ খরতর লহরী (ব) ৭ খালি জুলি সঙ্গে (ব) ৮ আর বুড়া (ব)
৯ মিয়াই মুণ্ডাই (ব)

CENTRAL LIBRARY

চলিলা রঙ্গে বাঁকা তার সঙ্গে
অতি বেগবতি হৈয়া ॥
বাজায়্যা দণ্ডি চলিলা[১০] চণ্ডি
[১১]কাড়ান্যা সত্ত হৈয়া[১১] । ৩৬
[১২]সঙ্গে কেন্যাই চলিলা মহামাই
সুবর্ণরেখা লইয়া ॥[১২]
জগদবতংশে পালধিবংশে
নৃপতি রঘুরাম । ৪০
শ্রীকবিকঙ্কণ করয়ে নিবেদন
অভয়া পূর তার কাম ॥

নাবিকগণের প্রতি শ্রীমন্তের উক্তি

করুণা রাগ ।

কাণ্ডার ভাই রাখ ডিঙ্গা
যথা পাও স্থল ।
অরি হৈল দেবরাজ [১]ডিঙ্গায় পড়য়ে বাজ[১]
বরিষে মুষলধারে জল ॥ ৪
শিল যেন বাজে গুলি ভাঙ্গয়ে মাথার খুলি
বেগে জল বাজে যেন কাঁড় ।
বিসম জলের ভয় মোর[২] প্রাণ স্থির নয়
গাবরে[৩] ধরিতে নারে ডাঁড় ॥ ৮
দুর্বহ বিষম ঝড়ে উপড়িয়া গাছ পাড়ে
দুকূল হানিয়া বহে খানা ।

---

১০ কাঁসাই (ব) ১১ নড়িলা সত্বর হয়্যা (ব)
১২ চণ্ডীর আদেশে শিলা শিল বরষে
কান্দে সাধু মাথায় হাত দিয়া । (ব)
১ বেঙ্গতড়কা পড়ে (ব) ২ ডরে (ব) ৩ দাঁড়িয়া (ব)

CENTRAL LIBRARY

কহ কর্ণধার ভাই কেমনে নিস্তার পাই
রাশি রাশি কত উঠে ফেনা ॥ ১২
ঘন ডিঙ্গা ফিরে পাক জেন কুমারের চাক
দেখি প্রাণ কাঁপয়ে আমার।
মেলিবারে নারি আঁখি বড়ই সংকট দেখি
কেমনে বিষাদ হব পার ॥ ১৬
ঝড়ে আচ্ছাদন উড়ে বিষ্টী জলে ডিঙা বুড়ে
নাইয়া পাইক জড় হৈল শীতে।
কহ ভাই কর্ণধার নাহি দেখি প্রতিকার
জলে অহি ভাসে শতে শতে ॥ ২০
দেখরে নায়ের পাশে কুম্ভীর মগর ভাসে
গিরিগুহা বিকট দশন[৪]।
কাণ্ডার উপায় বল দেখিয়ে প্রলয় জল
আজি দেখি সঙ্কট জিবন ॥ ২৪
ডুবু ডুবু করে ডিঙ্গা স্বঁউরণ করহ গঙ্গা
অন্তকালে পূজো ভগবতি।
পড়িয়া বিষম ফান্দে ভবানি বলিয়া কান্দে
রিদয়েতে ভাবিয়া শ্রীয়পতি ॥ ২৮
ভবানি ভবানি বলি কান্দে দুই ভুজ তুলি
উর্দ্ধ বাহু করি সদাগর।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্ধ
গাইল মোকুন্দ কবিবর ॥ ৩২

চণ্ডিকাস্তব

রক্ষ মাতা ভবানি [১]মগরা বল করে[১]।
[২]তুমি না রাখিলে আর কে রাখিবে মোরে ॥[২]

---

৪ দরশন (ব)

১ মোরে কি বলিব আর (দী. ব)

২ তুমি না করিলে রক্ষা কে করিবে আর। (দী. ব)

CENTRAL LIBRARY

তোমা[৩] স্ব উরিয়া মাতা আইলাম হেথাতে[৩]।
সমর্পিল মোর মাতা তব হাতে হাতে ॥ ৪
তবে কেনে বল করে মগরার জল।
নিশ্চয় জানিনু মোর [৪]জীবন বিফল[৪] ॥
তোমার সেবক কভু নাহি পায় দুখ।
বুঝিলাম আজি মোরে বিধাতা বৈমুখ ॥ ৮
ভবানি বলিয়া সাধু ঝাঁপ দিল জলে।
রথভরে[৫] অভয়া শ্রীমন্তে নিল কোলে ॥
[৬]পদ্মাসনে অভয়া[৬] হাসেন খলখল।
চণ্ডির কৃপাতে হৈল এক হাঁটু জল ॥ ১২
আশ্বাসিয়া শিরে হাত দিলা ভগবতী।
সজল নয়ানে সাধু করে নানা স্তুতি ॥
দুর্গা দুর্গা পরা তুমি দুর্গতি নাশিনী।
দুরিত[৭] দক্ষিণা কালি নগেন্দ্রনন্দিনী ॥ ১৬
নিদ্রারূপা হইয়া তুমি ভাঙিলে প্রহরি।
জেকালে দৈবকি গর্ভে জন্মিলা শ্রীহরি ॥
নানা অবতারে [৮]তুমি বিষ্ণু পূজারিণি[৮]।
দুরিত নাশিনী দুর্গা [৯]দুঃখ বিনাশিনী[৯] ॥ ২০
রাবণের বধহেতু মেলিয়া দেবতা।
অকালে বোধন করি পূজিলা বিধাতা ॥
ষোল উপচারে গো পূজিল রঘুনাথ।
তবে রাবণের হইল সমরে নিপাত ॥ ২৪

---

৩ আরাধিয়া যাত্রা করিলু ত্বরিতে (ব)
৪ জনম বিফল (ব) দুরাদৃষ্ট ফল (দী)
৫ রথ হৈতে (ব) ৬ মহামায়া আপনি (ব) মহামায়া গগনে (দী)
৭ দুর্জ্জয় (দী)
৮ মাতা বিষ্ণুসহায়িনী (ব)
মাতা ভক্তসহায়িনী (দী)
৯ দুর্গতিনাশিনী (দী, ব)

CENTRAL LIBRARY

এত স্তুতি কৈল্য জদি কুমার শ্রীয়পতি।
আশ্বাসিয়া অভয়া দান দিলেক আরতি ॥
গণ সঙ্গে গগনে উরিলা নারায়ণি।
চলিল শ্রীমন্ত সাধু মেলিয়া তরণি ॥ ২৮
ঝড় বৃষ্টি দূরে গেল চণ্ডির কৃপায়।
ডিঙ্গা মেলি সদাগর দ্রুতগতি জায় ॥
দক্ষিণ বামেতে কত ছাড়ি চলে দেশ।
সঙ্কেত মাধবে [১০]ডিঙ্গা করিল প্রবেশ ॥[১০] ৩২
[১১]সগরের বংশ যথা হইল উদ্ধার।
এই কোন স্থান বলি জিজ্ঞাসে কাণ্ডার ॥[১১]
সদাগর বলে কিছু তার বিবরণ।
অম্বিকামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ ৩৬

সগর রাজার উপাখ্যান

অবধানে কর্ণধার শুন পুরাণের সার
সগর বংশের[১] উপাখ্যান।
যার বল গজাযূথ[২] ষষ্টি হাজার সুত
সাগর করিল নিরমান ॥ ৪
ত্রিভুবন অবতংসে আছিল মিহির বংশে
বৃকো নামে মহা মহিপাল।
তার পুত্র হইল বাহু রিপুচণ্ড[৩] জেন রাহু
অবনি পালেন চিরকাল ॥ ৮

---

১০ দেখে সোণার মহেশ (দী, ব)
১১ সাগর সঙ্গম দেখি কাণ্ডারের রঙ্গ।
কহে সাধু শ্রিয়পতি সাগর প্রসঙ্গ ॥ (ব)
১ রাজার (দী) ২ গজযুত (দী, ব) ৩ বিপ্রচণ্ড (ব)

CENTRAL LIBRARY

পাপগ্রহ জরাকালে[৪] [৫]পরাজই রণতলে[৫]
থিতি ছাড়ি গেলা বনবাস।
বোনে মৈল নরপতি তার শশিমুখি সতি
অনুমৃতায় কৈল অভিলাষ ॥ ১২
তারে গর্ভবতি জানি আসি তথা উর্ব[৬]মুনি
মরণ করিলা নিবারণ।
না গেলা রাজার সনে গর্ভ কথা সতা শুনে
বিষ অন্ন করাল্য ভোজন ॥ ১৬
[৭]সেই গর্ভ[৭] দেব অংশ গরলে না হৈল ধ্বংস
প্রসবিলা রাণি জথাকালে।
গুণযুত[৮] হৈল সুত দেখি সবে অদ্ভুত
[৯]সগর আখ্যান কৈল ভালে ॥[৯] ২০
তিন লোকে খ্যাতা কিত্তী হৈল রাজচক্রবর্তী
অধিষ্ঠাতা হৈলা সিংহাসনে।
[১০]হৈহয় তাল জঙ্গ[১০] আর[১১] জুত রিপুভঙ্গ
একা রাজা [১২]জেই কৈল[১২] রণে ॥ ২৪
নিষেধ করিলা মুনি নাহি রাজা বধে প্রাণি
মাথা মুড়ি পাঠাল্য কাননে।
সেই কৃপামই রাজা সুত সম পালে প্রজা
বিধাতা সন্তোষ বড় মনে ॥ ২৮
কেশিনি সুমতি তার নৃপতির দুই দ্বার
অসমঞ্জা কেশিনি নন্দন।
তার সুত অংশুমান ক্ষাত সর্ব গুণবান
পিতামহ হিত পরায়ণ ॥ ৩২

---

৪ যোগফলে (ব) ৫ পরাজয়ী জরাকালে (দী, ব)
৬ ঔর্ব্ব (ব) ৭ তাহে ছিল (ব)
৮ গরযুত (ব) ৯ সগর আখ্যান লোকে বলে। (ব)
১০ রণে হৈল তালজঙ্গ (দী) হরি হয় তালজঙ্গ (ব)
১১ দেখি (ব) ১২ জয়ী হৈল (ব) জয়ী কৈল (দী)

CENTRAL LIBRARY

সুমোতির গুণযুত ষষ্টি হাজার সুত
অযুত কুঞ্জর যার বল।
অসমঞ্জা কৈল দোষ নৃপতি মানিয়া রোষ
বোনবাস দিল প্রতিফল ॥ ৩৬
দিল উর্ব[১৩] অনুমোতি রিপুজেই[১৪] নরপতি
অশ্বমেধে ছাড়ি দিল হয়।
অশ্ব হরি নিশা ভাগে রাখিয়া কোপীল আগে
ইন্দ্র গেল আপন নিলয় ॥ ৪০
জদি হারা হৈল হয় সুতগণে রাজা কয়
শুন ষষ্টি হাজার কুমার।
[১৫]ঘোড়া আনিয়া দিবে পরাণে বধিবে[১৫]
চৌর ভার[১৬] সকলি তোমার ॥ ৪৪
ষষ্টি সহস্র ভাই চেয়্যা বোলে ঠাঁই ঠাঁই
না পায় অশ্বের অন্বেষণে।
[১৭]না দেখে ঘোড়ার পদ নিমিসে না চলে পথ[১৭]
হয় খোজ দেখিল দক্ষিণে ॥ ৪৮
সুরঙ্গে [১৮]ঘোড়ার পদ দেখি হইলা মহাক্রোধ
সভে মিলি [১৯]কোড়েন অবনি[১৯]।
নৃপতি কুমার যত প্রবেশি পাতাল পথ
দেখিল কপিল মহামুনি ॥ ৫২

---

১৩ দিয়া আস্ম (ব) দেবগুরু (দী)
১৪ রিপুজয়ী (ব)
১৫ ঘোড়া আনি দেহ মোরে নহিলে বধিব তোরে (দী)
অশ্ব আনি দেহ মোরে পরাণে মারিয়া চোরে (ব)
১৬ মুখ (ব, দী)
১৭ না পায় অশ্বের তত্ত্বে নিমেষ না চাহে পথে (ব)
ক্ষণেক চিন্তিয়া অতি নিমেষে চলিলা তথি (দী)
১৮ সুড়ঙ্গে (ব) ১৯ খোঁড়য়ে ধরণী (ব)

CENTRAL LIBRARY

ঘোড়া দেখি তার কাছে[২০] কোপে নৃপ সুত নাচে[২১]
বকধ্যানে আছ ঘোড়ার চোর।
এতেক নিন্দিয়া তারে পিঠে সে আঘাত মারে
কোপদৃষ্টে চান মুনি ঘোর ॥ ৫৬
মুনি দেহ[২২] কোপানলে নৃপতি[২৩] নন্দন জ্বলে[২৩]
একটি নাহিক অবশেষ।
আসিয়া নারদ এথা কহিল সকল কথা
সগর পাইল বড় ক্লেশ ॥ ৬০
ডাক্যা আনি অংশুমান সগর দিলেন পান
চলরে অশ্বের অন্বেষণে।
শীঘ্রগতি অংশুমান গেলা কপিলের স্থান
শ্রীকবি কঙ্কণ রসগানে ॥ ৬৪

গঙ্গা আনয়নে ভগীরথের যাত্রা

রথ ছাড়ি [১]চলে শিশু[১] কোপীলের স্থান।
অবনি লোটায়্যা স্তুতি করে অংশুমান ॥
অনুগত শিশু আমি কি বলিতে জানি।
আপনার গুণে দয়া কর মহামুনি ॥ ৪
কে বলিতে পারে প্রভু তোমার মহত্ব।
পরশিতে পারে তোমা [২]অমর দেবত্ব[২] ॥
আপন দোষেতে মৈল সাগর কুমার।
কৃপাময় প্রভু ক্রোধ নাহিক তোমার ॥ ৮
অবনি লোটায়্যা স্তুতি করে বারে বার।
অনুগ্রহ কর মুনি তুমি কৃপাসার ॥

---

২০ পাশে (ব) ২১ ভাবে (ব)
২২ মুনি চাহে (দী) ২৩ কুমার জ্বলে (ব, দী)
১ গেল রাজা (ব) ২ তম রজঃ সত্ব (ব)

CENTRAL LIBRARY

অংশুমানে তুষ্ট হয়্যা মুনি দিল হয়।
উপদেশ কয়্যা দিল মুনি মহাশয়॥ ১২
[৩]সগরের বংশ ধ্বংস মোর[৩] কোপানলে।
[৪]নহিব তাহার মুক্তি বিনি[৪] গঙ্গাজলে॥
[৫]মুনিরে প্রণাম করি চলে[৫] অংশুমান।
ঘোড়া আনি দিল পিতামহ বিদ্যমান॥ ১৬
অশ্বমেধ সাঙ্গ করি সগর নৃপতি।
অংশুমানে রাজ্য দিয়া পাইল দিব্যগতি॥
সুতে রাজ্য ভার দিয়া রাজা অংশুমান।
গঙ্গাহেতু তপস্যা করিলা সাবধান॥ ২০
কথোক কাল তপস্যা করিয়া নৃপমুনি।
সুতে রাজ্য দিয়া গেল [৬]ত্রিদিবস রজনি[৬]॥
অংশুমানের তনয় দিলীপ নরপতি।
গঙ্গাহেতু তপস্যা করিলা দৃঢ়মোতি॥ ২৪
দিলীপ তপস্যা কৈল সহস্র বৎসর।
[৭]অনাহারে তপস্যাতে মৈল[৭] নৃপবর॥
[৮]তপস্যাতে রাজা যদি তেজিল পরানি।
বংশেতে রহিলা মাত্র বিধবা রমণি॥[৮] ২৮
একদিন ঋতু স্নানে জান দুই নারি।
সঙ্গে কোথা নাহি আর সখি সহচরি॥
দুর্বাসার সঙ্গে দেখা হইল মধ্যপথে
তপস্যাতে জান মুনি কমণ্ডলু হাতে॥ ৩২

---

৩ তোর পিতৃগণ ভস্ম হৈল (ব) তোমার পিতৃর দেহে হৈল (দী)
৪ গতি নাহি হবে তার বিনা (ব)
গতি না হইবে তার বিনি (দী)
৫ মুনি প্রদক্ষিণ করি রাজ (ব)
৬ ত্রিদশ সরণী (দী), ত্রিদিব সরণী (ব, দী)
৭ সুতে রাজ্য দিয়া স্বর্গে গেল (ব)
৮ বংশে রহিলা মাত্র বিধবা রমণী।
তপস্যায় মৈল স্বামী রহে দু সতিনী। (ব)

CENTRAL LIBRARY

অতি ভক্তি করি রামা প্রণমিল পায়।
ভক্তি দেখি তুষ্ট মুনি বর দিল তায়॥
পুত্রবতী হৈয়ো তুমি আমার বচনে।
মুনির আশিসে রামা দুঃখ ভাবে মনে॥ ৩৬
বংশেতে পুরুষ নাহি শুন মহাশয়।
অভাগ্য কর্যাছি কোথা পাইব তনয়॥
মুনি বলে কভু মিথ্যা নহে মোর বাণী।
ঋতুকালে সঙ্গ জাবে এ দুই সতিনী॥ ৪০
ভগে ভগে জন্ম হৈল নাম ভগীরথ।
[৯]অষ্টাবক্র বরে সেই হৈল মহারথ॥[৯]
[১০]কুল বিবরণ কথা দ্বিজস্থানে শুনি।
গঙ্গা আনিবারে যাত্রা কৈল নৃপমুনি॥[১০] ৪৪
রাজ্য তেজি তপস্যা করেন ভগীরথ।
আরোপী লোচন যুগ নারায়ণ পদ॥
বিষ্ণুহর[১১] ব্রহ্মারে সেবিলা জগন্নাথ।
ব্রহ্মলোক সঙ্গে গেল ভগীরথ সাথ॥ ৪৮
মায়া পাতি জল সব করিলা সংহার।
জল পাইলে ব্রহ্মা গঙ্গা নাহি দিবে আর॥
এত বলি গেলা প্রভু ব্রহ্ম সন্নিধানে।
চাহিয়া না পান জল সকল ভুবনে॥ ৫২
কমণ্ডুলে ছিলা গঙ্গা দিলা রাঙ্গা পায়।
গঙ্গা লইয়া হৈল ভগীরথের বিদায়॥

---

৯ শাপে অষ্টাবক্র তারে দিলা দৃঢ়পথ। (দী)
শাপে বর অষ্টাবক্র দিল দৃঢ়পথ। (ব)

১০ কুলের বিধান শুনে ব্রাহ্মণের স্থানে।
গঙ্গা আনিবারে বালা করিলা গমনে। (দী)
কুলের নিদান জানি ব্রাহ্মণের স্থানে।
গঙ্গা আনিবারে রাজা করিলা গমনে। (ব)

১১ ইন্দ্রহর (ব)

CENTRAL LIBRARY

ভগীরথে বলে গঙ্গা বর মাগ রায়।
ভগীরথ নিবেদন করে অভিপ্রায়॥ ৫৬
ব্রহ্মশাপে মৈল মোর পিতামহগণ।
আপনি হইবে তার উদ্ধার কারণ॥
এতেক শুনিয়া গঙ্গা রাজার ভারথি।
মহেশে সেবিতে তারে দিলা অনুমতি॥ ৬০
আমারো কারণ হেতু শিবে কর বল।
নহিলে অবনি ভেদি জাব রসাতল॥
মহীতলে যাইতে বড় ভয় লাগে রায়।
মহাপাপী সব আসি মোর জলে নায়॥ ৬৪
এই পাপ খণ্ডিবারে কহ মোরে পথ।
শুনিয়া গঙ্গার কথা বলে ভগীরথ॥
হরিভক্ত জনে যবে জল পরশিবে।
সেইক্ষণে মহাপাপ মুক্ত হয়্যা যাবে॥ ৬৮
তপস্যাতে তুষ্ট গঙ্গা হৈলা ভগীরথে।
অবনি আসিতে মাত্র হর নিলে মাথে॥
গঙ্গারে না দেখিয়া চিন্তিয়া নৃপবর।
অনাহারে তপ কৈলা সহস্র বৎসর॥ ৭২
তপস্যাতে তুষ্ট হর হৈলা ভগীরথে।
বাড়াইয়া দিলা গঙ্গা জটাভার হৈতে॥
হরশির হৈতে গঙ্গা আসিতে অবনি।
পাইয়া গঙ্গার লাগি পিল জহ্নুমুনি॥ ৭৬
জাহ্ন বিদরিয়া গঙ্গা দিলেন আপনে।
এই হেতু জাহ্নবী হইলা অভিধানে॥*
আগে চলে ভগীরথ দিয়া শঙ্খধ্বনি।
তার পিছে যান গঙ্গা পতিতপাবনী॥ ৮০
হিমালয় শিখরে উঠিলা নারায়ণী।
গুহা সান্ত হৈয়া গঙ্গা না পায় সরণি॥

---

* বঙ্গবাসীতে জহ্নুমুনির উপাখ্যান।

CENTRAL LIBRARY

সুরপতি দুঃখিত দেখিয়া ভগীরথে।
প্রসাদ করিয়া ইন্দ্র নিল ঐরাবতে ॥ ৮৪
গজ বলে গঙ্গা যদি দেন আলিঙ্গন।
গুহা বিদরিয়া আমি কর্যা দিব গণ ॥
গঙ্গাচরণে নিবেদয়ে নরপতি।
আসিবারে গঙ্গা তারে দিলা অনুমতি ॥ ৮৮
সহিবারে পারে যদি জলের নিঃস্বন।
অবশ্য বলিহ তারে দিব আলিঙ্গন ॥
ঐরাবত গুহা আসি ভাঙ্গিল দশনে।
জলবেগে পড়ে গজ পঁচাশি[১২] যোজনে ॥ ৯২
আপনা নিন্দিয়া ঐরাবত মারে চড়।
আঁখি পালটিতে মাত্র পাল্য হাত্যা গড় ॥
আপনা নিন্দিয়া ঐরাবত বলে বাণী।
আজি হৈতে গঙ্গা তুমি আমার জননী ॥ ৯৬
ফিরিয়া গেলেন গজ আপনার বাসে।
বেগবান আসি গঙ্গা সাগর প্রবেশে ॥

সগর-বংশ উদ্ধার

শুনরে কাণ্ডার ভাই তীর্থ বড় এই ঠাঁই
[১]কহিব পুরাণ[১] ইতিহাস।
সগর বংশের কর্ম শুনিলে বাড়য়ে ধর্ম
নাহি ভয়[২] পাপের প্রকাশ ॥ ৪
[৩]গঙ্গারে দেখায়্যা[৩] পথ চলে বালা ভগীরথ
বাউ বেগে রথের[৪] পয়াণ।
পবিত্র করিয়া ধরা সুর নদি তীর্থ বরা
আইল সাগর সন্নিধান ॥ ৮

---

১২ শতেক (ব)
১ রামায়ণে শুনি (ব) ২ রহে (ব) ৩ আগে দেখাইয়া (ব)
৪ বায়ুবেগে জলের (ব)

CENTRAL LIBRARY

আসি গঙ্গা এই পথে জিজ্ঞাসিলা ভগীরথে
কোথা মৈল সগর নন্দন।
ভগীরথ বলে বাণি সবিশেষ নাহি জানি
আপনি করহ অন্যাসন[৫] ॥ ১২
প্রপিতামহের কথা বিশেষ না জানি মাতা
নাহি কেহো পুরাতন লোক।
জত দেখ চরাচর কেহো নহে সুগোচর[৬]
কৃপা করি দূর কর শোক ॥ ১৬
ভগীরথে কৃপা হয়্যা আপনি বেড়ান চেয়্যা
যুড়ি গঙ্গা বিংশতি জোজন।
তনু পাংশু হাড় নখে পরশে বৈকুণ্ঠ লোকে
বিমানে চাপীয়া আগমন ॥ ২০
নারি কি পুরুষ জত বিমানেতে স্বর্গপথ
উর্দ্ধ বাহে নাচে ভগীরথ।
অমর দুন্দুভি বাজে ভগীরথ মহারাজে
পুষ্পবৃষ্টি করিল দেবত ॥ ২৪
এখানে সগর বংশ ব্রহ্মশাপে হৈলে ধ্বংস
অঙ্গার আছিলা অবশেষ।
পরশে গঙ্গার জলে বিমানে বৈকুণ্ঠে চলে
সভে হয়্যা চতুর্ভুজ বেশ ॥* ২৮

---

৫ অন্বেষণ (ব) ৬ নাহি তব অগোচর (ব)

* অতিরিক্ত

মুক্তিপদ এই স্থান ইহাতে করিয়া স্নান
চল ভাই সিংহল নগর।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্ধ
গাইল মুকুন্দ কবিবর। (দী)
মুক্তিপদ এই স্থান ইহাতে করিয়া স্নান
ঝাট চল সিংহল নগরে।
তর্পণ করিয়া জলে ডিঙ্গা লয়্যা সাধু চলে
গাইল মুকুন্দ কবিবরে। (ব)

CENTRAL LIBRARY

শ্রীমন্তের জগন্নাথ-দর্শন

প্রণমিয়া সঙ্কেত মাধবে প্রদক্ষিণ।
ডিঙ্গা মেলি সদাগর চলে রাত্রিদিন ॥
দক্ষিণে মেদনপুর[১] বামে বীরখানা।
কেরুআলের ঝমঝমি ঘন উঠে ফেনা ॥ ৪
কলাহাট ধূলিগ্রাম পশ্চাৎ করিয়া।
অঙ্গার পুরের [২]ঘাটে উত্তরিল গীয়া[২] ॥
দ্রুতগতি চলে সাধু নাহিক অবধি।
রাত্রিদিন বায় সাধু লবণ জলধি ॥ ৮
ঘন কেরুআল পড়ে জলে বাজে সাট।
নিমিষেকে জান সাধু জোজনেক বাট ॥
গণন[৩] করিয়া গেলা বিংশতি দিবসে।
উত্তরিলা সদাগর দাবিড়ের দেশে ॥ ১২
কণক রচিত চক্র রূপার শিখর।
উড়িছে শতেক হাথ নেত মনোহর ॥
ডানি ভাগে বন্দনা করিয়া নীলাচলে।
উত্তরিলা সদাগর সমুদ্রের কূলে ॥ ১৬
বুহিত বান্ধিয়া বলে বেন্যার নন্দন।
এ ঘাটে থাকিয়া করি প্রসাদ ভোজন ॥
লোচন ভরিয়া দেখে প্রভু জগন্নাথ।
প্রসাদ ব্যঞ্জন পিঠা কিনে খায় ভাত ॥ ২০
কহেন শ্রীয়পতি দত্ত প্রভুর আখ্যান।
অম্বিকামঙ্গল গান শ্রীকবি কঙ্কণ ॥

পুরীমাহাত্ম্য

ধন্য ইন্দ্রদ্যুম্ন রায় বিশ্বে যার জয় গায়
দ্রাবিড় ভূপাল জশো ধনে।

---

১ মেদনমল্ল (দী), মদনমল্ল (ব) ২ দহ বাম দিকে থুয়্যা (ব) ৩ গমন (ব)

CENTRAL LIBRARY

দক্ষিণ জলধি কূলে অক্ষয় বটের মূলে
[1]স্থাপীলেন প্রভু[1] নারায়ণে ॥ ৪
শুনরে কাণ্ডার ভাই তীর্থ বড় এই ঠাঁই
কহিব পুরাণ ইতিহাস।
পঞ্চক্রোশ নীলগিরি ইহাতে কৈবল্যপুরি
ইথে মৈলে বৈকুণ্ঠ নিবাস ॥ ৮
পথে বা শ্মশানে মরে ব্রহ্মাণ্ড[2] মণ্ডপে ঘরে
জথা তথা এই মহাস্থান।
ইচ্ছা করি জেবা জায় প্রসঙ্গে সে ফল পায়
মুক্তি হয়ে দেহ অবসান ॥ ১২
সুভদ্রা বলাই সাথে দেখি ভাই জগন্নাথে
সমুখে গরুড় মহাবীর।
শুচি হয়্যা পর ফোঁটা প্রদক্ষিণ মণি কোটা
পাবে ভাই বৈকুণ্ঠে মন্দির ॥ ১৬
সমীপে বিমলা দেবি জার পাদপদ্ম[3] সেবি
তেজে নর সংসার বাসনা।
এখানে থাকিয়া হর সঙ্গে গুহ লম্বোদর
হরিপদে দৃঢ় কৈল মোনা ॥ ২০
মার্কণ্ডেয় হ্রদে স্নান সিন্ধুতটে পিণ্ডদান
পিতৃলোক উদ্ধার কারণ।
সেব ভাই নিরন্তর ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর
বটবৃক্ষে দেহ আলিঙ্গন ॥ ২৪
পরস রোহিনি কুণ্ডে পাপ কর্ম ইথে খণ্ডে
শুনহ কুণ্ডের ইতিহাস।
এই কুণ্ডে তেজে জিব সাক্ষাতে হইব শিব
কাক গেল বৈকুণ্ঠ নিবাস ॥ ২৮

---

১ আরোপিল দেব (ব) আরাধিলা দেব (দী)
২ বৃক্ষে বা (ব) অনাথ (দী)
৩ যাহার চরণ (ব)

CENTRAL LIBRARY

প্রবল চপল ভঙ্গা স্নান কর সেত গঙ্গা
নীল মাধবে কর স্তুতি।
ক্ষেত্র বৈকুণ্ঠ পুরি আমি কি বর্ণিতে পারি
ইথে সব দেবতার স্থিতি ॥ ৩২
নীলশৈল অবতার চারিবর্ণে একাকার
হাটে কিনি খাও ভাতপিঠা।
প্রসাদ গঙ্গার জল ভোজন সমান ফল
সুধা হইতে এই অন্ন মিঠা ॥ ৩৬
জেবা জেই অভিলাষি অন্তকালে বারাণসি
সভে জেবা পায় দিব্য গতি।
একদণ্ড বিশ্রামে সে গতি পুরুসোত্তমে
বটমূলে জেবা করে স্থিতি ॥ ৪০
কিয়ার বুঝাব তোমা যে অন্ন রান্ধেন রমা
ভোজন করেন জগন্নাথ।
প্রসাদ গঙ্গার[৪] জল ভোজন সমান ফল
দরশনে কলুষ নিঘ্যাত ॥ ৪৪
ধন্য খেত্র জগন্নাথ বাজারে বিকায় ভাত
কোথাও না শুনি হেন বোল।
ত্রিসন্ধ্যা বিকায় হাটে সুপঘণ্ঠ পুরি ঘটে
আলু বড়া সুক্তার ঝোল ॥ ৪৮
খির খণ্ড ছেনা নাড়ু নানা পানা ভরি গাড়ু
খির পুলি পদ্ম চিনি ছানা।
বিতণ্ডা ত্যজিয়া পাণ্ডা কিনহ অমৃত মণ্ডা
হাটে চাখি বুঝ স্বাদু পানা ॥ ৫২
ছেনা নাড়ু কাঁজি বড়া আদ্রকে বাগ্যান[৫] পোড়া
মানের বেসারে আদা ঝাল।
নাফরি ব্যঞ্জন রাজা ঘৃতে পলা কড়ি ভাজা
মধু রুচি ব্যঞ্জন রসাল ॥ ৫৬

---

৪ সুস্বাদ (ব) ৫ বার্ত্তাকু (ব)

CENTRAL LIBRARY

[৬]পথশ্রম হরা জোন্দা কিনহ তোড়ানি মন্দা[৬]
মরিচ সমান যার তার।
আজানু লম্বিত জটা কাপড়্যা[৭] সন্নাসি ঘটা
অন্ন মাগী[৮] ফিরয়ে বাজার ॥ ৬০
অন্নের বাজার মাঝে পঞ্চ সন্ধি বাদ্য বাজে
ঝাটাতি বাইতি লয়ে তোলা।
কিনয়ে সকল জনা সুগন্ধি মল্লিকা দোনা
তুলসি কাঠের কণ্ঠমালা ॥ ৬৪
[৯]কহি কিছু করপুটে কুক্কুর বদন ভ্রষ্টে[৯]
প্রসাদ না কর চিত্তে আন।
তেজ ভাই মিছা যুক্তি ভুঞ্জিয়া সাধহ মুক্তি
নহে জোগ্য[১০] ভোজন সমান ॥ ৬৮
প্রসাদ সুখান অন্ন ভেদ বিনে চারিবর্ণে
দেশান্তরে বয়্যা নিয়া জায়।
[১১]ক্ষেত্র বা ক্ষেত্রের বই[১১] এই অন্ন সুধামই
ভুঞ্জিলে জমের নাহি দায় ॥ ৭২
অযোধ্যা মোথুরা মায়া যথা কৃষ্ণ পদছায়া
কাশি কাঞ্চি অবন্তি দারিকা।
হরিপদ আর জত বিশেষ বলিব কত
এই পুরি মুক্তির সাধিকা ॥ ৭৬
বড় ধন্য নিলগীরি ইহাতে থাকিয়া হরি
পদবি হইলা জগন্নাথ।
বিস্তার উতকল খণ্ডে কত কব একদণ্ডে
ঝাট চল করি প্রণিপাত ॥* ৮০

---

৬ পথশ্রম হবে মন্দা কিনহ তোড়ানি জোন্দা ৭ পাকড়ি (ব)
৮ মাঙ্গে (ব) ৯ কহি আমি শুন নিষ্ঠ কুকুর মুখের ভ্রষ্ট (ব)
১০ যজ্ঞ (ব) ১১ ক্ষেত্রে বা অক্ষেত্রে থাই (ব)
* অতিরিক্ত

কৈয়ড়ি বংশজাত মহামিশ্র জগন্নাথ
একভাবে সেবিল গোপাল।

CENTRAL LIBRARY

শ্রীমন্তের সেতুবন্ধ গমন

রাজ রাজেশ্বর শত দণ্ডবত হৈল।
দেউল বেড়িয়া সাধু পরিক্রমা কৈল॥
পিতাপুত্রে জদি প্রভু হয় দরশন।
[১]চরণ নিছনি দিব পঞ্চটী[১] রতন॥ ৪
প্রসাদ [২]করিয়া মাত্র[২] কৈল আরোহণ।
রাত্রিদিন [৩]সাধুর নাহিক অন্নমোন॥[৩]
ডাহিনে চুরাই গুহা রহে কথো দূর।
নায়ের ধাওনি পাইল কলধৌত পুর॥ ৮
বামদিগে রহে দিপ নামে সান্তিপনে।
রমনক দ্বীপ খান ছাড়িল দক্ষিণে॥
চিলকা চলয়ে ডিঙ্গা পশ্চাৎ করিয়া।
ঝড়িঘাটা রামপুর চলে ছাড়াইয়া॥[৪] ১২
ফিরিঙ্গির দ্বীপ খান[৫] বাহে কর্ণধারে।
রাত্রে বায়্যা জায় ডিঙ্গা হারমাদের ডরে।
চিঙ্গিয়ার[৬] দহে সাধু দিলা দরশন।
গোঁপ উভ করে তারা জেন খড়িবন॥ ১৬
কাণ্ডার আছিলা তাথে বুদ্ধেতে আগুলি।
সেই দহে ফেলি দিল গুড় চাওলি॥

কবিত্ব মাগিয়া বর মন্ত্র জপি দশাক্ষর
মীনমাংস ছাড়ি বহুকাল।
গুণিরাজ মিশ্র সুত সঙ্গীতকলায় রত
বিচারিয়া অনেক পুরাণ।
নৌতুন কবিত্বরসে নৃপতির অভিলাষে
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥ (ব)

১ তব দেউল বেড়্যা দিব পঞ্চ (ব) ২ কিনিয়া নায়ে (ব)
৩ চলে সাধু নাহি অন্ত মন (ব)
৪ বালিঘাটা রামপুর বামদিকে থুয়্যা॥ (ব)
৫ দেশখান (ব) ৬ চিঙ্গিড়ির (ব)

CENTRAL LIBRARY

[৭]চান্দর ইশ্বর[৭] মূল নৌকাতে বান্ধিয়া।
বুদ্ধি বলে সেই দহু জায় এড়াইয়া ॥ ২০
মল্লহরি দ্বীপখান রাখি বামভিত।
জোঁথ দহে আসি সাধু হইল উপনিত ॥
নৌকার বাঁস কেরুআল ঘাত পায়।
বিপরিত জোঁথ সব ভাসিয়া বেড়ায় ॥ ২৪
লহলহ করে জোঁথ যেন করিকর।
চূণ দিল কর্ণধার বুদ্ধের সাগর ॥
পাঞ্চজন্য দিপ খান থুইল বামভিত।
কড়িয়া দহেতে সাধু হইল উপনিত ॥ ২৮
[৮]নৌকার বাঁস কেরুয়াল ঘাত পায়।
পুটী মৎস্য হেন কড়ি লাফায়্যা বেড়ায় ॥
সদাগর বলে শুন কর্ণধার ভাই।
তুমি জদি মোনে কর পুটী মৎস্য খাই ॥ ৩২
জোয়ার ভাটী দিয়া লোহার পাটী পাড়ি।
পায়ে মোজা দিয়া তথি বন্দি কৈল কোড়ি ॥[৮]
[৯]কুলেতে কুড়িয়া খাদ পুঁতিয়া রাখিল।
রাম কদলির গাছ নির্দাসন দিল ॥ ৩৬
সেই দহ সদাগর পশ্চাত করিয়া।
কুম্ভিরিয়া দহে সাধু উত্তরিলা গিয়া ॥[৯]
নৌকার বাঁস কেরুয়াল ঘাত পায়।
খাজুরের গাছ সম কুম্ভির বেড়ায় ॥ ৪০
সদাগর বলে শুন কর্ণধার ভাই।
তুমি মোন করিলে রোহিত মৎস্য খাই ॥
কর্ণধার বলে তুমি জনমের চাষা।
কভু নাহি কর ভাই বাণিজ্য বেবসা ॥ ৪৪
তুমি নাহি জান সদাগরের আদ্য মূল।
ইহারে বলিয়ে তাই সঙ্খদহ কুল ॥

---

৭ বাবুই ইষার মূল (ব) ৮ বঙ্গবাসীতে নাই ৯ বঙ্গবাসীতে নাই

CENTRAL LIBRARY

পাড়িয়া লোহার পাটী সঙ্খবন্দি কৈল।
কুলেতে করিয়া খাদ পুতিয়া রাখিল ॥ ৪৮
সঙ্খদহে সদাগর পশ্চাৎ করিয়া।
হাদিয়া দহেতে ডিঙ্গা উত্তরিল গীয়া ॥
হাদিয়া দহের কিছু শুনিবে কাহিনি।
জাহার নামোতে বহে যোজনেক পানি ॥ ৫২
তাহার উপরে পথ নানা জন্তু বোলে।
তাহাতে ঠেকিয়া তবে ডিঙ্গা নাহি চলে ॥
বিসম করাত সাধু ডিঙ্গাতে বান্ধিয়া।
বুদ্ধি বলে জায় সেই হাদি বিদারিয়া ॥ ৫৬
তেজিয়া সঙ্কট দহ করিল গমন।
সেতুবন্ধ নিকটে দিলেন দরশন ॥
দুরে হইতে দেখে সাধু লঙ্কার ময়াল।
বামদিগে সেতুবন্ধ রামের জাঙ্গাল ॥ ৬০
কর্ণধার বলে হোর দেখ বুহি তাল।
অলঙ্ঘ সাগরে কেবা বান্ধিল জাঙ্গাল ॥
সদাগর বলে কিছু তার বিবরণ।
অম্বিকামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ ৬৪

সেতুবন্ধ বিবরণ

কাণ্ডার ভাই
শুনরে সেতুবন্ধের ঘটন।
রঘুবংশ ইতিহাস শুনিলে কলুষ নাশ
জম সনে নহে দরশন ॥ ৪
ত্রিভুবন অবতংসে আছিলে মিহির বংশে
দশরথ নামে নরপতি।
সুতসম পালে প্রজা অবনি দেখেন রাজা
অযুধ্যাতে তাহার বসতি ॥ ৮

CENTRAL LIBRARY

রূপে জিনি দেবমায়া নৃপতির তিন জায়া
কৌশল্যা সুমিত্রা কেকুই[১]।
যমক লক্ষণ আর শত্রুঘ্ন পুরুষ সার
অনুজন্মা সমর বিজই[২] ॥ ১২
চারি পুত্র রণজিতা[৩] দেখি আনন্দিত পীতা[৪]
নৃপতি আছেন সিংহাসনে।
যজ্ঞের সাধনকাম আসি বিশ্বামিত্র নাম
মুনি দশরথ সন্নিধানে ॥ ১৬
মুনির বচন শুনি পাঠাইল্য নৃপমুনি
শ্রীরাম লক্ষণ মুনি সনে।
পথেতে তাড়কা মারি মুনির কৌতুক করি
দোঁহে কৈল জজ্ঞের পালনে ॥ ২০
সাঙ্গ করি নিজ জজ্ঞ মুনিকর্ম ভাবি বিজ্ঞ
দোঁহে নিলা জনক ভুবনে।
তথা রাম কুতূহলে নৃপতির মখস্থলে
হরধনু করিলা ভঞ্জনে ॥ ২৪
দেখ সবে অদ্ভুত অযুধ্যা পাঠাল্য দূত
দিয়া চারু হয় দিব্য যান।
শত্রুঘ্ন ভরথ সাথে আসি রাজা দশরথে
সবিনয় কৈল[৫] বহুমান ॥ ২৮
ত্রিভুবনে এক ধন্যা রামে দিলা সীতা কন্যা
কিঙ্কিণী কনক ভূষাবতি।
সীতানুজা তিন সুতা রামানুজে দিল তথা
সবিনয়ে জনক নৃপতি[৬] ॥ ৩২
চারিপুত্রে বধূ সাথে চারুদিব্য হয়[৭] রথে
অযুধ্যাতে জান নরপতি।

---

১ কৈকেয়ী (ব) ২ বিজয়ী (ব) ৩ বড় তেজা (ব)
৪ রাজা (ব) ৫ জনক করিল (ব) ৬ ভূপতি (ব) ৭ চড়ি চারু দিব্য (ব)

CENTRAL LIBRARY

হরধনু ভঙ্গ শুনি রুসিয়া ভার্গব মুনি
আগুলিল রামের পদ্ধতি ॥ ৩৬
পরশুরামের গর্ব শ্রীরাম করিলা খর্ব
সর্গদ্বার রুদ্ধ এক সরে।
অমরে দুন্দুভি বেনি সঙ্খপড়া বাজে সানি
রাম আল্য অযুধ্যা নগরে ॥ ৪০
রামে অনুগত প্রজা দেখি আনন্দিত রাজা
সিংহাসন দিতে কৈল মোন।
[৮]কেকুই পাসণ্ড পাকে[৮] রাম গেলেন দণ্ডকে
সঙ্গে চলে জানকী লক্ষণ ॥ ৪৪
শরধনু করি হাথে চলিলা কানন পথে
বিরাধের[৯] করিতে নিধন।
বাসা করি পঞ্চবটী সুর্পনখার নাক কাটী
বধ কৈলে খর ও দুসন ॥ ৪৮
সুর্পনখা গীয়া লঙ্কা দশাননে দিল শঙ্কা
কহিল সীতার রূপকথা।
মারিচে সহায় করি রাক্ষসের অধিকারি[১০]
গেলা বির রাম কুড়্যা জথা ॥ ৫২
মণি হেম মৃগবেসে সীতার নিকট দেশে
নাচয়ে মারিচ নিশাচর[১১]।
সীতার সাধিতে কাম শরধনু হাথে রাম
অনুপদী ধায় রঘুবর ॥ ৫৬
গীয়া রাম কথো দুরে মারিচ বধিলে সরে
পড়ে বির ডাকিয়া লক্ষণে।
রামের সঙ্কট বুঝি সীতা শোকসিন্ধু মোজি
পাঠাল্য লক্ষণ অন্যাসনে ॥ ৬০

---

৮ দারুণ কেকয়ী পাকে (ব) ৯ ক্রব্যাদেরে (দী)
১০ তপস্বীর বেশ ধরি (ব)
১১ মায়াধর (দী)

CENTRAL LIBRARY

শূন্য দেখি নিকেতন তথা আসি[১২] দশানন
সীতা হরি নিল দিব্ব জানে।
সমরে জটাউ মারি রাক্ষসের অধিকারি
থুল্য সীতা অশোক কাননে ॥ ৬৪
মৃগ বধি আসি রাম শূন্য দেখি নিজ ধাম
মূর্ছিত পড়িলা ভূমিতলে।
হয়্যা ভয় পরাযুতা[১৩] দুভাই চাহেন সীতা
জটাউ দেখিল কথো কালে ॥ ৬৮
জটাউ দেখিয়া[১৪] রামে পক্ষ গেলা স্বর্গধামে
রাম তার কৈল উর্দ্ধগতি।
ভ্রমিতে কানন পথে সুগ্রীব বানর সাথে
সখা তারে[১৫] কৈল্য রঘুপতি ॥ ৭২
দোঁহে বসি একস্থলে ভাসিয়া লোচন জলে
দোঁহে নিজ দুঃখ নিবেদন।
এক শরে বালি বধি সুগ্রীবের কাজ্য সাধি
দোঁহে বৈসে শিখরি কানন ॥ ৭৬
দূতমুখে শুনি কথা যেমন আছেন সীতা
সঞ্চয় করিয়া কপিবলে।
রামের সাধিতে কাজ হনুমান কোপীরাজ
উত্তরিলা সমুদ্রের কূলে ॥ ৮০
মেলি সেনাগণ[১৬] জত শিলা তরু পর্বত
নলেরে আনিয়া এড়ে পাশে।
নলের পরশে ভাসে দেখি দেবগণ হাসে
সেতুবন্ধ হৈল একমাসে ॥ ৮৪
সীতার উদ্ধার হেতু সমুদ্রে বান্ধিয়া সেতু
পার হৈলা শ্রীরঘুনন্দন।

---

১২ আল্য তথা (ব)
১৩ মনেত ভাবিয়া ব্যথা (ব) ১৪ কহিয়া সকল (ব)
১৫ সখাভাব (ব) ১৬ কপিগণ (ব)

CENTRAL LIBRARY

অঙ্গদ কুমুদ[১৭] নল নিল হনু কোপীদল
বেড়িল লঙ্কার উপবোন ॥ ৮৮
বিভীষণ পরাভবে রামের স্মরণ লভে
গড় বেড়ি[১৮] কোপী দিল থানা।
[১৯]বেহার উদ্যান ঘর আছে জত তরুবর
তরু বোল ভাঙ্গে রাম সেনা ॥[১৯] ৯২
এত শুনি দশানন নিজোজে রাক্ষসগণ
ত্রিসিরা কুমার[২০] ইন্দ্রজিতে।
দেবান্তক সহোদর[২১] নরান্তক নিশাচর[২২]
অতিকায় আদি শত সুতে ॥ ৯৬
সুমিত্রা নন্দন বাণে ইন্দ্রজিতে পড়ে রণে
পরাভবে চিন্তিত রাবণ।
কুম্ভকর্ণ নিজোজিল[২৩] রামবাণে সেহ মৈল
দশানন কৈল্য বহু রণে ॥ ১০০
সকল বিনাশ দেখি দশানন হৈয়া দুখি
রথে চড়ি যুঝে রাম সনে।
রাবণে বিধাতা বাম প্রথম সমরে রাম
মোকুট কাটিল চক্রবাণে ॥ ১০৪
রামের সাধিতে মান ইন্দ্র পাঠাইল জান
সেই জানে সারথি মাতুলি।
চড়ি রাম সেই জানে যুঝে দশানন সনে
দেখি দেবগণ কুতূহলী ॥ ১০৮

---

১৭ সুগ্রীব অঙ্গদ (ব) ১৮ বেড়্যা (ব)
১৯ সোনান পাচীর ঘর ভাঙ্গে যত কপিবর
তরুলতা ভাঙ্গে যত সেনা। (ব)
দেহারা রক্ষিত ঘর বেড়ে যত কপিবর
তরুগণ ভাঙ্গে রামসেনা। (দী)
২০ নিকুম্ভ (ব) ২১ নিশাচর (ব)
২২ সহোদর (ব) ২৩ প্রবোধিল (ব) বীর ছিল (দী)

CENTRAL LIBRARY

বাণে মহামন্ত্র পড়ি ব্রহ্মাস্ত্র ধনুকে জুড়ি
মাল্য রাম রাবণের বুকে।
রথে হৈতে বীর পড়ে কদলি জেমন ঝড়ে
শোণিত নিকলে দশ মুখে ॥ ১১২
রাবণ পড়িল রণে ইন্দ্রের সন্তোষ মনে
বিভীষণ বৈসে সিংহাসনে।
করি শুভক্ষণ বেলা চড়িয়া পাটের দোলা
সীতা আইশে রাম সম্ভাষণে ॥ ১১৬
সীতার বদন দেখি শ্রীরাম হইলা দুঃখি
[২৪]হেঁট মুখে বলেন বচন।[২৪]
অগ্নিতে পরীক্ষা দিলা তবে রাম সীতা নিলা
দেশেরে করিল আগমন ॥ ১২০
বধিয়া রাক্ষসনাথে জাইতে রাম এই পথে
সমুদ্র করেন নিবেদন।
দয়া কর দয়ানিধি ঘুচাহ বন্ধন বিধি
বিরচিল শ্রীকবি কঙ্কণ ॥ ১২৪

সেতুভঙ্গ বিবরণ

[১]জেই পাকে সেতুভঙ্গ শুনিলে বাড়য়ে রঙ্গ[১]
অবধানে শুন কর্ণধার।
এই পথে জাত্যা রাম নিবেদিয়ে নিজ কাম
[২]অঞ্জলি করিয়া বারে বার ॥[২] ৪

---

২৪ করাইল পরীক্ষা দহন। (ব)
১ যেই হেতু সেতুবন্ধ শুনিয়া লাগয়ে ধন্দ (দী)
২ অঞ্জলি করিয়া পারাবার। (দী)
প্রণতি করিয়া পারাবার। (দী)

CENTRAL LIBRARY

শুন রাম কোমল লোচন।
মোর মুণ্ডে পাড়ি বাজ সাধিলে আপন কাজ
না ঘুচাল্যে আমার বন্ধন ॥ ৭
আমি চিরকাল বর্তী সগর রাজার কীর্তি
তুমি সগরের বংশধর।
রাবণে করিয়া কোপ নিজ কীর্তি কর লোপ
শৃগালেতে লঙ্ঘিবে সাগর ॥ ১১
রাবণ তোমার অরি আমি দোষ নাহি করি
পরদোষে দণ্ড কৈলে মোরে।
বিচারে পণ্ডিত তুমি তোমারে কি বুঝাব আমি
বান্ধা গেলু জেন খণ্ড চোরে ॥ ১৫
তুমি করি[৩]দিলে পথ[৩] [৪]পার হবে অবিরত[৪]
জনপদ হবে প্রেতপুর।
ধর্মপথে দিয়া দৃষ্টি রাখহ আপনা সৃষ্টি
আমার বন্ধন কর দূর ॥ ১৯
আমা লঙ্ঘে হনুমান সহি আমি অপমান
কেবোল তোমার উপরোধ।
মোর জত উপবোন [৫]নষ্ট [কৈল][৫] কোপীগণ
তোমা দেখি না করিলুঁ ক্রোধ ॥ ২৩
সাগরের কথা শুনি শ্রীরাম মনেতে গুণি
আজ্ঞা দিলে সুমিত্রা নন্দনে।
লক্ষণ ধনুকহুলে সেতুভঙ্গ কৈল হেলে
তিন ঠাঞি দ্বাদশ জোজনে ॥[৬] ২৭

---

৩ দিলে গণ (ব) ৪ পারাবে রাক্ষসগণ (ব) পার হৈল কপিগণ (দী)
৫ লুটিলেক (ব) ৬ অতিরিক্ত

শ্রীরাম বান্ধিলা সেতু রাবণ বিনাশ হেতু
কহিলেক বাল্মীকি পুরাণে।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে ॥ (ব)

শ্রীমন্তের কমলেকামিনী দর্শন

সেতুবন্ধ সদাগর পশ্চাৎ করিয়া।
চলিলা শ্রীয়পতি দত্ত বুহিত বহিয়া॥
চন্দ্রকূট পর্বত সে যক্ষ রাজার দেশ।
সে ঘাটে সাধুর ডিঙ্গা করিলা প্রবেশ॥ ৪
[১]মহনাতে সিতাখালি প্রবেশি হাড়খাল।[১]
রহিলা অনেক দূর লঙ্কার ময়াল॥
অলঙ্ঘ্য সাগর [২]সে দক্ষিণে[২] নাহি স্থল।
পথিকে জিজ্ঞাসে কত যোজন সিংহল॥ ৮
দিবানিশি চলে সাধু তিলেক না রহে।
উপনিত সদাগর হল্য কালিদহে॥
[৩]পদ্মাবতি সঙ্গে চণ্ডি করিয়া বিচার।
শ্রীমন্তেরে বিড়ম্বিতে পাতে অবতার॥[৩] ১২
আপনি করিলে মায়া হরের বনিতা।
চৌষট্টী জোগীনি হৈলা কোমলের পাতা॥
অমলা কোমলা হৈলা পদ্মা করি বর।
হাসিতে লাগীলে শতদলের উপর॥ ১৬
পুষ্পের ধনুকে মাতা পুরিয়া[৪] সন্ধান।
শ্রীপতির রিদয়ে মারিল কামবাণ॥
দেখি মোহ গেল সাধু নায়ের উপর।
চৈতন্য করায় তারে গাঠ্যার গাবর॥ ২০
রাজহুপদ্মিনি দেখি কোমলের বোনে।
কন্যাকে ধরিয়া বিলে রাখে কোনজনে॥
কর্ণধার বলে হে অবোধ সদাগর।
কোথা না দেখিলে পদ্ম কামিনি কুঞ্জর॥ ২৪

---

১ মোহানা প্রবেশি ডিঙ্গা গেল হাত্যাখাল। (দী) ২ ডানি বামে (ব)

৩ পদ্মাবতী সনে যুক্তি করিয়া অভয়া।
শ্রীমন্তেরে ছলিবারে পাতিলেন মায়া। (ব)

৪ করিয়া (ব)

CENTRAL LIBRARY

সাধুর বচন শুনি কর্ণধার বলে বাণি
তুমি ধন্য দিব্য সুগেয়ান।
সকল বিদ্যার বন্ধু অশেষ গুণের সিন্ধু
আমি অন্ধ থাকিতে নয়ান ॥ ৪৮

কমলে কামিনীর রূপবর্ণন

অপরূপ দেখ আর হের ভায়্যা কর্ণধার
[১]কামিনি কোমলে[১] অবতার।
ধরি রামা বাম করে সংহারয়ে[২] করিবরে
উগারিয়া[৩] করয়ে সংহার ॥ ৪
কণক কমল রুচি স্বাহা স্বধা কিবা শচি
মদন সুন্দরি[৪] কলাবতি।
সরেস্বতি কিবা রামা চিত্রলেখা তিলত্তমা
সত্যভামা রম্ভা অরুন্ধতি ॥ ৮
রাজহংস রব জিনি চরণে নেপুর ধ্বনি
দশ নখে দশ ইন্দু ভাসে।
কোকনদ দর্পহর বেষ্টিত যাবক করে
অঙ্গুলি চম্পক পরকাশে ॥* ১২
কলাপী কলাপ কেশ ভুবনমোহন বেশ
পায়ে শোভে সোনার নেপুর।
বিমল অঙ্গের আভা নানা অলঙ্কার শোভা
রবির কিরণ করে দূর ॥ ১৬

---

১ কমলে কামিনী (ব) ২ উগারয়ে (ব)
৩ পুনরপি (ব) ৪ মঞ্জরী (ব)
* বঙ্গবাসীতে অতিরিক্ত

অধর বিম্বকবন্ধু বদন শারদ ইন্দু
কুরঙ্গ খঞ্জন ত্রিলোচন।
অতসী কুসুম তনু ভুরুযুগ কামধনু
সুগন্ধি চন্দন বিলেপন ॥

CENTRAL LIBRARY

রামা অতি কৃশোদরি ভার দুই কুচগীরি
নিবিড় নিতম্বের ভার।
বদন ইসত মেলে কুঞ্জর উগারে গীলে
জাগরণে স্বপন প্রকার ॥ ২০
রামার ইসত হাসে গগন মণ্ডল ভাসে
দন্তপাতি বিজিত বিজুলি।
বদন কমল গন্ধে পরিহরি মকরন্দে
কত কত শত ধায় অলি ॥ ২৪
দুই করে শোভে শঙ্খ ভুবনে উপমারঙ্ক
[৫]মণিময় মুকুট ভূষণ।[৫]
হাসিতে বিজুলি খেলে কপালে কুণ্ডল দোলে
তনুরুচি [৬]ভুবন মোহন ॥[৬] ২৮
দেখি সাধু শশিমুখি কর্ণধারে করে সাক্ষি
কর্ণধার করে নিবেদন।
করি পদ্ম শশিমুখি আমি কিছু নাহি দেখি
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ ৩২

কমলেকামিনী দর্শনে শ্রীমন্তের বিতর্ক

শুনরে কাণ্ডার ভাই বিপরীত দেখি।
কহিব রাজার আগে সবে হয়্য সাক্ষি ॥
[১]প্রমাণিল নহেরে[১] গভীর বহে জল।
ইথে উপজিল ভাই কেমনে কমল ॥ ৪
পবন জিনিয়া অতি বেগে বহে নীর।
কেমনে [২]অবলা জন ইথে হৈল[২] স্থির ॥

---

৫ গলায় দুলিছে হেমহার। (ব) ৬ খণ্ডে অন্ধকার। (ব)

১ যোজনেক প্রমাণ (ব) প্রমাণিল যোজন (দী)

২ কমল গজ হৈল ইথে (ব)

CENTRAL LIBRARY

কোমলিনি নাহি সহে তরঙ্গের[৩] ভর।
তরঙ্গ হিল্লোলে রামা করে থরথর ॥ ৮
নিবসে পদ্মিনি তাহে ধরিয়া কুঞ্জর।
হরি হরি নলিনি কেমনে সহে ভর ॥
অবহেলে কামিনি উগারে যূথনাথে।
পালাইতে চাহে গজ ধরে বাম হাতে ॥ ১২
পুনরপি রামা তারে করয়ে গরাস।
দেখিয়া আমার রিদে লাগে বড় ত্রাস ॥
উগারিয়া মত্ত করি ধরে বাম করে।
ইসত হাসিয়া পুন চৌদিগে নেহারে ॥ ১৬
পুরুষ দেখিয়া কন্যা নাহি করে লাজ।
বাম হাতে ধরিয়া গিলয়ে গজরাজ ॥
খদির তাম্বুল রঙ্গ ওষ্ঠ নাহি ছাড়ে।
গজ গিলে কামিনি চোয়াল নাহি নাড়ে ॥ ২০
অগাধ সলিলে ভাসে বিচিত্র কানন।
পঞ্চমেতে গায়ে অলি নাচে পিকগণ ॥
বিকশিত কুন্দ বন কুসুম মালতি।
দামিনি বরুয়া চাঁপা ফুটে জাতি যূথি ॥ ২৪
ফুটিছে মাধবীলতা পলাশ কাঞ্চন।
কুন্দ কুসুম ফুটে সুরম্য রাঙ্গণ ॥
তার সাথে বিকশিত কমল কানন।
কামিনি কোমলে বসি সংহারে বারণ ॥ ২৮
তাহার উপরে চন্দ্রাতপ মনোহর।
নেতের পতাকা উড়ে শ্বেত যে চামর ॥
বেলন পাটের থোপ মুকুতার মাল।
বিচিত্র বিনোদ তথি সুরঙ্গ প্রবাল ॥ ৩২
খেনে খেনে হাসে রামা নাচে ভুজ তুলি।
পঞ্চম গায়েন রাগ রাগিণীরা মেলি ॥

---

৩ প্রবঙ্গম (দী)

CENTRAL LIBRARY

খেনে উড়ে খেনে বৈসে মত্ত মধুকর।
পরাগে ধূসর লতা তরু কলেবর ॥ ৩৬
রবাব মুরজ ডম্বু করিয়া বাজন।
রঙ্গরসে নৃত্য করে বিদ্যাধরিগণ ॥
কিবা উষা উমা কিবা রতি অরুন্ধতি।
ব্রাহ্মণি ভবানি কিবা লক্ষ্মী সরেস্বতি ॥ ৪০
ডাকিনি হাকিনি কিবা রঙ্গিণি যোগিনী।
কাউরের কামিক্ষা কিবা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণি ॥
বুঝিতে না পারি এই কন্যার চরিত।
হেন বুঝি আজি মোরে বিধি বিড়ম্বিত ॥ ৪৪
পত্র তুলি নিব আমি করিয়া লিখন।
কহিব রাজার আগে সব বিবরণ ॥
রাজার সভাতে বসি সুপণ্ডিতগণ।
অবশ্য জানিবে তারা ইহার কারণ ॥ ৪৮
কমল কুঞ্জর কান্তা লিখে সদাগর।
নাহি দেখে আর কেহো নায়ের উপর ॥
নিমেসে লিখিতে নারে কুমার শ্রীয়পতি।
রিদয়ে চিন্তিয়া কিছু বলেন ভারথি ॥ ৫২
সেকালে জন্মিলা প্রভু যশোদানন্দন।
বাল্যভাবে কৃষ্ণ কৈল্য মৃত্তিকা ভক্ষণ ॥
*যশোদার ঠাই রামা কৈল নিবেদন।[৪]
তোমার বালক কৈল্য মৃত্তিকা ভক্ষণ ॥ ৫৬
শুনিয়া ধাইল রাণি কোপ করি মনে।
কৃষ্ণকে ধরিয়া বহু করিল ভস্থনে ॥
আমার ভাণ্ডারে বাছা নাহি কোন ধন।
কুবুদ্ধি করহ কেন মৃত্তিকা ভক্ষণ ॥ ৬০
নাহি খাই মাটী গালি দেহ অকারণ।
মুখ মেলি দেখ মাতা আমার বদন ॥

---

৪ যশোদা ধরিয়া কৃষ্ণে করিল দমন। (ব)

CENTRAL LIBRARY

যদি বিস্তারিত মুখ কৈল চক্রপাণি।
বিশ্বরূপ বদনে দেখিল নন্দরাণি॥ ৬৩
সলিল পর্বতসিন্ধু ধরণি মণ্ডল।
যশোদা কৃষ্ণের গর্ভে দেখিল সকল॥
তেন মতে ছলে মোরে কেমন দেবতা।
নহিলে কামিনি কেনে গীলে গজমাতা॥ ৬৮
পত্রে তুলি নিল সাধু করিয়া লিখন।
কহিতে রাজার আগে সব বিবরণ॥*
জয় বিজয় দিয়া করিল গমন।
রত্নমালার ঘাটে আসি দিলা দরশন॥ ৭২
গোঁজে বান্ধি রাখে ডিঙ্গা লোহার শিকলে।
বাদ্য করি সদাগর উঠিলেন কূলে॥

সিংহলে শিবির-স্থাপন

মালঝাঁপ (ললিত রাগ

কূলে উঠে নাইয়া পাইক
বাজায় বাজনা।
সিংহল নগরে সব ঘরে ঘরে
চমকিত সর্বজনা॥ ৪
উঠিল কোলাহল সিংহল টলবল
ঘোরতর বাজনা বাজে।
চঞ্চল জলচর করে থর থর
স্থির নহে কালিদহের মাঝে॥ ৮
ডিণ্ডিমি দড়মস পুরিল দশদিশ
দামামা বাজে বোঁ বোঁ বোঁ।

---

* অতিরিক্ত—
বাহ বাহ বলিয়া ডাকয়ে সদাগর।
নিকট হৈল রাজ্য সিংহল নগর॥ (ব)

CENTRAL LIBRARY

বাজয়ে করতাল মৃদঙ্গ রসাল
সিঙ্গা বাজে ভোঁ ভোঁ ভোঁ ॥ ১২
দগড়ের গড়ে গুড়ু গুড়ু ঘা পড়ে
ডিগি ডিগি ডিগি চঙ্ চাক।
সঘনে দুরুদুরু বাজয়ে রণ ভেরু
নিকটে না শুনি ডাক ॥ ১৬
বরগৌ ভেরি দোসারি মোহরি
ঘন বাজে বীর কালি।
সিঙ্গা ঢোলকাড়া সঘনে বাজে পড়া
শ্রবণে লাগয়ে তালি ॥ ২০
ঘন বাজে দামা চমকিত সামা
তবকি তবকে রোল।
পাইক দেয় উড়াপাক বাজয়ে বীর ঢাক
কেহো কার নাহি শুনে বোল ॥ ২৪
ডিণ্ডিমি ডম্বুর পুরয়ে অম্বর
ঘন বাজে জগ ঝম্প।
বাজয়ে সানি রণজয় বেণি
সিংহলে উঠিল কম্প ॥ ২৮
পাইকের কোলাহল ভরিল সংহল
সিঙ্গা কাড়া টমক নিশান। ২৮
সুভট ভয়ঙ্করি [১] . . . [১]
গগনে হাসে শিখি বাণ ॥
খেলে পাইক বাঙ্গালি খাটাপড়া বিজুলি
কেহো বিন্ধে পুঁতিয়া জে রেঞ্জা। ৩২
মণ্ডলি করিয়া ধায় রায়বাসিয়া
কেহো ধায় ফিরায়্যা লেঙ্গা ॥
খাটায়্যা তাম্বুঘর বসিলেন সদাগর
পরিসর নদীর কূলে। ৩৬

---

১ অস্পষ্ট। সঘনে সুছন্দরী (ব)

CENTRAL LIBRARY

দিবানিশি ডাকে সিংহল কাঁপে
পরিজন রহে তরুমূলে ॥
মধ্যাহ্ন দিনকৃতি করিয়া শ্রীপতি
শুনেন আগম পুরাণ। ৪০
সচকিত সালবান শ্রীকবিকঙ্কণে গান
আরড়া মহাস্থান ॥[২]

কোটালের সহিত শ্রীমন্তের কলহ

রত্নমালার ঘাটে শুনি দামামার ধ্বনি।
পঞ্চপাত্রে সচকিত হৈলা নৃপমণি ॥
কোটাল কোটাল ডাক পাড়ে ঘনে ঘন।
সত্বরে কোটাল নৃপে দিলা দরশন ॥ ৪
আসিয়া কোটাল নৃপে নোয়াইল মাথা।
রোষযুক্ত নরপতি কহে কটু কথা ॥
লুট্যা দেশ খাওরে বেটা দেশের বিধাতা।
ভালমন্দ নাহি কহ দেশের বারতা ॥ ৮
রত্নমালার ঘাটে শুনি কিসের বাজন।
বার্তা জানি শিঘ্র মোরে কর নিবেদন ॥
ঘর দল হয় যদি আন্ত মোর পুর।
পর দল হয় যদি মেরা্যা কর দূর ॥ ১২
বৈদেশিক হয় যদি আন্ত মোর ঠাই।
মার্যা দূর কর্য যদি না মানে দোহাই ॥
গজ কান্ধে কালু দণ্ড চলে ধাওাধাই।
[১]কূলে উঠিবারে সাধু[১] দিলেক দোহাই ॥ ১৬

---

২ এই অধ্যায়ের একাধিক পাঠান্তর দেখা যায়।

১ সাধুকে উঠিতে কূলে (ব) কূলেতে উঠিতে সাধ্যে (দী)

CENTRAL LIBRARY

ঘরদল পরদল নাহি জানি তোমা।
প্রবেশিয়ে রাজপুরে বাজায় দামামা ॥
নহি ঘরদল আমি নহি পরদল।
বৈদেশিক সাধু আমি আস্যাছি সিংহল ॥ ২০
রহিব তোমার দেশে যদি প্রীতি পাই।
নহিলে ভাসিব জলে কি করে দোহাই ॥
সিংহলে রহিবে যদি চল নৃপধাম।
আগে গুণি দিয়া যাহ আমার ইনাম ॥[২] ২৪
মোর শিরে দায় যদি হয় ডাকাচুরি।
পঞ্চাশ কাহন গুণ আমার দিগারি ॥
তোর দেশে আসি আমি নাহি খাই জল।
কিসের কারণে চক্ষু করিস পাকল ॥ ২৮
সাধু নহ ঢঙ্গ বেটা মিছা তোর ভরা।
প্রবেশিয়া রাজপুরে ডাকা দিবি পারা ॥
যেই চোর তার বাপে নাহিক পাত্যারা।
দেখিস সকল লোক আপনার পারা ॥ ৩২
প্রিয়োবাক্যে কোটালে প্রবোধে কর্ণধার।
চলিলে শ্রীপতি দত্ত রাজার দুয়ার ॥[৩]

---

২ রাজার দরশনে সাধু পাবে বড় মান। (ব)
রাজস্থানে চল মোর দিয়া তো ইনাম। (দী)

৩ এই দুই ছত্রের পরিবর্তে

তুমি যদি বট সাধু ওহে সদাগর।
সোনার টোপর ফেল জলের উপর।
ধনের কাতর নহে শ্রীমন্ত সদাগর।
সোনার টোপর ফেলে জলের উপর।
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত। (ব)

CENTRAL LIBRARY

শ্রীপতি দত্তের রাজদ্বারে গমন*

ণ্ডার দশ দধি কলা চাঁপা মর্তমান।
দোখণ্ডি সরস গুয়া বিড়া বান্ধা পান ॥
গাছ বান্ধি নিল ভেট ঘৃত দশ ঘড়া।
খান দুই সকলাত খান দশ গড়া ॥ ৪
কান্ধি করি লইল বাউল নারিকেল।
ঘড়া ভরি চিনি নিল নাড়ু গঙ্গাজল ॥
ছাগ খাসি নিল সাধু যুঝারিয়া ভেড়া।
পর্বতা টাঙ্গন নিল তাজি দুই ঘোড়া ॥ ৮
শিকারি কুকুর নিল সমধান পাখি।
চাম ঢুলি দিয়া তার ঢেক্যা নিল আঁখি ॥
কিঙ্করে বলেন দোলা সাজ শীঘ্রগতি।
কিঙ্কর সাজিল দোলা করি নানা ভাতি ॥ ১২
কনকের সাজা কুড়া কনক আকুঁড়া।
উপরে ছাওনি দিল পাটের পাছড়া ॥
হিরামুখি নামে দিল চন্দনের কুড়া।
চারিদিগে নাম্বে গজমুকুতার ছড়া ॥ ১৬
দোলার উপরে সদাগরে হেলে গা।
দুইদিগে পড়ে শ্বেত চামরের বা ॥
জোগানিয়া পাইক ধায় সাধুর জোগান।
আগে পাছে সিঙ্গা কাড়া টমক নিশান ॥ ২০
রাজার সভাতে আসি হৈলা উপনীত।
প্রণাম করিয়া ভেট রাখে চারিভিত ॥

---

* এই অধ্যায়ের পূর্বে বঙ্গবাসীতে 'ভগবতীর ক্ষেমঙ্করী রূপে শ্রীমন্তের স্বর্ণ টোপর লইয়া খুল্লনার নিকট গমন' শীর্ষক একটি অধ্যায় আছে।

† বঙ্গবাসীতে আরম্ভ এইরূপ

রাজভেট নিল সাধু যুঝারিয়া ভেড়া।
পার্বত্যা টাঙ্গন তাজ নিল দুই ঘোড়া ॥

আলোচ্য অধ্যায়ের ৭-৮ ছত্র দ্রষ্টব্য।

CENTRAL LIBRARY

বামদিগে রাখে সাধু বদলের সাজ।
পরিচয় জিজ্ঞাসেন নৃপতি মহারাজ ॥ ২৪
শ্রীমন্ত রাজার আগে করে নিবেদন।
অম্বিকামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

শ্রীমন্তের পরিচয় প্রদান

কর অবগতি শুন নরপতি
গৌড় দেশে মোর বাস।
বিক্রম কেশরি সাজি সাত তরি
পাঠাল্য তোমার পাশ ॥ ৪
চামর চন্দন [১]আদি নানা[১] ধন
নাহিক রাজার ভাণ্ডারে।
রাজ আজ্ঞা পায়্যা আইনু সিন্ধু ধেয়া
তোমার এই সফরে ॥ ৮
গন্ধ বেণ্যা জাতি উজানিতে[২] স্থিতি
দত্ত কুলে উতপতি।
অজয়ের তটে গঙ্গার নিকটে
মোর নাম শ্রীয়পতি ॥[৩] ১২
উজানির কথা গড় চারিভিতা
চৌদিগে বেউড় বাস।
রাজার সামন্ত নাহি পাই অন্ত
যদি ফিরি এক মাস ॥ ১৬
রাজা[৪] মহাশয় চাপে ধনঞ্জয়
প্রজার পালনে রাম।

---

১ শঙ্খ আদি (ব) ২ উজাবনি (ব) ৩ নিবসি নাম শ্রীপতি (ব)
৪ নৃপ (ব)

CENTRAL LIBRARY

প্রতাপে অসীম মল্লে যেন ভীম[৫]
চোর খণ্ডে সবে বাম ॥* ২০
অন্তর[৬] নির্ম্মল জেন গঙ্গাজল
সদাই কৃষ্ণ ধেয়ান।
পুরাণ ভারত শুনেন সদত[৭]
দ্বিজে দেন হেমদান ॥ ২৪
পণ্ডিত সৎ কবি তেজে নব রবি
[৮]নারদ সমান গানে।[৮]
[৯]সুমতি সুস্থির সত্যা যুধিষ্ঠির
কল্পতরু সম দানে ॥[৯] ২৮
বিদ্যা বিশারদ অতুল সম্পদ
অশ্বের শিক্ষাতে নল।
সর্ব জন[১০] সুখি নাহি রঙ্ক[১১] দুখি
রাজ্যে নাহি কোন ছল ॥ ৩২
সাধুর ভারতি শুনিয়া নৃপতি
জিজ্ঞাসে বদল[১২] কথা।
রচিয়া সুছন্দ সুকবি মোকুন্দ
অম্বিকামঙ্গল গাথা ॥ ৩৬

---

৫ প্রসাদে শঙ্কর দণ্ডে দণ্ডধর (ব)

* ইহার পর

সমরে সাহসী রূপে যেন শশী
নারদ সমান গানে।
সুমতি সুস্থির সত্যে যুধিষ্ঠির
সুরতরু সম দানে। (ব)

৬ পবিত্র (ব) ৭ শুনে অবিরত (ব) ৮ রামসম দয়াবান (ব)

৯ প্রতাপে নিঃসীম মল্লে যেন ভীম
ধনে কুবের সমান। (ব)

১০ প্রজা সব (ব) ১১ কেহ (ব)

১২ দ্রব্যের জিজ্ঞাসে (ব)

বাণিজ্য বিনিময়

বদলাসে নানাধন আন্যাছি সিংহলে।
[১]যাহার বদলে যাহা দিবে শুন কুতূহলে ॥[১]
কুরঙ্গ বদলে তুরঙ্গ দিবে নারিকেল বদলে শঙ্খ।
বিড়ঙ্গ বদলে লবঙ্গ দিবে শুঠের বদলে টঙ্ক ॥ ৪
পুরঙ্গ[২] বদলে মাতঙ্গ দিবে পায়রার বদলে সুয়া।
গাছফল বদলে জায়ফল দিবে বহড়ার বদলে গুয়া ॥
সিন্দূর বদলে হিঙ্গুল দিবে গুঞ্জার বদলে পলা।
পাটসন বদলে ধবলি চামর কাঁচের বদলে নীলা ॥ ৮
চিনির বদলে কর্পূর দিবে আলতার বদলে লাটী।
সকলাত কম্বোল পামরি দিবে বদল করিয়া শটী।
হরিদ্রা বদলে গোরোচনা দিবে পাগের বদলে গড়া।
সুক্তার বদলে মুক্তা দিবে ভেড়ার বদলে ঘোড়া ॥ ১২
লবণ বদলে সৈন্ধব দিবে জোয়ানি বদলে জিরা।
আকন্দ বদলে মাকন্দ দিবে হরিতাল বদলে হিরা ॥
মাসমুসুরি তণ্ডুল মধুরি বরবটী বাট্যুলা চিনা।
বলদ শকটে তৈল ঘি পুরি ঘটে সদাগর এন্যাছে কিনা ॥ ১৬
গোম জব খুড়িয়া মুগ তিল মাড়ুয়া জব মসিনা ছোলা।
বদলে সদাগর এন্যাছে বহুতর লবণে পাতিয়া গোলা ॥
জগদবতংসে পালধিবংশে নৃপতি রঘুরাম।
শ্রীকবিকঙ্কণ করয়ে নিবেদন অভয়া পুর তার কাম ॥ ২০

রাজপুরোহিতের আগমন

বদল প্রসঙ্গ[১] রাজা কৈল্য অঙ্গীকার।
শতেক কাহন দিল রন্ধন বেভার ॥

---

১ যা দিলে যা বদল হবে শুনহ কুতুহলে। (ব) ২ প্লবঙ্গ (ব)

১ বদলের সজ্জা (দী, ব)

CENTRAL LIBRARY

সাধুকে তুষিয়া[২] রাজা ভূষণ[৩] চন্দনে।
বিদায় করিল তারে রন্ধন ভোজনে ॥ ৪
অগ্নিশর্মা নামে দ্বিজ রাজপুরোহিত।
রাজার[৪] সভাতে আসি হৈল উপনীত ॥
আশীর্বাদ করি দ্বিজ বসিলা কোম্বলে।
হাস পরিহাস কথা কন কুতূহলে ॥ ৮
চারিদিগে দেখি রাজা ভেট আওজন।
সহাস বদনে কথা নৃপে জিজ্ঞাসন ॥
আজি কেন ভেট দ্রব্য দেখি চারি ভিতে।
মনোহর [৫]বস্তু সব[৫] আইল কোথা হৈতে ॥ ১২
গৌড় হৈতে আইল সাধু নাম শ্রীয়পতি।
এই দ্রব্য [৬]দিয়া মোরে[৬] করিল প্রণতি ॥
ইহা শুনি অগ্নিশর্মা বলে অতি রোষে।
ব্রাহ্মণে বসত কেন করে এই দেশে ॥ ১৬
বিধি ব্যবস্থার কালে[৭] আমি প্রতিদিন।
কাজ্য কারণের [৮]কালে হই[৮] উদাসীন ॥
আমি সবে বঞ্চিত সভার কোলে ভেট।
[৯]শুনি পঞ্চ পাত্র মিত্র[৯] মাথা কৈল হেঁট ॥ ২০
এত বলি অগ্নিশর্মা জায় সভা ছাড়ি।
বিনয় করেন সবে তার পায়ে পড়ি ॥
[১০]রাজার আরতি[১০] পুন কালু দণ্ড পায়।
পুনর্বার আসে সাধু রাজার সভায় ॥ ২৪
পণ্ডিত জিজ্ঞাসে তারে পথের বারতা।
কিবা নায়ে তটে আল্যা কহ সাধু কথা ॥
অঞ্জলি করিয়া সাধু করে নিবেদন।
অম্বিকামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ ২৮

---

২ তুষিল (ব) ৩ কুঙ্কুম (ব) ৪ নৃপের (ব)
৫ নানা দ্রব্য (ব) ৬ ভেট দিয়া (ব) ৭ বেলা (ব)
৮ বেলা আমি (ব) ৯ পাত্র পঞ্চ সহ রাজা (ব) ১০ নৃপতির আজ্ঞা (ব)

সমুদ্রযাত্রার বিবরণ

রাজার আদেশ পেয়্যা সঙ্গে সাত তরি লয়্যা
নদ নদি সিন্ধু জলাশয়।
শুনহে শুনহে[১] ভূপ যে দেখিলুঁ অপরূপ
কহিতে পরাণে বাসি ভয়॥ ৪
সঙ্গে সাত তরি লয়্যা আইনু অজয় বেয়্যা
উপনীত ইন্দ্রানীর ঘাটে।
ধৌতহরিপদদ্বন্দ্বা বাহিয়া অলকনন্দা
কুতূহলে আইনু[২] গীত নাটে॥ ৮
ডানি বামে যত গ্রাম তার কত নিব নাম
উপনীত ত্রিবেণীর তীরে।
করিয়া প্রভাতে স্নান যথাবিধি পিণ্ডদান
ঘটে পুরি নিলু গঙ্গানীরে॥* ১২
জাহ্নবি সাগর সঙ্গে পর্বত প্রমাণ ভঙ্গে
বাহিলুঁ পরাণ করি হাতে।
ডানি ভাগে নীলগিরি সিন্ধুতটে অবতরি
[৩]দেখিনু ঠাকুর[৩] জগন্নাথে॥ ১৬
কেবল দুঃখের পদ[৪] [৫]বাহিয়া অনেক নদ[৫]
উপনীত হইলাম সিংহলে।
সুধন্য সিংহল দেশ কালিদহে পরবেশ
জল আচ্ছাদিত শতদলে॥ ২০

---

১ অবধান কর (ব) ২ গাইলুঁ (ব)

* ইহার পর অতিরিক্ত
রাত্রি দিন বাহি নায় উপনীত মগরায়
ঝড়বৃষ্টি হৈল বহুতর।
দারুণ কর্মের ফল সাত ডিঙ্গা হৈল তল
রক্ষা কৈলা ভবানীশঙ্কর। (ব)

৩ দেখিলাম প্রভু (ব) ৪ পথ (ব)

৫ বাহিলাম নানা হ্রদ (ব) বাহিলাম নানামত (দী)

CENTRAL LIBRARY

সেই কালিদহ জলে কুমারি কমল দলে
গজ গীলে উগারি অঙ্গনা।
অতি কৃশোদরি[৬] বালা মাতঙ্গ জিনিয়া লীলা
শশিমুখি খঞ্জন লোচনা॥ ২৪
সাধুর বচন শুনি রোষ যুক্ত নৃপমুনি
চান মহাপাত্রের বদন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্ধ
চক্রবর্তী শ্রীকবি কঙ্কণ॥ ২৮

উভয়ের প্রতিজ্ঞা

সাধুর বচনে রাজা[১] শালবান হাসে।
রাজার আদেশে[২] পাত্র উপহাসে ভাষে॥
f ্শে আসিয়া সাধু পাইল[৩] তরাস।
কি ভাগ্য সাধুর[৪] ডিঙ্গা না কৈল গরাস॥ ৪
সাধু বলে স্থান গুণে "কর অবলম্ব।[৫]
গজকন্যা বান্ধি আনি করহ বিলম্ব॥
শ্রীমুখের আজ্ঞা যদি কর নৃপবর।
কমল কুমুদে পারি "ছেয়্যা দিতে[৬] ঘর॥ ৮
বান্ধ্যা আনিতাম করী কমলে কামিনি।
করিনু তোমার ভয় নৃপ চূড়ামণি॥*
রাজসভা যোগ্য নহে এই সাধু ভণ্ড।
ধর্ম শাস্ত্র বিচারে উচিত হয় দণ্ড॥ ১২

---

৬ সুকুমারী (ব)
১ নৃপ (ব) ২ ইঙ্গিতে (ব) ৩ লাগ্যাছে (ব) ৪ তোমার (ব)
৫ কর উপালম্ভ (ব) করহ বিড়ম্ব (দী) ৬ ছাওয়াইতে (দী)
* ইহার পর
এমন শুনিয়া রাজা সাধুর ভারতী।
রোষযুত হয়্যা কিছু কন নরপতি। (ব)

CENTRAL LIBRARY

সাধু বলে ভণ্ড বল ঠাকুরালি বোলে।
প্রতিজ্ঞা করিয়া চল কালিদহ জলে ॥
[৭]যদি মিথ্যা হয় এক আমার বচন।[৭]
লুট করি [৮]নিহ মোর বাণিজ্যের ধন ॥[৮] ১৬
দক্ষিণ মশানে নিয়া বধিহ জীবন।
অবধানে শুন রায় দণ্ড সুলক্ষণ ॥
রাজা বলে [৯]সত্য হয়[৯] তোমার বচন।
অর্ধ রাজ্য দিব হে অর্ধেক সিংহাসন ॥ ২০
সুশীলা করিব দান ইথে নাহি আন।
প্রতিজ্ঞা [১০]করিলা রাজা সভা বিদ্যমান ॥[১০]
[১১]রাজা সাধু মেলি কৈল[১১] প্রতিজ্ঞা পূরণ।
মসিপত্রে লিখন করিলা সভাজন ॥ ২৪
সাজ সাজ বলি রাজা দিলেন ঘোষণা।
শ্রীকবিকঙ্কণ কৈল পাঁচালি রচনা ॥

সিংহলরাজের কালীদহে গমন

অপরূপ কথা শুনি সালবান নৃপমণি
সাজ বলি দিলেক ঘোষণা।
কোমলা কামিনি বৈসে কুঞ্জরে উগারি গ্রাসে
শুনি [১]পুরে ধায়[১] সর্ব জনা ॥ ৪
সঙ্খ রবে হৈল রোল[২] অন্ত নাহি ঢাক ঢোল
পড়াসে[৩] মৃদঙ্গ করতাল।
বীর কালি তাহে সাজে ডম্ফ মহুরি বাজে
নানা বাদ্য বাজয়ে বিশাল ॥ ৮

---

৭ দেখাইতে নারি বালা গিলিছে বারণ। (ব) ৮ লয়া মোর সাততরী ধন (ব)
৯ যদি সত্য (ব) ১০ করিলুঁ সভাজন সে প্রমাণ (ব)
১১ নৃপে সাধু দুঁহে হৈল (ব)
১ ধায় পুরের (দী, ব) ২ শিঙ্গা শঙ্খ উতরোল (ব) ৩ কাড়া পড়া (ব)

CENTRAL LIBRARY

গজপৃষ্ঠে বাজে দামা সাজিল রাজার মামা
আড়ম্বরে পুরিল গগন।
ধবল চামর ছটা [৪]সাজিল রাজার বেটা[৪]
বক্ষ[৫]স্থলে [৬]চন্দন শোভন[৬] ॥ ১২
গজ[৭]পৃষ্ঠে নরপতি মাথায় ধবল ছাতি
চারিদিগে পাত্রের[৮] পয়ান।
[৯]কবজে মণ্ডিত হয় আগে পাছে শত সয়
হয় বলে সাজয়ে প্রধান ॥ ১৬
বীর বলে সেনাপতি রথ বলে সাজে রথী
রথধ্বজে ধবল চামর।
কনক কলস চূড়ে নেতের পতাকা উড়ে
ধূলে আচ্ছাদিত দিবাকর ॥ ২০
বাজন নেপুর পায় বীর ধড়্যা পাইক ধায়
রায় বাঁশ্যা ধায় খরশান।
সুবর্ণ টোপর শিরে ঘন সিংহনাদ পুরে
বাঁশে বান্ধে চামর নিশান ॥ ২৪
সাজ বলি পড়ে সাড়া আরোপী ধনুকে চড়া
ধানুকি ধাইল বেড়াজাল।
গায়ে আরোপীল রাঙ্গি ভূসণ্ডি টাবুস টাঙ্গী
নয় শত কোল জেন কাল ॥ ২৮
পাকি বলে কালুদণ্ড ধায় বীর রণচণ্ড
বারশত পাকি করি সঙ্গে।
মনে ভাবে অদ্ভুত ধায় সব রঘুপুত
কোমলে কামিনি শুনি রঙ্গে ॥ ৩২
নিয়া আপনার দল তুরঙ্গ মাতঙ্গ বল
ভুঞা রাজা করিলা পয়াণ।

---

৪ উরুমাল ঘাঘর ঘণ্টা (ব) ৫ গণ্ড (ব)
৬ সিন্দূর মণ্ডন (ব) চন্দন ভূষণ (দী)
৭ করি (ব) ৮ ভুঞার (ব)
৯ বঙ্গবাসীতে ১৫ হইতে ৪৮ পর্যন্ত এই কয় ছত্রের পরিবর্তে আছে—

CENTRAL LIBRARY

যবন কিরাত শত আগুদলে উঠ বত
সিঙ্গা কাড়া টমক নিশান ॥ ৩৬
কাশি রাজা চলে সাল্ল রণকেতু রণমল্ল
যুগন্ধর আর পুরন্দর ।
রাজার বিবাদ কাজে নবলক্ষ দল সাজে
ধূলে আচ্ছাদিত দিবাকর ॥ ৪০
সাজ বলি বোল তথা সাজিল রাজার মাতা
অদ্ভুত শুনিয়া সত্বর ।
দাসদাসিগণ সঙ্গে চলিলা পরম রঙ্গে
দেখিবারে কামিনি কুঞ্জর ॥ ৪৪
রাজ আজ্ঞা শিরে ধরি চলে নৃপতির নারি
লীলাবতি আদি শত রাণি ।
ঘোটন খাট্যালি চড়ে কোমল দেখিতে লড়ে
আগে পদাতিক করে পাণি ॥[৯] ৪৮
সঙ্গে নবলক্ষদলে [১০]গেলা কালিদহ[১০] কূলে
[১১]নাবিক জোগায় নৌকা[১১] নায় ।
নৃপতি চড়িলা নায় কমল দেখিতে জায়
উপনীত হৈল কালিদয় ॥ ৫২
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন ।
তাঁহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবি কঙ্কণ ॥ ৫৬

যবন কিরাত শক আগুদলে উজবক
খোরাসানি মোগলপাঠান ।
গজ বলি পড়ে রা সাজিল রাজার মা
কালিদহে দেখিতে কমল ।
দাসদাসীগণ সঙ্গে চলিল আপন রঙ্গে
পদভরে মহী টলমল ।

১০ উত্তরিলা নদী (ব) ১১ নায়্যা পাইক নৌকা যোগায় (ব)

CENTRAL LIBRARY

শ্রীমন্ত প্রতি রাজার ক্রোধ

কালিদহে উপনীত হৈল নরপতি।[১]
চারিদিগে মহাপাত্র[২] করিয়া সংহতি॥
শ্রীয়পতি সদাগরে[৩] বলে নৃপবর।
দেখাও কমল কোথা কামিনি কুঞ্জর॥ ৪
অগ্নিশর্মা দ্বিজ বলে শুন সদাগর।
দেখাও কোমল বন কামিনি কুঞ্জর॥
[৪]মিথাবাক্য হৈল তোর রাজ বিদ্যমানে।
অপরাধ মাগীয়া লেহ নৃপতি চরণে॥ ৮
নহে মিথ্যা বচনের পাবে প্রতিকার।
নৃপতি চরণে দোষ কর অঙ্গীকার॥[৪]
ভাবিয়া সিদ্ধান্ত করে কুমার শ্রীয়পতি।
ধর্ম অবতার তুমি রাজা মহামোতি॥ ১২
দেখিনু জতেক আমি এক মিথ্যা নয়।
আছিল কোমল [৫]হে ঢাকিলেক[৫] নায়॥
জোয়ার ভাটীয়া [৬]গেলে টুটীবেক[৬] জল।
দিবা দুই চারি থাক দেখাব কমল॥ ১৬
[৭]শুনিয়া সকোপ রাজা[৭] সাধুর বচনে।
অম্বিকামঙ্গল কবি কঙ্কণে ভণে॥

---

১ হইলা নৃপতি (ব)
২ পঞ্চপাত্র পরিবার (ব)
চারিদিকে পাত্রমিত্র (দী)
৩ শ্রীমন্ত সাধুরে কিছু (ব)
৪ বঙ্গবাসীতে নাই
৫ ঢাকিল তোমার (ব)
৬ যাউক টুটি যাকু (ব)
৭ এত শুনি ক্রুদ্ধ হৈলা (ব)

রাজার প্রতি শ্রীমন্তের বিনয়

[১]রাজা
অবিচারে না করিহ[১] রোষ।
বিচারে পণ্ডিত তুমি তোমা কি বুঝাব আমি
[২]আমার তিলেক নাহি[২] দোষ॥ ৪
দেখিতে আইলে[৩] কাজ আপনি সিংহলরাজ
সাজি আস্তা নবলক্ষ দলে।
শশিমুখি লাজ ভয় ছাড়ি গেল কালিদয়
[৪]কুঞ্জর প্রবেশে রদ তলে॥[৪] ৮
[৫]তল হৈল উর্দ্ধপানি জলে প্রবেশিল তিনি
ছিঁড়িল কোমল ডাঁটি পাতা।[৫]
বিষম জলের রয়[৬] তৃণ দুই খান হয়
[৭]ভাস্তা গেল লতা পাতা কোথা॥[৭] ১২
তোমার মাতঙ্গ বল [৮]উর্দ্ধ পাণি কৈল তল[৮]
[৯]কবলিত কৈল পদ্মশুণ্ড।[৯]
রাজ বল নব লক্ষ কেহো নহে মোর পক্ষ
আমারে না বল রাজা ভণ্ড॥ ১৬
ছিল ভৃঙ্গ সরসিজে সরসিজ থাল্য গজে
অলিকুল উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে।
আমি সে বৈদেশি সাধু তুমি অকলঙ্ক বিধু
[১০]ছলে মোরে না পাড়[১০] বিপাকে॥ ২০

---

১ রায় অবিচারে কর মোরে (ব) রাজা, অকারণে কর মোরে (দী)
২ সাধুজনের নাহি কিছু (ব) ৩ অলপ (ব)
৪ গজ প্রবেশিল বনতলে (ব) কুঞ্জর প্রবেশে হ্রদজলে (দী)
৫ কেরোয়ালের টানাটানি উর্দ্ধ হৈল তলপাণী
ছিণ্ডিল কমল ডাঁটি লতা। (ব)
৬ বয় (ব) ৭ ডাটী পাতা ভাস্তা গেল কোথা। (ব)
৮ আচ্ছাদন কৈল জল (ব) ৯ তরণী ধরিল পদ্মশুণ্ড (দী)
১০ ছলে নাহি পাড়হ (ব)

CENTRAL LIBRARY

সিংহলে জতেক দেখি সকল তোমার সাখি
মোর সবে জনা দুই চারি।
শিখি তৃণে[১১] বিসম্বাদ হৈল বড় পরমাদ
শুনি অকিঞ্চনের গোহারি ॥ ২৪
সাধুর বচন শুনি রাজা পাত্র মনে গুনি
কর্ণধারে মানিল প্রমাণ।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥ ২৮

কর্ণধারের সাক্ষ্যপ্রদান

আস্তরে কাণ্ডার সত্য বলরে আমারে।
তুমি কি দেখিলা পদ্ম কামিনি কুঞ্জরে ॥
[১]সত্য বাক্যে স্বর্গে যাই যদি মিথ্যা নয়।
হেন সত্য বলিবারে না করিহ ভয় ॥[১] ৪
তির্থ জজ্ঞ [২]দান করে পিতৃর[২] উদ্ধার।
মিথ্যা বাক্যে নরকে নাহিক প্রতীকার ॥
পড়িয়া শুনিয়া পুত্র হয় সুপুরুষ।
গয়ায় পিণ্ড দান করে ধরিয়া তিলকুশ ॥ ৮
সেই ফল পায় [৩]যেই কহে[৩] সত্য বাণি।
কহিল পুরাণে [৪]শুকদেব ব্যাসমুনি ॥[৪]

---

১১ ব্যালে (ব)

১ সত্যবাক্যে স্বর্গে যাই মিথ্যা বাণী ক্ষয়।
হেন মিথ্যা হেতু বাছা করা কিছু ভয় ॥ (ব)

২ দানে হয় পিতার (ব)

৩ যেবা বলে (ব)

৪ ইহা ব্যাস মহামুনি (ব) শুক ব্যাস মহামুনি (দী)

CENTRAL LIBRARY

সত্য বাক্য[৫] সমধর্ম নাহি ত্রিভুবনে।
[৬]অসত্য সমান পাপ নাহিক[৬] পুরাণে ॥ ১২
অবনি বলেন আমি সভাকারে বহি।
মিথ্যা যেবা বলে তার ভার নাহি সহি ॥
ইন্দ্র অগ্নি যম ধর্ম নৈর্ঋত বরুণ।
[৭]বৈসে যে রাজার অঙ্গে সহিত পবন ॥[৭] ১৬
সর্বদেবময়[৮] নৃপে যেই জনা ভাণ্ডে।
পরিণামে জানিবে বিধাতা তারে দণ্ডে ॥
[৯]জলে দাণ্ডাইয়া বল[৯] পূর্বমুখ হয়্যা।
এককালে[১০] পুরুষ তোমার রয়্যাছে দাণ্ডায়্যা ॥ ২০
মিথ্যাবাক্য [১১]বল যদি পাবে প্রতীকার।[১১]
নরকে[১২] পড়িবে যাবত চন্দ্র দিবাকর ॥
রাজার [১৩]বচন শুনি কর্ণধার বলে।[১৩]
আমি নাহি দেখি পদ্ম কামিনি কুঞ্জরে ॥* ২৪
রাজা বলে সাক্ষি হয়্য ধর্মাধিকারিণি।
আপনার সাক্ষিতে বেটা হারিলে আপুনি ॥

---

৫ বাণী (ব)
৬ মিথ্যার সমান পাপ না শুনি (দী)
অসত্য পাতক বহু শুনিল (দী)
৭ রাজ অঙ্গে বৈসে সকল তপোধন ॥ (ব)
৮ সর্বজন সম (ব)
৯ জলেতে নামিয়া কহ (ব)
১০ একানৈ (ব) চৌদ্দ (দী)
১১ বলিলে হইবে ফলাফল, (ব)
বল যদি হবে ফলাফল (দী)
১২ তাবৎ (ব) ১৩ বচনে তবে বলে কর্ণধারে (ব)

* ইহার পর—
যেই ক্ষণে আইলাম দক্ষিণ পাটনে।
চক্ষে নাহি দেখি কথা শুনেছি শ্রবণে ॥ (দী, ব)

সভা সাক্ষি করি রাজা বান্ধে সদাগরে।
রাজবাক্যা মধুকর লুটে নিশিপুরে ॥[১৪*] ২৮

নাবিকদিগের রোদন

[১]বাঙ্গাল কান্দেরে বাপুই বাপুই।
কি কালি পাপের ফলে রে এত দুখ হই ॥[১]
এক বাঙ্গাল কান্দি বলে মোরে কিবা হৈল।
কালি গুরি দুটী মাগ দেশেতে রহিল ॥ ৪
অনেক সুক্ত আনিনু মুক্তার আসে।
প্রাণে দুর বাদে গেল কি নিয়া যাব দেশে ॥
আর বাঙ্গাল কান্দে শোকে হইয়া বিমনা।
কেনা কাড়ি লইল মোর পোস্তের ঢোকনা ॥ ৮
আর বাঙ্গাল কান্দি বলে মোরে কিবা হৈল।
হুকুই মাছের থালি কেবা কাড়ি নিল ॥
শ্রীপতি রাজারে কিছু করে নিবেদন।
অম্বিকামঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥* ১২

শালবান্ প্রতি শ্রীমন্তের উক্তি

ধরি তুয়া পায় দোষ খেম রায়
সত্বগুণে দেহ মোন।
আমি শিশু মোতি তুমি নরপতি
ধর্ম ধাম যশোধন ॥ ৪

---

১৪ গাইল পাঁচালী মুকুন্দ কবিবরে। (ব)

১ কান্দেরে বাঙ্গাল সব বাফই বাফই।
কুক্ষণে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই। (ব)

* ইহার পর 'শ্রীমন্তকে বন্ধন' শীর্ষক একটি অধ্যায় মুদ্রিত গ্রন্থে দেখা যায়।

প্রাণ ধন নিয়া আল্য সিন্ধু বেয়্যা
শুনিয়া তোমার যশ।
[১]কীর্তি রাখ কিনি শুন[২] নৃপমণি
না হয়্য কোপের বশ ॥ ৮
তোমার বচন[২] লইনু সোঁরন[৩]
তুমি বড় পুণ্যবান।
দূর কর রোষ খেম মোর দোষ
দাসে দেহ প্রাণদান ॥ ১২
জয় পরাজয় *চারি যুগে* হয়
হেতু তাহে ভগবান।
সেই মহাশয় [৫]জয় পরাজয়
তার মান অপমান ॥[৫] ১৬
এই কলেবর মৃত্যু সহচর
আয়ু সমা শতশেষে।
খেম অপরাধ করহ প্রসাদ
প্রাণদান দেহ দাসে ॥* ২০
শুনিয়া বিনয় না হৈল সদয়
ভূপতি[৬] দৈবের দোষে।
কেসে কোতয়াল ধরে জেন কাল
সুকবি মোকুন্দ[৭] ভাষে ॥ ২৪

১ কীর্তি সনাতনী রাখ (ব)
২ চরণে (ব) ৩ শরণে ৪ দৈবদোষে (ব)
৫ সর্বজীবময় যার মনে সমজ্ঞান ॥ (ব)
* ইহার পর
অল্প অপরাধে এত পরমাদে
তোমারে উচিত নয়।
হইয়া কিঙ্কর ঢুলাব চামর
দয়া কর কৃপাময় ॥ (ব)
৬ নৃপতি (ব) ৭ শ্রীকবি কঙ্কণ (ব)

CENTRAL LIBRARY

কোটালের কাছে শ্রীমন্তের বিনয়*

†বিদেশে বিপাকে প্রাণ মোর জায়।
সিংহলে আসিতে কত নিষেধিল মায়॥
কাঁকালে নায়ের দড়া পিছে মারে ঢাকা।
দিবস দুপোরে সাত নায়ে হৈল ডাকা॥ ৪
সবিনয়ে কহে সাধু কোটালের পদে।
খানিক সদয় হয় বিষম বিপদে॥
[১]শ্রীমন্তের ছিল কিছু গুপ্ত ধন শেষ।[১]
[২]ধন দিয়া কোটালের করে পরিতোষ॥[২] ৮
অর্থলোভে কালুদত্ত সরস বদন।
শ্রীমন্ত তাহারে কিছু করে নিবেদন॥
ভুবনে দুর্লভ এই মনস্য জনম।
অল্প কালে ইথে মোরে ডাকা দিল যম॥ ১২
আমা বই জননির আর কেহো নাই।
কেমতে ধরিব প্রাণ মাতা মোর ভাই॥
স্নান দান করি যদি দেহ অনুমোতি।
হাসিয়া ইঙ্গিত তারে কৈলা নিশাপতি॥ ১৬
সরোবর বেড়িয়া রহিল পাইক ঘটা।
স্নান করি পরে গঙ্গা মৃত্তিকার ফোঁটা॥
জব তিল করে নিলা কুসুম তুলসি।
তর্পণে সন্তোষ সাধু করে দেবরিসি॥ ২০
দেবতা রিসিরে সাধু দিয়া জলাঞ্জলি।
মোনেতে পড়িল গুরু রত্নাকর বলি॥

---

* ইহার পূর্বে 'শ্রীমন্তের বিলাপ' নামক একটি অধ্যায় বঙ্গবাসীতে আছে।

† ইহার পূর্বে অতিরিক্ত
আজু মোরে বিধি ভেল বাম।
কেন মুখে না বলিলুঁ রাম॥ ধ্রু॥ (ব)

১ শ্রীমন্তের কিছু ধন ছিল নিজ কোষে। (ব)

২ তাহা দিয়া কোটালের কৈল পরিতোষে॥ (ব)

CENTRAL LIBRARY

শাস্ত্রশালে বিরূপ বলিলে গুরুজন।
সেই দুঃখে বিদেশে হারাইমু জীবন ॥ ২৪
লেহ ২ বলি গুরু তর্পণের জল।
বিদেশে আসিয়া দুঃখ নহিল সফল ॥
গুরুরে বিনয়ে সাধু জলাঞ্জলি দিল।
জননি খুল্লনা বলি মোনেতে পড়িল ॥ ২৮
আমারে উদরে ধরি পাইলে যন্ত্রণা।
দেখিতে না পাইনু আর জননি খুল্লনা ॥
আমা বই জননির আর কেহো নাই।
কেমনে ধরিবে প্রাণ কার মুখ চাই ॥ ৩২
রাণ্ডি পুত্রশোকি বলি কেবা গালি দিল।
সেই দারুণ শোক মায়েরে ফলিল ॥
লেহ ২ মাতা তুমি তর্পণের পাণি।
উদ্দেশ্যে প্রণাম করি মাগীল মেলানি ॥ ৩৬
জননিরে শ্রীয়পতি জলাঞ্জলি দিয়া।
মনেতে পড়িল তার সতাই বলিয়া ॥
যাত্রা কালে অমঙ্গল কৈলে জে সতাই।
সেই বাক্যে ভিন্নদেশে পরাণ হারাই ॥ ৪০
এত বলি তাহারে দিলেন জলাঞ্জলি।
মনেতে পড়িল তবে দুয়া দাসি বলি ॥
তাহারে স্মরণ করি দিলে একাঞ্জলি।
মনেতে পড়িল পীতা ধনপতি বলি ॥ ৪৪
কতেক সঙ্কটেতে য়াইনু পাটনে।
না দেখিনু পীতা আমি আপন নয়ানে ॥
ব্যথা হৈল দুঃখে মোর বিদরিছে বুক।
না দেখিনু একবার জনকের মুখ ॥ ৪৮
লেহ ২ বলি পিতা তর্পণের পাণি।
উদ্দেশ্যে প্রণাম করি মাগীয়া মেলানি ॥
জলে দাণ্ডাইয়া কান্দে সাধুর নন্দন।
আর কার সঙ্গে মোর নাহি দরশন ॥ ৫২

CENTRAL LIBRARY

ঘন ২ ডাকে তারে নিশার ঈশ্বর।
এখনি হানিব তোরে বিলম্ব না কর॥
ইঙ্গিতে কোটাল কহে নিদারুণ কথা।
[৩]এখনি হানিবো তোরে কি করে বিধাতা॥[৩] ৫৬
সুজ্য অর্ঘ দিয়া সাধু উঠিলেন কূলে।
অষ্ট তণ্ডুল দুর্বা পাইল পাগের আঁচলে॥
জননির পূর্ব কথা করিল স্মরণে।
পুত্ররূপী ধরে সাধু কোটাল চরণে॥ ৬০
যদি একদণ্ড কর বিলম্বে হানন।
তোমার প্রসাদে করি তবে মন্ত্র জে স্মরণ॥
কোটাল সাধুর বোলে দিলা অনুমোতি।
রিদয় সরোজে সাধু পূজে ভগবতি॥ ৬৪
একমোন হয়্যা স্তুতি করে সদাগর।
গাইল পাঁচালি গীত মোকুন্দ কবিবর॥

শ্রীমন্তকৃত চণ্ডিকাস্তুতি

পুণ্য স্নান [১]সদাগর অঙ্গে হৈলা জ্যোতি।[১]
বিষ্ণু সোঙরণে শুচি হইলা শ্রীয়পতি॥
ভূত শুদ্ধি অঙ্গ ন্যাস শরির শোধন।
দুর্বাক্ষত শিরে [২]মুখে মন্ত্র জে স্মরণ॥[২] ৪
স্থির কলেবর [৩]হয়্যা ভাবে[৩] এক মোতি।
এক ভাবে সদাগর পূজেন: পার্বতি॥
দুর্গতি [৫]তারিণি[৫] দুর্গা জগতের মাতা।
শৈলের নন্দিনি শিব দেবের দেবতা॥ ৮

---

৩ এখনি মরিবে তুমি কি করে দেবতা। (ব)
১ করি সাধু হৈলা শুদ্ধমতি (ব)
২ মুখে মন্ত্র উচ্চারণ (ব) কৈল মন্ত্র উচ্চারণ (দী)
৩ সাধু হৈয়া (ব) ৪ চিন্তেন (ব) ৫ নাশিনী (ব)

CENTRAL LIBRARY

দেবশত্রু নাশিলে গো অমরে করি দয়া।
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব তোমার[৬] পদছায়া॥
নিজ ভুজ বলে গো বধিলে দৈত্যরাজ।
লভিলে বিপুল লাভ[৭] দেবতা সমাজ॥ ১২
[৮]সহস্রাক্ষে সদয় হৈয়া উরিলেক[৮] কলিতে।
[৯]রাজখণ্ড নিয়া রাজা[৯] পূজিল ষড়ঙ্গে॥
বলি ভক্ষ নৃপতির বিঘ্ন কৈলে নাশ।
বিজন বনে পশুগণে [১০]করিলে প্রকাশ॥[১০] ১৬
সাক্ষাত হইয়া পশু গণে দিলা বর।
গোধিকা হইয়া গেলে আক্ষটীর ঘর॥
ধন দিয়া উরিলে বীরের গুযরাটে।
রাজঘরে[১১] মহাবীরে রাখিলে সঙ্কটে॥ ২০
ছেলি উপেক্ষিতে মা গো[১২] মায়ে কৈলে দয়া।
দাসির তনয়ে[১৩] রাখ দিয়া পদ ছায়া॥
পঞ্চ মাস যখন[১৪] মায়ের গর্ভবাসে।
দিগন্তেরে আল্যা[১৫] বাপ দীর্ঘ পরবাসে॥ ২৪
সে সব ছাড়িয়া রিদে[১৬] লভিল গেয়ান।
গুরুর চরণে[১৭] মোর বাড়ে অভিমান॥
জয়পত্র[১৮] অঙ্গুরি বাপের নিদর্শন।
[১৯]ধন বৃত্তি জায় মোর সংশয় জীবন॥[১৯] ২৮
[২০]বারেক বিপদে দুর্গা হও গো সদয়।
রাজকর্ম বড়ই গো মনে লাগে ভয়॥[২০]

---

৬ মাতা তব (ব) ৭ যশ (দী, ব)
৮ ব্যাধকে সদয় হয়ে উরিলে (ব) ৯ রাষ্ট্রখণ্ড লয়ে রাজা (ব)
১০ হৈলে সুপ্রকাশ (ব)
১১ রাজস্থানে (ব) ১২ মোর (ব) ১৩ নন্দনে (ব)
১৪ আছিলুঁ (ব) ১৫ দেশান্তরে গেল (দী, ব) ১৬ মোর (ব)
১৭ গুরুর বচনে (ব) ১৮ জাতপত্র (ব)
১৯ তোমারে স্মরিয়া আইলুঁ দক্ষিণ পাটন। (ব) ২০ বঙ্গবাসীতে নাই।

CENTRAL LIBRARY

মগরাতে অনেক[২১] হইল ঝড় বৃষ্টি।
খণ্ডিল সকল দুঃখ তব শুভ[২২] দৃষ্টি ॥* ৩২
কালিদহে [২৩]গজ গেলে কামিনি কোমলে[২৩]।
পুন্নরুপি [২৪]লুকাইল মোর দৈব ফলে[২৪] ॥
বিধি প্রতিকূল গো নৃপতি করে বল।
তব নাম অনুপাম বিপদে কুশল ॥ ৩৬
মর্তে স্মরণ করে দাসির[২৫] বালক।
কৈলাসেতে অভয়ার কপালে টনক ॥
চণ্ডিকার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥[২৬] ৪০

শ্রীমন্ত কর্তৃক পুনঃস্তুতি

উর মাতা
রক্ষিতে কিঙ্কর।
তোমারে পূজিয়া ঘটে আইনু মহা বিসঙ্কটে
বেয়্যা নদ নদি রত্নাকর ॥ ৪
বিবুধ কুলের গর্বে দৈবকি সপ্তম গর্ভে
হৈল শেষ ক্ষিতি ভার নাশে।
হরিতে কৃষ্ণের ভিতি জোগ নিদ্রা ভগবতি
থুল্য রোহিণী গর্ভ বাসে ॥ ৮

---

২১ বহুত (ব) ২২ কৃপা (ব)

* ইহার পর অতিরিক্ত
পিতাপুত্রে সিংহলে নহিল পরিচয়।
ধনবৃত্তি গেল আর জীবনসংশয় ॥ (ব)

২৩ কুমারী দেখিলাম শতদলে (ব)

২৪ দৈবযোগে লুকাইল জলে ॥ (ব) ২৫ সাধুর (ব)

২৬ মুদ্রিত পুস্তকে 'চৌতিশা স্তুতি' নামে আর একটি অধ্যায় অতিরিক্ত আছে।

CENTRAL LIBRARY

ভোজরাজ মহাতংসে[১] শ্রীহরি করিয়া অংশে
বসুদেব গেলা নন্দাগারে।
অগাধ যমুনাজল মায়া পাতি কৈলে স্থল
শিবারূপে নদী কৈলে পারে॥ ১২
উরিয়া নন্দের ঘরে দারুণ কংসের ডরে
কৃষ্ণের করিলে ভয় দূর।
দৈবকির কোলে হৈতে ধরে তোমা পদ হাতে[২]
বধিতে লইলা কংসাসুর॥ ১৬
কৃপা করি যদুবংশে কপটে ভাণ্ডিলে কংসে
হৈলে বসুদেবের সরণ।
বিপদে স্বউরে দাস পুর চণ্ডী অভিলাষ
দূর কর অকাল মরণ॥ ২০
ছাড়িয়া কংসের হাতে চড়িলে অলক্ষ্য[৩] রথে
গগনে হইলা অষ্টভুজা।
নাম থুইল বনমালি কুমুদা কর্ণিকা কালি
অষ্ট লোকপাল কৈল পূজা॥ ২৪
জশদা নন্দিনী জয়া শিব দুর্গা মহামায়া
শশাঙ্কশেখরী শিব দূতী।
মহিষা রাক্ষসি জন্ত[৪] সবার হরিয়া দন্ত
ত্রিদিবে স্থাপীলে বসুমোতি॥[৫] ২৮
খিতি ভার নাশ হেতু অমঙ্গল ধূমকেতু
জাবত পূজি নন্দসুতা।
দক্ষগৃহে তুমি দাক্ষি বিন্ধ্যাচলে বিশালাক্ষি
সুরলোকে হইলে মহিতা॥ ৩২

---

১ অবতংসে (ব) ২ তোমা ধরি নিজে হাথে (দী)
৩ চড়ি অলক্ষিত (ব)
৪ মহিষ ভাস্কর জন্ত (ব)
৫ ত্রিদিবে স্থাপিলে সুরপতি। (ব)
সুস্থির করিলা বসুমতী। (দী)

CENTRAL LIBRARY

ধরি বিশালাক্ষি নাম বারাণসি কৈলে ধাম
নৈমিস কাননে লিঙ্গধারা।
নিলপুরে তুমি নিলা বিরি কৈলে ঘাটশিলা
রঙ্গিনি রূপীনি ভয়ঙ্করা ॥ ৩২
কে জানে তোমার তত্ত্ব তুমি রজ তুমি সত্ত্ব
দেব মাতা বিশ্বের জননি ॥
অনন্তাদ্যা মহামায়া শঙ্করি শঙ্কর কায়া
আমি শিশু কি বলিতে জানি ॥ ৩৬
সাধু কৈল এত স্তুতি কৈলাসেতে ভগবতি
আসন করয়ে টলটল।
মুখে হৈতে খসে পান [৬]সচোকিত করে প্রাণ
আসন করয়ে টলবল ॥[৬] ৪০
আস্য পদ্মা প্রিয়সখি খড়ি গুণে বল দেখি
মন স্থির নহে কি কারণে।
অমর ভুজঙ্গ নরে কে মোরে স্বঙরণ করে
ঝাট গুণি কর নিবেদনে ॥ ৪৪
কপালে টনক পড়ে অলক ধুতি নাহি উড়ে
স্পন্দন করয়ে ডান আঁখি।
মনে বড় দুখ পাই ভোজনে বিষম খাই
আজি বড় অকুশল দেখি ॥ ৪৮
মন উচাটন হবে খাইতে দন্ত ঠেকে জিবে
গমনে উঝট লাগে নখে।
হেন মনে অনুমানি কিবা মোর হৈল জানি
কালপেঁচা চারিদিকে ডাকে ॥ ৫২

---

৬ শ্রীকবিকঙ্কণ গান দ্বিজকুল প্রকাশে মঙ্গল। (দী)
শ্রীকবিকঙ্কণ গান দ্বিজরাজ প্রকাশে মঙ্গল। (ব)
(দী) এবং (ব) সংস্করণে এইখানেই অধ্যায়ের সমাপ্তি। পরবর্তী ছত্রগুলির কিয়দংশ চণ্ডীর উৎকণ্ঠা শীর্ষক স্বতন্ত্র অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

CENTRAL LIBRARY

দেবির বচন শুনি পদ্মাবতি মনে গুণি
খড়ি লয়্যা করেন গণনা।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমোকুন্দ
হৈমবতী করিয়া ভাবনা ॥ ৫৬

পদ্মার জ্যোতিষ গণনা

বসিলেন পদ্মাবতি ভাবিয়া ইশ্বরি।
দেব যোগিগণে আর দেবতার পুরি ॥
প্রথমে গুণিল পদ্মা অষ্ট লোক পাল।
[১]খড়ির বিচার করে করি সন্নিধান ॥[১] ৪
গণে ব্রহ্মা নারায়ণ শিব জমপুর।
অষ্টবসু গণে আর ডাকিনি কাঙ্গুর ॥
পুণ্যের শরীর বলি অমরের নাথ।
হরির সেবক দৈত্য গণিল প্রহ্লাদ ॥ ৮
গণিল অনেক লোক ইন্দ্র সুরপতি।
পাতালে বাসুকি গণে শেষ নাগপতি ॥
প্রেতভূত আদি করি জতেক কিঙ্কর।
পিশাচ গণিল যক্ষ সকল কিন্নর ॥ ১২
ক্ষিতি তলে তৃণ তরু পশু নদিনদ।
প্রত্যক্ষে গণিল পদ্মা সকল পর্বত ॥
সনক আদি মুনি গণে নারদাদি রিসি।
অরুন্ধতি আদি করি সকল রূপসি ॥ ১৬
গণিল অনেক লোক দেখিতে না পায়।
ভয়যুক্ত পদ্মাবতি রিদয়ে শুথায় ॥

---

১ রজনী দিবস খড়ি করেন বিচার। (ব)

CENTRAL LIBRARY

ধেয়ান করিয়া পুনু ব্রহ্মে দিল মোন।
প্রসঙ্গে দেখিতে পায় এ তিন ভুবন ॥ ২০
খড়ি পুঁথি পদ্মাবতি বামভিতে থুয়্যা।
কহেন দেবিরে কিছু বিনয় করিয়া ॥
শুন ২ ভগবতি শুন মোর বাক্য।
উজানীনগর আজি দেখিনু প্রতিক্ষ ॥ ২৪
ধনপতি নামে তার যুগল রমণি।
তোমার ব্রতের দাসি খুল্লনা বেন্যানি ॥
তার পুত্র শ্রিয়পতি বুঝে সর্ব কলা।
পড়িবারে গেলা নৃপতির শাস্ত্রশালা ॥ ২৮
অধ্যাপক প্রধান পণ্ডিত জনার্দন।
গালি দিল দ্বিজ তারে জারুয়া বচন ॥
গুরুর বচনে তার বাড়ে মোনে ক্রোধ।
উপবাস করিলেক না মানি প্রবোধ ॥ ৩২
জননি কহিলা মিথ্যা অনেক প্রলাপ।
সিংহল নগরে গীয়া আছে তোর বাপ ॥
না শুনে মায়ের কথা বাপের কারণ।
তরণি সাজিয়া গেল দক্ষিণ পাটন ॥ ৩৬
মগরাতে হইল অনেক ঝড় বিষ্টী।
খণ্ডিল সকল দুঃখ তব শুভ দিষ্টী ॥
কালিদহে গজ গীলে কুমারি কোমলে।
দেখিয়া প্রতিজ্ঞা কৈল নৃপতির স্থলে ॥ ৪০
আক্রোশে করিয়া তারে পাড়িলে সঙ্কটে।
শ্রীমন্ত পরাণ তেজে তোমার কপটে ॥
হারিল শ্রীমন্ত সাধু সাক্ষির বচনে।
তারে বলি দেয় রাজা দক্ষিণ মশানে ॥ ৪৪
জীবনে কাতর বড় সাধুর নন্দন।
সঙ্কটে পড়িয়া সাধু করিছে সোঁওরণ ॥
চণ্ডিকা বলেন পদ্মা কহ দেখি শুনি।
আমার সেবকে বধে কার এত প্রাণি ॥ ৪৮

CENTRAL LIBRARY

কি বোল বলিলে মোরে[২] জন্মাইলে দুখ।
গাইল মোকুন্দ রঘুনাথের কৌতুক ॥

চণ্ডীর ক্রোধ

পদ্মার বচন শুনি রোষ যুক্ত নারায়ণী
প্রভাত-অরুণ বিলোচন[১]।
কালঘাম ছুটে মুখে মোটুক গগণে ঠেকে
[২]অরুণ বদন সুশোভন ॥[২] ৪
শবারূঢ়া মহাতেজা হৈলা দেবি দশভুজা
করে ধরে নানা প্রহরণ।
[৩]শূলধনু আদি বাস পরিক্ষো তোমার পাশ
শিখর সমান ষড়াসন ॥[৩] ৮
ধরিয়া বিশাল[৪] কায়া হৈলা দেবি মহামায়া
কপালে তিলক দিল মুনি।
কোপে কম্পবান তনু ভুরুযুগ শক্রধনু
গগনে পুরিল ঘোর ধ্বনি ॥ ১২
গায়ে আরোপিল রাঙ্গি [৬]তবক বেলক সাঙ্গী
ভুশণ্ডী টাবর খরশান।[৬]

---

২ পদ্মা (দী, ব)
১ বিলোচনা (দী, ব)
২ প্রলয় বদন ঘোরাননা। (ব)
প্রলয় বদন ঘোরস্বনা। (দী)
৩ নিল ধনু আদি যত বাণ নিল অসঙ্খ্যাত
সিফর সফর শরাসন। (ব)
৪ বামনী (ব) বিষম (দ) ৫ কামধনু (দী, ব)
৬ ভুষণ্ডী ডাবুস টাঙ্গি
তবক বেলক চক্রবান (ব)

CENTRAL LIBRARY

যমধর [৭]ভিন্দিপাল টঙ্ক টাঙ্গী করবাল
অসিপট্ট[৮] কামান কৃপাণ ॥ ১৬
চণ্ডি কৈল অট্টহাস দেবগণে লাগে ত্রাস
নিনাদে ভরিল ত্রিভুবন।
যেন দৈত্যরণ কালে আসি যত দিকপালে
[৯]নানা অস্ত্র কৈল সমর্পণ ॥[৯] ২০
[১০]চণ্ডিকার ক্রোধকালে আসি যত দিকপালে
দিল নিজ নিজ প্রহরণ।
নিজ শূল হৈতে আনি শূল দিল শূলপাণি
চক্র হৈতে চক্র নারায়ণ ॥[১০] ২৪
শঙ্খ দিলা জলেশ্বর শক্তি দিলা শক্তিধর[১১]
নাগপাশ দিলা অম্বুপতি।
দিলেন অক্ষয় গুণ[১২] বাণপূর্ণ দুই তূণ
চণ্ডিকারে দিলা সদাগতি ॥ ২৮
[১৩]বর্জ্জ হৈতে বর্জ্জ আনি বর্জ্জ দিলা বর্জ্জপাণি
ঘণ্টা দিলা ঐরাবত হতে।[১৩]
কালদণ্ড হৈতে যম দণ্ড দিলা নিরূপম[১৪]
দিল দক্ষ অক্ষমালা হাতে ॥ ৩২
অবনত করি মাথা কমণ্ডলু দিল ধাতা
লোমকূপে রশ্মি [১৫]দিবাকর।

---

৭ করে নিল (ব) ৮ জাঠা নিল (ব)
৯ দিল সভে নিজ প্রহরণ (ব) ১০ বঙ্গবাসীতে নাই (ব)
১১ নিশাচর (ব) বৈশ্বানর (দী)
১২ কার্মুক অক্ষয়গুণ (ব) কর্ণের অক্ষয় মূল (দী)
১৩ বজ্র ত্বরিত গতি আনি দিল সুরপতি
কাত্যায়নী ঐরাবত হৈতে (ব)
বজ্রজরা যোগপতি বজ্র দিল পাণিপেতি
ঘণ্টা দিল ঐরাবত হৈতে (দী)
১৪ অনুপম (ব) ১৫ নিজরশ্মি দিলা (দী)

CENTRAL LIBRARY

ক্রোধযুত করবলি সমর্পণ কৈল কলি
অবণি লোটায়া কলেবর ॥ ৩৬
খিরসিন্ধু দিল হার [১৬]অজয় অমর সার[১৬]
চূড়ামণি কণক কুণ্ডল।
দিলে মোকুটের আভা অর্ধচন্দ্র ইন্দ্র[১৭]শোভা
বাহু যুগে অঙ্গদ মণ্ডল ॥ ৪০
টাঙ্গী দিল বিশ্বকর্ম অভেদ যাহার বর্ম[১৮]
দিল নানাবিধ প্রহরণ।
দিলেন ভরিয়া গলা অম্লান কাঞ্চন মালা[১৯]
উরুবসি শির বিভূষণ ॥[২০] ৪৪
দিলা দিব্য কণ্ঠ ভূষা নপুর মরাল ভাসা
অনুবর্ত তর্পণ কিরণ।[২১]
রত্নময় অঙ্গুরি সকল অঙ্গুলি ভরি
পাদাঙ্গুলি পাশুলি রতন ॥ ৪৮
বিমল শোভার সদ্ম জলনিধি দিলা পদ্ম
কেশরি বাহন হিমবান।
একক যক্ষের রাজা দিলেন করিয়া পূজা
জাহায় অক্ষয় সুধা পান ॥* ৫২

---

১৬ অক্ষয় অমুল যার (ব)
১৭ অর্ধইন্দু কুন্দ (দী) অর্ধচন্দ্র ইন্দু (ব)
১৮ অস্ত্র ভৈরব বর্ম্ম (ব)
১৯ অমর কনক মালা (ব)
২০ উর্ব্বশীর শিরের ভূষণ। (ব)
২১ অনুপম রত্ন বিভূষণ। (ব)
* অতিরিক্ত
চণ্ডিকার ক্রোধ দেখি দেবগণ হৈল সুখী,
কোলাহল হৈল সুরপুরে।
যুক্তি করি দেবরাজ, জানিতে চণ্ডীর কাজ
পাঠাইল নারদ মুনিরে। (ব)

CENTRAL LIBRARY

শেষ দিলা নাগ হার[২২] ফণিমণি ভূষা জার[২৩]
সেই প্রভু ধরিলা ধরণি।[২৪]
[২৫]অম্বিকা চরণ সেবি রচিলা মোকুন্দ কবি
প্রকাশে ব্রাহ্মণ দ্বিজমুনি ॥[২৫] ৫৬

চণ্ডিকার রণসজ্জা

কোপেতে লোহিত আঁখি চণ্ডিকা বলেন সখি
শুন পদ্মা আমার বচন।
রাজারে মারিয়া আজি[১] ছিরারে ধরাব রাজি[২]
ঝাট কর সেনার সাজন ॥ ৪
আমার সেবক ভ্রমে যদি লয়ে থাকে যমে
গৌরব[৩] করিব তার দূর।
দিব তারে বহু ক্লেশ লুটাব তাহার দেশ
মজাইব[৪] সঞ্জীবনীপুর ॥ ৮
বিষম[৫] দুন্দুভি বাজে চৌষট্টি যোগীনি সাজে
আগুদলে চণ্ডির পয়ান।
রণপড়া বাজে ঢাক দানা ধায় লাখে লাখ
ধরি তরু পর্বত পাষাণ ॥ ১২

---

২২ নাগ আর (দী)
২৩ ফণিমণি রত্নহার (দী)
মহামণি ভূষা যার (ব)
২৪ অবনী (ব)
২৫ রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ
প্রকাশিল দ্বিজ নৃপমণি। (ব)

১ রাজাকে বধিয়া আজ (দী) ২ রাজ্য (দী) ৩ বড়াই (দী)
৪ পোড়াইব (ব) জ্বালাইব (দী) ৫ চৌদিকে (দী, ব)

CENTRAL LIBRARY

করে ধরি অসি খাণ্ডা ডানি ভাগে উগ্রচণ্ডা
বামদিকে ধায় চণ্ডবতি।
পরিয়া লোহিত ধুতি তার কাছে সরস্বতি[৬]
কৌশিকী কালিকা লঘুগতি ॥ ১৬
সজল জলদ ধ্বনি শিবাসুত নিনাদিনি
রণতেজা[৭] কঙ্কাল মালিনি।
আলা দেবি চন্দ্রচূড়া মহেশ্বরি বৃষারূঢ়া
ভুজঙ্গ বলয়া ত্রিশূলিনি ॥ ২০
আস্থা রাজহংস রথে করকাক্ষ মালা[৮] হাতে
ব্রহ্মাণি বাদিনি[৯] চতুর্মুখি।
বেদবিদ্যাগণ সঙ্গে সমর প্রসঙ্গ রঙ্গে
আনন্দে নাচয়ে প্রিয় সখি ॥ ২৪
আল্যা দেবি বিদ্যমানে[১০] কোমারি আপন জানে[১১]
শক্তিহস্তা ময়ূরবাহিনি।[১২]
বৈষ্ণবি গরুড় রথে শঙ্খ চক্র গদা হাতে
নখারূঢ়া নৃসিঙ্গ রূপীনি ॥[১৩] ২৮
[১৪]সহস্রাক্ষ ইন্দ্রাণি আল্যা দেবি বজ্রপাণি
আরোহণ করি ঐরাবতে।

---

৬ শিবদূতী (দী, ব) ৭ রণপ্রিয়া (ব)
৮ কপোতাক্ষ শূল (ব) কবতাক্ষ শূল (দী) ৯ ব্রহ্মানিনাদিনী (দী)
১০ বিমানে (ব) ১১ কুমারী ময়ূরযানে (ব)
১২ শক্তি ধরা করালা সুমুখী (ব) ১৩ অসি কাল বিবিধ ধারিণী (ব)
১৪ ইহার পর পূর্বে অতিরিক্ত
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান করি শ্রীমুকুন্দ
পরিতুষ্টা যাহারে ভবানী।
পাঠান্তর অতিরিক্ত
বারাহী থেটকধরা আইলাদেবী চন্দ্রচূড়া
করালাস্যা মুষলধারিণী।
আইলা চণ্ডিকাসঙ্গী হয়ে দেবী নারসিংহী
নখারূঢ়া নৃসিংহ রূপিনী। (ব)

CENTRAL LIBRARY

রণরঙ্গ অনুগত[১৫] বেতাল[১৬] ভৈরব জত
সবে চলে[১৭] চণ্ডিকার সাথে ॥ ৩২
শঙ্খযুত ক্ষিতি পাণি কপাল মালিনি বাণি[১৮]
সিংহযানে[১৯] করাল বদনা।
করে ধরি অসিপাশ মুখে অট্ট অট্ট হাস
খট্বাঙ্গধারিণি ঘোর স্বনা ॥ ৩৬
দ্বীপি-চর্ম পরিধানা শুষ্ক মাংস ভূষণা
বিস্তার বদনা ভয়ঙ্করা।
জিহ্বা লোলা ঘোর মুখি নিমগ্না লোহিত আঁখি
নিনাদে পুরিলা দিগন্তরা ॥ ৪০
ধাইল ত্রিকোটী[২০] দানা আগুদলে দেই হানা[২১]
ঈষৎ[২২] বিকট দশন।
কাল ধল কেহ রাঙ্গা দাম ঘণ্টা বাজে সিঙ্গা[২৩]
কড়া পড়া বাজয়ে বাজনা ॥ ৪৪
গলে দোলে হাড় মাল করে ধরে সাত তাল[২৪]
আজানু লম্বিত জটা ভার।
[২৫]হাতেতে লোহার বাড়ি নাভি আচ্ছাদনে দাড়ি
চণ্ডিকারে করেন জোহার ॥[২৫] ৪৮

---

১৫ উনমত (দ) ১৬ বটুকা (দী)
১৭ সভে আইলা (ব)
১৮ কালী কপালমালিনী (ব) কালী কঙ্কালমালিনী (দী)
১৯ সিংহমুখী (ব)
২০ ধাইল সকল (ব) ধায় কুড়ি কোটি (দী)
২১ খানখানা (দী)
২২ সাল সম (দী)
২৩ নাচয়ে সকল রঙ্গা (ব) টমক নিশান শিঙ্গা (দী)
২৪ কার হাতে তাল শাল (ব) নাম কার হাত্যাখাল (দী)
২৫ পরিয়ে লোহিত সাড়ী বুকে আচ্ছাদিত দাড়ি
চণ্ডিকারে করয়ে গোহার। (ব)

সমর দুন্দুভি বেনি[২৬] [২৭]কাড়া পড়া বাজে শানি[২৭]
কোলাহল হৈল সুরপুরে।
[২৮]যুক্তি করি দেবরাজ বুঝিতে চণ্ডির কাজ
পাঠাল্য নারদ মুনিবরে ॥[২৮] ৫২

চণ্ডীর জরতী বেশ ধারণ

সুখে নারদে মহিমা গায়।
রাম নাম বলি বীণা বাজায় ॥

ইন্দ্রের বচনে মুনি চাপিয়া বিমানে।
দণ্ড মাত্রে গেলা চণ্ডিকার বিদ্যমানে ॥ ৪
চণ্ডিকারে দেব ঋষি নোঙাইল মাথা।
আশিষ করিলে তারে হেমন্ত দুহিতা ॥
অভয়ারে জিজ্ঞাসা করেন মহামুনি।
কহ গো এমন বেশে কোথারে সাজনি ॥ ৮
তোমার ক্রোধের কাল প্রলয় সমান।
কার তরে হেন বেশে কর্যাছ পয়াণ ॥
এতেক জিজ্ঞাসা যদি কৈল মহামুনি।
নিজ প্রয়োজন কথা কহিলা ভবানি ॥ ১২
হাসিয়া নারদ মুনি করিলা উত্তর।
তোমারে উচিত নহে নরের সমর ॥
এতেক সাজনি ছার নরের কারণে।
গরুড় সাজন কিবা ভুজঙ্গের রণে ॥[১] ১৬

---

২৬ বাজে (ব)

২৭ সকল যোগিনী সাজে (ব) রণপড়া বাজে সানি (দী)

২৮ পাঠান্তর

করিয়া চণ্ডিকা ধ্যান শ্রীকবি কঙ্কণ গান
উর চণ্ডি রাখিতে কিঙ্করে। (ব)

১ গরুড় সাজিল কিবা মুষিকের রণে। (দী)
গরুড়ের রণ কিবা মশকের সনে। (ব)

CENTRAL LIBRARY

তোমার সমরে হরিহরে লাগে ডর।
সিংহের সহিত যুদ্ধ করিবে গাড়র ॥*
শালবান নৃপে ধরি দিবে একজন।[২]
কোন কাজ্য হেতু মাতা এতেক সাজন ॥ ২০
আপনার জত সেনা রাখি কতো দূরে।
মোর বাক্যে একা জাহ সিংহল নগরে ॥
ভিক্ষা মাগ গীয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণির বেশে।
জদি নাহি দেয় যুদ্ধ কর্য অবশেষে ॥ ২৪
[৩]সত্য করি নিলা[৩] মাতা নারদ উপদেশে।
সেইখানে হইলা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণির বেশে ॥
পলিত হইল ভুরু গলিত দশন।
মায়া কাশ ঘন শ্বাস চঞ্চল লোচন ॥ ২৮
বাতেতে কাঁকালি বাঁকা হয়্যা জান টেড়ি।
উছটের ঘায়ে মাতা জান গড়াগড়ি ॥
[৪]কাঁকেতে করিলা[৪] মাতা রঙ্গিন চুবড়ি।
[৫]সেব্য করে করি নিল সিংহা বেত্র লড়ি ॥[৫] ৩২
করে ধরি কুসুম চন্দন দুর্বাধান।
বেদমন্ত্রে শ্রীমন্তেরে করিতে কল্যাণ ॥

---

* ১৯-২৮ ছত্রের পরিবর্তে
কোটালের স্থানে ভিক্ষা মাগহ ভবানী।
ভিক্ষাছলে সিংহলে মা চলহ আপনি।
যদি নাহি দেই যুদ্ধ কর্য অবশেষে।
সাধু করি নিল নারদের উপদেশে ॥
জরতী ব্রাহ্মণী অস্থিচর্ম্ম বিলোলনা।
মায়া করি ভ্রমে যেন চঞ্চল পরাণা ॥ (ব)

২ শালবানে ধরিয়া আনুক একজন। (দী)

৩ সাধু করি লইয়া (দী) ৪ বাম কাঁখে নিলা (দী, ব)

৫ ডানি করে লইলেন শিঙ্গা বেত্র লড়ী। (দী)
ডানি হাথে নিলা মাতা শিঙ্গা বেতের লড়ি। (ব)

CENTRAL LIBRARY

নারদের বাক্য জদি মানিলা ভবানি।
জাইয়া ইন্দ্রের সভা কহিলেন মুনি ॥ ৩৬
সঙ্গের জতেক[৬] সেনা রাখি একস্থানে।
আপনি গেলেন মাতা[৭] দক্ষিণ মশানে ॥
[৮]অভয়া মশানে আসি হইল উপদান।
অভয়া মঙ্গল কবিকঙ্কণে গান ॥[৮] ৪০

কোটালের নিকট চণ্ডীর গমন

অথ মশান

কাঁখে ঝুড়ি হাতে নড়ি উচ্চস্বরে বেদ পড়ি
বিনয়ে বলেন ধীরে ধীরে।
করযুগে করি দর্ভা কুসুম চন্দন দূর্বা
আরোপীল কোটালের শিরে ॥ ৪

কোটাল

আইলাম তোমার সন্নিধান।
[১]চিরজিবি হবে তুমি অক্ষয় ধনের স্বামি
এই শিশু মোরে দেহ দান ॥[১] ৮
জরাযুত হৈল তনু বসিতে ধরিয়ে জানু
ভূমি ধরি উঠিয়ে যতনে।

---

৬ সংকেত করিয়া (দী, ব)
৭ সেইক্ষণে উরিলেন (ব) অবিলম্বে উত্তরিলা (দী)
৮ অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবি কঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত। (দী, ব)
১ বড় তুমি ভাগ্যবান এই হেতু মাঙ্গি দান
ব্রাহ্মণীর করহ সম্মান। (ব)
তুমি বড় ভাগ্যবান এই হেতু মাগি দান
ব্রাহ্মণীর করহ সম্মান। (দী)

CENTRAL LIBRARY

হেন জোন নাহি কুলে হাতে ধরি মোরে তুলে
দোসর সাক্ষাত[২] বন্ধুজনে ॥ ১২
নাতি মোর হৈল হারা দেখিয়া তাহার পারা
আইনু তোমার সন্নিধান।
চিনিলু আপন নাতি কোটাল পাইলে কতি
বাপের পুণ্যেতে কর দান ॥* ১৬
পাইলুঁ অনেক ক্লেশ ভ্রমিলুঁ অনেক দেশ
অঙ্গ বঙ্গ কোলিঙ্গ উৎকল।
ত্রিগর্ত মগধ[৩] দিল্লী চাহিয়া অনেক পল্লী
অবশেষে আইলাম সিংহল ॥ ২০
স্বামি[৪] মোর কুলে বন্দ্য [৫]কোন বংশে[৫] নহে নিন্দ্য
[৬]বিল্বপত্রে জার অধিষ্ঠান।[৬]
[৭]তপস্যা করিয়া আমি পায়্যাছি দারিদ্র স্বামি
বুড়া বৃষ সবে জার ধন ॥[৭] ৪৮
দারুণ দৈবের গতি পাইলুঁ দারিদ্র পতি
ধুতুরা পাগল দিগম্বর।
[৮]ভিক্ষাতে করিয়া ভর ফিরে প্রভু নিরন্তর
অঙ্গের ভূষণ বিষধর ॥[৮] ৫২
অবস্থিতে[৯] নাহি ঠাঁই সমুদ্রে ডুবিল ভাই
প্রাণনাথ কৈল বিষপান।

---

২ নাহি কেহ হেন (দী)
* (দী) ও (ব) সংস্করণে ১৬ ছত্রের পর ৬১-৬৪ ছত্র বসিয়াছে।
৩ আগরা (ব) লাহুর (দী) ৪ পিতা (ব)
৫ কুলে শীলে (দী, ব) ৬ স্বামী ঘোষাল পঞ্চানন। (ব)
৭ অতীত গোত্রের রাজা পিতা মোর মহাতেজা
নাম তার মহামহীয়ান। (দী)
৮ ভিক্ষায় পরম ক্লেশ সবে ধন বুড়া বৃষ
নিবাস কুমুদ মহীধর। (দী)
৯ অবনীতে (ব) অবলম্ব (দী)

CENTRAL LIBRARY

দারুণ দৈবের দোষে দুটী পুত্র নাহি পোষে
কত দুখ করিব সংখ্যান ॥[১০] ৫৬
হইবে তোমার মান নৃপতি করিবে দান
বাড়িবে তোমার পরমাই।
দিশা লাগে জাইতে পথে ছিরা দেহ মোর সাথে
আশিষ করিয়া ঘরে জাই ॥ ৬০
শিশুমোতি মোর নাতি নাহি জানে ডাকাতি
নহে খণ্ড বাটপাড় চোর।
কৃপণ জনের কড়ি অন্ধের হাতের লড়ি
জান দিয়া প্রাণ রাখ মোর ॥ ৬৪
ব্রাহ্মণির কথা শুনি কোটালিয়া মনে গুণি
প্রিয় ভাষে বলেন বচন।
শুনিলাম তোমার কথা অবধান করি মাতা
শুন কিছু মোর নিবেদন ॥ ৬৮
শ্রীমন্তের শিরে পাণি আরোপীলা নারায়ণি
অভয় দিলেন মহামায়া।
ব্রাহ্মণ ভূমের পতি রঘুনাথ নরপতি
জয় চণ্ডী তারে কর দয়া ॥ ৭২

কোটালের প্রতি চণ্ডীর উপদেশ

কোটাল

দুঃখ পাইল নিজ কর্মদোষে।
জিনিয়া ইন্দ্রিয়গণ না শেবিলুঁ নারায়ণ
কারে নাহি রাখিলুঁ সন্তোষে ॥ ৪

---

১০ কত কব দুখের আখ্যান। (দী)
কত দুখ করিব বাখ্যান। (ব)

CENTRAL LIBRARY

[১]জঙ্গমযজ্ঞের কুণ্ডে[১] বসুধারা মোর তুণ্ডে[২]
সম্প্রদান না কৈল আহুতি।
জত সতীজন প্রতি না করিলুঁ প্রেমভক্তি
ওই হেতু পঞ্চম দুর্গতি ॥ ৮
আছিল বৈকুণ্ঠ পুরি বৈকুণ্ঠ নাথের দ্বারি
জয়বিজয় দুই ভাই।
হইয়া কৃষ্ণের সঙ্গি বিরিঞ্চি নন্দন লঙ্ঘি
বৈকুণ্ঠেতে নাহি পাল্য ঠাঁই ॥ ১২
দ্বিজে নাহি দিল দান না কৈল গুরুর মান
দিনে দিনে পরমাউ নাস।
লঙ্ঘিয়া কোপিল রিসি সূর্য্যবংশ ভস্মরাশি
শুনি রামায়ণ ইতিহাস ॥ ১৬

কোটালের বিনয়

হাম পরাধীন অতি বড় হিন
বিশেষ রাজার দাস।
ধরি তুয়া পায় ক্ষেম এই দায়
বধ্য জনে ছাড় আশ ॥

---

১ অশ্বমেধ যজ্ঞকুণ্ডে (ব) ২ বসুধা ব্রাহ্মণ তুণ্ডে (ব)

* অতিরিক্ত

শুন বাপু কালুদত্ত শিশুকালে ছিলুঁ মত্ত
স্বামী ঘোষাল পঞ্চানন।
দুই পুত্র অতি শিশু স্বামীর নাহিক বসু
ভিক্ষা মাগে ভ্রমি ত্রিভুবন।
ব্রাহ্মণী যতেক ভণে কোটালিয়া নাহি শুনে
হৃদয়ে ভাবেন ভগবতী।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ
মুকুন্দ রচিল শুদ্ধমতি। (ব)

CENTRAL LIBRARY

কর্ণ বলি আদি জত জশোনিধি
আছিল অবনি পাল।
[১]আর ছিল[১] জত তাহা কব কত
সকলি হরিল কাল ॥ ৮
দান কর্মফলে ছিল মহীতলে
স্বর্গপুরে হৈল স্বামি।
বিধি সনে বাদ হৈল পরমাদ
সে ভাগ্য না কৈলুঁ আমি ॥ ১২
রাখি তুয়া মান যদি করি দান
প্রাণে সে বধিব রাজা।
সাধুবিনে আন জেই মাগে দান
করিব তোমার পূজা ॥ ১৬
একে সে ব্রাহ্মণি তাহে অনাথিনি
ভিক্ষুকেতে জেন আসা।[২]
কহি সবিশেষ শুন উপদেশ
জদি না হবে নৈরাসা ॥ ২০
রাজা শালবাণ কর্ণের সমান
জা পাবে তা পাবে দান।
কল্পতরু তেজি হিন জন ভজি
[৩]সেহড়া[৩] তলে সাধ মান ॥ ২৪
এই মূঢ় মোতি জদি বটে নীতি
পরাণ করিবে রক্ষা।
[৪]শুন ঠাকুরাণি গীয়া রাজধানি:
রাজারে মাগহ ভিক্ষা ॥ ২৮

---

১ সুখভোগ (দী, ব)
২ ভিক্ষা ভোজনের আশা (দী)
ভিক্ষুক জনের আশা (ব)
৩ সেওড়া (দী, ব)
৪ গিয়া রাজধাম সাধ নিজ কাম। (দী, ব)

CENTRAL LIBRARY

কোটালের বাণি শুনে নারায়ণি
চাহেন পদ্মার মুখ।
বুঝিয়া ইঙ্গিত পদ্মা কহে হিত
যাচ্ঞা বড়ই দুখ॥ ৩২
রাজ সভাখান নিতে জাবে দান
দেখা দিবে কত জনে।
সাধু কোলে করি বৈসে মাহেশ্বরি
শ্রীকবিকঙ্কণ ভণে॥ ৩৬

শ্রীমন্তকে অভয়দান

শ্রীমন্ত বসিয়াছিল বকুলের তলে।
সভা বিদ্যমানে চণ্ডি তারে কৈল কোলে॥
পুত্র পুত্র বলি ডাক ছাড়ে বিপরীত।
[১]ভয়ে কম্প কোটালিয়া[১] গায়ে লোমাঞ্চিত॥ ৪
[২]মায়া করি বলে দেবি সেবক বৎসলা।
দেহরে কোটাল মোরে সদাগর বালা॥[২]
[৩]জদি ভিক্ষা[৩] দেহ মোরে সাধুর কোঙর।
অভাগীর হয় ভিক্ষা মাগিতে দোসর॥ ৮

---

১ উপাড়িয়া পড়ে কোটালা (ব)
২ মায়া পাতিয়া বলেন সর্ব্বমঙ্গলা।
কোটালের ঠাঞিত মাগেন সাধুর বালা॥ (ব)
ইহার পর ৬ ও ৭ ছত্রের মধ্যে অতিরিক্ত
বয়সে অধিক দেখি গৃহ পরবাস।
বলবুদ্ধি টুটা ভক্ষণে বড় আশ॥
একাকিনী ব্যাধিমতী শোকেতে ব্যাকুলা।
নিবারিতে না পারি উদরে পোড়ে জ্বালা॥
একাকিনী করি মোরে জিয়ায় বিধাতা।
এমন সময় করি উদরের চিন্তা॥ (ব)
৩ দান করি (ব)

CENTRAL LIBRARY

বারানসি ঘর মোর আলুঁ ভিক্ষা কাজে।
কারে কিছু না বলিহু মনে করি লাজে ॥
তোমারে কোটাল আমি বড় ভালবাসি।
এই শিশু দান দেহ জাব বারানসি ॥ ১২
শ্রীমন্তরে কোলে করি বসিলা ভবানি।
ভাই সঙ্গে কোটালিয়া করে কানাকানি ॥
সেতা বলে নেতা ভাই দেখি বিপরীত।
বুঝিতে না পারি আমি বুড়ীর চরিত ॥ ১৬
ব্রাহ্মণীর কিছু দেখি কোপের উদয়।
সেনা মেলি যুক্তি করি কোটালে সে ভয় ॥
আচম্বিতে আল্য বুড়ি দক্ষিণ মশানে।
অস্থির নয়ানে ঘন চাহে চারিপানে ॥ ২০
বয়েস অশিতপরা পরগৃহে[৪] বাস।
বলবুদ্ধি টুটা বুড়ি ভোজনে বড় আশ ॥
সকল বচনে বুড়ি ছাড়ে হুহুঙ্কার।
দিবসে দোপরে দেখি ঘোর অন্ধকার ॥ ২৪
একলা আইল বুড়ি হৈল দুইজন।
কোপে ওষ্ঠ কাঁপে বুড়ি লোহিত লোচন ॥
নাহি দান দিতে বুড়ি সাধু কৈল কোলে।
রাজার বিপক্ষ আজি নিব বলে ছলে ॥ ২৮
ব্রাহ্মণির কোলে যদি ছাড়ি রাজ অরি।
সবংশে বধিবে রাজা নৃপতি কেশরি ॥
জদি বা হানিয়া জাই রাজা রিপুজন।
মশানে বুড়ির ঠাঁই না পাবে জীবন ॥ ৩২
কেমনে দেবতা আল্য [৫]ধরি বৃদ্ধ বেশ[৫]।
[৬]পরিচয় নাহি দিই লোচন নিমিষ ॥[৬]

---

৪ পরা গুণ (ব) ৫ ব্রাহ্মণীর বেশ (ব)
৬ নাহি দেখে চক্ষে বুড়ি লোচনে নিমেষ (দী)
নাহি লক্ষি বুড়ির লোচনে নিমেষ (ব)

CENTRAL LIBRARY

চক্ষে নাহি দেখে বুড়ি কর্ণে নাহি শুনে।
অনাথা কেমনে আল্য দক্ষিণ মশানে ॥ ৩৬
কোটাল গঞ্জিয়া কহে নেও[৭] কোটালিয়া।
শ্রীমন্তেরে জটে ধর ব্রাহ্মণি ঠেলিয়া ॥
[৮]কোপে পদ্মা দিল সিংহনাদের[৮] নিশান।
অম্বিকা মঙ্গল [৯]কবি শ্রীকবিকঙ্কণ[৯] ॥ ৪০

কোটালের প্রতি শ্রীমন্তের উক্তি

কোটাল
খানিক জীবন রাখ।
ধরি তুয়া পায় ক্ষেম মোর দায়
সুকৃতি স্বরণ দেখ ॥ ৪
লেহ মোর হার কর্ণ অলঙ্কার
অঙ্গুরি অঙ্গদ বালা।
ছাড়হ কুন্তল খাই গঙ্গাজল
দেহ তুলসির মালা ॥ ৮
[১]ঘোর তরোয়ার ঝাঁক বারে বার[১]
দেখিয়া[২] চমক লাগে।
[৩]পূর্ব মুখে বসি লেহ ভাল অসি[৩]
এই বলি তুয়া আগে ॥ ১২
লোক ভাবে দুখ সাধু পূর্ব মুখ
বসিল আসন[৪] পাতি।

---

৭ কোটাল গঞ্জিয়া বলে নব (ব) ৮ কোপে পদ্মাবতী দিল ঘণ্টার (ব)
৯ কবিকঙ্কণে গান (ব)
১ ঘোর তলোয়ার কত দেখাও আর (দী) ২ ছিরারে (দী)
৩ করি নিবেদন পুণ্যে দেহমন (ব, দী)
৪ বসিলা বসন (দী)

CENTRAL LIBRARY

হানে কোতয়াল ভাঙ্গে করবাল[৫]
দুখ ভাবে নিশাপতি ॥ ১৬
কুজ্ঞানি এ বুড়ি কার্জ্য কৈল ডেড়ি
ভাঙ্গীল আমার অসি।
নানা অস্ত্র ধরি[৬] দুষ্ট সাধু মারি
কিসের বিলম্বে বসি ॥ ২০
রাজা রঘুনাথ গুণে অবদাত
রসিক মাঝে সুজান।
তার সভাসদ রচি চারুপদ
শ্রীকবিকঙ্কণ গান ॥ ২৪

শ্রীমন্তের প্রতি কোটালের অস্ত্র প্রয়োগ

মালঝাঁপ

পসরিল রে[১]
পাইক সাধু বধিবারে।
গাণ্ডীর উপর হাঁড়িয়া চামড়
ঘন সিংহনাদ পুরে ॥ ৪
[২]পুরিয়া বেলকি ধাইল ধনুকি
উভকরি তাকে গুলি।
অনলে দিতে ফুঁক তবকির পোড়ে মুখ
পাছইয়া পড়িল গুলি ॥[২] ৮

---

৫ তরোয়াল (দী, ব)
৬ ধর্ম্ম ভয় করি (দী)
১ পরোশিলরে (ব) প্রবেশিল রে (অ)
২ পুরিয়া তবকী ধাইল ধানুকী
ধনুকে সারিয়া কাঁড়া
পুরিয়া সন্ধান ছাড়িয়া দিতে বাণ
ধনুকের ছিণ্ডিল চড়া। (ব)

CENTRAL LIBRARY

ধাইল বীরবর ধরিয়া জমধর
মারিল শ্রীমন্তের গায়।
শ্রীমন্তের অঙ্গে একে একে ভাঙ্গে
বীরগণ ভেল ভেল চায়॥ ১২
শ্রীমন্ত বেঢ়িয়া ধায় রায় বাঁশিয়া
পদাতি সংহতি শয়।
ভাঙ্গিল রায় বাঁশ পদাতিক হৈল নাশ
শ্রীমন্তের হৈল জয়॥ ১৫
[৩]বিশ শত সঙ্গী টাবুস টাঙ্গী
পরিঘ তোমর শেল।[৩]
শ্রীমন্তের অঙ্গে একে ২ ভাঙ্গে
বীরগণ চাহে ভেল ভেল॥ ১৯
জগদবতংশে পালধিবংশে
নৃপতি রঘুরাম।
শ্রীকবিকঙ্কণ করয়ে নিবেদন
অভয়া পূর তার কাম॥

দেবীর প্রতি কোটালের উক্তি

সাধু হৈল বজ্রকায় নানা অস্ত্র ভাঙ্গী জায়
পাইকি কান্দে মাথে হাত দিয়া।
কোটালিয়া কম্পবান ঘন বলে হান হান
দূর কর ব্রাহ্মণি ঠেলিয়া॥ ৪

বুড়ি

রাখহ গৌরব আপনার।
হইল দুপর বেলা রাজকাজ্য হইলা হেলা
ঝাঁট হানি বৈদেশি কুমার॥ ৮

---

৩ পরিঘ ভুষণ্ডী তোমরে গণ্ডী
ডাবুশ ছুরিকা শেল। (ব)

CENTRAL LIBRARY

মাগ্যা বোল [১]কড়া কড়া[১] পরিধান শত ছেঁড়া
মানুষ লইতে চাহ দান।
কোথা হৈতে আইলা বুড়ি সর্ব কাজ্য হৈল ডেড়ি
অষ্ট লোক পাল পরমান ॥ ১২
কাঁখেতে বাগুণ ঝুড়ি আইল ব্রাহ্মণ বুড়ি
আসিয়া পাতিল নানা মায়া।
জতেক বিনয় কহি ব্রাহ্মণি বলিয়া সহি
নাহি জাও মশান ছাড়িয়া ॥ ১৬
কাঁখে ঝুড়ি হাতে লড়ি কোথা হইতে আল্যা বুড়ি[২]
প্রবোধ বচন নাহি শুনে।
সব মিছা জত কয় অকারণে কর ভয়
আগে হান বুড়িরে মশানে ॥ ২০
শিখিয়ে ডাকিনি কলা পাতিয়াছ কত ছলা
আপন চিনিয়া চল বাসে।
[৩]শেল শর কাঁড় খাণ্ডা[৩] পাইকের জত ভাণ্ডা
সকলি করিল বুড়ি নাশে ॥ ২৪
মোর বল শুন নেকা বুড়িরে মারিয়া ঢেকা
[৪]মশান হইতে[৪] কর দূর।
[৫]থাকিলে বুড়ির সঙ্গে[৫] শেল সর খাণ্ডা ভাঙ্গে
কুজ্ঞানি বুড়ি সে প্রচুর ॥ ২৮
কোটালের কথা শুনি নেত কোটাল মনে গুণি
অভয়ারে পেলিল ঠেলিয়া।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমোকুন্দ
গালি দিল ডাকিনি বলিয়া ॥ ৩২

---

১ পাড়া পাড়া (দী)
২ হাথ পদ কাঁপে বুড়ি কথার বড়াই বুড়ি (দী)
৩ শেল পরিঘাদি খাণ্ডা (ব) ৪ এথা হইতে ঝাঁট (ব)
৫ মারিলে বুড়ির অঙ্গে (ব)

CENTRAL LIBRARY

কোটালের সহিত যুদ্ধ

আইনু ভিক্ষার আশে নাহি দিলে ভিখ।
কিসের কারণে মোরে বল ধিকাধিক ॥
ব্রাহ্মণি লঙ্ঘন করি জাবিরে আল্লাই।
প্রথম রণেতে পড়িবে তোমরা [১]দুই ভাই ॥ ৪
ব্রাহ্মণিরে বল তবে জেন কুবচন।
অনুমানে বুঝি তোর নিকট মরণ ॥
আসি কুল কর্ম বুড়ি[২] পিতৃ শ্রাদ্ধ দিনে।
মাগীয়া লইস দান জেবা লাগে মনে ॥ ৮
দূর কর রাজবধ্য মনিস্যার কথা।
সাধুকে বাঁচাতে পারে কার দুটা মাথা ॥
মশান হইতে বুড়ি ঝাঁট চল দূর।
গৌরব করিব দূর ধরিয়া চিকুর ॥ ১২
কোপে পদ্মা বাজাইল [৩]নিশানের ঘাটা।[৩]
[৪]আইল দানব দুটা নামে রণ কাঁটা ॥[৪]
নেত কোটালের ঘাড়ে মারে [৫]ঘাড় কাতা।[৫]
করের প্রহারে তার ছিঁড়ে পেলে মাথা ॥ ১৬
জোঝেরে দেবির দানা কোটালের ঠাটে।
মার ২ শবদে গগন তল ফাটে ॥
হান ২ বলিয়া কোটাল ছাড়ে ডাক।
দুই দলে বীর পড়া বাজে রণ ঢাক ॥ ২০

---

১ পহিলা রণে পড়িবা কোটাল (ব)
২ যাসি কোটালের বাড়ি (দী) আসিহ কুলের কার্য্যে (ব)
৩ মসানের ঘাটা (দী)
নিশানের ঘণ্টা (ব)
৪ আইল দানা সাত ভাই নামে রণঝাঁটা। (দী)
আইল দানা দুই ভাই নামে রণঝণ্টা। (ব)
৫ সাত হাথা (ব)

CENTRAL LIBRARY

ঝাঁকে ২ তবকে পুরিয়া এড়ে গুলি।
রণ কাঁটা টাকরে[৬] মাথার ভাঙ্গে খুলি॥
শ্রীমন্তে ধরিতে গজ পিঠে যায় বীর।
অন্তরিক্ষে দানা তার ছিঁড়ে পেলে শির॥ ২৪
দানা ঘটা বীর ঘটা করে গালাগালি।
[৭]ভাঙ্গে দানা টাকরে[৭] ঘোড়ার মুখ নালি॥
দুই দলে কাটাকাটী বরিসয়ে বান।
জরতি ব্রাহ্মণি ডাক ছাড়ে হান হান॥ ২৮
কোপে পদ্মাবতি দিল দুন্দুভি নিষাণ।
অম্বিকা মঙ্গল কবি কঙ্কণে গান॥

যুদ্ধ বর্ণন

মালি ঝাঁপ

জরতি ব্রাহ্মণি বেশে
সুবেণি ভবানি।
ঘরদল পরদল বাজায় মাদল
কেহো কার নাহি শুনে বাণি॥ ৪
ভ্রূকুটী কুটীলা পিঙ্গল জটীলা
পরিহিত চীর[১] বসনা।
কড়মড়ি দন্তা সমর দুরন্তা
ভয়দা ভিষণবদনা॥ ৮
কৃত নর মালা পরিহিত জটীলা
অভিনব জলধর নাদা।
শত শত ডাকিনী [২]সঙ্গে চলে ব্রাহ্মণি[২]
ছাড়িয়া কুল মর্য্যাদা॥ ১২
লোহিত নয়না বিস্তার বদনা
আজানুলম্বিত জটা।

---

৬ রণ ঝাঁটা যুদ্ধ করে (ব) ৭ ভাঙ্গিয়া দানাটি করে (ব)
১ লোহিত (ব) ২ চলিলা যোগিনী (দী)

CENTRAL LIBRARY

রণভূমি কালি বিষম করালি
জলধর জিনিয়া ছটা ॥ ১৬
বেড়িয়া মশান পাইক দেই চাপান
ঘন বাজে সিঙ্গা কাড়া।
রণে মদ মাতয়ালা ধায় তাল বেতালা
খাত্যা ধায় মেলিয়া দাড়া ॥ ২০
খরতর দিষ্টে গজবর পিষ্টে
মাহুত মারিল কুন্ত।
[৩]পরিঘাত দণ্ডি[৩] ধরিয়া চণ্ডি
বাড়িয়া ভাঙ্গিল দন্ত ॥ ২৪
করিবর শুণ্ডা ধরিয়া চামুণ্ডা
ঘন দেই গগনে পাক।
গজের চাপানে পড়িল মশানে
[৪]পদাতিক লাখে লাখ ॥[৪] ২৮
বিন্ধাবিন্ধি জমধর পড়িল তরলকর
গদা হাতে পড়িল গদি।
ঢালি পাইক তবকি পড়িল ধনুকি
বেগে বহে রুধিরের নদি ॥ ৩২
সেতাই নেতাই কোটালের দুই ভাই
[৫]পাতিয়া মহিসা ঢালে।[৫]
আকাশে কুমুদা য়াছিল মামুদা
ধরিয়া পুরিল গালে[৬] ॥ ৩৬
পড়য়ে সেনাগণ কোটাল তেজে রন
চলিলা ভূপতির ঠাই।
ললিত সুছন্দ গাইল মোকুন্দ
কবিচন্দ্রের ভাই ॥ ৪০

---

৩ শতনর খণ্ডি (ব) ৪ পদাতিক ঝাঁকে ঝাক ॥ (দী)
৫ আগে পাড়ে মহিষা ঢাল (দী) ৬ গাল (দী)

রাজসমীপে কোটালের নিবেদন

অবধান কর রায় নিবেদি তোমার পায়
প্রাণ লয়্যা জাহ নৃপমনি।
তোমারে বলিয়ে দড় আহড়ে ২ লড়
জতক্ষণ না দেখে [১]ব্রাহ্মণি ॥ ৪
তোমার আদেশ পেয়্যা বৈদেশি কুমার লয়্যা
হানিবারে গেলাম মশানে।
নাহি জানি নাহি শুনি আসি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণি
সাধুরে লহিতে চাহে দাসে ॥ ৮
তুমি [২]বিশ্ব নরপতি[২] অলঙ্ঘ তোমার কতি[৩]
ব্রাহ্মণিকে নাহি দিনু দান।
হুহুঙ্কার ছাড়ি বুড়ি জোজনেক পথ যুড়ি
নিজ ঠাঠে বেড়িল মশান ॥ ১২
ব্রাহ্মণি দিলেক হানা পড়িল সকল সেনা
একটী নাহিক অবশেষ।
তোমারে বারতা দিতে পড়্যা ছিনু একভিতে
মড়াতে করিয়া পরবেশ ॥ ১৬
ধরণি ধরিয়া উঠে রণে জেন তারা ছোটে
এক গাছি নাহি কাঁচা কেশ।
শুনিতে না পায় কাণে নাহি দেখে বিলোকনে
অকস্মাত করিল প্রবেশ ॥ ২০
বৈদেশিক সদাগরে বসাইলাম হানিবারে
করিলেক বুড়ি প্রহরণ[৪]।

---

১ না দেখে যাবত (ব)
২ বিশ্ব নৃপমণি (দী) ৩ বাণী (দী, ব)
নৃপশিরোমণি (ব)
৪ বুড়ি বাঢ়াইলেক এ রণ (ব)
বারিলেক বুড়ি প্রহরণ (দী)

CENTRAL LIBRARY

অতিশয় জরা বুড়ি রণেতে প্রচণ্ড বড়ি
কে সহিতে পারে তার রণ ॥ ২৪
কাঁখে ঝুড়ি হাতে লড়ি আইল ব্রাহ্মণ বুড়ি
কোন নৃপতির হয়্যা চর।
হেন লয় মোর মনে কোন রাজা আল্য রণে
রক্ষিতে শ্রীমন্ত সদাগর ॥ ২৮
অপরূপ কথা শুনি শালবান নৃপমুনি
সাজ বলি দিলেন ঘোষণা।
চতুরঙ্গ দল সাজে সমর দুন্দুভি বাজে
শুনি পুরি ধায় সর্ব জনা ॥ ৩২
কোটালের কথা শুনি রোষ যুক্ত নৃপমণি
কোপে রাজা লোহিত লোচন।
ঘন পাক দেয় গোঁফে দশনে অধর চাপে
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

সিংহলরাজের সমরসজ্জা

কোটালের কথা শুনি কাঁপে সর্ব গা।
সাজ সাজ বলিয়া দামায় পড়ে ঘা ॥
চলিলেন যুবরাজ বাপের আরতি।
লেখাজোখা নাহি কত চলে সেনাপতি ॥ ৪
আস্তেবেস্তে দুলিয়া চৌদল করে কান্ধে।
ধরণি কম্পিত হইল বাজনার নাদে ॥
রায়বেণি গন্ধবেণি বাজে রুদ্রবিণা।
দগড় দগড়ি বাজান কত শত সেনা ॥ ৮
গজগলে ঘণ্টা বাজে শুনি ঠনঠনি।
কাসর করতাল বাজে বিপরিত ধ্বনি ॥
জয়ঢাক বিরঢাক দুন্দুভি বাজনা।
প্রলয় সময়ে জেন পড়োয়ে ঝঞ্জনা ॥ ১২

CENTRAL LIBRARY

হাথে দামা ঢাকঢোল তরল নিসান।
দামা দড়মসা বাদ্য বাজে সিন্ধু আন॥
বিষম তরলে[১] আগে আরোপীল কাটী।
[২]খোজা মিঞা সাজে জার হাত শেলজাটী॥[২] ১৬
যবনিয় অশ্ব পর যবন সওার।
ঘোর রূপে যবন বলয়ে মার মার॥
পর্বতিয়া অশ্ব সব সোনার বিন্দুকি।
কণ্ঠেতে কনক হার করে ঝিকিমিকি॥ ২০
ঢালি পাইক সাজে হাতে খাণ্ডা ঢাল।
ডানি বামে অস্ত্র সাজে বিক্রমে বিসাল॥
ধনুকি সাজিল করে ধরে ধনুশরে।
কোটীদেশে তরোয়ার অতি শোভা করে॥ ২৪
রায়বাঁশ্যা সাজে রায়বাস ধরে করে।
হাঁড়িয়া চামর বান্ধে তাহার উপরে॥
বিচিত্র পামরি গলে পারিজাত মালা।
বৈরি বেসে ধায় পাইক জানে যুদ্ধকলা॥ ২৮
সাজিল অর্জুন ভিম কোটাল দুর্বার।
ভিড়নে চলিল [৩]চঙ্গ চল্লিশ[৩] হাজার॥
রাজপুত্র যুবরাজ ঠাটে আগুআন।
শকটে তুলিয়া নিল বিচিত্র কামান॥ ৩২
লহ লহ করে কত হস্তিকের শুণ্ড।
পিপিড়ার গণ জেন পাইকের মুণ্ড॥
বরজেরা বোরজে নিছিয়া তোলে পান।
করি পৃষ্ঠে পুর্ণিত করিয়া নিল বান॥ ৩৬

---

১ তবক (দী)
২ বরুজ কামান হাথে শেল পাট জাঠি। (ব)
গুরুজে কামান এড়ে শেল পাটি পাটি। (দী)
৩ পাকি ব্যাল্লিশ (দী)

CENTRAL LIBRARY

নরসিংহ ভিম মল্ল ধায় রণ ঝাটা।[৪]
তিন ভাই তির বিন্ধে দিয়া চুনের ফোঁটা॥
পাইক প্রধান তিন ভাই আগুদল।
বান বিষ্টী করে জেন মেঘে বর্ষে জল॥ ৪০
পথে জাইতে বিভাগ করিয়া নিল ঠাঠ।
পাইক সেনাপতি তবে আগু নিল বাট॥
দক্ষিণ মশানে জেয়্যা দিলা দরশন।
মশান বেড়িয়া ধরে রাজ সেনাগণ॥ ৪৪
দেখিয়া ফাঁফর হইলা কুমার শ্রীয়পতি।
শ্রীকবিকঙ্কণে গান মোধুর ভারথি॥

শ্রীমন্তের করুণা

অভয়া

ঝাট চল [১]সিংহল ছাড়িয়া।[১]
তুমি গো অবলা জাতি আমি নহি রণে কৃতি
কেন প্রাণ [২]হারাবে হেথা [২]রয়া॥ ৪
সহজে অবলা সিদ্ধা[৩] তাহে তুমি অতি বৃদ্ধা[৪]
নাহি শুন না দেখ নয়ানে।
পদাতি সারথি রথি কত আল্য সেনাপতি
সমর করিতে তোমা সনে॥ ৮
কপালে সিন্দুর ফোঁটা আইসে মাতঙ্গ ঘটা
জেন সিন্দুরিয়া কাদম্বিনি।
গজগলে বান্ধে ঘণ্টা শুনি লাগে উতকণ্ঠা
কেমনে রহিবে একাকিনি॥ ১২

---

৪ রণসিংহ রণভীম ধায় রণঝাটা। (ব)
১ ছাড়িয়া সিংহল (দী) ২ হারাবে বিফল (দী) ৩ জাতি (দী)
৪ বৃদ্ধ অতি (দী)

CENTRAL LIBRARY

দেখিতে লাগয়ে ধান্ধা তুরগে তবক বান্ধা
আসোওার কবচে মণ্ডিত।
চোঙরা ভমরা[৫] সাথে কামান কৃপাণ হাথে
আস্তে কত সমরে পণ্ডিত॥ ১৬
মাথাতে সুরঙ্গ ডালি তবকি ধনুকি ঢালি
পাকি আস্তে কাহনে কাহনে।
পরাণে করিয়া পোন আইসে করিতে রণ
সাহস করহ অকারণে॥ ২০
গজ পীঠে নরপতি মাথাতে ধবল ছাতি
চারিদিগে ভুঞার পয়াণ।
কত শত বাজে দামা তাহার নাহিক সিমা
ঝাট চল ছাড়িয়া মশান॥ ২৪
আচ্ছাদিয়া মহিতল তুরঙ্গ মাতঙ্গ বল
রণমুখে করিল পয়াণ।
চৌদিগে বেড়িল রথ পালাইতে নাহি পথ
নাহি দেখি জিবন সন্ধান॥ ২৮
চারিদিগে আগুদলে পড়ে বজ্রসার শিলে
ধূমে আচ্ছাদিলা দিনমণি।
মেঘের গর্জ্জন জিনি শুনি কামানের ধ্বনি
কম্পবান হইছে মেদনি॥ ৩২
শ্রীমন্তের শুনি কথা বলিল শিখর সুতা
দূর কর মনের বিসাদ।
[৬]এখনি করিব জয় করিব সেনার ক্ষয়[৬]
অকারণে গণ পরমাদ॥ ৩৬
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয় নন্দন।

---

৫ কোঙর ভাঙর (ব)

৬ আইসে রাজা শালবান্ তোরে দিতে কন্যা দান (ব)

CENTRAL LIBRARY

তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ ৪০

চণ্ডীর অভয় দান

কেন চিন্তা কর শ্রীয়পতি।
মারিব সকল সেনা না রাখিব একজনা
জত আস্থা রাজার সংহতি ॥ ৩
অকারণে মনে করি ভয়।
আমি জদি ক্রোধ করি ত্রাসে কাঁপে নরহরি
ত্রিবিরে কাঁপয়ে হরি হয় ॥ ৬
কোন ছার সিংহল নৃপতি।
মহিমা রাক্ষসি জন্ত হরিল সভার দন্ত
রক্ত বীজ আদি জজ্ঞপতি ॥ ৯
... ...কৈল ক্ষয়।
মহা ঘোরতর রণে তাহারে বধিয়া বাণে
ঘুচাইল দেবতার ভয় ॥ ১২
মোর রণ কোন জন সয়।
কুরু পাণ্ডবের রণে থাকি অর্জুনের তূণে
করিনু কৌরব কুল ক্ষয় ॥ ১৫
কংস ভয়ে কৃষ্ণে কৈল স্থির।
রামরাবণের যুদ্ধে থাকিয়া তাহার মধ্যে
রণে জই কৈলু রঘুবির ॥ ১৮
ভয়ে ব্রহ্মা করিল রক্ষণ।
কর্ণ মুনি উপণিত দুই দৈত্য বিপরিত
আমি তার নিধন কারণ। ২১
সঙ্কটে রাখিনু দেবগণে।
দেবতা অসুর নর জক্ষরক্ষ বিদ্যাধর
কেহো স্থির নহে মোর রণে ॥ ২৪

CENTRAL LIBRARY

কি করিতে পারয়ে মানুসে।
বসিয়া দেখহ তুমি সকলি সংহারি আমি
এক জন না রাখিব শেষে ॥ ২৭
দানাগণে জদি আজ্ঞা করি।
থাকুক যুদ্ধের কাজ আসিয়া সমর মাঝ
সব সেনা খায় ধরি ধরি ॥ ৩০
জদি বলি জোগীনি সকলে।
ধরিয়া বাছের বাছ বকে জেন গীলে মাছ
তেন মতে রাজসেনা গীলে ॥ ৩৩
জদি কহি কেশরি বাহনে।
রথ রথি গজ বল নৃপতির জত দল
নিমিষে সংহারে সর্বজনে ॥ ৩৬
শুনি হরসিত সদাগর।
জত ছিল মনে ভয় সকলি করিল ক্ষয়
গাইল মোকুন্দ কবিবর ॥ ৩৯

দানাগণের মহলা

বচন বলিতে হোথা হইল বিলম্ব।
রাজসেনা বেগে ধায় করি মহাদম্ভ ॥
চণ্ডিকারে প্রণাম [১]করিয়া দানা চেলা।[১]
পদ্মার নিকটে [২]করে আপস মহলা[২] ॥ ৪
প্রথমে মহলা করে নামে ধুলা মড়া।
পৌটি চেল্যার অন্ন জার এক জড়া ॥
মহলা করয়ে দানা নামে তালজঙ্ঘ।
অবিরত রণ করে নাহি দেয় ভঙ্গ ॥ ৮

---

১ করিয়া অষ্ট দানা (দী)
করয়ে আট দানা (ব)
২ বলে কারে দিব হানা (দী)

CENTRAL LIBRARY

মহলা করয়ে দানা নামে বির ঘাটু।
সমুদ্রের মধ্যে জার জল এক আঁটু॥
মহলা করয়ে দানা আউট বেতাল।
দন্তগুলা মেলে জেন পাটুয়া কোদাল॥ ১২
মহলা করয়ে দানা নামে আচাভুয়া।
নরমুণ্ড চিবায় জেমন সরস গুয়া॥
মহলা করয়ে দানা নামে বাছামুণ্ডা[৩]।
হাই তুলিবার কালে মুখে উঠে ঠুধুণ্ডা॥ ১৬
মহলা করয়ে দানা নামে সিংহ জোড়া।
উপবাসি আছে খেয়্যা [৪]দশ মসি[৪] পোড়া॥
দানাগণ বলে মাতা কি কাজ করিব।
সমুদ্র মথিব কিম্বা সুমেরু ভাঙ্গীব॥ ২০
হাসিয়া অভয়া দানাগণে কৈল মান।
সমর করিতে সভাকারে দিলা পান॥

দানাগণের যুদ্ধ

আসিয়া রাজার সেনা বেড়িল মশান।
আগে পীছে সিঙ্গা কাড়া টমক নিশান॥
[১]কাছে কাছে দেখা হইলে কাণে কাণে কথা।[১]
[২]আগুইল ঢালি ঢালে আরোপিয়া মাথা॥[২] ৪
তবকি ছাড়য়ে গুলি [৩]বিষম ... [৩]।
বৈশাখে যেমন মেঘের বরিসয়ে শিল॥

---

৩ রণমুণ্ডা (দী) রাথমুণ্ডা (ব) ৪ সাত মহিষ (ব)
১ পাইকে পাইকে দেখা কাণ্ডে কাণ্ডে কথা। (ব)
২ আগে মৈল ফরিকাল ঢালে দিয়া মাথা। (ব)
আগু হৈল ফরিকাল ঢালে দিয়া মাথা। (দী)
৩ অতি ধীর ধীর (ব)

CENTRAL LIBRARY

জোগীনি সমর না সহে রাজসেনা।
আগুপাছু পথ আগলিয়া রহে দানা ॥ ৮
খাণ্ডা খাণ্ডি পাইক যুঝে কেহো ঢাল মাথে।
ঠেলাঠেলি করি কেহো জায় জম পথে ॥
*মশানে বুলয়ে দানা অতি বড় দিন।
পথুর গাবাইলে জেন জুড়াইল মিন ॥* ১২
জিয়ন্ত মানুস ধরি গীলে বাছে বাছ।
কোঁচ নালি বগে জেন বসি গীলে মাছ ॥
পশ্চাতে আইল সাজি রাজা শালবান।
হেমময় দণ্ড ছাতা চামর নিশাণ ॥ ১৬
আজ্ঞা দিলা দানাগনে হাসিয়া অভয়া।
পঞ্চপাত্রে রাখ্য মহিপালে কর দয়া ॥
আমার ব্রতের হেতু রাজা শালবান।
জতনে রাখিহ সবে উহার পরাণ ॥ ২০
ধায় দানাগণ রণে দেখি জেন কাল।
নৃপতি সহিত যুদ্ধ বাজিল বিশাল ॥
দানাগণ বলে মাতা করি নিবেদন।
সুখে নরমাংস আজি করিব ভোজন ॥ ২৪
সত্যযুগে পরশুরাম জবে কৈল্য রণ।
মাংস খেয়্যা উদর পুরিল তিন কোণ ॥
দেবাসুরে রন জবে হৈল ত্রেতাযুগে।
মাংস খেয়্যা উদর পুরিল অর্ধ ভাগে ॥ ২৮
দ্বাপরে জখন কুরুপাণ্ডবের রণ।
মাংস খেয়্যা উদর পুরিল এক কোণ ॥
উপবাসি আছি গো কলির কটা দিন।
না পাইয়া রণ দেবি হইয়াছি বিহিন ॥ ৩২

---

৪ মশানে ফিরয়ে দানা অঙ্গের বিহীন।
পুষ্করিণী শুখাল্যে যেন এড়াইল মীন ॥ (ব)
মশানে ফিরয়ে দানা অতি পরবিণ।
পুথুর গাবানে যেন মুড়াইল মীন ॥ (দী)

BENGALI MANUSCRIPTS LIBRARY UNIVERSITY OF CALCUTTA.

CENTRAL LIBRARY

হাসিয়া অভয়া কৈল সভাকার মান।
সমর করিতে দানাগণে দিলা পান ॥
রুসিয়া সম্ভায় রাজা যোগিনীর রণে।
ভুজঙ্গ পড়য়ে জেন গরুড় বদনে ॥ ৩৬
কোলিকালের রণ নাহি পেয়্যাছিল দানা।
উলটী পালটী দেয় রণ তলে হানা ॥
জারে পায় তারে ধরি বধয়ে পরাণে।
নৃপতির বৃদ্ধ বাপ পড়িল মশানে ॥ ৪০
চৌসট্টী জোগীনি ঘন দেয় করতালি।
হরসিতে মশানে নাচয়ে ভদ্রকালি ॥

রাজসেনার রণে ভঙ্গ

সমর দেখিয়া দানা কোপে ধায় রাজসেনা
নানা অস্ত্র করে বরিসন।
মৃদঙ্গ দুন্দুভি কাল শঙ্খ বাজে করতাল
গর্জে জেন প্রলয়ের ঘন ॥ ৪
আগে ধায় দন্তি বল ঘন সারে মদজল
পায়ে শোভে সোনার নেপুর।
কোনজন সিঙ্গা বায় রাঙ্গা ধুলা মাথে গায়
রণ সিংহা পাকের ঠাকুর ॥ ৮
ধাপড়্যা পাথর বাড় জোড়ে খর শুচে আড়
বাঁশে বান্ধে হাঁড়িয়া চামর।
বাহুমলে বান্ধে দানা রণ মাঝে দেই হানা
খেদা পাইক রণে অকাতর ॥ ১২
কাড়াকাড়ি হানাহানি তবকি বিষম ধ্বনি
বাজে নানা সমর বাজন।
পড়ে কত নাহি অন্ত শুনিতে বহয়ে মোন্ত
রণে ভঙ্গ দিলা সেনাগণ ॥ ১৬

আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করিবে হরিসে।
ষোল উপচারে দিবে ছাগল মহিষে ॥[১২]
তত ধন দিব প্রভু জত কর দান।
সিংহলের সবলোক [১৩]সাধিবেক মান[১৩] ॥ ৩৬
বুঝাব রাজায় আমি বুঝাব রাজায়।
আনাইব তোমার জননি সৎমায় ॥
বরিসা টুটীয়া আস্যা কার্তিকের মাস।
হিমার প্রকাস হয় দিবসে দিবস ॥ ৪০
তুলি পাড়ি পাছড়ি করিব নিয়োজিত।
অর্ধ রাজ্য দিব বাপে করিয়া ঈঙ্গীত ॥
পূর্ণ কার্তিক মাস, পূর্ণ কার্তিক মাস।
দান দিয়ে পূজিবে দিজের অভিলাস ॥ ৪৪
মাস মধ্যে মাইসর আপনে ভগবান।
হাটে মাঠে গৃহে গোঠে সভা কার ধান ॥
সকল নৌতন হবে[১৪] অগ্রাহণ মাসে।
দিবসে ২ হবে হিমের প্রকাশে ॥[১৫] ৪৮
রাজারে কহিয়া দিব শতেক খামার।
ধান্য চাল্য দশ দিগে পুরিবে হামার ॥
পৌষে গোঙাবে প্রভু অনেক প্রকারে।
মৎস্য মাংস ঘৃত মধু নানা উপহারে ॥ ৫২
তুলি পাড়ি দিম প্রভু তাম্বুল ভক্ষণে।
পরিবারে জোগাইব পাটের বসনে ॥

---

১২ ইহার পর অতিরিক্ত
নানা বেশ করিব সকল সহচরী।
নাট্যগীতি গোঙাইব দিবা বিভাবরী ॥ (ব)

১৩ করিবে সম্মান (ব)

১৪ শস্য (ব)

১৫ অতিরিক্ত পাঠান্তর
ধন্য অগ্রহায়ণ মাস ধন্য অগ্রহায়ণ মাস।
বিফল জনম তার নাহি যার চাষ ॥ (ব)

CENTRAL LIBRARY

সুখে গোঙায়িব হিম সুখে গোঙাইব হিম।
উজবনি নগর বাসিবে যেন নিম॥ ৫৬
মাঘমাসে প্রভাতে করিবে স্নান দান।
সুপাঠক আনি দিব শুনিবে পুরাণ॥
[১৬]মিষ্ট পিষ্ট পায়স জোগাব প্রতি দিন।
আনন্দে করিবে প্রভু মাঘ নিবারণ॥[১৬] ৬০
[১৭]মাঘ মাসে মন্দিরে থাকিবে কুতূহলে।
শিতল জোগাব প্রভু বিহান বিকালে॥[১৭]
ফালগুনে ফুটিবে ফুল মোর উপবনে।
তথি দোল মঞ্চে প্রভু করিব গঠনে॥ ৬৪
হরিদ্রা কুমকুম ফাগু করি সুবাসিত।
ফাগু দোল আনন্দে করিব নিতি নিত॥
সখিগণ মেলি সবে সুখে গাব গীত।
[১৮]আনন্দে শুনিবে প্রভু কৃষ্ণের চরিত॥[১৮] ৬৮
মধুমাসে মারুত মলয়া মন্দ মন্দ।
মালতিয়ে মধুকর পিয়ে মোকরন্দ॥
মাধবি মল্লিকা নাথ বিছাব সয়োনে।
মধুমাসে মোদিত গোঙাব মধুপানে॥ ৭২

---

১৬ মিষ্ট পিষ্ট যোগাইব দিবসে দিবসে।
আনন্দে গোঙাইব নাথ মাঘ নিরামিষে (দী)

১৭ পাঠান্তর
কিছু না ভাবিহ মনে কিছু না ভাবিহ মনে।
নানাবিধ দান নাথ দিবেক ব্রাহ্মণে॥
নাথ শুন নিবেদন নাথ শুন নিবেদনে।
যতেক বিবিধ সুখ পাইবে ফাল্গুনে॥ (ব)

১৮ সানন্দ হইয়া গাব কৃষ্ণের চরিত॥ (ব)
ইহার পর অতিরিক্ত
শুন প্রাণনাথ হের শুন প্রাণনাথ।
গোঙাবে তরুণ শীত তরুণীর সাথ॥ (ব)

মোহন মোধুমাসে হে মোহন মধুমাসে।
মোহন মন্দিরে থাক মদন আলসে ॥
সুশিলার বচন[১৯] শুনিয়া সদাগর।
হেঁটমুখে শ্রীয়পতি দিলেন উত্তর ॥ ৭৬
সর্ব উপভোগ মোর মায়ের সেবন।
মায়ের পায়ের ধূলি সুগন্ধি চন্দন ॥

শ্রীমন্তকে বিদায়দানে সিংহলরাজের আপত্তি

না লাগিল সুশিলার মোহন প্রবন্ধ।
স্বামির [১]গমনে মনে[১] বড় লাগে ধন্দ ॥[২]
মাথার বসন খসে গায়ের অলঙ্কার।
লোচনে বহয়ে নির কালিন্দীর ধার ॥ ৪
পতির গমনে বামা পরম আকুল।
মায়ে বার্তা দিতে জায় আউদড় চুল ॥
গদ ২ ভাসে বলে স্বামির গমন।
শুনি পাটরাণি হৈলা বিরস বদন ॥ ৮
জামাতা রাখিতে মনে উপায় চিন্তিয়া।
সেয়ান কুটিলা নামে[৩] আনে ডাক দিয়া ॥
আমার বচনে তুমি কহ গিয়া তথা।
সিংহল ছাড়িয়া যেন না যায় জামাতা ॥ ১২

---

১৯ বিনয় (ব)

১ বচন শুনি (ব)

২ ইহার পর অতিরিক্ত

অতি খেদে সদাগর নাহি পরে ভুষা।
সিংহল হতে সদাগর যাত্রা করে উষা। (ব)

৩ শিয়ান দেখিয়া দাসী (ব), সেয়ান চাঁটি নামে দাসী (দী)

CENTRAL LIBRARY

[৪]প্রসাদ করিয়া তার হাতে দিলা পান।
নিযুক্ত করিল দাসি জামাতার স্থান ॥[৪]
করে শিলা সুগন্ধি আমলা তৈল বাটী।
সাধুর নিকটে [৫]গেলা পাটরাণি চেড়ি[৫] ॥ ১৬
শ্রীমন্তে কহেন কিছু করিয়া বিনয়।[৬]
ঘরে হৈতে বাহিরে নহিবে দিন নয় ॥
রাজার জামাতা শুন রাজার জামাতা।
পরিচয় করি সুশীলার উপমাতা ॥[৭] ২০
জাত্রা করিয়াছি আমি যাইতে উজানি।
বাহির হৈতে কিবা দোষ কহিলে সে জানি ॥
কহিলে সে রহিব না জাইব হেলায়।
সাসুড়ির ঠাঁই মোর করহ বিদায় ॥[৮] ২৪
শালিবাহনের কুলে আছে পরম্পরা।
বিভা করি নয় দিন নাহি দেখে খরা ॥
না করিবে নয়দিন ভানু দরশন।
[৯]জতনে রাখিবে পাটরাণির বচন ॥[৯] ২৮
আমার বচন রাখ বসি থাক ঘরে।
যুবরাজ আসি পাছে অপমান করে ॥

---

৪ দাসী যায় লঘুগতি দাসী যায় লঘুগতি।
যেখানে বসিয়া আছে জামাতা শ্রীপতি। (দী

৫ যেয়ে কহে পরিপাটী (ব)
গেলা নাম সেয়ান ঢাঁটী (দী)

৬ শুন সবিনয় সাধু শুন সবিনয়। (ব)

৭ পরিচয় দিয়ে সুশীলার উপমাতা। (দী)

৮ আর কি বিলম্ব সত্বর চড়ি গিয়া নায় (দী)

ইহার পর

আমি যাব নিজ ধাম আমি যাব নিজ ধাম।
শাশুড়ির ঠাঞি ঝাট জানাহ প্রণাম। (ব)

৯ শাশুড়ী তোমার তরে করে নিবেদন। (ব)

CENTRAL LIBRARY

পরম্পর আছে মোর এমন নিয়ম।
ভানু দরশন বিনে না করি ভোজন ॥ ৩২
আছয়ে তোমার যদি ভানু দরশন।
সাম্বুড়ি তোমার কিছু করি নিবেদন ॥
সালবাহনের কুলে আছয়ে[১০] বিচার।
বিভা হইলে বৎসরেক[১১] না হবে নদী পার ॥ ৩৬
উজানি গমনে সাধু জদি হবে ত্বরা।
বৎসরেক বই পার হইবে মগরা ॥[১২]
পিতাপুত্রে রহিলাম সিংহল নগরে।
মাতা সতা দুয়া বিনে কোহো নাহি ঘরে ॥ ৪০
জননি স্মরণে চিত হৈল উচাটন।
নিষেধ না কর জাব নিজ নিকেতন ॥

---

১০ পরম্পরা আছে মোর কুলের (দী)

১১ নয় মাস (ব) এক মাস (দী)

১২ ইহার পর পরিবর্তিত অংশ

মণিমুক্তা প্রবাল দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ।
চামর চন্দন হীরা মাণিকের রঙ্ক ॥
পিতাপুত্রে নরপতি পাঠাল্য সিংহল।
বিলম্ব দেখিয়া যদি রাজা করে খল ॥
কি করিবে নিয়মে কি করিবে নিয়মে।
গুণে কল্পতরু রাজা দোষে হয় যমে ॥
অনুমতি দেহ যদি এই অনুরোধ।
বিক্রমকেশরী রায় না করিবে ক্রোধ ॥
রাজা বলে বিলম্ব করাবে একমাস।
বিলম্ব দেখিয়া রাজা করে সর্ব্বনাশ ॥
নৃপতি পাঠাল্য শঙ্খ আনিতে চন্দন।
হইল বিষম সঙ্গ সঙ্কট জীবন ॥
আছে দৈবের প্রহার আছে দৈবের প্রহার।
সিংহলে আসিয়া দুঃখ পাইলে অপার ॥

CENTRAL LIBRARY

দাসী বলে অবধানে শুনহ জামতা।
এক কথা কহিলে বলহ দশ কথা ॥ ৪৪
অল্প বয়সে জামাই হৈলে বড় টেটা।
[১৩]কথার প্রসঙ্গে মোরে কত[১৩] দেহ খোঁটা ॥
এবে জানিলাম নিশ্চয় ২।
জামাতা ভাগিনা জন আপনার নয় ॥ ৪৮
সাধু বলে সত্য বটে মিথ্যা কিছু নহে।
নিজ বাযে আপনার কেহো কোথা কহে ॥
বচনের প্রসঙ্গে আমরা বটি ঢেটা।
সিংহলে সজ্জন নাহি সবগুলা শেঠা ॥ ৫২
[১৪]নিজ নাহি দোষ জান পরে বল চাট।
ধন বিতী লইয়া দিবসে জোড় কাট ॥
অধর্মি রাজার আছে এমন বিচার।
মিছা দোষে আমারে করিলে জে প্রহার ॥[১৪] ৬৬
জামাতা সহিত কথা আসি জত[১৫] ভণে।
কপাটের আড়ে থাকি পাটরাণি শুনে ॥

শ্রীমন্তসহ শালবাহনের কথোপকথন

না লাগীল পাটরাণির মোহন প্রবন্ধ।
জামাতার গমনে লাগীল বড় ধন্ধ ॥

বেটা রাজ্য দিব বাপা দ্বিগুণ প্রমাণ।
প্রাণসম সুশীলা তোমারে দিলুঁ দান ॥ (ব)

১৩ শ্বশুরের কথা ছলে পাছে (ব)

১৪ পাঠান্তর

শুন ওগো পাটরাণী শুন ওগো পাটরাণী।
তবে প্রাণ পাই যবে যাই উজাবনী ॥ (ব)

১৫ জামাতা সহিত সাধু যত কিছু (ব)

CENTRAL LIBRARY

সত্বরে কহিলা রাণি রাজ সন্নিধান।
[১]ত্বরিতে আসিয়া রাজা জামাতা বুঝান॥[১] ৪
[২]রাজা বলে শুন বাপা মোর[২] অভিলাষ।
বিলম্ব না কর জদি থাক দুই মাস॥[৩]
জননি স্মরণে চিত্ত হইল উচাটন।
নিসেধ না কর জাব নিজ নিকেতন॥ ৮
জাহারে স্থপিল রাজ্য সিংহল নগর।
ইহা ছাড়ি কোন স্থখে জাত্যা চাহ ঘর॥
সাধু বলে নই আমি ধনের কাতর।
আমার ভাণ্ডারে আছে পরশ পাথর॥ ১২
জাহার ভাণ্ডারে আছে পরেশ পাথর।
সে ত কেনে আস্তে রাজ্য সিংহল নগর॥
রাজার ভাণ্ডারে নাহি শঙ্খ চন্দন।
তার তরে আইলাম দক্ষিণ পাটন॥ ১৬
সস্থর জামাতা জত হয়ে বাক্য ছলা।
আহড়ে থাকিয়া তাহা শুনিল স্থশিলা॥
স্থশিলা বলেন বাপা কত দেহ ছোটা।
তোমার জতেক কথা মোরে হবে খোঁটা॥ ২০

---

১ নানামত করি রাণী রাজাকে বুঝান (ব)
ইহার পর
জামাতার গমন শুনি নৃপ শালবান।
সত্বরে আসিয়া রাজা জামাতা বুঝান॥
... ...
নরপতি তোমারে দেখিবে প্রাণপারা।
বিলম্ব হইলে বাপা পুরে দিব ভরা॥ (ব)

২ বৃদ্ধ শ্বশুরের বাপা পুর (ব)

৩ ইহার পর—
এতেক বচন যদি বলিলা নৃপতি।
শ্রিয়পতি বলে কিছু করিয়া প্রণতি॥ (ব)

CENTRAL LIBRARY

দুহিতা বচনে লজ্জিত নরপতি।
শ্রীমন্তের হাতে ধরি করিলা বিনতি ॥
বুঝিলাম সর্বথা সাধু না রহিব হেথা।
সমাধান করে রাজা রাখিবার কথা ॥ ২৪
অঙ্গদ বলয়া হার দিলা নানাধন।
পুরস্কার কৈল রাজা সাধুর সদন ॥
সভা সঙ্গে নরপতি[৪] করিয়া বিচার।
ধনপতি দত্তে আনি করে পুরস্কার ॥ ২৮
[৫]সবিনয় বলেন রাজা করিয়া বিনতি।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মোধুর ভারথি ॥[৫]

ধনপতির সমীপে শালিবানের স্তুতি

কান্দে রাজা শালিবান শোকে হয়্যা অচেতন[১]
বেহাইর ধরিয়া চরণো।
[২]যুড়িয়া উভয় পাণি বলে সবিনয়ে বাণি
সুশিলা করিয়া সমর্পণ ॥[২] ৪
[৩]নানা ধন হৈল [৩] নষ্ট সহিলে অনেক কষ্ট
তৈল বিনে কেশ হৈল জটা।

---

৪ পাত্র মিত্র সঙ্গে রাজা (ব)

৫ ইহার পর অতিরিক্ত এবং পরিবর্তিত
রথ তুরঙ্গম গজ দেই বর দোলা।
চন্দন চৌখুরী দিল ঝারি কণ্ঠমালা ॥
ধনপতি দত্তে কিছু নিবেদিল রায়।
অভয়ামঙ্গল কবিকঙ্কণ গায় ॥ (ব)

১ অগেয়ান (ব)

২ বেহাই হইবে তুমি কেমতে জানিব আমি
করিলাম এত বিড়ম্বন ॥ (ব)

৩ সর্ব্বধন হৈল (ব) সকল করিয়া (দী)

CENTRAL LIBRARY

দুঃখ পাইলে বহু কাল মরমে[৪] রহিলা শাল
সুশিলা ঝিয়ের হৈল খোঁটা ॥ ৮
করিলাম নিরানন্দি দ্বাদশ বৎসর বন্দি
ইবে শুনি রিদয়ে বিষাদ ।
[৫]বেহাই হইবে তুমি কেমনে জানিব আমি
না করিতাম এত পরমাদ ॥[৫] ১২
তুমি বন্দি উপবাসি আমি ভোগ অভিলাষি
কেবল করিনু বিষপান ।
তুমি শিব পরায়ণ [৬]আমি কুত পাপী জন[৬]
না করিহ মোরে অভিমান ॥ ১৬
[৭]লুটী গেল জতধন লেহ তার শতগুণ
নিজ পত্রে করিয়া প্রমাণে ।
লিখন আছিল ভালে দুঃখ কইলে বন্দিশালে
তাহা কিছু না ভাবিহ মনে ॥ ২০
রাজার শুনিয়া কথা ধনপতি তেজে ব্যথা
সবিনয়ে বলেন বচন ।

---

৪ হৃদয়ে (ব)

৫ জুড়িয়া উভয় পাণি বলেন বিনয় বাণী
করিলু বড়ই পরমাদ ॥ (ব)

৬ অশেষ তোমার গুণ (ব)
আমি অন্ধ পশুজন (দী)

৭ পাঠান্তর
হও তুমি নিরাতঙ্ক চামর চন্দন শঙ্খ
যত ইচ্ছা ভরা দেহ নায় ।
লিখন আছিল ভালে পাইলে দুঃখ বন্দিশালে
না কহিও রাজার সভায় ॥
লুঠ গেল যত ধন লহ তার সাত গুণ
নিজ ধন করিয়া প্রমাণ ।
রাজার শুনিয়া কথা ধনপতি তাজে ব্যথা
শ্রীকবিকঙ্কণ রসগান ॥ (ব)

CENTRAL LIBRARY

উমাপদ হিত চিত রচেন নৌতন গীত
চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥[৭] ২৪

শালিবানের প্রতি ধনপতির উক্তি

রাজারে করিয়া নতি বলে বেন্যা[১] ধনপতি
তোমার নাহিক অপবাদ।
বশ নহে নিজ লোক [২]এই হেতু[২] পাল্য শোক
কারাগারে হৈল অবসাদ ॥ ৪
দ্বাদশ বৎসর হৈতে পূজা করি একচিত্তে
বংশে বংশে মৃত্তীকা শঙ্কর।
দারুণ আমার জায়া নিত্য পূজে মহামায়া
বামপথি হৈয়া স্বতন্তর ॥ ৮
সুরধনি জলগর্ভা [৩]উপরে দিঘল[৩] দুর্ব্বা
হেমঝারি করি আরাধন[৪]।
[৫] ... রবিসুত বারে পূজে নানা উপচারে[৫]
ছাগ মেষ দিয়া বলিদান ॥ ১২
জদি মোর জায় প্রাণ মহাদেব বিনে আন
[৬]দেবতার না করি সেবন।[৬]
হয়্যা মোর অর্ধ অঙ্গ করে নিজ[৭] ব্রতভঙ্গ
জায়া হৈয়া হৈল অভাজন ॥ ১৬
সেই মেয়্যা দেবতা দিলেক অনেক[৮] ব্যথা
ডুবাইল মোর ছয় নায়।

---

১ সাধু (ব) ২ তে কারণে (ব)
৩ অষ্টতণ্ডুল (ব) ৪ আবাহন (ব)
৫ শনি মঙ্গলবারে পূজে ষোল উপচারে (ব)
৬ অন্যদেব না করি পূজন (ব) ৭ মোর (ব)
৮ আমারে (ব)

CENTRAL LIBRARY

দেখাইল হয়্যা অরি কোমলে কামিনি করি
হারিলাম তোমার সভায় ॥ ২০
[৯]সাধুর শুনিয়া কথা নরপতি আনন্দিতা
প্রেম রসে কৈল আলিঙ্গন।
উমাপদ হিত চিত রচিল নৌতন গীত
চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥[৯] ২৪

বরকন্যার বিদায়

.....[১]

[২]রাম রাম স্মঁউরনে পোহাল্য রজনি।
প্রভাতে উঠিল শুনি কোকিলের ধ্বনি ॥
নিত্য নিয়মিত কর্ম করি সমাপনে।[২]
হইল সাধুর ত্বরা উজানি গমনে ॥ ৪

---

৯ পাঠান্তর

শুনিয়া সাধুর বাণী কহে নৃপ চূড়ামণি
শ্রবণে আরোপি দুই হাথ।
শুন সাধু মূঢ়মতি না পূজিলে ভগবতী
অসন্তোষ হন বিশ্বনাথ ॥
ভেদ সাধু কর জনু শিব শক্তি এক তনু
ভাবিলে যমের নাহি দায়।
হরিহর প্রজাপতি পূজে নিত্য হৈমবতী
সুরমুনি যাহারে ধেয়ায় ॥
সংসার সাগর পার করিতে নাহিক আর
বিনা দুর্গা পতিতপাবনী।
আমার শপথ তোরে যদি আর কহ কারে
ধীর হয়ে অজ্ঞানের বাণী ॥ (ব)

১ মজিল আমার মন ভ্রমরা
কালীপদ-নীলকমলে ॥ ধুয়া ॥ (ব)

২ এই তিন ছত্রের পরিবর্তে
পুরস্কার কৈল রাজা দিয়া নানা ধনে ॥ (ব)

CENTRAL LIBRARY

[৩]মাথাতে মোকুট দিয়া বসিলা দম্পতি।
কৌতুকে জৌতুক দেয় সকল যুবতি॥
কেহো নেত কেহো সেত দেন পাটশাড়ি।
কুমকুম চন্দন কেহো[৪] বাটা ভরি কড়ি॥ ৮
আনন্দে জৌতুক দেয় যত বন্ধুজন।
[৫]কনক রতন হিরা বসন ভূষণ॥[৫]
নানাধনে জামাতারে কৈল পুরস্কার।
দিলেন দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ দশভার॥ ১২
[৬]চন্দন কস্তুরি দিলা ঝারি খুরি থালা।
নিজ হাতে রাজা দিল মুকুতার মালা॥
চামর চন্দন শঙ্খ দিলা গুরুতর।
নানাধনে ভূষিত করিলা সদাগর॥ ১৬
প্রণাম করিয়া সাধু চাপিলেন নায়।
পিতামাতা ঠাঁই শিলা মাগেন বিদায়[৬]॥ ১৮

---

৩ মৃদঙ্গ মঙ্গল পড়া বাজে জোড়া শঙ্খ।
থমক ঠমক শিঙ্গা বাজে জগঝম্প॥
বরগোঁ তেহাই আর বাজে বীরকালি।
দোসরী মহুরী বাজে কংস করতালি॥ (ব)

৪ দূর্ব্বা (ব)

৫ রজত কাঞ্চন হার নানা আভরণ॥ (ব)

৬ পাঠান্তর

বিদায় হৈয়া বরকন্যা চাপে দোলা।
পঞ্চরত্ন হাতে দিল রাজার মহিলা॥
হাঁসা ঘোড়া খাসি জোড়া সোনালিয়া জিন।
রাজহংস পারাবত খাসি জোড়া তিন॥
দশ সহচরী দিল সুশীলার সাথে।
নানাধন যৌতুক দিলেন নরনাথে॥
শয়ন ভোজন পান নির্ণয় করিয়া।
দিলেন কনকপাত্র ভাণ্ডারী আনিয়া॥
দ্বিগুণ করিয়া ডিঙ্গা দিলেন ভূপতি।
করে কুশ স্বস্তি বলি নিলেন শ্রীপতি॥

সুশীলার গমনে রাণীর রোদন

॥ করুণা রাগ ॥

সুশীলা করিয়া কোলে ভাসিয়া[১] লোচন জলে
পাটরাণি কান্দে উভরায়।
ইন্দ্রানি সমান ধন্যা আমার সুশীলা[২] কন্যা
কেবা তোমা কোথা নিয়া যায় ॥ ৪
তোমার বিহনে মোর এ ঘর হইল ঘোর
বিষাদে[৩] বিদরে মোর বুক।
পুসিয়া পালিয়া বালা কারে সাজি দিলু ডালা
আর না দেখিব চান্দমুখ ॥ ৮
আন্ধার ঘরের [৪]বাতি মোর বাছা শিলাবতী
দুর্ল্লভ হইল[৪] দরশন।
আমার দুরিত কর্ম একদেহে ভিন্ন জন্ম
বিধাতার দারুণ লিখন। ১২
ক্ষিতি তলে ঢালি গা কপালে মারিয়ে ঘা
নাহি রাণি কেশ বাস বান্ধে।
রাণীর কান্দন শুনি যত পুর নিতম্বিনী
ধরণী লোটায়্যা সভে কান্দে ॥ ১৬
উপদেশ দেয় লোক নিবারে রাণির শোক
শুভক্ষণে সুশিলা চাপে নায়।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমোকুন্দ
হৈমবতি জাহারে সহায় ॥ ২০

শিরে তুলি জামাতারে দিলা দুর্ব্বাধান।
আশীর্ব্বাদ দিল দোঁহে থাকিহ কল্যাণ। (ব)

১ ভাসেন (ব) ২ কারে দান দিলুঁ (ব) ৩ মোহেতে (ব)
৪ মণি যাবে মোর উজাবনী আর না হইবে (ব)

CENTRAL LIBRARY

ধনপতির স্বদেশযাত্রা

[১]দেখিল নিশ্চয় রাজা সাধুর গমন।
দুহিতা করিয়া কোলে করেন ক্রন্দন॥
সুশিলা জাইব বলি পড়িলা ঘোষণা।
ঘরে ঘরে সিংহলে উঠিলা ক্রন্দনা॥ ৪
বিদায় হইয়া বর কন্যা চাপে নায়।
পিতামাতার ঠাঁই সিলা হইলা বিদায়॥
কান্দে দুকূলের লোক সুশিলার মোহে।
বসন ভিজিয়া গেল লোচনের লোহে॥ ৮
কোথা হৈতে আইলা বৈদেশি সদাগর।
জিনিয়া চলিলা রাজ্য সিংহল নগর॥
লোচন বিষয় জদি ডিঙ্গা হৈল দুর।
লেউটিয়া আল্য সবে আপনার পুর॥ ১২
বাহ বাহ বলিয়া তারে ডাকেন সদাগর।
হাথে দণ্ড কেরুআল বসিলা গাবর॥
পিতাপুত্রে উপনিত হৈলা কালিদহে।
তাহারে গঞ্জিয়া সদাগর কিছু কহে॥ ১৬
জানিলাম তোমারে কপট মায়ানদ।
তোমা হৈতে হৈল মোর এতেক বিপদ॥
কোমল কুঞ্জর কান্তা দেখাইলে মোরে।
বিপাকে পড়িয়া বন্দি কৈলে কারাগারে॥ ২০
অগস্ত্যমুনিরে আমি জদি লাগী পাই।
তাহারে সেবন করি তোমারে শুথাই॥
নিজ প্রয়োজন কথা কহিলা শ্রীয়পতি।
ডিঙ্গা মেলি সদাগর জান লঘুগতি॥ ২৪

---

১ ইহার পূর্বে অতিরিক্ত
সুশীলা বলেন মাতা কান্দ্যা কেন মর।
মনেতে ভাবিয়া দেখ কার ঘর কর॥ (দী)

CENTRAL LIBRARY

প্রকার প্রবন্ধে কালিদহে হৈলা পার।
সেতুবন্ধ পাছ হৈল লঙ্কার দুয়ার ॥
দ্রুতগতি বাহিয়া চলিলা রাত্রিদিন।
রমনক দিপ খান ছাড়িল দক্ষিণ ॥ ২৮
পাঞ্চজন্য দিপখানি ছাড়ি চলে বাম।
সঙ্খদহে দিনা দুই করিলা বিশ্রাম ॥
চান্দর ইসর মুল নৌকাতে বান্ধিয়া।
বুদ্ধি বলে জায় সাপ দহ এড়াইয়া ॥ ৩২
বামভাগে বন্দনা করিয়া নীলাচলে।
পঞ্চটী মাণিক দিল তার পদতলে ॥
মন্দ হরির দিপ খান ছাড়ি বাম ভিত।
সঙ্কেত মাধবে আসি হৈলা উপনিত ॥ ৩৬
প্রণমিয়া সঙ্কেত মাধবে প্রদক্ষিণ।
ডিঙ্গা বেয়্যা সদাগর চলে রাত্রিদিন ॥
রন্ধন ভোজন কোথা খায় খণ্ডদধি।
দিবানিশি বায় সাধু লবণ জলধি ॥ ৪০
ঘন কেরুয়াল পড়ে জলে বাজে সাট।
নিমেষেকে জান সাধু জোজনেক বাট ॥
দক্ষিণে মদন মল্ল বামে বির খানা।
কেরুআলে ঝপঝপী ঘন উঠে ফেনা ॥ ৪৪
পিতাপুত্রে উপনিত হৈল মগরায়।
অম্বিকামঙ্গল কবিকঙ্কণে গায় ॥

মগরা দৃষ্টে ধনপতির খেদ

মগরা

[১]নিজ নিরে মোরে দেহ স্থান।[১]
[২]স্মরণ করিনু তোমা তুমি না করিলে ক্ষেমা[২]
করিলে অনেক অপমান ॥ ৪

---

১ তরণী আমারে দেহ দান। (ব)
২ আমি নাহি করি দোষ কেন কর অভিরোষ (ব)

CENTRAL LIBRARY

মোরে দিয়া এত দুখ পাইলে কতেক সুখ
রিদয়ে রহিল মোর স্থল।
নানা রঙ্গলীলা রসে আইনু লভ্যার আশে
[৩]হরি হরি নাশ কৈলে মূল ॥[৩] ৮
[৪]মোনে অতি কুতুহলে জে জায় তোমার জলে
মোরে মাত্র কৈলে বিপরিত।[৪]
কাণ্ডার বাঙ্গাল জত সকল করিলে হত
ডুবাইলে ছয়টি বুহিত ॥ ১২
কিবা নিয়া ঘরে জাই মৈল্য কর্ণধার[৫] ভাই
আর মোর আঠার ভাগিনা।
মৈল্য ছয় ভাইপো তারে বড় মায়া মো
বিধি দিল দারুণ যন্ত্রণা ॥[৬] ১৬
তুমি পুত্র জাহ ঘরে আমি প্রবেশিব নিরে
সমভাবে পাল্য দুই মায়।[৭]
সম্ভাস করিহ রাজা করিহ শিবের পূজা
খ্যাতি রাখ্য লোকের সভায়।

---

৩ বিনাশ করিলে মোর মূল। (ব)

৪ ভাসিয়া তোমার জলে সভে যায় কুতূহলে
আমারে করিলে বিপরীত। (ব)

৫ সোমদত্ত (ব)

৬ অতিরিক্ত ও পাঠান্তর
আমিত যাইব গ্রাম শুনিয়া আমার নাম
আসিবে সকল পরিজন।
যে জনার মৈল স্বামী তারে কি বলিব আমি
কেমনে করিব প্রবোধন। (ব)

৭ অতিরিক্ত ও পাঠান্তর
শুন পুত্র বলি বাণী তুমি যাহ উজাবনী
আমি আর না যাইব দেশ।
... ...
লহনা খুল্লনা কাছে পুরাতন চেড়ী আছে
দুর্ব্বলা রাখিহ গৃহকাজে। (ব)

CENTRAL LIBRARY

[৮]কহিতে কহিতে দুখ ধরণে না জায় বুক
দোঁহার লোচনে বহে জল। ২০
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্ধ
অভয়ার নৌতন মঙ্গল ॥[৮]

ধনপতির বিনষ্ট ধনাদি প্রাপ্তি

ধনপতি সদাগর করে আত্মঘাতি।
মগরা দহেতে ঝাঁপ দিল ধনপতি ॥
জেইক্ষণে সদাগর ঝাঁপ দিল নিরে।
পর্বত[১] ভাঙ্গিয়া পড়ে শ্রীমন্তের শিরে ॥ ৪
মহামায়া গগনে হাসেন খল খল।
চণ্ডির কৃপাতে হৈল এক হাঁটুজল ॥
হাথে ধরি তুলে তারে গেঠ্যার গাবর।
কাণ্ডার বাঙ্গাল লাগী কান্দে সদাগর ॥ ৮
[২]শ্রীমন্ত করেন চিন্তা চণ্ডির চরণ।
বিষম সঙ্কট মাতা করহ রক্ষণ ॥

---

৮ পাঠান্তর

শুন পুত্র বলি আর সবিনয়ে পরিহার
জানাইহ নৃপতির পায়।
বিধি প্রতিকূল সাথে আসিতে আসিতে পথে
পিতা মোর মৈল মগরায় ॥
শুনিয়া বাপের কথা শ্রীপতির লাগে ব্যথা
অভয়ারে করেন স্মরণ।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্ধ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ (ব)

১ আকাশ (ব)

CENTRAL LIBRARY

করিলা অনেক স্তুতি কুমার শ্রীয়পতি।
সদয় হইলা তাকে দেবি ভগবতি ॥[২] ১২
পদ্মাবতি সঙ্গে মাতা করিয়া যুগতি।
বরুণেরে ডাকিয়া কহিল ভগবতি ॥
প্রসাদ করিয়া তার হাথে দিলা পান।
ধনপতির ছয় ডিঙ্গা আন সন্নিধান ॥ ১৬
লইল বরুণ মাথে অভয়ার পান।
দেখিতে দেখিতে আনে ডিঙ্গা ছয়খান ॥
কাণ্ডার বাঙ্গাল জত আছিল সয়নে।
জোগনিদ্রা তেজি সবে পাইল চেতনে ॥ ২০
কাণ্ডার বলেন শুন ধনপতি ভাই।
ঝড় বিষ্টী দুর হৈল ডিঙ্গা বেয়্যা জাই ॥
[৩]সভাকারে প্রবোধ করিলা শ্রীয়পতি।
চণ্ডিকা বলেন কিছু শ্রীমন্তের প্রতি ॥[৩] ২৪

---

২ পাঠান্তর

মধু কৈটভের ভয়ে ব্রহ্মার স্মরণ।
দুর্ব্বাসার:শাপে দুঃখ পাইল দেবগণ ॥
বিরূপাক্ষী বিশালাক্ষী দেবী কাত্যায়নী।
গিরিজা গণেশমাতা হরের ঘরণী ॥
এত স্তুতি কৈলা যদি বেণ্যার নন্দন।
বরুণে ডাকিয়া মাতা বলিলা তখন ॥
সাধুর বিবাদে ডিঙ্গা ডুবে যেই কালে।
বরুণ গোচরে ছিল মগরার জলে ॥

৩ পাঠান্তর

নিজ প্রয়োজনে কথা বলে ধনপতি।
আমায় করিলা দয়া দেব পশুপতি ॥
শ্রীমন্ত চিন্তিল তথ্য চণ্ডীর চরণ।
এতেক সঙ্কটে মাতা করিলে রক্ষণ ॥
দুর্গতিনাশিনী মাতা মোরে কৈলে দয়া।
ডুবিল তরণী মাতা দিলে উদ্ধারিয়া ॥

শ্রীমন্তকে সান্ত্বনা দান

ছিরা

অকারণে কর অভিমান।
তোমার পীতার গুণে পাঁজর বিন্ধিল ঘুণে
কত দুঃখ করিব সংখ্যান ॥ ৪
তোর পীতা সদাগর মোরে নিন্দে বহুতর
এই হেতু মোরে অসন্তোস।
বিড়ম্বিল তারে বিধি নিন্দা করে নিরবধি
তার গালে করিলাম রোষ ॥ ৮
তোমার মায়ের বুড়া না করিলাম প্রাণ পিড়া
করিলাম জিবন নিদান।
তোরে সত্য আমি কহি তোমার লজ্জাতে সহি
পদ্মাবতি ইহার প্রমাণ ॥ ১২

পিতারে বুঝায়ে সাধু করে নিবেদন।
উদ্দেশে চণ্ডিকাপদ করিহ স্মরণ।
অসাধ্যসাধন দেখ চণ্ডীর চরণ।
মরিলে জীবন পায় হারাইলে ধন।
সঙ্কটতারিণী মাতা সাধিল সম্মান।
মরিল কটকে রাজার দিল প্রাণদান।
বিবাদ করিয়া ডিঙ্গা ডুবাইল জলে।
বরুণের গোচর রাখিল সেইকালে।
কৃপা করি ভগবতী দিলা পুনর্ব্বার।
সেইমত আছে যত নায়ের নফর।
সঙ্কটতারিণী মাতা বিপদ কুশল।
সেবক-বৎসলা মাতা পরম মঙ্গল।
নিকেতন গেলে দিব শতেক ছাগল।
কর্ণধারে আজ্ঞা দিল ডিঙ্গা বায়্যা চল।
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত। (ব)

CENTRAL LIBRARY

শোকের সাগরে মজে তবু নাহি আমা ভজে
প্রতিদিন পায় বিড়ম্বনা।
জেমন তাহার মোতি তেমোতি দিলাম শাস্তি
কারাগারে জমের যন্ত্রণা ॥ ১৬
দেখিয়া তোমার মুখ পাসরিনু সব দুখ
তুলি দিনু ডুবা ছয় নায়।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমোকুন্দ
হৈমবতি জাহারে স্বহায় ॥ ২০

ভাগীরথীর তটবর্ণন

[১]পেয়্যা সাধু ছয় তরি চলে অতি তরাতরি[১]
দেশের হাইবাসে ধনপতি।
দিন জায় কল্প কল্প কণ্টক সমান তল্প
তরণি চালায় লঘুগতি ॥ ৪
পাছ করি মগরায় রাত্রিদিনে ডিঙ্গা বায়
দুর পথ ক্ষেণেক নিয়ড়।
বাজায় টমক সিঙ্গা বাউবেগে[২] ধায় ডিঙ্গা
সাধু উত্তরিলা হাত্যা গড় ॥ ৮
কোলিকাতা মহাস্থান কালিপাড়া বেয়্যা জান
দুই কুলে বৈসাইয়া হাট।
পাষাণে রচিত ঘাট দুকুলে জাত্রির ঠাট
রঙ্গে বরবধূ করে নাট ॥[৩] ১২

---

১ ধনপতি বলে ভায়া চলহ ত্বরিত বায়্যা
বাহ ডিঙ্গা হয়্যা একমতি।
চিরদিন পরবাসে ত্বরিত চলহ দেশে
উদ্ধার করিল পশুপতি।
বাহ বাহ কর্ণধারে ঘন ডাকে উচ্চৈঃস্বরে (ব)

২ রাত্রিদিন (ব) ৩ কিঙ্করে বসায় নানাঘাট। (ব)

CENTRAL LIBRARY

ডানি বামে জত গ্রাম তার কত নিব নাম
বাউবেগে পাইল ত্রিবিনি ।[৪]
বিশ্রাম করিয়া তথি স্নান করে ধনপতি
ডিঙ্গা পুরে নানা বস্তু কিনি ॥ ১৬
বায় ডিঙ্গা নিরন্তর ডানিদিগে[৫] হালি সহর
বামে কুলিয়া গুপ্তিপাড়া ।
আম্বুয়া মলুক দিয়া তরণি চালায়[৬] বেয়্যা
বাহ বাহ ঘন পড়ে সাড়া ॥ ২০
বাহিল অনেক গ্রাম তার কত নিব নাম
দিবা সেসে পাইল ইন্দ্রাণি ।
'নাবিক মঙ্গল গায়' অজয় দেখিতে পায়
জোজনেক রহিল উজানি ॥ ২৪
বুঝিয়া কার্যের তত্ত্ব বলে ধনপতি দত্ত
চল কর্ণধার নিজ পুরে ।
লোহনা খুল্লনা জথা 'কহ গা সকল কথা'
পুত্রবধু [৯]উরুথার [৯]তরে ॥[১০] ২৮

---

৪ বাম দিকে পাইল ইন্দ্রাণী । (ব)
৫ বামদিগে (দী) ৬ সদাগর যায় (দী)
৭ গাঠ্যার গাবর গায় (ব) গাবরে ভাট্যারি গায় (দী)
৮ জানাহ কুশল তথা (ব) কহিবে সকল কথা (দী)
৯ উরথিবার (ব) উথানের (দী)
১০ অতিরিক্ত
দিবানিশি তুয়া সেবি রচিল মুকুন্দকবি
নূতন মঙ্গল অভিলাষে ।
উর গো কবির কামে কৃপা কর শিবরামে
চিত্রলেখা যশোদা মহেশে ॥ (ব)

CENTRAL LIBRARY

স্বদেশে দূত প্রেরণ

[১]জদি ধনপতি আদেশিল কর্ণধারে।
বাউ বেগে উতারিলা উজানি নগরে ॥[২]
সত্যরে পাইল গীয়া সাধুর নিবাস।[৩]
নাহি জিজ্ঞাসিতে বার্তা কহে ফুট ভাস ॥ ৪
হাস্যমুখে পুরে কহে কল্যাণ বারতা।
আইলা শ্রীয়পতি দত্ত উদ্ধারিয়া পিতা ॥
অন্তপুরে থাকিয়া খুল্লনা শুনে কথা।
আসিয়া কৌতুকে পুছে পুত্রের বারতা ॥ ৮
খুল্লনা কহেন পুন কহ কর্ণধার।
কতদূরে আইসে মোর শ্রীমন্ত কুমার ॥
সুকৃতি তোমার পুত্র ভুবনে বিদিত।
এখনি দেখিবে পুত্র বধুর সহিত ॥ ১২
শুনিয়া খুল্লনা বামা পাসরে আপনা।
কহিতে আনন্দ হইলা না জায় গণনা ॥
পতিপুত্র দেশে আল্য শুনিয়া নন্দিত।
আঙ্গনেতে চান্দয়া টাঙ্গায় চারিভিত ॥ ১৬
আরোপীলা দধি ভূসিত পুন ঘটে।
রূপীলেক কদলি গাছ দুয়ার নিকটে ॥

---

১ ইহার পূর্বে অতিরিক্ত

বের গো খুল্লনা তোর
ছিরে আলো ঘরে। ধুয়া। (ব)

২ প্রথম ও দ্বিতীয় ছত্রের পাঠান্তর

আদেশিল সদাগর যদি কর্ণধারে।
দণ্ডমাত্রে কর্ণধার গেল নিজ পুরে। (ব)
আদেশিলা ধনপতি যত কর্ণধারে।
দণ্ডমাত্রে উপনীত উজানি নগরে। (দী)

৩ বেগে ধায় কর্ণধার সাধুর আওয়াস। (ব)

CENTRAL LIBRARY

দুবলা ডাকিয়া আনে আয়্য সাতজন।
ডিঙ্গা মঙ্গলিতে রামা করিল গমন ॥ ২০
হোথা সাধু ধনপতি প্রভাতে উঠিয়া।
ডিঙ্গা সঙ্গে উজানিতে উত্তরিল গিয়া ॥
দূরে হৈতে জননিরে দেখিয়া শ্রীয়পতি।
সম্ভ্রমে আসিয়া তার পদে কৈল নতি ॥ ২৪
বাহু পসারিয়া রামা পুত্র নিল কোলে।
অভিষেক কৈল দুই নয়ানের জলে ॥
[৩]সত সত চুম্ব দিল কুমারের মুখে।
ডিঙ্গা মঙ্গলিতে সরে পরম কৌতুকে ॥ ২৪
লোহনারে দেখিয়া কুমার শ্রীয়পতি।
ভূমিতলে পড়ি কৈল অনেক প্রণতি ॥
নিজ বাসে জান সাধু নগরে নগর।
গাইল পাঁচালী গীত মোকুন্দ কবিবর ॥[৩] ২৮

ধনপতির গৃহাগমন

শ্রীমন্ত চাপীয়া দোলা[১] সমুখেতে বসে[২] সিলা
[৩]মস্তকেতে মোটুক বিভূসন।[৩]
কাংস্য মৃদঙ্গ পড়া গজঝম্প বাজে জোড়া
আগে পিছে বিবিধ বাজন ॥[৪] ৪

---

৩ পাঠান্তর

ভ্রমরার কূলে আসি আয়্যা সাতজন।
উরখিয়া পুত্রবধূ নিল নিকেতন ॥
আয়্যগণে সদাগর দিলেন ভূষণ।
বিদায় হইয়া সভে গেল নিকেতন ॥ (ব)

১ ডিঙ্গা ছাড়ি চাপি দোলা (ব) ২ সঙ্গে রাজসুতা (ব)

৩ শিরে স্বর্ণমুকুট ভূষণ। (ব)

৪ মৃদঙ্গ মন্দিরা সানী শঙ্খ বাজে বীণাবেণী
জয়ধ্বনি করে রামাগণ। (ব)

CENTRAL LIBRARY

বেণু বিণা বাজে সানি তোলপাড় উজবনি
গায়নে মঙ্গল গীত গায়।
[৫]উজানির জত লোক সভার ঘুচিল শোক
বরকন্যা দেখিবারে ধায়॥[৫] ৮
কার মুক্ত কেশ বার পড়িল না জানে হার
একপদে পরয়ে নূপুর।
[৬]কেহো উর্দ্ধ মুখে ধায় বসন না রহে গায়
কেহো বলে আস্তে কত দূর॥[৬] ১২
এক কর্ণে অবতংস উপরে ভূষণ অংস
নাহি জানে কুলবতি জন।
ধায় কোন শশিমুখি কজ্জলেতে এক আঁখি
পরে কেহো চঞ্চল[৭] বসন॥ ১৬
অবরোধে কোন নারী বাহির হৈতে নারি
আনি মুখি দেখে কুলবতি।[৮]
[৯]গবাক্ষে আরোপী নেত্র নয়নে পালটে মাত্র
দেখে বর কন্যার মুরতি॥[৯] ২০
[১০]সঙ্গের পড়ুয়া ভাই শ্রীমন্তর মুখ চাই
শ্রম জলে পুরিত লোচন।

---

৫ আকুল কুন্তল বাস ছাড়িয়া স্বামীর পাস
উভমুখে কুলবধূ ধায়। (ব)

৬ কাহার নূপুর হাতে বসন নাহিক মাথে
কোন ধনী আইসে কত দূর। (ব)

৭ এক করে অঞ্চল (ব)

৮ গবাক্ষে করয়ে সচকিত। (ব)

৯ গবাক্ষে আরোপি মুখ দেখিয়া পরম সুখ
বরকন্যা রূপে ত বিদিত। (ব)

১০ নগরের ছত্রভাই শ্রীমন্তের মুখ চাই
প্রেমযুত পুরিল লোচন।
পুলকে পুরিত কায় কেহ নাচে কেহ গায়
কেহ সদা করে আলিঙ্গন। (অ)

CENTRAL LIBRARY

স্মউরিয়া পূর্বের নেহ পুলকে পুরিত কেহ
জৌতুক অনেক দেই ধন ॥[১০] ২৪
বন্দিয়া [১১]গর্বিত জন[১১] গেলা সাধু নিকেতন
ভূমিতে নাম্বিলা দোলা হৈতে।[১২]
শিরে দিয়া দুর্বাধান নিছিয়া ফেলিলা পান
সুভক্ষণে প্রবেশে ঘরেতে ॥[১৩] ২৮
নিয়া সিংহলের বিত্ত পাছ ধনপতি দত্ত
বলদ শকটে আসে ঘরে।
লোহনা খুল্লনা তথা জিজ্ঞাসে স্বামীর[১৪] কথা
নিজপতি নারে চিনিবারে ॥[১৫] ৩২

লহনা খুল্লনার জিজ্ঞাসা

লোহনা খুল্লনা মেলি করেন জুগতি।
জিজ্ঞাসে পতির কথা জথা শ্রীয়পতি ॥
বাপের উদিশে গেলে সিংহল নগর।
রাজকন্যা বিভা করি আল্যে নিজ ঘর ॥ ৪
গুরু সঙ্গে দ্বন্দ্ব করি চলিলা সিংহল।
কেমনে পাইলে পিতা কহিবে সকল ॥
কেমনে হইলা পিতা পুত্রে দরশন।
বিস্তার করিয়া কহ সব বিবরণ ॥ ৮

---

১১ ত গুরুজন (ব) ১২ মাতা আইলা তারে মঙ্গলিতে। (ব)
১৩ পুত্রবধু আনিল গৃহেতে (ব) ১৪ সাধুর (ব)
১৫ অতিরিক্ত
গুণিরাজ মিশ্র সুত সঙ্গীত কলায় রত
বিচারিয়া অনেক পুরাণ।
নূতন কবিত্ব-রসে নৃপতির অভিলাষে,
শ্রীকবিকঙ্কণ রসগান। (ব)

CENTRAL LIBRARY

তোমার পিতার কেন হৈল হেন হাল।
সন্দেহ ভাঙ্গিয়া পুত্র কহিবে তৎকাল ॥
এতেক কহিলা জদি লোহনা খুল্লনা।
না চিনিয়া নিজ পতি হইলা বিমনা ॥ ১২
দারুণ বিধাতা বুঝি আমাসভে দণ্ডি।
সামি বর্ত্তমানে দুই জায়া হৈনু রাণ্ডি ॥
মায়ের করুণ শুনি বলে শ্রীয়পতি।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মোধুর ভারথি ॥ ১৬

সিংহলের দুঃখবার্তা

শুন গো শুন গো মাতা বাপের দৈবের কথা
বিসেস কহিব সব কথা।
রোগ শোগ দুখ খণ্ডি পুজা না করিল চণ্ডি
এই হেতু [১]পঞ্চম আবস্তা[১] ॥ ৪
চণ্ডির হয়াছে ক্রোধ এই হেতু পায়ে গোদ
গায়ে দাদু কেশ নাহি মাথে।
তৃষাতে না পাল্য নির অন্ন কষ্টে গায়ে শির
এত দুখ [২]হৈলা নিন্দা পথে[২] ॥ ৮
পিতার উদ্দেশে আমি প্রবেশি সিংহল ভূমি
মশানে গেলাম বন্দিপাশে।
জিবন সঙ্কট কালে চণ্ডির স্বঙরণ বলে
বাঁচিলাম তোমার উপদেশে ॥ ১২
সম্ভাসিয়া মহিপাল কহিব উত্তর কাল
সিংহলের জত বিবরণ।
জদি হয় পঞ্চমুখ নিবেদন করি দুখ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ ১৬

---

১ পাইল এত ব্যথা (ব) ২ ধরিয়া বিপথে (ব)

CENTRAL LIBRARY

পিতাপুত্রের রাজ-সকাশে গমন

শকটে আরোপী সংখ চন্দনের ভরা।
রাজ সম্ভাসনে হৈল শ্রীমন্তের ত্বরা॥
ভার দশ দধি কলা চাঁপা মর্তমান।
দোখণ্ডি সরস গুয়া বিড়া বান্ধা পান॥ ৪
কান্ধি কান্ধি লইল বাউন নারিকল।
ঘড়া ভরি চিনি নিল নাড়ু গঙ্গাজল॥
গাছ বান্ধি নিল ভেট ঘৃত দশ ঘড়া।
জোড়ে খাসি নিল সাধু যুঝিয়ারি ভেড়া॥ ৮
পর্বতা টাঙ্গন তাজি নিল দুই জোড়া।
খান দুই সকলাত খান দশ গড়া॥
কিঙ্করে করিয়া দিলা দোলার সাজন।
আগে নায়্যা পাইক ধায় শত শত জন॥ ১২
রাজার সভাতে আসি হৈলা উপনিত।
প্রণাম করিয়া ভেট রাখে চারিভিত॥[১]

---

১ অতিরিক্ত পাঠান্তর

বলে সাধু শ্রীপতি রাজার ইঙ্গিতে।
রাত্রি দিবা দুইমাস গেলুঁ নৌকাপথে॥
জল বিনে বিশ্রাম করিতে নাহি স্থল।
কত দিন বহি রায় পাইলুঁ সিংহল॥
কালীদহ নামে তথা আছে এক হ্রদ।
তাহার উপরে বহু কুসুম সম্পদ॥
কমলের উপরে বসিয়া এক নারী।
ক্ষণে গ্রাস করে ক্ষণে উগারিয়া করী॥
জাগরণে স্বপন প্রকার অপরূপ।
প্রতিজ্ঞা করিলুঁ শুনি সিংহলের ভূপ॥
প্রতিজ্ঞায়ে পরাজয়ি রাজা নিল ধন।
মশানে কোটাল নিল বধিতে জীবন॥
বিষম সঙ্কটে পূজা কৈলুঁ ভগবতী।
চণ্ডিকা আইলা তথা ব্রাহ্মণী জরতী॥

CENTRAL LIBRARY

ভাই ভাই বলি রাজা সাধু নিল কোলে।
অভিসেক কৈল দুই লোচনের জলে ॥ ১৬
শ্রীমন্তে ধরিয়া রাজা করে আলিঙ্গন।
সবে বলে ধন্য ধন্য বেন্যার নন্দন ॥
সাধুকে দেখিয়া রাজা হৈলা আনন্দিত ॥
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ ২০

সাধুর দুঃখবর্ণন

পাঠাল্যা সিংহল দেশ তথা জত পাইলা ক্লেশ
সংক্ষেপে কহিব কিছু কথা।
তুমি ক্ষিতি পতি ধন্য তোমার অনেক পুণ্য
তেঁই হইল পুনর্বার দেখা ॥ ৪
কালিদহ নামে রদ আচ্ছাদিত কোকনদ
তাতে কন্যা সংহারে বারণ।
তাহা দেখি পড়ি পাকে কহিয়া গৃহের লোকে
পরাজয়ে রাজা নিল ধন ॥ ৮
প্রতিজ্ঞাতে পরাজয় মনে পাইনু ভয়
ত্রুটি করি নিল মধুকর।
চরণে নিগূঢ় পাশ কারাগারে কৈনু বাস
নিরুদ্দেশি দ্বাদশ বৎসর ॥ ১২
আমারে রাখিল বন্দী কেহ নাহি জানে সন্ধি
রাখিল বিষম কারাগারে।
ঠেকিনু বিষম দায় লোকে অপযশ গায়
আসিতে কেহ না পায় পুরে ॥ ১৬

আমা ভিক্ষা কৈল চণ্ডী না দিল কোটাল।
সেই হেতু চণ্ডী রণ করিল বিশাল ॥ (ব)

CENTRAL LIBRARY

প্রত্যয় না ছিল চিত্তে আসিব সিংহল হৈতে
দেখিব তোমার মুখ চান্দে।
যদি হয় পঞ্চমুখ কহিব সিংহলের দুঃখ
কহিতে কহিতে সাধু কান্দে ॥ ২০
সাধুর বচন শুনি নৃপতি বিষাদ গুনি
শ্রীমন্তের চাহিল বদন।
রাজার বদন চাহে শ্রীপতি কুমার কহে
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ ২৪

নৃপতির অবিশ্বাস

বলে সাধু শ্রিয়পতি রাজার ইঙ্গিতে।
রাত্রি দিনে তিন মাসে গেনু নৌকাপথে ॥
জল বিনে বিশ্রাম করিতে নাহি স্থল।
দিন কতক বই রায় পাইলু সিংহল ॥ ৪
কালীদহ নামে তথা আছে এক রদ।
তথা ফুটে কুমুদ কলহার কোকনদ ॥
কোমলের পত্রেতে বসিয়া বরনারী।
ক্ষেণে গ্রাস করি ক্ষেণে উগরায়ে করি ॥ ৮
জাগরণে যেমন স্বপন অপরূপ।
প্রতিজ্ঞা করিলা যথা সিংহলের ভূপ ॥
প্রতিজ্ঞাতে পরাজয় রাজা নিল ধন।
মসানে কোটাল নিল বধিতে জীবন ॥ ১২
বিষম সংকটে পূজা করিনু পার্বতী।
অভয়া উরিলা হয়া ব্রাহ্মণী জরতি ॥
মোরে ভিক্ষা কৈল দুর্গা না দিল কোটাল।
এই হেতু চণ্ডী রণ করিল বিশাল ॥ ১৬
পরাজয়ে কৈল রাজা কন্যা অঙ্গীকার।
বন্দী ঘর নিয়া কৈনু পিতার উদ্ধার ॥

CENTRAL LIBRARY

এমন বচন যদি বলে শ্রীয়পতি।
ক্ষণে ক্ষণে হাসে শুনি পাত্র দাশরথি[১] ॥ ২০
রাম ওঝা বেটা তার নাম দামোদর।
উজানিতে দেবী হইলা রত্নাকর ॥ (?)
ডাক্যা বলে হেন কথা কোথাও না শুনি।
মনিস্তার তরে রণ করেন ভবানী ॥ ২৪
আছিল রাজার পাত্র নামে স্ফুট ভাসি।
শ্রীমন্তের বোলে তার উপজিল হাসি ॥
মরীচি বিরিঞ্চি প্রজাপতি পুরন্দর।
ধেয়ানে যাহার পদ না পায় আন্তর ॥ ২৮
সদা করি বুলে বেটা পাটনে পাটনে।
তোমারে চণ্ডিকা দেখা দিলা কোন গুণে ॥
হাসে সব লোক মুখে আরোপী বসন।
শ্রীমন্তের বোলে প্রত্যয় নহে কোন জন ॥ ৩২
স্ফুট ভাসি পাত্র বলে শুন হে গোসাঞি।
বিদেশে দেবীর কৃপা দেশে কেন নাই ॥
শ্রীমন্তে দেবীর কৃপা দেখুক সর্বজন।
এখানে দেখাকু পদ্ম কামিনী বারণ ॥ ৩৬
নৃপতি বলেন শুন সাধু শ্রীয়পতি।
এই কথা সত্য হৈলে দিব জয়াবতী ॥
অর্ধরাজ্য দিব আর অর্ধ সিংহাসন।
সত্য হয় সাধু যদি তোমার বচন ॥ ৪০
দেখাবারে নার যদি কামিনী বারণ।
উত্তর মশানে তোর বধিব জীবন ॥
এতেক বচন যদি বলিল নরপতি।
হেঁট মাথা করি রহে কুমার শ্রীয়পতি ॥ ৪৪
আছিলা কোটাল সে নৃপের আজ্ঞা পায়।
সভা হইতে হাতে ধরি সাধুকে উঠায় ॥

---

১ খলখল হাসে নবরত্ন মহামতি (দী) দশ পাত্র মহামতি (অ)

CENTRAL LIBRARY

ঢেকা মারি লয়্যা যায় উত্তর মশানে।
ধনপতি বলে রাজা এত ক্রোধ কেনে ॥ ৪৮
তব নামে তরী আমি বিদেশের ঠাঁই।
দৈবযোগে স্বদেশে তোমার দয়া নাই ॥
বিষম সংকটে পড়ি বেন্যার নন্দন।
এক চিত্তে স্মরে সাধু চণ্ডীর চরণ ॥ ৫২
অভয় চরণ পদ্ম দাসের সদন।
আনন্দে মাগয়ে তাহা শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

উত্তর মশানে চণ্ডিকার আবির্ভাব

স্নান করি সদাগর অঙ্গে হইলা জ্যোতি।
শ্রীবিষ্ণু চরণে শুচি হইলা শ্রীয়পতি ॥
ভূতশুদ্ধি অঙ্গন্যাস শরীর শোধন।
স্থির মনে ভাবে সাধু চণ্ডীর চরণ ॥ ৪
দুর্গা দুর্গা পরা তুমি দুর্গতি নাশিনী।
মহাতপা তুমি বলদেবের ভগিনী ॥
সত্ত্ব রজ তুমি মাতা ত্রিগুণ ধারিণী।
সৃষ্টি স্থিতি হেতু তুমি সংহারকারিণী ॥ ৮
ভূভার হরণে গো আপনি প্রতিকার।
কংস ভয়ে কৃষ্ণ কৈলে কালিন্দীর পার ॥
রুক্মিণী তোমারে পূজি পাইল প্রতিদান।
নন্দ গোপ ব্রজকন্যা ইহাতে প্রমাণ ॥ ১২
আমি অতি মূঢ় মতি শিশু নর জাতি।
নিজগুণে কর কৃপা কিবা জানি স্তুতি ॥
সিংহলে যেমন রূপে দিলে পদছায়া।
উজানিতে আসিয়া বারেক কর দয়া ॥ ১৬
এত স্তুতি কৈল যদি বেন্যার নন্দন।
কৈলাসেতে ভগবতী জানিল তখন ॥

BENGALI MANUSCRIPT LIBRARY UNIVERSITY OF

CENTRAL LIBRARY

পদ্মা সঙ্গে যুক্তি করি উরিলা অভয়া।
শ্রীমন্তে করিতে দয়া পাতিলেন মায়া ॥ ২০
কপট করিয়া দেবী কৈল্য একনদ।
তথি ফুটে কুমুদ কহ্লার কোকনদ ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ ২৪

বিক্রমকেশরীর কমলেকামিনী দর্শন

মায়াময় হৈল নদ তথি হৈল কালি হ্রদ
দুকূল হাজিয়া বহে জল।
কোমল কানন তায় চঞ্চল দক্ষিণা বায়
অলিকুল করে কোলাহল ॥ ৪
দেখ রাজা
কালিদহ জলে।
ভুবন মোহন নারী উগারিয়া গীলে[১] করি
অধিষ্ঠান হইয়া কোমলে ॥[২] ৮
কলাপী কলাপ কেশ ভুবন মোহন বেশ
পায়ে শোভে সোনার নূপুর।

---

১ উগারয়ে মত্ত (ব)

২ ইহার পর অতিরিক্ত

শ্বেত রক্ত নীল পীত শতদল বিকশিত
কহ্লার কুমুদ কোকনদ।
এমন সবার জ্ঞান দেবতার এ উদ্যান
দেখি বহু কুসুম সম্পদ ॥
কনক কমল রুচি স্বাহা স্বধা কিবা শচী
মদনমঞ্জরী কলাবতী।
সরস্বতী কিবা উমা চিত্রলেখা তিলোত্তমা
সত্যভামা কিবা অরুন্ধতী ॥ (ব)

CENTRAL LIBRARY

বিমল অঙ্গের আভা নানা অলঙ্কারে শোভা
রবির কিরণে করে দূর ॥ ১২
অধর ... ... বদন শারদ ইন্দু
কুরঙ্গ গঞ্জন বিলোচন।
প্রভাতের ভানুছটা কপালে সিন্দুর ফোঁটা
তনুরুচি ভুবনমোহন ॥ ১৬
রাজহংস রব জিনি চরণে নূপুর ধ্বনি
দশ নখে দশ ইন্দু ভাসে।
কোকনদ দপ্‌পহর বেড়িত যাচক বর
অঙ্গুলি চম্পক পরকাশে ॥ ২০
রামা অতি কৃশোদরি ভার দুই কুচগিরি
নিবিড় নিতম্ব অতি ভার।
বদন ঈষৎ মেলে কুঞ্জর উগারে গীলে
জাগরণে স্বপন প্রকার ॥[৩] ২৪
রামার ঈষৎ হাসে গগন মণ্ডল ভাসে
দন্তপাতি বিজিত বিজুলি।
বদন কোমল গন্ধে পরিহরি মকরন্দে
কত কত শত ধায় অলি ॥ ২৮
পদ্মপত্রে করি ভর গীলে রামা করিবর
দেখি রাজা হইল নমস্কার।
পাত্র মিত্র পুরোহিত সভে হৈল চমকিত
শ্রীমন্তের কৈল পুরস্কার ॥ ৩২
দেখি রাজা সবিস্ময় মাগি নিল পরাজয়
কুঠার বন্ধন করি গলে।

---

৩ ইহার পর অতিরিক্ত
দুই করে শোভে শঙ্খ ভুবনে উপমা রঙ্ক
মণিময় মুকুট কুণ্ডল।
ভ্রূযুগ কামধনু ললাটে প্রভাত ভানু
কটাক্ষে টলয়ে ভূমণ্ডল। (ব)

CENTRAL LIBRARY

*দিব জয়াবতী দান শ্রীকবিকঙ্কণে গান
অভয়ার নৌতন মঙ্গলে ॥* ৩৬

জয়াবতীর বিবাহ

[১]নৃপতি অভিলাসে কন্যার অধিবাসে
করিল বেদের বিধানে।[১]
আরোপী হেমঘটে করিয়া করপুটে
গণেশ করিল আবাহনে ॥[২] ৪
জয়া সে রূপবতী হরিদ্রা যুত ধুতী
পরিয়া বসিলে আসনে।
যতেক দ্বিজ মুনি করিলা বেদধ্বনি
কন্যার গন্ধাধিবাসনে ॥ ৮
মহি গন্ধশিলা দূর্বা পুষ্পমালা
ধান্যফল ঘৃত দধি।
স্বস্তিক সিন্দুর কজ্জল কর্পূর
শঙ্খ দিল যথাবিধি ॥ ১২
বান্ধিল করে সূত্র প্রশস্ত দীপপত্র
মস্তকে করিলা বন্দনা।

---

৪ শ্রীমন্তে করিল মান নিজকন্যা দিল দান
উমা গেল গগন মণ্ডলে। (ব)

১ নৃপতি পুণ্যবান জয়ারে দিতে দান
করিল বেলা শুভক্ষণ। (ব)

২ আবাহন। ইহার পর অতিরিক্ত
নৃপতি অভিলাষ জয়ার অধিবাস
করিল বেদের বিধান।
কপালে জুড়্যা ফোঁটা বসিল দ্বিজঘটা
সভায় বেদ উচ্চারণ। (ব)

CENTRAL LIBRARY

কনক[৩] সিতি শিরে অঙ্গুরী দিয়া করে
করিল আশিস যোজনা ॥ ১৬
[৪]নৈবেদ্য দিয়া ভূরি মাতৃকা পূজা করি
দিলেন বসুধারা দান।
প্রধান চেদি রাজা বসুর কৈল পূজা
নান্দিমুখের বিধান ॥[৪] ২০
কাথে হেমঝারি রাজার সুন্দরি
জল সহ ঘুরে ঘরে।
যতেক আয়্য মেলি করি হুলাহুলি
মঙ্গল [৫]সূত্র ধান্যে[৫] করে ॥ ২৪
অধিবাস আদি শ্রীমন্ত[৬] যথাবিধি
করিলে বেদের বিধানে।
[৭]রচিয়া সুচ্ছন্দ পাঁচালি প্রবন্ধ
শ্রীকবিকঙ্কণ ভণে ॥[৭] ২৮

বিবাহ এবং ফুলশয্যা

রাজা করে কন্যা দান দ্বিজগণে বেদ গান
গায়ে নাচে রঙ্গে বিদ্যাধরী।
[১]পটহ দুন্দুভি বেলি শঙ্খ পড়া বাজে শালী[১]
আনন্দিত বিক্রম কেশরী ॥ ৪

---

৩ সুবর্ণ (ব)

৪ রজত দর্পণ তাম্র গৌরোচন
সিদ্ধার্থ চামর চন্দন।
মোদক দিয়া লাজ পূজিল চেদিরাজ
করেন গন্ধাধিবাসন। (ব)

৫ আচরণ (ব) ৬ সাধুর (ব)

৭ করিয়া নানাছন্দ সুকবি মুকুন্দ
চণ্ডিকামঙ্গল ভণে। (ব)

১ সপ্তস্বরা শঙ্খধ্বনি পটহ মৃদঙ্গ বেণী (ব)

CENTRAL LIBRARY

পাটে চড়ে রূপবতী প্রদক্ষিণ করে পতি
শুভক্ষণে দুজনে ছাবুনি[২] ।
দিলেন সাধুর গলে আপনার কণ্ঠমালে
বামা গণে দেয় জয়ধ্বনি ॥ ৮
[৩]প্রতিজ্ঞার প্রতিফলে বরি কুস গঙ্গাজলে[৩]
নৃপতি করেন কন্যাদান ।
[৪]শয্যা ঝারি ধেনু থালা গজ তুরঙ্গ দোলা[৪]
দিয়া জামাতার কৈল মান ॥ ১২
বাজয়ে মঙ্গল পাড়া দ্বিজে বান্ধে গাটি ছড়া
বরকন্যা দেখে অরুন্ধতি ।
বন্দিয়া রোহিণী সোম লাজাহুতি কৈল হোম
দুহে কৈল অনলে প্রণতি ॥ ১৬
দম্পতি প্রবেশি ঘরে ক্ষিরখণ্ড ভোগ করে
কুসুম শয্যায় গেল রাতি ।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমুকুন্দ
দামুন্যাতে যাহার বসতি ॥ ২০

ধনপতির হরগৌরী দর্শন

[১]রাম রাম সোঙরনে পোহাইল রাতি ।
শয্যা তেজি প্রভাতে উঠিলা শ্রীপতি ॥[১]

---

২ চাহনি (দী), ছায়ানী (ব)

৩ অভয়ার প্রতিফলে করে কুশে গঙ্গাজলে (দী)
অভয়ার অনুকূলে করে কুশ গঙ্গাজলে (ব)

৪ রথ গজ ঘোড়া দোলা কলধৌত কণ্ঠমালা (ব)

১ শ্রীমন্তেরে রাজা দিল যদি কন্যা দান ।
নানাধন দিয়া তবে সাধিল সম্মান ।
ভোজন করিল সাধু ক্ষীরখণ্ড ঝোলে ।
শয়ন করিল রাজকন্যা করি কোলে ।

CENTRAL LIBRARY

নিত্য নিয়মিত কর্ম করিল সমাপন।
শ্বশুরের ঠাঁই সাধু বিদায় মাগেন ॥ ৪
এককালে দুই দলে বাজায় বাজনা।
পটহ দুন্দুভি ভেরী বাজে বেণি বীণা ॥
খমকটমক শানি বাজে জগঝম্প।
দামামা দড়ম সার ··· উঠে কম্প ॥ ৮
বসিতে মাজুরি পাতি দিলেন কিংকরী।
ডাহিনে শ্রীয়পতি বামে জয়াবতী সুন্দরী ॥
মাথাতে মুকুট দিয়া বসিলা দম্পতি।
কৌতুকে যৌতুক দেয় যত রূপবতী ॥ ১২
কেহ নেত কেহ সেত দেয় পাট সাড়ি।
কুমকুম চন্দন দেয় বাটা ভরি কড়ি ॥
নানা ধনে জামাতারে কৈল পুরস্কার।
হীরা নীলা মোতি পান্না দিলেন অপার ॥ ১৬
বিদায় হইয়া বরকন্যা চাপে দোলা।
পঞ্চরত্ন হাতে দিয়া রাজার মোহিলা ॥
রাজপথে যান সাধু নগরে নগরে।
নানাধন বন্ধুগণে দেন সদাগরে ॥ ২০
উরুখান করেন আসি লহনা খুল্লনা।
জয় দিয়া পুত্রবধূ করেন উল্যনা ॥
শুভক্ষণে বর বধূ প্রবেশিলা ঘর।
ধনপতি নিয়া কিছু শুনহ উত্তর ॥ ২৪
[২]ধ্যানে ধনপতি পূজে মৃত্তিকা শঙ্কর।[২]
চণ্ডিকা[৩] হইলা তার অর্ধেক কলেবর ॥

রাম রাম স্মরণে রজনী প্রভাত।
পশ্চিম আশার কুলে গেল নিশানাথ। (ব)

২ ধনপতি পূজা করে মৃত্তিকা শঙ্কর।
নানা পরিপাটী করি পূজা করে হর।
মুদিত নয়নে সাধু ভাবে মহেশ্বর। (ব)

৩ পার্ব্বতী (দী, ব)

CENTRAL LIBRARY

বাম দিগে হৈলা সিংহ ডান দিগে বৃষ।
[৪]পতি বাম দিগে চণ্ডী[৪] দক্ষিণে মহেশ ॥ ২৮
অর্ধ ফোটা হরিতাল অর্ধেক সিন্দূর।
ডানি কর্ণে অহি বাম কর্ণে কর্ণপুর ॥
বিভূতিভূষণ হর হইলা অর্ধখানা।
বামভাগে হৈলা দেবী কাঞ্চন বরণা ॥[৫] ৩২
বামে শঙ্খ ডান করে ভুজঙ্গবলয়।
কেবল ভাবিতে হর ধ্যানে নাহি রয় ॥
অর্ধনারীশ্বর বিনে না রহে ধেয়ান।
বিপরীত দেখি সাধু করে অনুমান ॥ ৩৬
দুইজনে একতনু মহেশ পার্বতী।
না বুঝিয়া দুঃখ পালুঁ আমি মূঢ়মতি ॥
[৬]চর্মচক্ষে আমি তোমা না চিনিলাম মা।
এই হেতু মগরাতে ডুবে ছয় না ॥[৬] ৪০
[৭]আমি বড় অভাগী মা হৈলুঁ[৭] প্রতিদ্বন্দ্বী।
এই হেতু দ্বাদশ বৎসর হোই বন্দী ॥
দোষ ক্ষেমা করি মাতা লেহ ফুলজল।
[৮]অন্তকালে চরণ কোমলে[৮] দিহ স্থল ॥ ৪৪
পূজা সাঙ্গ করি সাধু দিলা বিসর্জন।
সুশীলা লইয়া কিছু শুনিবে বচন ॥

---

৪ পতি বাম ভাগে গৌরী (ব)
বাম দিকে রহে চণ্ডী (দী)

৫ ইহার পর অতিরিক্ত
ডানিভাগে জটাজুট বামে অলিকেশ।
অর্দ্ধেক ভূষণ অহি অর্দ্ধ রত্নদেশ। (ব)

৬ চর্ম্মচক্ষে আমি মাতা না চিনি তোমায়।
এই হেতু আমার ডুবিল ছয় নায়। (ব)

৭ না জানিয়া মূঢ়মতি হৈলাম (ব)

৮ অন্তিমকালে চরণ যুগলে (ব)

CENTRAL LIBRARY

[৯]শ্রীমন্তেরে বামা কিছু[১] করে নিবেদন।
অম্বিকা মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ॥ ৪৮

সপত্নী-দর্শনে সুশীলার অভিমান

কান্দে সিলা
রাজার নন্দিনী।
আকুল কুন্তলভার তেজে নানা অলঙ্কার
স্বামীরে গর্জিয়া কহে বাণী॥ ৪
[২]জন্ম হৈল সুখস্থলে ছিলুঁ মা-বাপের কোলে
সব তেজি পাইলাম তোমারে।[১]
[২]আমিত করিলাম ক্ষেম তুমি দূর কৈলে প্রেম
দুই কূল বহিল সিলারে।[২] ৮
[৩]অসাধুর বোল কিবা[৩] জেমন কূর্ম্মের গ্রীবা
প্রবেশিত ভিতরে বাহিরে॥[৪]
সুকৃতি জনার অন্ত যেন কুঞ্জরের দন্ত
বারি হৈলে না যায় অন্তরে॥ ১২
চিরকাল থাক গিয়া আর কর সাত বিয়া
সিলা মাঙ্গে সিংহলে বিদায়
অন্তরে না হবে বাম পূরহ আমার কাম
সাজন করিয়া দেহ নায়॥ ১৬

---

৯ স্বামীরে সুশীলা রামা (ব)

১ জন্ম হইল শুভস্থলে ছিলাম মায়ের কোলে
না জানিলাম দুঃখের বারতা। (ব)

২ অল্প বয়সে দুখ ধরণে না যায় বুক
কোন্ দোষে দিলে মোরে সতা। (ব)

৩ খলের বচন কিবা (ব)

৪ বারি হৈলে না যায় অন্তরে (ব)
প্রবেশয়ে ভিতরে বাহিরে (দী)

CENTRAL LIBRARY

সিলা ভাসে শোকানলে শ্রীপতি বিনয়ে বলে
না বলিহ মোরে মিথ্যা ভাসি।
রাজা করে কন্যাদান আমি কি সাধিব মান
সতা নয় জয়া তোর দাসী ॥[৫] ২০
আনি ভিঙ্গারের বারি পাখালে খুল্লনা নারি
প্রেমবতী বধূর বদন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্ধ
চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ ২৪

জরতীবেশে চণ্ডিকার যৌতুক দান

মাথাতে চণ্ডীর ঝারি নাচয়ে খুল্লনা নারী
নানা রত্ন বিলায় ভাণ্ডার
বাজয়ে মঙ্গল পড়া শঙ্খ বাজে জোড়া জোড়া
ঘন দেয় জয় জয়কার ॥ ৪
দুই জায়া দুই পাশে শ্রীপতি বসিলা বাসে
যৌতুক দিছেন বন্ধুজন।
বসন কাঞ্চন হার দিয়া করে ব্যবহার
কেহো দেয় বসনভূষণ ॥ ৮
হীরা নীলা মোতি পলা[১] [২]ভরিয়া কনক থালা[২]
কুমকুম চন্দন দূর্বা ধান।

---

৫ ইহার পর অতিরিক্ত
ভাই বন্ধু মাতা পিতা যে মোর আছয়ে যথা
সব তেজি পাইলুঁ তোমারে।
আমি তোকে বলি ক্ষেম তুমি না করিল প্রেম
দুই কুল বহিল শীলারে ॥ (ব)

১ মালা (ব) ২ কলধৌত কণ্ঠমালা (ব)

CENTRAL LIBRARY

জরতী ব্রাহ্মণী বেশে উরিলা[৩] সাধুর বাসে
শ্রীমন্তে যৌতুক দিতে দান।[৪] ১২
চতুর সাধুর বালা বুঝিয়া চণ্ডীর ছলা
নতি হইয়া পড়িল চরণে।
মায়েরে বলিল বাণী এইরূপে নারায়ণী[৫]
মোরে রক্ষা করিল মশানে॥ ১৬
পুত্রের শুনিয়া কথা খুল্লনা পুলক যুতা
বসাইল কনক আসনে।
দিল রামা হাথশান ধনপতি তেজে মান
দণ্ডবতে পড়িল চরণে॥[৬] ২০
স্বঙরি পূর্বের কথা করি চণ্ডি হেট মাথা
গঞ্জিয়া বলেন নারায়ণি।
তুমি পুরুষের রাজা নারির করিবে পূজা
কেবা তোর ঘরে খাবে পানি॥[৭] ২৪
দেখিয়া দেবির রোস করিতে তাহার তোস
মায়ে পোয়ে পড়ে পদতলে।
এই সাধু মূঢ়সীমা জদি না করিবে ক্ষেমা
দুই জনে কাতি দিব গলে॥ ২৮
ইহারে করিয়া দয়া তুষ্ট হৈলা মহামায়া
কোপ তেজি বলেন বচন।
রচিয়া ত্রিপদি ছন্দ পাঁচালি করিয়া বন্ধ
চক্রবর্তি শ্রীকবিকঙ্কণ॥ ৩২

---

৩ চণ্ডিকা (ব) ৪ দিতে আল্যা যৌতুক দান। (দী)
৫ ঠাকুরাণী (দী)
৬ লোটাইয়া ধরিল চরণে। (দী)
৭ ইহার পর অতিরিক্ত
ক্রোধে ভাষে ভগবতী উঠ উঠ ধনপতি
এমত মিনতি কি কারণে।
কত কৈলে তিরস্কার এবে কর নমস্কার
সে সব নাহিক তোর মনে। (ব)

CENTRAL LIBRARY

অথ অষ্টমঙ্গলা

[১]শ্রবণ মঙ্গল কথা[১] [২]দেবের পূজার কথা[২]
ভব বিপদের প্রতিকার।
এই ব্রত ইতিহাস সুনিলে কলুষ নাশ
কলিকালে হইল প্রচার ॥ ৪
নাহি ছিল ত্রিভুবন [৩]একা ছিলা[৩] নারায়ণ
[৪]অন্ধকার পরে[৪] ভগবান।
পেয়ে তাঁর কৃপা দৃষ্টি ভুবন করিলা সৃষ্টি
[৫]ত্রিভুবন পাইল সন্ধান[৫] ॥ ৮
পাসণ্ডী জনার পক্ষ বিরিঞ্চি নন্দন দক্ষ
আমি তার হইলাম দুহিতা।
তথা নাম হৈল সতি বিভা কৈল পসুপতি
সুরলোকে হৈলাম পূজিতা ॥ ১২
পিতৃমুখে পতি কুচ্ছা [৬]সুনি তেজিলাম ইচ্ছা[৬]
পিতৃকুলে বিপদ দাইনি।
হয়্যা তার সেই অঙ্গ করিলাম মখ ভঙ্গ
দক্ষ জজ্ঞ বিনাস কারিনি ॥ ১৬
মেনকা উদরে জাতা হৈলাম শিখরি সুতা
তপস্যা করিলুঁ হর হেতু।
মোর বিবাহের তরে ইন্দ্র পাঠাইয়া স্মরে
হরকোপে মরে মিনকেতু ॥ ২০
[৭]তপ কৈলা গুরুতর অর্ধ অঙ্গ দিলা হর
অবনি মণ্ডলে নিল পুজা।

---

১ শ্রবণ মঙ্গল গাথা (দী) ২ দেবীর পূজার গাথা (ব)
৩ প্রকাশিত (দী)
৪ অন্ধকার হরে (দী) অন্ধকারে ভাবেন (ব)
৫ ত্রিভুবন হইল নির্ম্মাণ (দী, ব) ৬ দেহত্যাগে কৈলুঁ ইচ্ছা (ব)
৭ কংস নদীর কূলে তমাল তরুর মূলে
বিশ্বকর্ম্মা দেহরা নর্মাণে।

CENTRAL LIBRARY

কংস নদীর কূলে তমাল তরুর মূলে
আগে পূজে সহস্রাক্ষ রাজা ॥ ২৪
পুজা নিয়া জাই বাস পশু করে আর্দাস
তার পুজা লৈলু বিজুবনে।
শিব পুজে পুরন্দর পুষ্প তোলে নীলাম্বর
জন্মাইলুঁ ব্যাধের ভবনে ॥ ২৮
নাম হৈল কালিকেতু সম্বল উপায় হেতু
প্রতিদিন বধে পশুগণে।
স্বর্ণ গোধিকা হোয়্যা তারে আমি দেখা দিয়া
দিনু তারে আপনারি ধনে ॥ ৩২
মোর বাক্যে দিয়া মোন কাটাল্যা গহন বোন
বসাইল নগর গুজরাটে।
নাহি জানে আমা বিনে পুজা করে রাত্রিদিনে
নানা উপচারে গীতে নাটে ॥ ৩৬
[৮]রাজা তারে কৈল বন্দি করিলু ছাড়ার সন্ধি
স্বপন কহিয়া নৃপবরে।[৮]
বসাইল রাজপাটে রাজা করি গুজরাটে
অবশেসে নিলু সুরপুরে ॥ ৪০
তালভঙ্গ করি ছলা দেবকন্যা রত্নমালা
ছলিয়া আনিলু বসুমতী।
গন্ধবণিক জাতি খুল্লনা হইল খ্যাতি
বিবাহ করিল ধনপতি ॥ ৪৪
রাজা পাল্য সারি সুয়া পিঞ্জর আনিতে গিয়া
গেল সাধু গোউড় নগরে।
সতিনে রাখিয়া ছেলি দেখি হইলু অনুকুলি
বরদান দিলু সরোবরে। ৪৮

মঙ্গলচণ্ডিকারূপে স্বরূপ কহিলুঁ ভূপে
পুজা লইলুঁ নৃপতি ভবনে। (ব)
৮ দূর গেল শাপকাল বন্দী কৈল ক্ষিতিপাল
স্বপন কহিলুঁ নৃপবরে। (ব)

CENTRAL LIBRARY

আমি দিনু বরদান লোহনা সাধিল মান
পতিঘরে আন্যা পূজাফলে।
স্বামি সৌভাগ্য অতি কৌতুকে ভুঞ্জিয়া রতি
মন্দিরে আছয়ে কুতুহলে ॥ ৫২
জ্ঞাতি বন্ধু ধরে ছল কেহো নাহি খায় জল
পরিক্ষাতে হৈল স্বদ্ধ মোতি।
সাজি সাত তরিবরে সঙ্খ চন্দনের তরে
রাজা দিল সাধুর আরতি ॥ ৫৬
রাজ আজ্ঞা শিরে ধরি আল্যা সাধু নিজপুরি
অতিশয় বিসাদিত মোতি।
আমা সনে করি হট চরণে লঙ্ঘিয়া ঘট
সিংহলে চলিলা লঘুগতি ॥ ৬০
উপনিত মগরায় ডুবাইলু ছয় নায়
গেলা সাধু একা মধুকরে।
ছলিলাম কালিদয় রাজার স্থানে পরাজয়
বন্দি করাইলাম কারাগারে ॥ ৬৪
কেবল তোমার বুড়া না করিলাম প্রাণপীড়া
দ্বাদস বৎসর দিনু দুখ।
স্বদ্ধভাবে দিনু বর কোলে হৈল বংসধর
দেখিলে পুত্রের চান্দ মুখ ॥ ৬৮
ছলিয়া আনিল পূর্বে জন্মাইলে তারে গর্ব্ভে
মহেন্দ্র নন্দন মালাধর।
নাম হৈল শ্রীয়পতি পড়িল অনেক পুঁথি
মদন স্বন্দর কলেবর ॥ ৭২
গুরুসনে হৈল দ্বন্দ্ব দ্বিজ তারে বলে মন্দ
দিল গালি ব্রাহ্মণে সভায়।
পিতার উর্দেস আসে চলিলা সিংহল দেসে
ভরা দিয়া সঙ্গে সাত নায় ॥ ৭৬
মগরাতে ঝড় বিষ্টী তথি দিনু স্বভা দিষ্টী
গেলা ছিরা সিংহল নগরে।

CENTRAL LIBRARY

কালিদহে উপনিত দেখে অতি বিপরিত
নারি হয়্যা গীলে করিবরে ॥ ৮০
প্রতিজ্ঞা রাজার স্থানে হারে সভা বিদ্যমানে
মসালে কোটাল বধে প্রাণ।
জরতি ব্রাহ্মণি বেসে উরিয়া মসান দেসে
তাহাতে দিলাম প্রাণদান ॥ ৮৪
মৃত সেনা প্রাণ পায় ... ... দণ্ড রায়
বন্ধি ঘর মাগী নিলু দান।
বাপের চরণ দেখি শ্রীমন্ত হইলা সুখি
করিল সাধুর পরিত্রাণ ॥ ৮৮
নৃপতি করিল মান নিজ কন্যা দিল দান
সুশিলা পরম রূপবতি।
নানাধনে করি পূজা বিদায় করিলা রাজা
মন্দিরে আইলা শ্রীয়পতি ॥ ৯২
সঙ্গে সঙ্গে আসি নায় উপনিত মগরায়
তুল্যা দিল ডুবা ছয় তরি।
হয়্যা আমি কৃপামই শ্রীমন্তে করিল জই
কন্যা দিল বিক্রমকেশরি ॥ ৯৬
শুন গো বান্যার ঝি অবশিষ্ট আছে কি
ভয় তেজি কর নিবেদন।
সুনিয়া চণ্ডিকার কথা খুল্লনা তেজিয়া বেথা
জোড় হস্তে করিল... ॥ ১০০
চারি প্রহর রাতি জালিয়া রত্নের বাতি
[৯]অমর সমর মন্দিরে।[৯]
অষ্ট মঙ্গলা সায় শ্রীকবিকঙ্কণ গায়
পাইলেন প্রসাদ আদরে ॥ ১০৪
অষ্টমঙ্গলা সমাপ্ত।

---

৯ উর মাতা আমার মন্দিরে (দী)
অমর সাগর মুনিবরে। (ব)

ধনপতির সুন্দর রূপপ্রাপ্তি

লাজ খণ্ডি[১] বলে কথা আপন মরম।
তুমি কি না জান পতিব্রতার ধরম॥
[২]সতি নামে পতি[২] নারায়ণ সমতুল।
পরের পুরুষ যেন সিমুলের ফুল॥ ৪
রোগী জার পতি তার রূপে কাজ কিবা।
তাহা হৈতে ভাল জিয়ে বনিতা বিধবা॥
পূর্বে ছিল স্বামি মোর হেম কলেবর।
[৩]ইবে তার কাছে জাত্যা গায়ে আল্য জর॥[৩] ৮
কহিতে কহিতে ভাসে লোচনের জলে।
দয়া করি অভয়া খুল্লনা নিল কোলে॥
খুল্লনারে ভগবতি সদয় হৃদয়া।
[৪]সেবক বলিয়া সদাগরে কৈল দয়া॥[৪] ১২
যেইক্ষণে সদাগরে নিবারিল ক্রোধ।
সেইক্ষণে সাধুর পায়ের ঘুচে গোদ॥
অভয়ার পদধুলি গায়ে মাখে সাধু।
সেইক্ষণে সাধুর গায়ের ঘুচে দাদু॥ ১৬
যেইক্ষণে কৃপা দিষ্টি চাহিলা ভবানি।
সেইক্ষণে সাধুর চক্ষের ঘুচে ছানি॥
[৫]সদাগরে কৃপা দিষ্টি চান মহামায়।
পিষ্ট দেসে ছিল কুজ তখনি লুকায়॥[৫] ২০
[৬]দয়া করি দেবি জদি কৈল আলোকন।[৬]
ধনপতি হৈল জেন অভিন্ন মদন॥

---

১ খাম্যা (দী)
২ সতীজনের পতি (ব)
৩ কাছে শুতে অঙ্গ ইবে পোড়ে পালি জ্বর। (দী)
৪ কিঙ্করী সম্বন্ধে সদাগরে কৈল দয়া। (ব)
৫ হাসিয়া অভয়া চাহিলেন কৃপাদৃষ্টে।
ততক্ষণে কুজ তার ঘুচাইল পৃষ্ঠে। (দী)
৬ চণ্ডিকা করিল যদি কৃপাবলোকন। (ব)

CENTRAL LIBRARY

অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত্ত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ ২৪

চণ্ডীর কৃপা

কৃপা করি সদাগরে বলেন পার্বতী।
প্রসন্ন হইনু তোরে ঘুচুক দুর্গতি ॥
নানা ব্যাধি জোতি ছিল সাধু ধনপতি।
চণ্ডির কৃপাতে হৈল মদন মুরতি ॥ ৪
কলাপি কলাপ জিনি সিরোরুহ ভরি।
বিচিত্র কবরি তথি ভ্রমর ঝঙ্কারি ॥
বদন মণ্ডল জেন সারদের চান্দ।
হেন বুঝি রমনিগণের মন ফান্দ ॥ ৮
কামের কামনা জিনি ভুরুজুগভঙ্গী।
লোচন যুগল গঞ্জী খঞ্জন কুরঙ্গী ॥
চৌরস কপালে সোবে চন্দনের রেখা।
হরিস্থত অরিসিরে কুমুদের সখা ॥ ১২
মনোহর নাসা জিনি বিনোতা নন্দন।
গীধিনি লর্জিতা দেখি জুগল শ্রবণ ॥
অধর বিদ্রুম কিবা পক্ক বিম্ব ফল।
দসন মুকুতা জিনি বিপুল কপোল ॥ ১৬
হেম রূপি হৈলা জেন চারু কলেবর।
বাহু জুগ মৃণাল জিনিয়া করি কর ॥
খিন মধ্যদেস দেখি কেসরি সমান।
নিবিড়ি কদলি জেন দেখি উরু ঠান ॥ ২০
চরণ কোমল জিনি অঙ্গুলি চম্পক।
ঝরতল মনোহর জিনিয়া জাবক ॥
মদন মুরুতি সাধু চণ্ডির কৃপায়।
খুল্লনা কটাক্ষ করি সাধু পানে চায় ॥ ২৪

CENTRAL LIBRARY

হেনকালে খুল্লনারে বুঝায় অভয়া।
করহ করুণামই সিবরামে দয়া॥

কলির দোষকীর্তন

নারদি পুরাণ মত কলির বিচার জত
সুন ঝিয়ে খুল্লনা সুন্দরী।
তুমি গো পরম শুচি [১]তেজ মহি ভোগ রুচি[১]
অবিলম্বে চল সুরপুরী॥ ৪
মহা ঘোর কলিকাল নীচ হবে মহীপাল
সর্ব ভোগ নিচের সাধন।
সঙ্গ দোষে পাবে দুখ লোক ধর্মে [২]প্রতি মুখ[২]
কলিকালে দেবতা নিন্দন॥ ৮
ধর্মে নাহি পাবে স্থান অধর্মে সভার মন
ষোড়শ বৎসরে হবে জরা।
ধর্মে নাহি দিয়া মোতি সবে জাবে অধোগতি
কুলবধূ হবে স্বতন্তরা॥ ১২
[৩]বেদছাড়া হবে দ্বিজ[৩] পরিহরি কর্ম নিজ
সবে হবে সুদ্রের সমান।
অনুদিন ধর্মলোপ বাড়িবেক কাম কোপ
টুটীবেক [৪]জপতপ জ্ঞান॥[৪] ১৬
[৫]মদ্যমাংসে[৫] অভিরুচি নহিবে ব্রাহ্মণ সুচি
হইবে ধার্মিক উপহাস।

---

১ তেজ ভোগ অভিরুচি (ব) তেজ গৃহ অভিরুচি (দী) ২ পরাঙ্মুখ (দী)
৩ উরুগুরু বর্ণদ্বিজ (দী)
গুরুনিন্দা কহি দ্বিজ (ব)
৪ যপ তপ দান (ব)
তপ যজ্ঞ দান (দী)
৫ বৃথা মাংসে (দী, ব)

CENTRAL LIBRARY

[৬]পাপে অতি হবে মতি অধর্মে সভার রতি
পরাণে সভার অভিলাস ॥[৬] ২০
নহিবে ব্রাহ্মণ ভব্য [৭]লাহা লোহা লোণ গব্য[৭]
বিক্রয়ে সঞ্চিবে বহু ধন।
ক্ষিতি হবে হিন ফলা প্রজা পাবে কর জ্বালা
দরিদ্র হইবে সর্বজন ॥ ২৪
[৮]অধার্মিক হবে বৈস্য[৮] ব্রাহ্মণে সুদ্রের সিস্য
ভিক্ষাজিবি হবে সর্বলোক।
দুর্ভিক্ষ বিষম ব্যাধি অকাল মরণ আদি
পিড়াতে সভার হবে সোক ॥ ২৮
[৯]কেবল পরের হিংসা আপনার হিত সংসা
সভাকার পাপে হবে মোন।[৯]
পাপমোতি লোকমাঝে দেবকন্যা নাহি সাজে
বিলম্ব করহ অকারণ॥ ৩২
[১০]ধর্ম হবে অপবিত্র পীতাকে হিংসিবে পুত্র
গুরুকে হিংসিবে শিষ্যগণ।[১০]
দারুণ ধর্মের গতি বনিতা হিংসিবে পতি
পরধনে সভাকার মোন ॥ ৩৬
সুন ঝিয়ে উপদেশ বিষম কলির সেস
পঞ্চ বর্ষে নারি গর্ভবতি।

---

৬ লোভে অতি পাপমতি অকর্ম্মে সভার মতি
পরান্নে সবার অভিলাষ। (ব)
লোভে অতি বড় মতি বিক্রম করিবে অতি
অপথে সভার অভিলাষ। (দী)

৭ বেচিবে লবণ গব্য (দী) ৮ দরিদ্র হইবে বৈশ্য (ব)

৯ আপনার প্রশংসা অন্যের করিবে হিংসা
নিরবধি হবে কুভোজন। (ব)

১০ কলি অধর্ম্মের পাত্রে পিতৃহিংসা করে পুত্রে
গুরুহিংসা করে শিষ্যগণ। (ব)

CENTRAL LIBRARY

অধর্মে কলির ডর দুই তিন জ্যেতা ঘর
জাতি ধন দেই কুলপতি ॥ ৪০
[১১]রাজা অধর্ম মোতি ...প্রজাধনে রিতি
পুর ছাড়ি পালাইবে জন।[১১]
রাজা না করিবে রক্ষা [১২]প্রজার হইবে ভক্ষা[১২]
এই হেতু অকাল মরণ ॥ ৪৪
জত হবে কলি বৃদ্ধি না হবে প্রজার সুদ্দী
হরি ভক্তিহিন হবে নর।
বিসম কলির কথা সুনিতে লাগিবে ব্যথা
অনাবিষ্টী সতেক বৎসর ॥ ৪৮
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন।
তাঁহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ ৫২

কলির গুণকীর্তন

নারদি[১] পুরাণে জত আছে কলির গুণ।
[২]কহিব সকল ঝিয়ে[২] সাবধানে সুন ॥
যেই ধর্ম [৩]সত্য জুগে দ্বাদশ[৩] বৎসরে।
ত্রেতা জুগে [৪]সেই ধর্ম বৎসর ভিতরে ॥[৪] ৪
দ্বাপরতে যেই ধর্ম হয় একমাসে।
কলি[৫]কালে সেই ধর্ম[৫] রজনি দিবসে ॥

---

১১ নৃপতি লইবে ধন সুখহীন সর্ব্বজন
প্রবেশিবে গহন কানন। (ব)
১২ প্রজা ফলমূল ভিক্ষা (ব)
১ আগম (দী) ২ কহিব সে সব কথা (দী)
৩ হয় সত্যে দ্বাদশ (ব) ৪ এক অব্দে কহিলুঁ তোমারে (ব)
৫ তে সে ধর্ম্ম হয় (ব)

CENTRAL LIBRARY

ধ্যান করি হরিপদ পায় সত্য যুগে।
ত্রেতা যুগে হরিপদ পায় নানা[৬] যোগে ॥ ৮
দ্বাপরে বৈকুণ্ঠ চলে ভজিয়া[৭] গোপালে।
[৮]হরিনামে হরিপদ[৮] পায় কলিকালে ॥[৯]
ঘোর কলিকালে যেবা হরিনাম লয়।
[১০]বিমানে বৈকুণ্ঠ চলে নাহি জন্মভয় ॥[১০] ১২
নারায়ণ পদে যেবা করে নমস্কার।
কলি নাহি বান্ধে তারে [১১]কি করে[১১] সংসার ॥
[১২]অহর্নিশি করে যেবা হরি সংকির্তন।
ভারতমণ্ডলে তার সার্থক জিবন ॥ ১৬
সিব পূজা করে জেবা দেবি পরায়ণ।
আপনি সহায় তারে লক্ষি জনার্দন ॥[১২]
হরিনাম হরিকথা কলুস নাশিনি।
স্থনিল চণ্ডির কথা বেন্যার নন্দিনি ॥ ২০
চণ্ডির চরণে ধরি বলেন খুল্লনা।
সন্দেহ ঘুচাহ মোর পুরহ কামনা ॥
হরিনাম গুণ গায় ভুবন অখিল।
নাম নিয়া বৈকুণ্ঠে চলিলা অজামিল ॥ ২৪

---

৬ দান (ব) (৭) পূজিয়া (ব)

৮ হরিসঙ্কীর্ত্তনে পদ (ব)

৯ ইহার পর

কলির চরিত্র যত বিষম গণন।
ইহাতে ঔষধ কিছু আছয়ে কারণ।
কলিকাল গরলে ঔষধ নারায়ণ।
বদনে করিলে পান না দেখে শমন। (ব)

১০ জরা রোগ মৃত্যু শোক যমে নাহি ভয়। (ব)

১১ না বাঁধে (ব)

১২ শিবপূজা করে যেবা হরিসঙ্কীর্ত্তনে।
আপনি রাখেন তারে লক্ষ্মী নারায়ণে।
খুল্লনারে কৃপাময়ী সদয়হৃদয়া।
কর গো করুণাময়ী শিবরামে দয়া। (ব)

CENTRAL LIBRARY

লোচনে শ্রবণে দূর ছয় মাসের পথ।
দেখিয়াছ কোথা হরি নামের মহত্ত ॥
চণ্ডিকা বলেন ঝিয়ে স্থন ইতিহাস।
হরিনাম গুণ দেখাইল কিত্তীবাস ॥ ২৮
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত্ত।
শ্রীকবিকঙ্কণে গান অমৃত সঙ্গীত ॥

হরিনামের মাহাত্ম্যকথন

এককালে ভিক্ষা ছলে দেব ত্রিলোচন।
বৈকুণ্ঠে মাগীতে ভিক্ষা করিল গমন ॥
বৈকুণ্ঠে মাগীয়া ভিক্ষা সভার সদনে।
অবসেসে গেলা হরি বিষ্ণুর ভুবনে ॥ ৪
নানা কথা প্রেমালাপে দোঁহে কুতুহলে।
নানা রত্ন ভিক্ষা দিল মহেশের থালে ॥
পারিজাত মালা দিল ক্ষিরোদক বাস।
বিদায় হইয়া হর গেলেন কৈলাস ॥ ৮
ঘন সিঙ্গা বাজে ঘন বাজয়ে ডমরু।
গুহ গজানন বলে আল্যা দেবগুরু।
মালা দেখি গুহ গজানন হরসিত।
মালাতে মজিয়া গেল দুঁহাকার চিত ॥ ১২
নিকটে আসিয়া গুহা বলে বাপা বাপা ॥
এই মালা মোরে দিবে জদি থাকে কৃপা ॥
ডাকিয়া গনেস দেন মাথার সপথ।
এই মালা দিয়া মোরে পুর মনোরথ ॥ ১৬
[১]মালা দেহ বলি দুই ভাই বাজিল কুন্দল।[১]
বাঁটিয়া না লন মালা চাহেন সকল ॥

---

১ মালা হেতু দুইজনে বাড়িল কোন্দল। (দী)

CENTRAL LIBRARY

সিন্ধুর আর্ক্ষটী[২] হর ভাঙ্গীতে নারিয়া।
প্রবোধ করিলা মনে স্রিজিয়া উপায়া ॥ ২০
সর্ব তির্থ করি জেবা আস্যা একদিনে।
অন্য নাহি পায় মালা সেই জন বিনে ॥
এইত মালার গুণ আমি ভালো জানি।
সহস্র বৎসরে মালা নহে পুরাতনি ॥ ২৪
এই মালা সিমন্তিনী সিরে ধরে জেবা।
স্বামির সৌভাগ্য হয় না হয় বিধবা ॥
হরয়ে কলুস জরা অকাল মরণ।
ব্যাধি আদি নাহি হয় সর্পের দংসন ॥ ২৮
নির্ধনের ধন হয় মুর্ক্ষ পায় জ্ঞান।
নারায়ণে ভক্তী হয় লোকে যাচে মান ॥
ইহা স্থনি দুই ভাই আনন্দে তরল।
নয়নে আনন্দ জল হাসে খল খল ॥ ৩২
মনের মানসে গুহা কৈল অঙ্গীকার।
মোঙর উড়ায়্যা আগে গেলা হরিদ্বার ॥
তমিলুকে বিষ্ণু হরি দেখি বর্গভীমা।
কপালে লোচন স্থান ··· সিমা ॥ ৩৬
পৈরাগে গেলেন গুহা হয়্যা অভিলাসি।
সাগর সঙ্গম কৈল থাকি উপবাসি ॥
ত্রিবিনি পাইয়্যা পূজা কৈল সপ্তরিসি।
ঝড় বেগে তীর্থ জায় হয়্যা অভিলাসি ॥ ৪০
একে একে তীর্থের কতেক নিব নাম।
সব তীর্থ করি গুহা আল্যা নিজ ধাম ॥
মুসক বাহনে ঘরে করেন ভাবনা।
লয়েন হরির নাম করি দৃঢ় মনা ॥ ৪৪
হরিকথা আনন্দে থাকিয়া দণ্ড চারি।
মালা হেতু গেলা জথা দেব ত্রিপুরারি ॥

---

২ আকুতি (দী), বিরোধ (ব)

CENTRAL LIBRARY

মহেস বলেন বাপা [৩]এ তোমার ঘাট[৩] ।
কেমনে সকলো তির্থ কৈলে এত ঝাঁট ॥ ৪৮
স্থনিয়া সিবের কথা বলে গজানন ।
ভ্রমিয়া সকল তির্থ কোন প্রয়োজন ॥

গণেশের জয়

সকল তির্থের ফল পাই হরিনামে ।
করিল সকল তির্থ বসি নিজধামে ॥
হরিকথা প্রেমালাপে দোঁহে কুতুহলে ।
পারিজাত মালা দিল গণেসের গলে ॥ ৪
সর্ব তির্থ করি গুহা আল্যা সন্ধ্যাকালে ।
আসি মালা দেখিলেন গণেসের গলে ॥
গণেসের গলে মালা দেখি ষড়ানন ।
হৃদয়ে দুঃখিত হৈয়া কৈল নিবেদন ॥ ৮
বিচারে হারিলে তথা দেব ষড়ানন ।
অভয় মঙ্গল গান শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

স্বর্গগমন

এতেক চণ্ডির বাক্য স্থনিয়া খুল্লনা ।
প্রদক্ষিণ করি কৈল চরণ বন্দনা ॥
সর্গ জাব বলি পুরে দিলেন ঘোষণা ।
ঘরে ঘরে উজানিতে উঠিল বন্দনা ॥ ৪
হয় জুড়ি মাতুলি জোগায় পুষ্পযান ।
তাহে চড়ে রত্নমালা দ্বিজে দিয়া দান ॥
দুই দিগে দুই জায়া বসিলা শ্রীয়পতি ।
পদ্মাবতি সঙ্গে তাহে বসিলা পার্বতি ॥ ৮

---

৩ তস্থ তব থাট (দী)

CENTRAL LIBRARY

হেনকালে ধনপতি করেন বিনয়।
শূন্য করি জাহ মাতা তোমার নিলয়॥
পুত্রবধূ জায়া জদি জায় তোমার সনে।
কি কাজ করিব মাতা থাকিয়া ভবনে॥ ১২
জ্ঞান দিল ভগবতি তারে প্রিয় ভাষে।
মোর মোর বলিতে অবনী দেবী হাসে॥
প্রিয় ব্রত আদি করি এ মহীর মাঝ।
বেণ সিন্ধু যযাতি শান্তনু মহারাজ॥ ১৬
অর্জ্জুন খট্টাঙ্গ রঘু মান্ধাতা ভরত।
নমুচি সাগর রাম নৃপ ভগীরথ॥
বিশেষ বলিব কত স্থন ধনপতি।
খিতিতলে উপনিত খিতিতলে মৃতি॥ ২০
লোহনার হবে সাধু গর্ব্বের সঞ্চার।
তাহা নিয়া ধনপতি করিবে সংসার॥
জ্ঞান পায়্যা ধনপতি রহিল মন্দিরে।
ঝড় বেগে রথখান উঠিল অম্বরে॥ ২৪
হেনকালে পদ্মাবতি বলেন বচন।
অবধানে স্থন মাতা মোর নিবেদন॥
নরের গমন কভু নহে স্বর্গপুরে।
কেমনে লইয়া জাবে জিয়ন্ত পুরিরে॥ ২৮
জদিবা আছিলে পূর্বে দেবতা সভায়।
অবনিতে আসিয়া হইলে নরকায়॥
মোর নিবেদনে মাতা কর অবধান।
দেহ বদলিয়া সবে জাহ নিজস্থান॥ ৩২
মন্দাকিনী জলে স্নান করি চারিজন।
নিজমূর্তি পায়্যা হইল হরষ বদন॥
স্থকর্ম যাহার স্থানে তারে নিয়জিল।
কুসুম চন্দন সবে প্রসাদ পাইল॥ ৩৬
আজ্ঞা পায়্যা তথারে গেলেন মালাধর।
শচী শুনিল তথা আইল কুঙর॥

CENTRAL LIBRARY

সুত বার্তা পায়্যা রামা হইল আনন্দিত।
পাটের ছাঙনা টানায় চারিভিত ॥ ৪০
আরোপিল বারি পূর্ণিত হেমঘটে।
রূপিল শফরী তরু নৃত্য করে নটে ॥
মালাধর হইতে হইল ব্রতের প্রকাশ।
সাঙ্গ হইল দেবীর পূজার ইতিহাস ॥ ৪৪
পুত্রবধূ নিছিয়া পেলিল গুয়াপান।
অভয়া মঙ্গল কবিকঙ্কণে গান ॥

CENTRAL LIBRARY

পরিশিষ্ট[১]

যমদূতের সহিত দেবীর যুদ্ধ

ব্যোমযানে লঘুগতি যান ভগবতী।
হেনকালে যমদূত আগুলে পদ্ধতি ॥
নিরাতঙ্কে জীব লয়ে যাও অগোচরে।
বান্ধিয়া লইব তোমা যম বরাবরে ॥ ৪
এতেক কহিলা দূত পসারিয়া পাণি।
বিমানে বিরোধ করে না ছাড়ে শরণী ॥
রবিসুত দূতের শুনিয়া ভারতী।
হাসিয়া ইঙ্গিত তায় করে পদ্মাবতী ॥ ৮
কহ কহ ওরে দূত শুনি অনুপাম।
কার অনুচর তোরা তার কিবা নাম ॥
এতেক শুনিয়া দূত বলে কোপানলে।
দশনে অধর চাপি দম্ভ করি বলে ॥ ১২
শুনহে অবলা তোরে দিয়ে পরিচয়।
সঞ্জীবনী পুর-নাথ যম মহাশয় ॥
কালরূপে জীবগণে আসি নিত্য পুরে।
সুমার করেন ধর্মাধর্মের বিচারে ॥ ১৬
হরি হর বিরিঞ্চি যতেক সুরগণ।
এই সব দেবে করে যমের সহায়ন ॥
হেন বুঝি আজি তোরে বিধি হৈলা বাম।
কতকাল যমপুরে করিবে বিশ্রাম ॥ ২০
শুনিয়া সরোষ পদ্মা দূতের বচনে।
সমুদা মামুদা দানা করিল স্মরণে ॥
শ্রুতিমাত্রে আইলা দানা যথা হৈমবতী।
দূত নিবারণে পদ্মা দিল অনুমতি ॥ ২৪

---

১ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ কবিকঙ্কণ চণ্ডী (১৯২৬) হইতে সংকলিত।

CENTRAL LIBRARY

যমদূতে শিবদূতে বাজিল সমরে।
হান হান করে পদ্মা রথের উপরে॥
পায়ে ধরি যমদূতে ফিরাইল পাক।
আকাশে ফিরয়ে যেন কুম্ভারের চাক॥ ২৮
হস্তপদ ভাঙ্গিল পাইল বড় লাজ।
উর্দ্ধমুখে ধায় দূত যথা ধর্মরাজ॥
নিবেদন করয়ে করিয়া জোড়পাণি।
গাইল মুকুন্দ যারে সহায় ভবানী॥ ৩২

যমদূতগণের অভিযোগ

শুন শুন ধর্মরায় নিবেদি তোমার পায়
আজি বড় পাইলুঁ অপমান।
তোমার আদেশ মাথে করি ধাই ব্যোমপথে
আনি যত জীবের পরাণ॥ ৩৬
এক রথে এক নারী লয়্যা যায় জীব চারি
যায় বেগে নাহি শুনে বাণী।
দেখি অতি অদ্ভুত শুন হে মিহিরসুত
আগুলিলুঁ তাহার শরণি॥ ৪০
কহিতে করিয়ে ভয় তোমাকে গঞ্জিয়া কয়
প্রাণ শেষ তাহার তাড়নে।
ত্যজি সঞ্জীবনীপুর যাও নাথ কতদূর
বিষয় করিয়া সমাপনে॥ ৪৪
শুনিয়া দূতের বাণী ক্রোধে ধর্ম নৃপমণি
সাজ বলি দিলেন ঘোষণা।
সাজ বলি পড়ে ডাক দামামা দগড় ঢাক
উতরোল ব্যাল্লিশ বাজনা॥ ৪৮
দেখিতে লাগয়ে ভয় সাজে দূত শয় শয়
কালদণ্ড পাশ করে ধরি।

CENTRAL LIBRARY

চলিতে না পায় পথ রথে রথী শতে শত
পদাতি তুরঙ্গ মত্ত করী ॥ ৫২
হান হান মার মার ইহা বিনা নাহি আর
শ্রবণে শুনিয়ে যমপুরে।
যমের আদেশ পায় বায়ুবেগে যেন ধায়
ভয়ে সুরগণ যায় দূরে ॥ ৫৬
উপনীত
চণ্ডীর সম্মুখে।
চণ্ডিকা বলেন সখী কিবা অপরূপ দেখি
বুঝি হয় সমর কৌতুকে ॥ ৬০
শুনিয়া চণ্ডীর বাণী পদ্মাবতী কন বাণী
রণ হেতু আইসে যম সেনা।
শুনি হৈমবতী হাসে শ্রীকবিকঙ্কণ ভাষে
স্মরণে ধাইল যত সেনা ॥ ৬৪

যমদূত ও শক্তিসেনার যুদ্ধ

প্রবেশিল যত সেনা
শমন-সমরে।
দেবীর সেনাগণ করয়ে গর্জন
ঘন সিংহনাদ পুরে ॥ ৪
যমের বীরবর ছাড়য়ে খর শর
দানার কাটয়ে শির।
মেলিয়া দশন নাচয়ে দানাগণ
লুফিয়া ধরয়ে তীর। ৮
ধাইল ধানুকী শত শত তবকী
তবকে পুরিয়া গুলি।
আকাশে কুমুদা আছিলা মামুদা
ভাঙ্গিলা মাথার খুলি ॥ ১২

CENTRAL LIBRARY

পড়িল তবকী পলায় ধানুকী
শরাসন ফেলিয়া দূরে।
ধরিয়া ত রণে তুরঙ্গ-চরণে
দানাগণ বদনে পুরে ॥ ১৬
করিয়া মুণ্ডে ধরিয়া তুণ্ডে
তুলিয়া আছাড়ে ক্ষিতি।
ভাঙ্গিয়া দশন পড়িল করিগণ
দেখিয়া পলায় রথী ॥ ২০
রুষিয়া বীরগণ করয়ে বরিষণ
বাণ যেন পড়য়ে শিল।
আসিয়া মহাকাল ধরিয়া পুরে গাল
কাহার শিরে মারে কীল ॥ ২৪
ছায়ে দিনমণি করি ঘোর ধ্বনি
দানা ধায় লাখে লাখ।
রথ রথী ধরিয়া ফেলয়ে তুলিয়া
ফিরে যেন কুম্ভারের চাক ॥ ২৮
রুষিয়া দানাবর না চিনে ঘর পর
ঘন ঘন করে হান হান।
বীরবর লম্ফে বসুধা কম্পে
যম-সেনা ছাড়য়ে প্রাণ ॥ ৩২

চণ্ডীর সমীপে যমের বিনয়

শুনিয়া সমর কথা শমন কুপিত।
কলেবর কম্পমান ডাকে বিপরীত ॥
চারিদিকে সাজ বলি পড়িল ঘোষণা।
দুন্দভি মাদল আদি বাজয়ে বাজনা ॥ ৪
চতুরঙ্গে দলে সাজে চতুর্দশ যম।
মহিষে মিহিরসুত অতি অনুপম ॥

CENTRAL LIBRARY

ব্যোমযানে যেখানে আছেন ভগবতী।
সত্বরে শমন আসি হৈল উপনীতি ॥ ৮
সম্মুখে দেখিল যম হেমন্ত দুহিতা।
মহিষের পৃষ্ঠে যম হেঠ কৈল মাথা ॥
অবনী লোটায়ে স্তুতি করে ধর্মরায়।
সম্ভ্রমে ধরিল গিয়া অভয়ার পায় ॥ ১২
অপরাধ ক্ষমা করি দূর কর রোষ।
না জিনিয়া গিরিসুতা কৈল আমি দোষ ॥
করপুটে করি স্তুতি শিরে দিয়া হাথ।
তিন লোক ত্রাণ হেতু তুমি সবে নাথ ॥ ১৬
মধুকৈটভের ভয়ে মরাল-বাহন।
হরিনাভিপদ্মে থাকি করিল স্তবন ॥
করিলে করুণাময়ি কৃপাদৃষ্টি তারে।
ত্রাণ পাইল চতুর্মুখ অসুরের করে ॥ ২০
মহিষাসুরের ভয়ে পেয়ে পরাজয়।
সুর পুর ত্যজে ইন্দ্র পেয়ে বড় ভয় ॥
মহিষে করিলে ক্ষয় ক্ষিতিভার নাশি।
তবে সুরপুরে ইন্দ্র রাজা হৈলা আসি ॥ ২৪
ঘোর কলি-সাগরে তোমার নামে তরি।
বারেক লইলে নাহি যায় মোর পুরী ॥
তিনগুণে তিন দেব সংহার কারণ।
একা তিনগুণা তুমি সেবকশরণ ॥ ২৮
কুপুত্র হইলে মা না হয় বিমুখ।
কৃপা করি দূর কর অন্তরের দুখ ॥
তব আজ্ঞা শিরে ধরি শিখর-নন্দিনী।
ধর্মাধর্ম বিচার করিয়ে নারায়ণি ॥ ৩২
শুনিয়া ধর্মের স্তব হরের ঘরণী।
আশীষ করিয়া তার শিরে দিল পাণি ॥
বিদায় হইলা ধর্ম করিয়া প্রণতি।
দানাগণ সঙ্গে উঠিলা ভগবতী ॥ ৩২

CENTRAL LIBRARY

কবির প্রার্থনা

অপরাধ ক্ষমা কর হরের ঘরণী।
পুনঃ পুনঃ করি নতি জোড় করি পাণি॥
হরি হরি বলহ সকল বন্ধুজন ।
বদনে লইয়া কর বৈকুণ্ঠে গমন॥ ৪
চণ্ডিকার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

হরগৌরীর কথোপকথন

অবতরি বসুমতী পূজা লয়ে ভগবতী
বসিলেন হর সন্নিধানে।
কৈল তারে প্রণিপাত বর দিলা ভূতনাথ
জিজ্ঞাসিল তাঁহার কল্যাণে॥ ৪
শুনিয়া শিবের বাণী জুড়িয়া উভয় পাণি
নিবেদয়ে শিখরদুহিতা।
তুমি যার পরিত্রাতা তার অকুশল কোথা
এবে আমি ভুবন পূজিতা॥ ৮
ছাড়িয়া কৈলাসগিরি গেলাম মরতপুরী
পাইলাম অতুল সম্মান।
পুজা পাইলুঁ যে যে দেশে নিবেদিব সবিশেষে
এক দণ্ড কর অবধান॥ ১২
সহস্রাক্ষ নৃপমণি সকল পুরাণে জানি
আগে তার নিলুঁ জনপদ।
সুকবি পণ্ডিতসভা দেশের পরম শোভা
নিকটে আছয়ে কংসনদ॥ ১৬
সুরম্য দেখিয়া স্থান কৈলুঁ তথা অধিষ্ঠান
বিশ্বকর্মা দেহারা নির্মাণ।
স্বপনে বুঝায়্যা রাজা নিলাম তাহার পূজা
মহিষছাগল বলিদান॥ ২০

CENTRAL LIBRARY

জয়া বিজয়া সাথে পূজা লয়ে যাই পথে
পশুগণ পায় দরশন।
লোটায়ে চরণ ধরি পশু কৈল গোহারি
তার ভয় কৈলুঁ নিবারণ॥ ২৪
পাইয়া উত্তম বাস পশুগণ কৈলুঁ দাস
প্রণাম করিয়া সবিনয়।
বনে বনে ভ্রমি তুলি বিকশিত সেয়াকুলি
আম জাম দিল শয় শয়॥ ২৮
দিলে তুমি অনুমতি নীলাম্বরে নিলুঁ ক্ষিতি
জন্ম কৈলুঁ ব্যাধের ভবনে।
নাম হৈল কালকেতু দিনের সম্বল হেতু
প্রতিদিন বধে পশুগণে॥ ৩২
পশুর নিস্তার বীজ ধন তারে দিলুঁ দ্বিজ
কাটাইল গহন কানন।
বসাইল গুজরাট জুড়িল চৌকশ বাট
কৈল বীর আমার পূজন॥ ৩৬
বীরের প্রতাপ শুনি সাজিলেন নৃপমণি
রণে জিনি নিল কারাগারে।
নিগড় বন্ধনে বীর হয়ে বড় অস্থির
একভাবে স্মরয়ে আমারে॥ ৪০
কারাগারে অবতরি তার বন্ধ দূর করি
স্বপনে ভর্ৎসিলুঁ নৃপবরে।
বীরের মাননা করি রাজা পাঠাইল পুরী
আমা পূজি গেল স্বর্গপুরে॥ ৪৪
ইন্দ্রের নর্তকী বালা নাম তার রত্নমালা
তালভঙ্গে লইলাম ক্ষিতি।
হইল গন্ধবেণে জাতি খুল্লনার হইল খ্যাতি
মাতা রম্ভা পিতা লক্ষপতি॥ ৪৮
মধ্যে রাজ্য উজাবনী তথি বেণে বৈসে ধনী
তোমার সেবক ধনপতি।

CENTRAL LIBRARY

লহনা তাহার নারী সাধু নিবসয়ে পুরী
বিভা কইল খুল্লনা যুবতী ॥ ৫২
পাইল সারী শুয়া গৌড় যাইতে গুয়া
সোনা দিল পিঞ্জর গড়াতে।
নিয়োজিল স্বতন্তর বাঁঝি হইল দুরন্তর
সতা দিল ছাগল রাখিতে ॥ ৫৬
ছাগল হারায়ে বনে পঞ্চবিদ্যাধরী সনে
খুল্লনা পূজিল পুষ্পজলে।
আমি দিলুঁ বরদান লহনা সাধিল মান
সাধু ঘরে আইল পূজাফলে ॥ ৬০
স্বামীর সৌভাগ্যবতী রঙ্গেতে ভুঞ্জিল রতি
হইল তার গর্ভের সঞ্চার।
জ্ঞাতি বন্ধু ধরে ছল হয়ে আমি অনুকূল
পরীক্ষায় করিলু উদ্ধার ॥ ৬৪
কুঙ্কুম কস্তুরী পঙ্ক চামর চন্দন শঙ্খ,
নাহি ছিল রাজার ভবনে।
রাজার আদেশ পায় ভরা দিল সাত নায়
চলে সাধু দক্ষিণ পাটনে ॥ ৬৮
সাধু রহে নদী তটে খুল্লনা পূজয়ে ঘটে
আমারে করিয়া আবাহনে।
পাপিষ্ঠ বাঁঝির বোলে কোপে ধনপতি জ্বলে
মোর ঘট লঙ্ঘিল চরণে ॥ ৭২
ঝড় বৃষ্টি পথে করি মগরায় অবতরি
ডুবাইলুঁ ছয় ডিঙ্গা জলে।
বাড়িল পরম ক্রোধ সবে তব অনুরোধ,
তেঁই প্রাণ রাখি ভালে ভালে ॥ ৭৬
কালীদহের জলে কুমারী কমল দলে,
গজ গিলে উগারে অঙ্গনা।
সাধু ধনপতি দেখে মসী পত্র আনি লিখে
অন্য নাহি দেখে কোন জনা ॥ ৮০

CENTRAL LIBRARY

গিয়া নৃপতির স্থান সভাজন বিদ্যমান
করে সাধু প্রতিজ্ঞা পূরণ।
প্রতিজ্ঞায় সাধু হারে রহে বন্দী কারাগারে
নিল রাজা ছিল যত ধন ॥ ৮৪
শুনিয়া চণ্ডীর বাণী রোষযুত শূলপাণি
হৈল দেব লোহিত লোচন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ ৮৮

গৌরীর প্রতি শিবের উক্তি

গৌরি
কত বা সহিব বারে বারে।
যেজন সেবক মোর সেজন বিপক্ষ তোর
যুগে যুগে বিড়ম্ব আমারে ॥ ৪
জম্ভ-দানব সুত মোর অতিপ্রিয় ভক্ত
মহিষ আছিল মোর দাস।
রাখিলে অমরনাথ তাহার করিলে পাত
আমার করিলে কার্যনাশ ॥ ৮
মহা পরাক্রম দম্ভ শুম্ভ আর নিশুম্ভ
চণ্ডমুণ্ড আর ধূম্রলোচন।
পূজিত সেবক নিজ মহাবীর রক্তবীজ
তারে কৈল রণে নিপাতন ॥ ১২
লঙ্কার রাবণরাজা করিত আমার পূজা
তার তুমি বিপদের মূল।
হইয়া রামের পক্ষ বধিলে সেবক মুখ্য
হৃদয়ে রহিল বড় শূল ॥ ১৬
রাবণের অপরাধ এই হেতু পরমাদ
শুনি আমি না করিলুঁ রোষ।

CENTRAL LIBRARY

উদ্ধারি রামের জায়া রাবণে করিয়া দয়া
কেন না করিলে সামঞ্জস ॥ ২০
ছিল বেণে ধনপতি তার কৈলে দুর্গতি
বিশ্রাম করিতে নাই ঠাঁই ।
যথা বেণে ধনপতি তথায় আমার স্থিতি
সিংহল নগরে আমি যাই ॥ ২৪
করিব সিংহলপতি ধরাব ধবল ছাতি
উদ্ধারিব ধনপতি দত্তে ।
বন্দী কৈলে মোর দাস আমার মহিমা নাশ
কত দুঃখ নিবারিব চিত্তে ॥ ২৮
শিঙ্গা ডম্বুর মাল শূল হাথে বাঘছাল
বলদে করিল আরোহণে ।
রোষযুত দেখি হরে জুড়িয়া উভয় করে
চণ্ডী তার পড়িল চরণে ॥ ৩২
করিয়া প্রণতি স্তুতি কহিলেন ভগবতী
মোর কিছু শুন নিবেদন ।
খালাস করেছি তারে কেন রোষ কর মোরে
তার হেতু না কর চিন্তন ॥ ৩৬
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত
নিরবধি পূজিয়া গোপাল ।
আজ্ঞা পেয়ে নিরন্তর মন্ত্র জপি দশাক্ষর
মীন মাংস ছাড়ে বহুকাল ॥ ৪০

শিব প্রতি গৌরীর উক্তি

আগে ধনপতি দত্ত কৈল নিজ দোষ ।
চিরকাল তারে না থুইনু অভিরোষ ॥
অপুত্রক ধনপতি কৈলু পুত্রবান ।
বন্দীদান লয়্যা কৈলুঁ সাধুর ছাড়ান ॥ ৪

CENTRAL LIBRARY

এতেক বচন যদি বলিলা পার্বতী।
হাসিয়া জিজ্ঞাসে তারে দেব পশুপতি॥
কহ প্রিয়ে কেমনে আছেন ধনপতি।
তাহার গৌরব কৈলে আমার পিরীতি॥ ৮
অতঃপর কহ চণ্ডী পূজার বারতা।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মঙ্গলের গাথা॥

চণ্ডীর উক্তি

পঞ্চমাস গর্ভবতী খুল্লনা উত্তমমতি
সাধু বন্দী রহিল বিদেশে।
খুল্লনার গর্ভবাসে দেব মালাধর বৈসে
প্রসব হৈল দশমাসে॥ ৪
নাম হৈল শ্রীপতি নানা বিদ্যা ধীরমতি
গুরু সনে করিল কোন্দল।
গুরু দিল পরিবাদ হল বড় পরমাদ
করিল পিতার সুমঙ্গল॥ ৮
রাজায় বিদায় করি ভরা দিয়া সাত তরী
গেল পুত্র পিতার উদ্দেশে।
বুঝিতে তাহার মন কৈলুঁ ঝড় বরিষণ
মগরাতে উন্মত্ত বেশে॥ ১২
কালীদহের জলে কামিনী কমলদলে
গজ গিলি উগারি বারণ।
সাধু শ্রীপতি দেখে মসী পত্র আনি লেখে
অন্যে নাহি দেখে কোন জন॥ ১৬
গিয়া নৃপতির স্থান সভাকার বিদ্যমান
সাধু কৈল প্রতিজ্ঞা পূরণ।
রাজারে দেখাত্যে নারে প্রতিজ্ঞায় সাধু হারে
নিল রাজা যত ছিল ধন॥ ২০

CENTRAL LIBRARY

কোমরে নায়ের কাছি লয়ে অষ্ট দূর্বাগাছি
অষ্ট তণ্ডুলযুত করি।
স্নান করি সরোবরে সত্বরে কুসুমনীরে
পূজা কৈল আমারে স্মঙরি ॥ ২৪
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণীর বেশে গেলাম সিংহল দেশে
যথা বসে কোটাল শ্রীপতি।
করি তারে কল্যাণ শ্রীমন্ত মাগিলুঁ দান
না দিল কোটাল দুষ্টমতি ॥ ২৮
লয়ে চতুরঙ্গ দল আচ্ছাদিয়া মহীতল
যুঝিতে আইলা নৃপমণি।
দারুণ দানার চড়ে নবলক্ষ দল পড়ে
উরিলাম সমরে আপনি ॥ ৩২
বুঝিয়া আমার কাজ নৃপতি পাইল লাজ
রাজাকে দিলাম পরিচয়।
মৃত সেনা পায় প্রাণ সুশীলা করয়ে দান
আমার সেবকে সবিনয় ॥ ৩৬
দান লয়ে কারাগার পিতা কৈল উদ্ধার
ছাড়ান করিল ধনপতি।
লুট গেল যত ধন দিল তার সাতগুণ
খণ্ডাইল সকল দুর্গতি ॥ ৪০
রাজার বিদায় পেয়ে যায় সাধু তরী বেয়ে
মগরায় দিল দরশন।
তথা আমি অবতরি তুলে দিলুঁ ছয় তরী
দিলাম সকল ধনজন ॥ ৪৪
হয়ে বড় অভিলাষী সদাগর দেশে আসি
গেলেন রাজার সম্ভাষণে।
শুনিয়া সাধুর কথা নৃপতি পুলকযুতা
শ্রীমন্তে করিল কন্যাদানে ॥ ৪৮
ত্রিসন্ধ্যা পূজয়ে হর গৌরী গুহ লম্বোদর
খণ্ডিলাম সকল দুর্গতি।

CENTRAL LIBRARY

তোমার সেবকজনা কৈল মোর অর্চনা
ভুবনে বিদিত হৈল গতি ॥ ৫২
করি আমি প্রণিপাত ত্যজ কোপ ভূতনাথ
শ্রবণমঙ্গল গুণধাম।
তোমার সেবকজন মোর কৈল আরাধন
ভুবনে বিদিত হৈল নাম ॥ ৫৬
হরগৌরী প্রিয়ভাষে বসিলেন কৈলাসে
চামর ঢুলায় পদ্মাবতী।
সমাপ্ত হইল গীত জগজনে গায় প্রীত
মুকুন্দ রচিল শুদ্ধমতি ॥ ৬০

ফলশ্রুতি

শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা ॥
অভয়া-মঙ্গল গীত গাহিল মুকুন্দ।
আসর সহিত মাতা হইবে সানন্দ ॥ ৪
কলিকালে চণ্ডিকার হইল প্রকাশ।
যার যেবা মনোরথ পূরে তার আশ ॥
ব্রাহ্মণ শুনিলে ধর্মশাস্ত্রের ভাজন।
যুদ্ধেতে পারগ যে শুনিবে ক্ষত্রিগণ ॥ ৮
বৈশ্যেতে শুনিলে হয় বাণিজ্যাতে মতি।
শূদ্রেতে শুনিলে সুখ মোক্ষ পায় গতি ॥
সর্বলোক হরি বল হয়ে আনন্দিত।
সমাপ্ত হইল এই অভয়ার গীত ॥ ১২
আসর সহিত মাতা হবে বরদায়।
যে জন শুনায় আর যেইজন গায় ॥
সঙ্কল্প করিয়া আর যে জন গাওয়ায়।
একান্ত হইয়া মাতা তারে বরদায় ॥ ১৬

CENTRAL LIBRARY

এই গীত যেই জন করিবে শ্রবণ।
বিপদে রাখিবে দুর্গা আর পঞ্চানন॥
সমাপ্ত হইল এই ষোল পালা গান।
অভয়া-চরণে ভণে শ্রীকবিকঙ্কণ॥ ২০ (ব)

কবির ক্ষমাপ্রার্থনা

ক্ষম গো অভয়া দাসে কর দয়া
গচ্ছ গচ্ছ নিজ ধাম।
দোষ করি ক্ষমা আইস সা সমা
সত্বগুণে মোক্ষ কাম॥ ৪
দিন নিশা আট শুনি গীত নাট
ভাল মন্দ হৈল যে বা।
দোষ নাহি লবে গুণ আদরিবে
করি দণ্ডবত সেবা॥ ৮
ত্রেপাস্তরা বিলে আজ্ঞা মোরে দিলে
গীত হৈল নিরমাণ।
কাব্য নব রসে যশ অপযশে
আপনি তুমি প্রমাণ॥ ১২
পাইয়া ইঙ্গিত করিলুঁ সঙ্গীত
কৈলুঁ আত্মসমর্পণ।
দোষগুণ তারি তুমি মহেশ্বরী
এই মোর নিবেদন॥ ১৬
মন্ত্র তন্ত্র হীন পূজা অষ্ট দিন
যে বা হৈল মোর জ্ঞানে।
করিয়া অঞ্জলি হরি হরি বলি
দোষের নাশ নিদানে॥ ২০
পশু-মৃগ-ব্যাধে তোমারে আরাধে
যেই জন জানে এই।

CENTRAL LIBRARY

আমি অতি অন্ধ দূর কর ধন্ধ
মূর্খ জানি কৃপাময়ই ॥ ২৪
জনমে জনমে তোমার চরণে
মজুক আমার চিত্ত।
দিবে বল স্বর মাঙ্গি এই বর
যেন গাই তব গীত ॥ ২৮
যেবা শুনে নরে যে বা ইচ্ছা করে
তার পূর্ণ কর আশ।
নায়ক বসতি লক্ষ্মী উপস্থিতি
অন্তে নিবে নিজ পাশ ॥ ৩২
গায়নে বায়নে নায়ক সজ্জনে
কৃপা কর মহামায়া।
শ্রীকবিকঙ্কণে রাখিবে চরণে
দোষ ক্ষম সর্বজয়া ॥ ৩৬
রাজা রঘুনাথ গুণে অবদাত
রসিক মাঝে সুজান।
তার সভাসদ রচি চারুপদ
শ্রীকবিকঙ্কণ গান ॥ ৪০

6-1-69.

CENTRAL LIBRARY

শ্রীমন্তেরে করি দয়া রক্তপান করে জয়া
দানাগণ করে মহারণ।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিল বন্ধ
চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণ॥ ২০

দেবীগণের যুদ্ধে আগমন

চণ্ডনাদ চণ্ডিকা ছাড়েন [১]চণ্ডরণে।[১]
তিনলোক চমৎকার [২]কিছুই না শুনে॥[২]
রণে হৈলা চণ্ডি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণীর বেশ।
ধবল চামর জিনি [৩]জটা ভার[৩] কেশ॥ ৪
রুচির বদনতনু জলধর জিনি।
সিন্দূর তিলক ভালে[৪] শোভে দিনমণি॥
আদ্যা সনাতনী মাতা [৫]ছাড়েন অন্তর।[৫]
ত্রিশুল পট্যিস আর শেল যমধর॥ ৮
ধাইতে চরণ দুটী পড়ে ক্রোশে ক্রোশে।
মাতৃগণ সঙ্গে ধনি ব্রাহ্মণীর বেশে॥
চারিমুখে ব্রাহ্মণী করেন শঙ্খধ্বনি[৬]।
তোলপাড় করে সিন্ধু ভূধর মেদিনী[৭]॥ ১২
বারাহি খেটক ধরা ঘর্ঘর নন্দিনী।
অশনি উজ্জ্বল ধরা ধাইল ইন্দ্রাণি।
বাহন ছাড়িয়া সবে ধায় মহিতলে
যুগান্তে প্রলয়ঝড় উরিল সিংহলে॥[৮] ১৬

---

১ সিংহনাদে (ব) ২ গুণিল প্রমাদে (ব) ৩ লম্বমান (ব)
৪ যেন (ব) ৫ শোভে দুই কর (দী)
৬ চারিমুখে ব্রহ্মাণী করয়ে বেদধ্বনি (দী)
৭ কাঁপয়ে ধরণী (ব) ৮ ইহার পর অভয়ার চরণে ইত্যাদি

CENTRAL LIBRARY

শোণিতের নদী

মালঝাঁপ

অকালে [১]বরিষা হৈল
সিংহল পাটনে।[১]
শোণিতের খালি জুলি [২]বয়্যা যায় কুতুহলি[২]
মশান[৩] ভরিল বানে। ৪
রুষিয়া সমরে প্রবেশিল[৪] অম্বরে
কালিকা কাদম্বিনী।
দামামা[৫] তম্বুর পুরিল অম্বর
[৬]অভিনব জলধর ধ্বনি।[৬] ৮
[৭]শত শত[৭] ধারা বরিষা ত্রিপুরা
হয়বল গজের ধ্বনি।
উড়য়ে পাণ্ডুর গাণ্ডির চামর[৮]
দেখিয়া হাসেন ভবানী। ১২
ধরি খর খাণ্ডা কাটেন চামুণ্ডা
সিংহল নৃপতির দল।
রুধিরের পানা আলোগছে দানা[৯]
পিয়ে যেন কুতুহল॥[১০] ১৬
অসির ঝলমলি পড়ে জেন বিজুলি
দাবাশিল পড়ে জেন বাজ।

---

১ হইল বর্ষা দক্ষিণ মশানে। (দী, ব)
২ ভরিয়া বহে কুলি (দী, ব) ৩ সিংহল (দী, ব)
৪ উঠিলা (ব) ৫ ডিণ্ডিমি (ব)
৬ তোলপাড় করয়ে মেদিনী। (ব) ৭ শরাসন (ব) শরশূল (দী)
৮ গাণ্ডীব খরতর (দী) গণ্ডির চামর (ব)
৯ পান করে দানা (দী)
১০ পিয়ে যেন চাতকে জল। (দী)
চাতকেরা পিয়ে যেন জল। (ব)

CENTRAL LIBRARY

গণ্ডায় গণ্ডা কাটা করি মুণ্ডা
ভ্রমে জেন ভুজগরাজ ॥* ২০
খরতর দিষ্টে গজবর পিষ্টে
মাহুত মারিল কুন্ত।
পবিমু ভুসণ্ডী ধরিয়া চণ্ডি
বাড়িয়া ভাঙ্গেন দন্ত ॥ ২৪
খরতর নখরে হয় গজ বিদরে
নৃসিংহ রূপিনি সিবা।
রুধিরের তটিনী কাটি সর্ব্বাণী
নরশির কমঠের শোভা ॥ ২৮
বারাহি বলবান নৃপগণ[১১] তেজীয়ান
ধায় জেন আকাশের তারা।
রুধিরের জলাশয় আচ্ছাদে শয় শয়
ফুটীল পুণ্ডরিক পারা ॥ ৩২
দেখিয়া কুড়ি গাড় গজ দশনের বাড়
পুতিয়া আগনে বালা।
মাছ জেন গাড়ে পড়ে সেচিয়া দানা ঝাড়ে
দশ বিশ গাঁথে মুক্তার মালা ॥ ৩৬
জগদবতংসে পালধিবংশে
নৃপতি রঘুরাম।
শ্রীকবিকঙ্কণ করে নিবেদন
অভয়া পুর তার কাম ॥ ৪০

---

* ১৭—২০ ছত্রের পরিবর্তিত পাঠ

তবকী ছাড়ে গুলি শ্রবণে লাগে তালী
মেঘে যেন বরিষয়ে শিলা।
শোণিতের নীরে ভাসি ভাসি ফিরে,
দানা সবে তিমিঙ্গিলা ॥ (ব)

১১ দানাগণ (ব)

CENTRAL LIBRARY

প্রেতের হাট

জুড়িয়া ক্রোশেক বাট বসিল প্রেতের হাট
মনসিব[১] সর্ব্বমঙ্গলা।
জোড়াশিঙ্গা চিরকালি[২] [৩]বাজে নানা বাদ্য ঢুলি[৩]
চৌদিকে লম্বিত মুণ্ডমালা॥ ৪
অপরূপ প্রেতের বাজার।
কেহ কাটে কেহ কুটে কেহ জুখ্যা [৪]ভাগ বাঁটে
[৫]কেহো বসি[৫] করয়ে ব্যাপার॥
লোচন পঙ্কজ পাতি মালা গাঁথে নানা ভাতি ৮
পিশাচি মালিনি মহাবলা।
ফুল ঘরা ওড়ফুল মালা নবলক্ষ মূল
দন্ত কাটি[৬] করে মুণ্ডমালা[৭]॥
[৮]হাড়ে ঘটি হাড়ে বাটী নরহাটু চাকি রুটি ১২
হয় ভিঙা ফলার পসার।[৮]
কোন পিচাশের বেটা অণ্ড কোষে খেলে ভেটা
জোড়ে জোড়ে বেচয়ে কুমার॥
মাংস পিঠা রসকোল[৯] [১০]কেহ কেহ রান্ধে ঝোল ১৬
নরমুণ্ডে ঝুনা নারিকেল।[১০]
[১১]কোন বা পিচাশগুলা গজ দশনের মূলা[১১]
কুড়ি দরে নখ পাণিফল॥
নরের রুধির পানা কেনে বেচে কোন জনা ২০
ঘটে রক্ত মদের পসার।

---

১ মুনসিব (ব) ২ বাজে কালী (ব) বাজে বেণি (দী)
৩ বাজনা বাজায় সানি (দী) ৪ জুখি (ব) ৫ প্রেত তথি (দী)
৬ গাঁথি (ব) ৭ কুন্দমালা (ব) ৮ বঙ্গবাসীতে নাই।
৯ রসপানা (ব) ১০ কৌতুকে কিনয়ে দানা। ঘটে রক্ত মদ্যের পসার। (ব)
১১ পিশাচী পসারিগুলা বেচে গজ দন্তমূলা (ব)

CENTRAL LIBRARY

কোন পিচাশীর ঝি মনুষ্য মাথার ঘি
কিনয়ে বেচয়ে ভারে ভার ॥
উত্তরি ঘোড়ার[১২] নাড়ি কুঞ্জর চর্মের শাড়ী ২৪
চর্মময় পাটের পসার।
পট্যাকা ঘোড়ার নাড়ি [১৩]মেপ্যা জুখ্যা লয় কড়ি
প্রেত ভাঁতি করয়ে পসার ॥[১৩]
মশানে ভীষণ রবা হোকা হোকা ডাকে শিবা ২৮
আনি মড়া করে টানাটানি।
উমাপদ হিতচিত মোকুন্দ রচিত গীত
পরিতুষ্ট জাহারে ভবানি ॥[১৪]

রাজার মশানে গমন

কাটা কান্ধে লুকাইল জত আছে বুড়া।
মরা ছলা পাতি রহে নৃপতির খুড়া ॥
ফেলিয়া চামর ছাতা গেলা কাশিরাজ।
শাল্যরাজা পালাইল পেয়্যা বড় লাজ ॥ ৪
অনুসাল্ল পালাইল শাল্লের দোসর।
[১]পেলিয়া চামর ছাতা[১] যান পুরন্দর ॥

---

১২ উটের (ব)

১৩ মেপে জুখে লয় কড়ি
প্রেত দানা করয়ে ব্যাপার ॥ (ব)
ইহার পর অতিরিক্ত :
কোমল দাঁতের চিড়া সরস চক্ষের বিড়া
ঘটে পুর্যা তুলে মজ্জবধি।
কেহ কিনে কাঁচা বান্ধা কেহ কিনে দিয়া জোন্দা
মাংস ভক্ষ্য উপচার বিধি ॥

১৪ প্রেতহাট নূতন গাঁথনী ॥ (ব)

১ ঢাল খাণ্ডা ফেলাইয়া (দী)

CENTRAL LIBRARY

পিতাপুত্রে খুড়ারে না দেখে নরপতি।
ভাসিয়া লোচন জলে করে আত্মঘাতি ॥ ৮
পাত্র হরিহরে কিছু জিজ্ঞাসেন রায়।
বিষম সঙ্কট তরি কেমন উপায় ॥
পাত্র বলে অবধান কর নৃপমনি।
অবলা করয়ে রণ কোথায় না শুনি ॥ ১২
আমার বচনে রাজা হিত চিন্ত মনে।
অভয়া[২] আইলা কিবা দক্ষিণ মশানে ॥
পরিহার মাগহ কুঠারি বান্ধি গলে।
বিনয় করহ ব্রাহ্মণির পদতলে ॥ ১৬
ইহা শুনি আনে রাজা কুলের ব্রাহ্মণ।
তার হাথে দিল রাজা কুসুম চন্দন ॥
পাত্রের বচনে রাজা হিত চিন্তি মনে।
[৩]আপনার গলে কৈল কুড়ারি বন্ধনে ॥ ২০
চলিলা নৃপতি অতি সজল নয়নে।
পড়িলা ধরণি তলে ব্রাহ্মণি চরণে ॥
পরিচয় দেহ মাতা আমি অতি অন্ধ।
কৃপা করি আমার ঘুচাহ মোন ধন্ধ ॥ ২৪
হইয়া সদয় মাতা দেন পরিচয়।
অম্বিকা-মঙ্গল কবিকঙ্কণে কয় ॥[৩]

---

২ ভবানী (ব)

৩ বঙ্গবাসীতে এই ছত্রগুলি নাই। ইহার পরিবর্তে আছে

ডাক দিয়া আনিলেক কুলের ব্রাহ্মণে ॥
শালবান করি গলে কুঠার-বন্ধন।
ব্রাহ্মণের হাথে দিল কুসুম-চন্দন ॥
সকরুণ হয়ে রাজা করিল গমন।
দক্ষিণ মশানে গিয়া দিল দরশন ॥
সবিনয় হয়ে রাজা বলে ধীরে ধীরে।
রচিল পাঁচালী মুকুন্দ কবিবরে ॥

সিংহলেশ্বর প্রতি চণ্ডীর দয়া

*দূর কর অভিমান শুন রাজা শালবান
অকপটে দিয়ে পরিচয়।
খণ্ডিল তোমার ত্রাস রাখিনু আপন দাস
আর [১]কিছু না ভাবিহ[১] ভয়॥ ৪
অনন্তাদ্যা[২] মহামায়া শঙ্করি শঙ্কর জায়া
জোগনিদ্রা বিষ্টুর নয়নে।
*প্রকৃতি ভারতি কলা সকল আমার লীলা[৩]
আমা গায় পুরাণ প্রধানে॥ ৮
আমি সৃষ্টি আমি স্থিতি সকল আমার কৃতি
ত্রয়ীবিদ্যা অনাদি বাসনা।
*কালনিদ্রা মহারাত্রি[৪] গায়ত্রী ভুবন ধাত্রি
ক্রিয়াশক্তি সংসার বাসনা॥ ১২
সলিলে ডুবিল মহী আশ্রয় করিয়া অহি
শয়ন করিলা নারায়ণ।
সেই অবসান কালে প্রভুর শ্রবণমলে
দুই দৈত্যে হইল মহারণ॥ ১৬
মধু যে কৈটভ নাম দুই দৈত্যা অনুপাম
বিধাতারে করে বিড়ম্বন।
নাভিপদ্মে প্রজাপতি আমারে করেন স্তুতি
আমি হৈল তাহার শরণ॥ ২০
পাষণ্ড জনার পক্ষ বিরিঞ্চি নন্দন দক্ষ
আমি তার হইলাম দুহিতা।

---

* ইহার পূর্বে বঙ্গবাসীতে অতিরিক্ত ২৪ ছত্র আছে।

১ মনে না করিহ (ব) ২ আমি আদ্য (দী)

৩ আকৃতি ভারতী লীলা সকল আমার ছলা (দী)

৪ মহাযোগ কালরাত্রি (ব) মায়াযোগ কালরাত্রি (দী)

CENTRAL LIBRARY

তথা নাম হৈলু সতি বিভা কৈলুঁ পশুপতি
সুর লোকে হইলাম মহিতা ॥ ২৪
পিতৃমুখে পতি কুচ্ছা শুনি ত্যজিলাম ইচ্ছা
পিতৃকুলে [৫]বিপদ দায়িনী ।[৫]
তেজিলাম সেই অঙ্গ করিলাম মখভঙ্গ
দক্ষজজ্ঞ বিনাশ কারিণি ॥ ২৮
মেনকা উদর জাতা হইলাম শিখর সুতা
তপস্যা করিনু হর হেতু ।
মোর বিবাহের তরে ইন্দ্র পাঠাইল স্মরে
হরকোপে মরে মীনকেতু ॥ ৩২
নিশুম্ভ মহিষ শুম্ভ রক্তবীজ মহাদম্ভ
বধিয়া রাখিলুঁ ত্রিভুবন ।
আদ্যাশক্তি মহামায়া হইলাম হরের জায়া
মোর পূজা কৈল দেবগণ[৬] ॥ ৩৬
তোমার বিনয়ে রায় ক্ষমিলুঁ সেসব দায়
মোর দাসে দেহ কন্যাদান ।

---

৫ বিবাদ দায়িনী (ব)

৬ সর্ব্বজন (ব)

ইহার পর অতিরিক্ত

উরিয়া নন্দের ঘরে দারুণ কংসের ডরে
কৃষ্ণের করিতে ভয় দূর ।
দৈবকীর কোল হৈতে আমা ধরি পায়ে হাতে
বধিতে তুলিল কংসাসুর ।
ছাড়ায়া কংসের হাথে চড়ি অলক্ষিত রথে
গগনে হৈলাম অষ্টভুজা ।
নাম হৈল বনমালী কুমুদাকালিকা কালী
অষ্টলোকপাল করে পূজা ।
শ্রীমন্ত আমার দাস আইল বাণিজ্য আশ
কোন দোষে লুট কৈলে ধন ।
ধন লয়্যা বধ প্রাণ কত সব অপমান
এই হেতু কৈলুঁ এত রণ । (ব)

CENTRAL LIBRARY

চণ্ডির বচন শুনি রাজা কৈল জোড়পাণি
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥ ৪০

সিংহলেশ্বরের সহিভ ভগবতীর কথোপকথন

চণ্ডির বচন শুনি বলে নরপতি।
এবে সে জানিনু তব সেবক শ্রীয়পতি ॥
আগে জানিতাম জদি এমন বিচার।
করিতাম তোমার দাসের পুরস্কার ॥ ৪
সভাতে তোমার সেবক হৈল পরাজই।
পণ্ডিতে জিজ্ঞাস জাহা বলিলেক এই ॥
মিথ্যাবাক্য বলে সাধু আমার সভায়।
শিশু মোতি দেখি আমি খেমি সেই দায় ॥ ৮
পরিহাস্য করি আমি বলে কুবচন।
সাক্ষি নাহি দিল তার কাণ্ডার বুলন ॥
না মানিল পরাজই করিয়া অঞ্জলি।
কন্যা দিতে বল মা আমার ঠাকুরালি ॥ ১২
রাজার বচন শুনি হাসীলা পার্বতি।
বলেন করুণামই শুনরে নৃপতি ॥
তোমার হিতের তরে আমি বলি দড়।
মোর কথা অল্প হৈল জাতি হৈল বড় ॥ ১৬
কালিদহে জদি দেখ কোমলের বোন।
তাহে বসি রামা জদি সংহারে রাবণ ॥
সভাজন মেলি জদি দেখ বিদ্যমান।
তবে মোর দাসে রাজা দেহ কন্যাদান ॥ ২০
একরূপে রহিলে নৃপতির আগে।
আররূপে কোমলে বসিয়া গীলে নাগে ॥
কোমলে পলাসে বসিয়া বর নারি।
ক্ষেণেকে সংহারে খেনে উগারয়ে করি ॥ ২৪

CENTRAL LIBRARY

সিংহলেশ্বরের সহিত ভগবতীর কথোপকথন

[১]বিকশিত কোকনদ আচ্ছাদিল কালিরদ[১]
দুকূল বাহিয়া বহে জল।
কোমল কানন তায় চঞ্চল দক্ষিণ বায়
আলিঙ্গন করে কোলাহল ॥ ৪
দেখ রাজা
কালিদহ কুলে।
ভুবন মোহন নারি গীলিয়া উগারে করি
অদিষ্টান হইয়া কোমলে ॥ ৮
কনক কোমল রুচি স্বাহা সুধা কিবা রুচি
মদনসুন্দরি কলাবতি।
সরস্বতি কিবা রমা চিত্রলেখা তিলত্তমা
সত্যভামা কিবা অরুন্ধতি ॥ ১২
কলাপী কলাপ কেশ ভুবন মোহন বেশ
পায়ে শোভে সোনার নেপুর।
প্রভাতে ভানুর ছটা কপালে সিন্দুর ফোটা
অঘোর তিমির করে দূর ॥ ১৬
রাজহংস বর জিনি চরণে নেপুর ধ্বনি
দশ নখে দশ ইন্দু ভাসে।
কোকনদ দর্প হর বেড়িত জারকবর
অঙ্গুলি চম্পক পরকাশে ॥ ২০
রামার ইসত হাসে গগন মণ্ডল ভাসে
দন্তপাতি বিজিত বিজুলি।
বদন কোমল গন্ধে পরিহরী মকরন্দে
কত কত শত ধায় অলি ॥ ২৪
রামা অতি কৃশোদরি তার দুই কুচগিরি
নিবিড় সে নিতম্বের ভার।

---

১ মায়াময় হৈল নদ তথি বহে কালীহ্রদ (ব)

CENTRAL LIBRARY

বদন ইসত মেলে কুঞ্জর উগারি গীলে
জাগরণে স্বপন প্রকার ॥ ২৮
পদ্মপত্রে করি ভর গীলে রামা করিবর
দেখি রাজা কৈল নমস্কার।
পাত্রমিত্র পুরোহিত সবে হৈলা চমকিত
শ্রীমন্তের কৈল পুরস্কার ॥ ৩২
দেখি রাজা সবিস্ময় মাগ্যা নিল পরাজয়
কোঁছার বন্ধন করি গলে।
অভয়া চরণে চীত রচিল নৌতন গীত
রঘুনাথ নৃপ কুতূহলে ॥ ৩৬

রাজার খেদ

তোমার আদেশ মাথে নিনু আমি জোড় হাথে
সুশীলা করিব সমর্পণ।
বেদের উচিত কর্ম আদেশ করহ ধর্ম
তুমি সর্ব জিবের স্বঁরণ[১] ॥ ৪
দেহ গো অভয়া পান সুশীলা করিব দান
জেবা ছিল কপালে লিখন।
কোমল কুঞ্জর বালা সকল তোমার লীলা
তুমি কৈলে এত বিড়ম্বন ॥ ৮
মোরে কৈলে এত মায়া জানিলাম তোমার দয়া
বড় নিদারুণ বট তুমি।
আপন সেবকজন তুমি কৈলে বিড়ম্বন
কত অপরাধ কৈনু আমি ॥ ১২
আমি রাজা শালবান নেহ মোরে বলিদান
পুরুক তোমার মন আশ।

১ পরাণ (ব) জীবন (দী)

CENTRAL LIBRARY

নিদয়া নিঠুর হৈয়া তিলেক না কৈলে দয়া
ধনে প্রাণে করিলা বিনাস ॥ ১৬
মোজি আমি শোকসিন্ধু মরিল অনেক বন্ধু
খুড়া জেঠা আর সহোদর।
জ্ঞাতবন্ধু মৈল জত লিখন করিব কত
শোকে[২] শুখাইল কলেবর ॥ ২০
কি কহিব মোনস্তাপ রণে মৈল বৃদ্ধ বাপ
জাবত না করি সপিণ্ডন।
বৎসরেক জবে জায় তবে শুচি মোর কায়
[৩]বিলম্বে করিব সমর্পণ ॥[৩] ২৪
জত মৈল বন্ধু লোক কত নিবারিব শোক
প্রবোধ না মানে পাপ মোন।
বঞ্চিল আমারে বিধি চিতা শত জালি জদি
ছয় মাসে পোড়ে বন্ধুজন ॥ ২৮
[৪]কর মাতা অবধান[৪] দিব আমি কন্যাদান
[৫]শুচি হৈয়া[৫] বৎসরেক বই।
সন্তাপ হউক দূর পবিত্র করিহ পুর
অধিষ্ঠান[৬] হয় কৃপামই ॥ ৩২
রাজার শুনিয়া কথা বলেন শিখরি সুতা
শ্রীমন্তের চাহিয়া বদন।
বৎসরেক থাকো হেথা বিভা কর নৃপ সুত
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ ৩৬

---

২ তাপে (দী, ব)
৩ বিলম্বে করিব কন্যাদান (ব)
কন্যা দিব সভে বিলক্ষণ (দী)
৪ বোলে কর অবধান (দী, ব)
৫ বিভা দিব (ব)
৬ অকিঞ্চনে (দী)

দেবী প্রতি শ্রীমন্তের উক্তি

রাজার বচন শুনি [১]বলে পদ্মাবতি।[১]
বৎসরেক সিংহলে থাকহ শ্রীয়পতি ॥
[২]নৃপতির হাথ আরোপীয়া নিজ[২] মাথে।
তোমারে সোপীয়া জাব নৃপতির হাথে ॥ ৪
সুশীলা করিয়া বিভা জাইবে উজানি।
[৩]প্রকাশিবে অভয়ার পূজার কাহিনী ॥[৩]
[৪]এমন বচন জদি বলিলা পার্বতি।
চরণে ধরিয়া কিছু বলে শ্রীয়পতি ॥[৪] ৮
কৈলাস গমনে মাতা জদি কর ত্বরা।
মোরে পারি করি জাবে দুর্জয় মগরা ॥*
[৫]চলিব উজানি বিবাহেতে নাহি সাধ।
আপনি জানিনু মাতা সকল প্রমাদ ॥[৫] ১২
রাজা অবিচারি পাত্র বড়ই নিষ্ঠুর।
সভার পণ্ডিত জেন [৬]নবসান[৬] খুর ॥
আগুনের কোনাগো কোটাল কালুচণ্ড।
তুমি গেলে মোরে না রাখিবে একদণ্ড ॥ ১৬

---

১ বলেন পার্বতী (ব) ২ আসিয়া রাজারে কর আপনার (ব)
৩ প্রকাশ করিবে মোর ব্রতের কাহিনী। (ব)
৪ চণ্ডীর বচন শুনি বলেন শ্রীপতি।
অভয়ার পদে সাধু করিল প্রণতি। (ব)
* অতিরিক্ত পাঠ
আগুনের সমান কোটাল কালুদণ্ড।
তুমি গেলে আমারে না থোবে এক দণ্ড।
সাধুর বচন শুনি বলে পদ্মাবতী।
লোক জীয়াও প্রতাপ দেখুক নরপতি।
এতেক শুনিয়া মাতা ডাকে হনুমান।
অভয়া-মঙ্গল কবি কঙ্কণে গান। (ব)
৫ আপনি জানেন মাতা এত পরমাদ।
উজানী চলিব মাতা বিভায় নাহি কাজ। (ব)
৬ ছুঁতে কাটে (ব) নাপিতের (দী)

CENTRAL LIBRARY

লোটায়্যা ধরেন সাধু চণ্ডির চরণ।
দেখিয়া চণ্ডিকা চান পদ্মার বদন ॥
উভয় সঙ্কট বলি বলে পদ্মাবতি।
হনুমানে আনিবারে দিলা অনুমোতি ॥[৭] ২০
স্বউরণ করিতে মাত্র আইলা মজাতি।
হাথে পান দিয়া মাতা দিলেন আরতি ॥
অভয়া বলেন হনু সাধ মোর মান।
অম্বিকা-মঙ্গল কবিকঙ্কণে গান ॥ ২৪

হনুমানের প্রতি দেবীর আজ্ঞা

হনুমান
ঝাট আন বিশল্যকরণি।
তোমারে সহায় করি বিষম[১] সাগরে তরি
সীতা উদ্ধারিয়া রঘুমণি ॥ ৪
রাবণ পুত্রের শোকে লক্ষ্মণ বীরের বুকে
শেল ঘায়ে বধিলা জীবন।
রামের সাধিলে মান লক্ষ্মণের প্রাণদান
আনি দিলে গন্ধমাদন ॥ ৮
শুন পুত্র হনুমান ধরহ আমার নাম
ঝাট যাহ গন্ধমাদনে।

---

৭ ২১—২৪ ছত্রের পরিবর্তে
গন্ধমাদন যদি আনে হনুমান।
বিশল্যকরণী হৈলে সেনা পায় প্রাণ ॥ (ব)
চণ্ডী সঙ্গে পদ্মাবতী করি অনুমান।
স্মরণ করিতে তথা আইল হনুমান্ ॥
আইস পুত্র বলি তারে চণ্ডী দিলা পাণ।
অভয়া-মঙ্গল কবিকঙ্কণে গান ॥ (দী, ব)

১ সমর (দী, ব)

CENTRAL LIBRARY

বিশাল্যকরণি আদি আনো সবে মহৌষধি
প্রাণদান দেহো সেনাগণে ॥ ১২
অস্থিসঞ্চারিণি নাম আছে তথা অনুপাম
ভাঙ্গা অস্থি জাহে জোড়া জায়।
ক্রোধ করিবেন হর ঝাট করি জাব ঘর
হও পুত্র আমারে সহায় ॥ ১৬
কুবেরের অনুচর আছে তথা যক্ষবর
ঔষধের করিয়া রক্ষণ।
তোমা বিনে কোন বীর [২]তার রণে হব স্থির[২]
বিলম্ব করহ অকারণ ॥ ২০
চণ্ডির আবেশে পান পবন নন্দন জান
এক লাফে দ্বাদশ জোজন।
আজ্ঞা দিলা গিরিরাজ সাধিলে চণ্ডির কাজ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ ২৪

মৃতসৈন্যের পুনর্জীবনপ্রাপ্তি

হনুমান আজ্ঞা দিল বিশল্যকরণি।
অস্থি সঞ্চারিণি [১]নাম মিত্যু সঞ্জীবণি ॥[১]
আজ্ঞা দিলা বাটীবারে চণ্ডি গুণনিধি।
জয়া বিজয়া পদ্মা বাটীল ঔষধি ॥ ৪
[২]তিন মহৌষধি বাটী রাখিল কলসে।[২]
জীয়ে মৃত [৩]সেনাগণ জলের[৩] পরশে ॥
প্রথমে দিলেন জল যুবরাজের গায়।
ব্রাহ্মণি ব্রাহ্মণি বলি [৪]উঠিয়া[৪] পালায় ॥ ৮

---

২ তাহার সমরে স্থির (ব)

১ আর মৃত-সঞ্জিবনী (ব) ২ তিন মহৌষধি থুইল নূতন কলসে। (দী, ব)

৩ সেনাগণ গন্ধের (ব) সেনা যার জলের (দী) ৪ কুমার (ব)

CENTRAL LIBRARY

ঔষধি পরশে জিয়ে নৃপতির বাপ।
সিংহলের লোকের ঘুচিল মনস্তাপ॥
জে জনার গায়ে লাগে ঔষধের বাস।
অঙ্গ মড়া দিয়ে উঠে উলটীয়া পাশ॥ ১২
জলবিন্দু দিল চণ্ডি গজরাজ মুণ্ডে[৫]।
সারিয়া উঠিলা গজ পসারিয়া স্থণ্ডে॥
কাটা গিয়াছিল রণে জত জত[৬] ঘোড়া।
ঔষধ পরশে হৈল কন্ধে মুণ্ডে জোড়া॥ ১৬
গৃধিনী শকুনি যার খাইল লোচন।
ঔষধ পরশে তার হইল নৌতন॥
জেই জনে মহারণে গিলিল রাক্ষসি।
ঔষধ পরশে আস্তে মুখে হৈতে খসি॥[৭] ২০
নয় কাহন মেট্যা জিয়্যা কাণ্ডে তারা জম।
বার কাহন হাড়ি জিয়ে তের কাহন ডোম॥
পদাতি উঠিল জিয়ে ধরি অসি ঢাগ্র।
সবে মাত্রে নাহি জিয়ে নেভ কোটোয়াল॥ ২৪
পূর্বে অভয়ারে সেই দিল পাক নাড়া।
এই হেতু কোটাল হইল বাসি মড়া॥

---

৫ তুণ্ডে (ব) ৬ যত হাথি (দী)

৭ ইহার পর অতিরিক্ত

নিজদলে জীয়া উঠে নৃপতির মামা।
শাম্বরাজ জীয়া উঠে বাজে ঘনদামা॥
ধবলছত্র মাথে জীয়ে রাজা যুগন্ধর।
উঠিল রাজার ভাই বীর পুরন্দর॥
জীয়ে উঠে ঔষধ পরশে দিক্-পালা।
বিদর্ভ নৃপতি উঠে নৃপতির শালা॥
ঔষধ পরশে উঠে নৃপতির দল।
সমস্ত উঠিল আর মল্লকুতূহল॥
নয় কাহন বাগ্দী উঠে যুদ্ধে তারা যম।
সাত কাহন হাড়ি পাইক বার কাহন ডোম॥ (ব)

CENTRAL LIBRARY

[৮]নেভ কোটাল নাহি জিয়ে রাজা দুঃখমোতি ।
বিনয় করিয়া কিছু বলেন ভারথি ॥[৮] ২৮
নেভ কোটালিয়া মোর জ্ঞাতির প্রধান ।
অসোচিতে কেমনে করিব কন্যাদান ॥
চণ্ডির আদেশ পান কুমার শ্রীয়পতি ।
নেভ কোটালের মাথে মারে তিন লাথি ॥ ৩২
আঁখি কচালিয়া উঠে নেভ কোতওাল ।
কুন্তল বন্ধন করে ধরি অসি ঢাল ॥
কোপে নেভ কোটালিয়া বলে কটুবাণি ।
আগেতে হানিয়া ফেল জরতি ব্রাহ্মণি ॥ ৩৬
নেভ কোটালের চুলে ধরে দণ্ডরায় ।
সমর্পণ করে নিয়া চণ্ডীকার পায় ॥
নৃপতি বলেন দোষ ক্ষেম মহামায় ।
অম্বিকা-মঙ্গল কবিকঙ্কণে গায় ॥ ৪০

সিংহলেশ্বরের চণ্ডিকাস্তব

মৃত সেনা পায় প্রাণ [১]নাচে রাজা[১] শালবান
চৌদিকে নাচয়ে সেনাপতি ।
[২]পাত্র মিত্র[২] পুরোহিত সবে হৈলা আনন্দিত
অবনি[৩] লোটায়্যা করে স্তুতি ॥ ৪
অপরাধ
ক্ষেম ভগবতি ।
হরিহর প্রজাপতি [৪]নাহি জানে স্তব [৪]স্তুতি
[৫]কিবা জানি নর[৫] মূঢ় মোতি ॥ ৮

---

৮ চণ্ডিকারে রাজা তবে করিল প্রণতি ।
নেব কোটাল মোর প্রধান সে জ্ঞাতি ॥ (ব)

১ আনন্দিত (ব) ২ রাজপাত্র (দী, ব)
৩ ধরণী (দী, ব) ৪ না জানে যাহার (ব) ৫ নর কি জানিবে (ব)

CENTRAL LIBRARY

কিরীটিনী কুণ্ডলিনি কালি কান্তি কপালিনি
কুমুদ কলিকা[৬] কামেশ্বরি।
খড়্গিনী খেটক ধরা [৭]খলদর্প দৈত্য[৭] হরা
খগেন্দ্র বাহনা সহচরি ॥ ১২
[৮]গণেশ জননি গৌরি[৮] গয়া গঙ্গা গোদাবরি
গোপকন্যা গাইত্রি গান্ধারী।
ঘোর ঘণ্টা নিনাদিনী ঘর্ঘরাস্যা পতাকিনি
ঘৃণাময়ী ঘোর ঘনেশ্বরি ॥ ১৬
চামুণ্ডা চণ্ডিকা[৯] চণ্ডী প্রচণ্ড দানব খণ্ডি
চণ্ডাবতি চরাচর গতি।
ছত্রের জননি জয়া ছল দৈত্য মহাকায়া
ছত্রহরা তুমি ছত্রাবতি ॥ ২০
জয়ঙ্করি তুমি জয়া জগত জননী মায়া[১০]
জয়কারী জয় পতাকিনি।
ছটিতে করিয়া কাজ রাখিলে অমররাজ[১১]
মহারণে ঝর্ঝর[১২] বাদিনী ॥ ২৪
টানিয়া টনক রূপে টঙ্কার দিয়ে চাপে
টলবল করিলে অসুরে।
ঠক দৈত্য কুল হানি ঠাঞি দিলে ঠাকুরাণি
সুরিগণে চরণপুষ্করে ॥ ২৮
ডিণ্ডিম বাদিনি জয়া কৃপা কর মহামায়া
তুমি দেবি ডাখিনি রূপীনি।
[১৩]ঢাকেশ্বরি উমাপতি ঢঙ্গাতি অসুর জাতি[১৩]
[১৪]বিনাশিনি তুমি নারায়ণি ॥[১৪] ৩২

---

৬ কর্ণিকা (ব) ৭ খল দৈত্য কুল (দী, ব)
৮ গণমাতা গণেশ্বরী (ব) ৯ প্রচণ্ডা (ব)
১০ জানিল্ তোমার মায়া (ব) ১১ সিংহলরাজ (ব)
১২ ঝঞ্ঝন (ব) ঝঙ্কার (দী)
১৩ ঢঙ্গ ঢঙ্গাতি মতি ঢঙ্গ অসুরের জাতি (দী)
১৪ ঢালে ঢাকি বধিলে আপনি ॥ (দী)

CENTRAL LIBRARY

তপস্যা করিয়া মাতা হইয়া শিখর সুতা
জারে বশ কৈলে মহেশ্বর।
স্থাপীলে অমর পতি নাশিয়া অসুর জাতি
স্থির কৈলে তুমি চরাচর ॥ ৩৬
দাসেরে করিয়া দয়া দুর্গতি নাশিনি জয়া
তুমি দুর্গা সেবক বৎসল।
ধরাবতি ধর মোতি ধরিলে পরমা জোতি
তুমি সভাকার বলাবল ॥ ৪০
নগেন্দ্র নন্দিনি তুমি হিন মোতি নর আমি
নরকে করিহ[১৫] পরিত্রাণ।
পরাৎপর তুমি গতি পরিকর ভগবতি
পাদপদ্মে দেহ মোরে স্থান ॥ ৪৪
ফণিপতি সেবি নিতি তুমি সভাকার গতি[১৬]
সৃজন পালন বিনাশিনি।
বৈষ্ণবী বিষ্ণুর মায়া তুমি রূপ বিশ্বকায়া
সেবকেরে বরদা রূপিনি ॥ ৪৮
ভবানি ভাবিনি শিবা তুমি দেবী কালজিহ্বা
ভক্তজনে অভয় দাইনি।
মহাতেজা মহাকায়া মহানিদ্রা মহামায়া
মাহেশ্বরি মহিষমর্দিনি ॥ ৫২
জয়া তুমি জয়ঙ্করা জমের জন্ত্রণাহরা
জশদা নন্দিনী জগতমাতা।
রাবণ রাজার পুরে রঘুনাথ সেবি তোরে
তবে রাম উদ্ধারিলা সীতা ॥ ৫৬
লক্ষি লম্বোদর মাতা লখিতে না পারে ধাতা
মনদলে তুমি কৈলে ভর।

---

১৫ নফরের কৈলে (দী)

১৬ ফুকারিলে শিবদূতী ফেরুফার পার্ব্বতী (দী)

CENTRAL LIBRARY

স্বরণ্য স্বরণ তুমি সভার অন্তরজামি
পূজে তোমা দেব পুরন্দর ॥ ৬০
হরের ঘরণি মাতা হরিলে সকল ব্যথা
নিবেদন করি তুয়া পায়।
ক্ষৌণীর হরিল ভার ক্ষয় কৈলে দুরাচার
ক্ষেমা কর মোরে সর্বদায় ॥ ৬৪
সুশীলা আমার কন্যা এতদিনে হৈলা ধন্যা
তোমারে করিনু সমর্পণে।
বিভাহ করাও তার সকল তোমার ভার
শুভলগ্ন করে শুভক্ষণে ॥ ৬৮
রাজার বচন শুনি কহিলেন নারায়ণি
কর পদ্মা বিবাহ লগন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ
চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ ৭২

বিবাহের দিননির্ণয়

চণ্ডির [১]আদেশে বসিলা[১] পদ্মাবতি।
গণনা করেন করে লয়্যা খুঙ্গি পুথি ॥[২]
[৩]সপ্ত সনকা আদি[৩] লগ্নের বিচার।
বিবাহের লগ্ন পদ্মা কৈল সারোদ্ধার ॥ ৪
নক্ষত্র রেবতি শুভযোগ রবিবার।
ইহা বই বিবাহের দিন নাহি আর ॥
চণ্ডিকা বলেন বাছা শুনরে শ্রীয়পতি।
কালি বিভা করিবে সুশীলা রূপবতি ॥ ৮
নিরামিষ করি আজি থাকিবে নিয়মে।
রাজকন্যা বিভা করি জাবে[৪] নিজ ধামে ॥

---

১ আদেশ ধরি বৈসে (ব) ২ ডানি করে নিল খড়ি বাম করে পুথি। (দী, ব)
৩ সপ্তশলা আদি করি (দী, ব)
৪ বিভা করাইয়া কালি যাব (ব)

CENTRAL LIBRARY

এমন বচন যদি বলিল পার্বতি।
চরণে ধরিয়া বলেন শ্রীয়পতি ॥ ১২
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥

শ্রীমন্তের পিতৃদর্শনার্থ উৎকণ্ঠা

অভয়া

বিবাহের না কর জতন।
বাপের চরণ দেখি তবে আমি হই সুখি
[১]তুমি বিনে কে মোর স্মরণ ॥[১] ৪
সেবক বলিয়া যদি কৃপা কর কৃপানিধি
রাখ মোর বাপের জীবন।
কহ গো উদ্দেস কথা কেমনে দেখিব পিতা
আপুনি করহ অন্বেষণ ॥ ৮
পিতা ধর্ম পিতা স্বর্গ পীতা দাতা অপবর্গ[২]
পিতৃ তুষ্টে তুষ্ট দেবগণ।
গুরুবাক্য রিদে সাল[৩] গলে দিব করবাল
পিতা বিনে বিফল জীবন ॥ ১২
বসিয়া সভার মাঝে অনুক্ষণ থাকি লাজে
মাথা তুলি নাহি কহি কথা।
জর্মাবধি মনে দুঃখ না দেখি বাপের মুখ
শোক গঞ্জনে লাগে ব্যথা ॥ ১৬
গণকে কহিল মোরে পিতা তোর কারাগারে
আছে বন্দি দ্বাদশ বৎসর।
পীতা করে নান্দীমুখ তবে বিবাহের সুখ
পদতলে রাখহ কিঙ্কর ॥ ২০

---

১ পিতা বিনে বিফল জীবন। (দী)
২ পুঁথির বানান 'গ'য়ে 'গ'য়ে রেফ।
৩ জীয়ন্তে রহিল শাল (দী), গুরুর বচন শাল (ব)

CENTRAL LIBRARY

নিরুদ্দিশে গেল বাপ অনুক্ষণ পরিতাপ[৩]
নহে শুচি আমার জননী।
দেখিয়া দাসির পো না করিলে মায়া মো
কেমনে লইবে ফুল পানী ॥ ২৪
শ্রীমন্তের শুনি কথা অভয়ার লাগে ব্যথা
চান চণ্ডী পদ্মার বদন।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ ২৮

নাবিকদিগের প্রতি শ্রীমন্তের করুণ উক্তি

॥ করুণা রাগ ॥

কাণ্ডার ভাই
[১]জাহরে নগর উজাবনি।[১]
ধরিয়ে তোমার পায় কহিবে আমার মায়
শ্রীমন্তের ডবিল তরণি ॥ ৪

কাণ্ডার ভাই
ঝাট [২]তেজি চলহ সিংহল।[২]
ধরিয়া বৈষ্ণব বেশ [৩]জাহ আপনার[৩] দেশ
ভিক্ষা করি পথের সম্বল ॥ ৮
ধূলাতে ধূসর[৪] কান্দে কেশবাস[৫] নাহি বান্ধে
বাপা বাপা ডাকে উভরায়।
রিদয়ে রহিলা দুঃখ না দেখিল তুয়া মুখ
না বসিব বণিক[৬] সভায় ॥ ১২

---

৩ নিরন্তর পাই তাপ (ব)
১ আর না যাইব উজাবনী। (ব)
২ চল ছাড়িয়া সিংহল। (দী)
৩ চলহ আপন (ব) ৪ লোটায়ে (ব) ৫ কেশপাশ (দী, ব)
৬ বাণ্যার (ব)

খণ্ডাব [৭]বিধাতা বাম্য[৭] সাগরে [৮]করিব কাম্য[৮]
পূজা করি সঙ্কেত মাধব।
[৯]দেখিব পীতার মুখ ভুঞ্জিব সকল দুখ
পুনু জর্ম হইয়া মানব ॥[৯] ১৬
জত ছিল ধনদর্প[১০] তথি হৈল কালসর্প
কপটে পণ্ডিত জনার্দন।
জ্ঞাতি হিংসা পরিবাদ দৈবে কৈলে পরমাদ
কে করিবে কলঙ্ক ভঞ্জন ॥ ২০
একা উপদ্বিপ সাত খুজিয়া বেড়াব তাত
অবশেষে প্রবেশিব লঙ্কা।
বিচারিয়া নানা তন্ত্র লইব রামের মন্ত্র
নিশাচরে না করিব শঙ্কা ॥ ২৪
নরপতি মহাশয় জানাইবে সবিনয়
তাহার চরণে পরণাম।
রাখিয়া বিদেশে পুতা রহিলেন দুই মাতা
তুমি কভু নাহি হয়্যো বাম ॥ ২৮
[১১]কেবল প্রেমের নদি[১১] বুঝাবে দুবলা দিদি
বড় মায়ে বুঝাবে জতনে।
পতিপুত্র পরবাসে মরিল দৈবের দোসে
দু সতিনে থাক একমনে ॥ ৩২
[১২]জ্ঞাতিবন্ধু থাকে জথা সভারে কহিবে কথা
জানাইবে আমার বিদায়।[১২]

---

৭ বিধির রাজ্য (ব), বিধির জাম্য (দী) ৮ করিব কার্য্য (ব)

৯ ভুঞ্জিব সংসার সুখ দেখিব বাপের মুখ
পুনরপি হইয়া মানব। (ব)

১০ কুলদর্প (ব, দী)

১১ এ সব দুখের আদি (ব)

১২ জ্ঞাতিবন্ধু যেবা যথা সভারে নোঙাই মাথা
জানাইহ ছিরার বিদায়। (ব)

CENTRAL LIBRARY

[১৩]শুনিয়া কাণ্ডার[১৩] কান্দে কেশবাস নাহি বান্ধে
ধুলাতে পড়িয়া উভরায় ॥ ৩৬
সাধুর কন্দন[১৪] শুনি পোতা মাঝি মনে গুণি
দেউটি ধরিল বামকরে।
দশবিশ মাঝি[১৫] মেলি উকটে ইন্দুর[১৬] ধুলি
প্রবেশিয়া ধুলিয়া কোঠরে ॥ ৪০
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ ৪৪

কারাগার হইতে ধনপতিকে আনয়ন

দশবিশ পোতা মাজি হৈয়া একমেলি।
ছয় ঘর বন্ধি তারা উকটিল ধুলি ॥
তাহাতে খুজিয়া নাহি পায় সদাগরে।
[১]অবশেষে প্রবেশয়ে ধুলায়া কাণ্ডারে ॥[১] ৪
সওাক্রোশ ঘর খানি একটি দুয়ার।
দিবসে দুপুরে তাহে ঘর অন্ধকার ॥
খুজিতে খুজিতে সাধুর বুকে পড়ে পা।
অন্নকষ্ট্যা বন্দি কাড়ে বিপরীত রা ॥ ৮
ক্রোধে পোতা মাজি তার ধরিলেন চুলি।
কিল লাথি মারে তারে দেয় গালাগালি ॥
দুই পোতা [২]মাঝিতে ধরিয়া তার নড়া[২]।
[৩]শ্রীমন্তের আগে ফেলে[৩] যেন বাসি মড়া ॥ ১২

---

১৩ কাণ্ডার বাঙাল (ব) ১৪ বিনয় (ব) ১৫ জন (ব)
১৬ মুষিক (ব)
১ অবশেষে প্রবেশিলা ধুলিয়া কোঠারে। (ব)
২ মাঝি তার ধরি দুই নড়া (ব) ৩ সাধুর নিকটে ফেলে (ব)

CENTRAL LIBRARY

লম্ববান দাড়ি আচ্ছাদিত নাভিদেশ।
বিঘত প্রমাণ নখ জটা তার কেশ॥
তৈল বর্জিত[৪] তার গায়ে উড়ে খড়ি।
অনুক্ষণ [৫]আচ্ছাদন না ছাড়ে ধোকড়ি॥ ১৬
উঠেছে গায়ের শির দেখি যেন দড়ি।
শ্রীমন্তের আগে বন্দি জায় গড়াগড়ি॥
তিন চারি ডাকে দেয় একটি উত্তর।
বন্দি দেখি সদাগর চিন্তিত অন্তর॥ ২০
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত॥

শ্রীমন্তের পিতৃদর্শন

স্ব উরিয়া মায়ের কথা তেজে সাধু[১] দুঃখ ব্যথা
অনীমিখ নয়ন[২] যুগল।
তেজি অন্য পরিসঙ্গ নেহালে বন্দির অঙ্গ
আনন্দে লোচনে বহে জল॥ ৪
দেখিয়া বন্দির ঠান সাধু করে অনুমান
হেন বুঝি এই মোর বাপ।
জাত্রাতে শৃগাল বাম পুরিল আমার[৩] কাম
ঘুচিল মনের[৪] পরিতাপ॥ ৮
জননি কহিল মোর জনক কনক গৌর
বাম নাসা উপরে আঁচিল।
দীর্ঘ জেন তাল শাখি বিকচ কোমল আঁখি
রিদয়ে আছয়ে সাত তিল॥ ১২
শিবপূজা প্রতিদিন কপালে প্রণাম চিহ্ন
বামদন্ত ঈসত উজল।

---

৪ বিহনে (ব) ৫ সদাগর (ব)
১ ছিরা (দী, ব) ২ লোচন (ব) ৩ মনের (ব)
৪ আমার (দী)

CENTRAL LIBRARY

[৫]গরুড় নিন্দিত[৬] নাসা কোকিল নিন্দিত[৬] ভাসা
শ্রুতি যুগ পরম চঞ্চল ॥ ১৬
কুটীল কুন্তল[৭] জালে সাততিল আছে ভালে[৭]
কণ্ঠতলে ব্যক্ত[৮] তিন রেখা।
চণ্ডির হয়্যাছে ক্রোধ সেই হেতু পায়ে গোদ
বন্দিশালে পাবে তার দেখা ॥[৯] ২০
জড়ুর[১০] দক্ষিণ করে কুন্তল সকল শিরে
সদাই রুদ্রাক্ষ মালা গলে।
বিদায় বিলম্ব দেখি ধনপতি মনে দুখি
অঞ্জলি করিয়া কিছু বলে ॥ ২৪
মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ ২৮

ধনপতির বিনয়

[১]ধর্ম অবতার তুমি রাজার জামাতা।
উদ্ধারিলে বন্দিগণে হয়্যা মাতা[২] পীতা ॥

---

৫ বিহঙ্গম জিনি (দী, ব) ৬ জিনিয়া (দী, ব)
৭ নীল, ভালে আছে সাত তিল (ব) ৮ কণ্ঠমূলে আছে (ব)
৯ ইহার পর অতিরিক্ত
সিংহ জিনি মধ্যদেশ আজানুলম্বিত কেশ
চারুলোমাবলী আছে বুকে।
ক্রোধযুত নারায়ণী এই হেতু চক্ষে ছানি
বসন্তের চিহ্ন আছে মুখে। (দী, ব)
১০ যৌতুক (ব)
১ ইহার পূর্বে অতিরিক্ত
ধনপতি বলে রায় কর অবধান।
পৃথিবী ভিতরে নাহি তোমার সমান। (ব)
২ তুমি (দী, ব)

CENTRAL LIBRARY

গুণের সাগর তুমি দয়ার সদন[৩]।
পূর্ব [৪]পুণ্যফলে হইল[৪] দরশন ॥ ৪
তুমি শিশু আমি বয়োধিক সুদ্রজাতি।
এই হেতু রায় আমি না কৈলু প্রণতি ॥[৫]
নিছিদ্রে করহ[৬] রাজ্য দীর্ঘ পরমাই।
মাতাপীতা সুখে থাকু হয়্যা সাত ভাই ॥ ৮
অনেক দিবস[৭] আমি আছিলাম বন্দি।
কোথা গেল দুই জায়া হয়্যা নিরানন্দি ॥[৮]
বিদায় বিলম্ব দেখি মনে লাগে ধন্দ।
শিবের কৃপাতে মোর দূর কর বন্ধ ॥ ১২
দেহ একখানি ধুতি পথের সম্বল।
মহাদেব পূজা করি চিন্তিব মঙ্গল ॥
ঝাটীতে বিদায় কর পথ বহু দূর।
বন্দিশালে [৯]বহু দুঃখ পাইনু[৯] প্রচুর ॥ ১৬
এমন বচন জদি বলে[১০] তারে বন্দি।
শ্রীমন্ত জিজ্ঞাসে তারে রিদয়ে আনন্দি ॥
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত ॥ ২০

---

৩ নিদান (ব) ৪ কর্ম্মফলে হৈল তোমা (ব)

৫ ইহার পর অতিরিক্ত

তোমা হইতে দূর হৈল আমার বিষাদ।
শিবপূজা করিয়া করিব আশীর্ব্বাদ ॥ (দী, ব)

৬ অবিচ্ছেদে কর (ব) ৭ চিরদিন রায় (দী)

৮ ইহার পর অতিরিক্ত

কৃপাময় রায় তুমি অনাথ সহায়।
বাপ হয়্যা বন্দীগণে দিলে হে বিদায় ॥
পথের সম্বল দেহ পরিতে বসন।
গাইব তোমার যশ এ তিন ভুবন ॥ (ব)

৯ দুখ আমি পায়্যাছি (দী) ১০ এতেক বিনয় যদি কৈল (দী)

CENTRAL LIBRARY

পিতাপুত্রে কথোপকথন

কহ কহ ওহে বন্দি তুমি কোন জাতি।
কি নাম তোমার [১]কোন দেশে অবস্থিতি ॥[১]
তোমার [২]রাজ্যের রাজা কিবা তার নাম[২]।
কোন কুলে উতপতি কিবা অভিধান ॥ ৪
দেহ পরিচয় বন্দি দেহ পরিচয়।
পুরস্কার করি [৩]তোরে পাঠাব নিশ্চয় ॥[৩]
গন্ধবণিক জাতি দেশ গৌড় ধাম।
সাকিন মঙ্গল কোট উজবনি[৪] গ্রাম ॥ ৮
দত্তকুলে উৎপতি নাম ধনপতি।
বিক্রম কেশরি মহিপালের খেয়াতি ॥
পাইনু অনেক দুঃখ থাকি বন্দিশালে।
[৫]বিধির লিখন মোর আছিল[৫] কপালে ॥ ১২
পিতৃপিতামহের [৬]কহিবে বন্দি নাম।[৬]
কতক দিবস বন্দি ছাড়িয়াছ গ্রাম ॥
[৭]কোন গোত্র তোমার জননি কার ঝি।[৭]
[৮]কহ দেখি মাতামহ কুলে বট কি ॥[৮] ১৬

---

১ কহ কোন দেশে স্থিতি (দী)
২ দেশের কিবা রাজার আখ্যান (দী)
৩ তোমা করিব নির্ভয় (দী)
তোমা পাঠাব আলয় (ব)
৪ উজ্জয়িনী (ব)
৫ নিদারুণ বিধি কিবা লিখিল (দী)
৬ *কহ না বন্দী নাম। (দী)
৭ কি গোত্র বন্দী তোমার মাতা কার ঝি। (ব)
কি গোত্র তোমার কহ মাতা কার ঝি। (দী)
৮ কহ তোমার মাতামহের গোত্রকুল কি। (ব)
কোন গ্রামে বাস তার কুলে বটে কি। (দী)

CENTRAL LIBRARY

তোমারে দেখিয়া বন্দি বড় উঠে[৯] দয়া।
[১০]পরিচয় দেহ মোরে[১০] কপট তেজিয়া॥
রঘুপতি পিতামহ পিতা[১১] জয়পতি।
ভুবনে বিদিত বর্ধমানে অবস্থিতি॥ ২০
গোত্র দুর্ব্বারিসি [১২]মাতা চন্দ্রের ঝি।[১২]
মাতামহ সোমচন্দ্র [১৩]গোত্র কৌশিকি[১৪]॥
রাজার জামাই শুন রাজার জামাই।
কথা অবশেষ হৈল আর কিছু নাই॥ ২৪
পাণিগ্রহণ কৈলে কোন বণিকের ঝি।
কোন গ্রামে ঘর তারা কুলে বটে কি॥
কয় জায়া তোমার জায়ার কিবা নাম।
[১৫]কতেক দিবস বন্দি ছাড়িয়াছ গ্রাম॥[১৫] ২৮
[১৬]সহুর আমার বটে নিধি লক্ষপতি।
ইছানি নগর দুই ভাইর বসতি॥
গোত্র কাশ্যপ তার দত্তকুল স্থান।
দুই জায়া লোহনা খুল্লনা অভিধান॥ ৩২
[১৭]দ্বাদশ বৎসর বন্দী দ্বাদশ বৎসর।
এ তিন মাসের পথ উজানি নগর॥
উজানি নগর বহু দিবসের পথ।
সিংহলে আইলে বন্দি কোন মনোরথ॥ ৩৬

---

৯ লাগে (ব) ১০ অকপটে কহ তুমি (দী) ১১ বাপ (ব)
১২ মোর মাতা চন্দ্রা ঝি। (দী)
আমার মাতা চন্দ্রমুখী। (ব)
১৩ পিতামহ সোমদত্ত (দী)
১৪ সৌনকী (ব)
১৫ কপট ত্যজিয়া বন্দি কহ সাবধান। (ব)
১৬ ইহার পূর্বে অতিরিক্ত
দুগ্ধ পাইলে প্রচুর দুগ্ধ পাইলে প্রচুর।
হেথা হৈতে উজানি নগর কত দূর। (দী)
১৭ বন্দী দ্বাদশ ইত্যাদি (ব)

CENTRAL LIBRARY

[১৮]কহিবে আমারে বন্দি কহিবে আমারে।
কি কারণে বন্দি হয়্যা ছিলে কারাগারে॥[১৮]
[১৯]রাজার ভাণ্ডারে নাহি [২০]শঙ্খ চন্দন[২০]।
[২১]আইলাম তাহার হেতু সিংহল পাটন॥[২১] ৪০
কালিদহে পদ্মদলে বসিয়া সুন্দরি।
খেনে গ্রাস করে খেনে উগারয়ে করী॥
দেখি রাজা মনে কৈলু প্রতিজ্ঞা পূরণ।
[২২]প্রতিজ্ঞাতে পরাজয় বিপাকে মরণ॥[২২] ৪৪
জদি বন্দি হৈলে তুমি[২৩] দৈবের ঘটন।
পুত্রে নাহি [২৪]অন্বেষণ করে[২৪] কি কারণ॥
সহুর মাতুল মোর[২৫] নাহি করে দয়া।
কেমনে উদরে অন্ন দেয় দুই জায়া॥ ৪৮
কহিবে স্বরূপ বন্দি কহিবে স্বরূপ।
কি কারণে অন্বেষণ নাহি করে ভূপ॥
ভাগ্য নাহি করি রায় কোথা পাব পো।
সহুর মাতুল মোর[২৬]নাহি করে মো॥ ৫২
কি দুসিব[২৭] সহজে অবলা দুই জায়া।
গ্রহ দোসে নরপতি নাহি করে দয়া॥

---

১৮ পাঠান্তর

অকপটে কহ বন্দী নিজ অভিসন্ধি।
কি কারণে দ্বাদশ বৎসর হৈলে বন্দী॥ (দী, ব)

১৯ ইহার পূর্বে অতিরিক্ত

কহ আপন বারতা কহ আপন বারতা।
দুঃখ লাগে শুনিয়া তোমার দুঃখ কথা॥ (দী, ব)

২০ চামর চন্দন (ব)

২১ আইলুঁ তথির কারণ দক্ষিণ পাটন। (ব)
তরণী সাজিয়া আল্য দক্ষিণ পাটন। (দী)

২২ পরাজয়ী কারাগারে নিগড় বন্ধন। (ব)
প্রতিজ্ঞায় পরাজয় নিগড় বন্ধন। (দী)

২৩ সাধু (ব) ২৪ উদ্দেশ করয়ে (দী, ব)

২৫ বন্ধু (দী, ব) ২৬ বন্ধু (দী, ব) ২৭ করিব (ব)

CENTRAL LIBRARY

কি জিজ্ঞাস মহাশয় কি জিজ্ঞাস মহাশয়।
সসুর মাতুল বন্ধু তুমি কৃপাময়॥ ৫৬
জদি পুত্র নাহি তোমার নাহিক দুহিতা।
অপেক্ষন বিনে আছে কেমন বনিতা॥
ছাড়িলে ভবনে[২৮] বন্দি কেমন সাহসে।
কেমনে যুবতি জায়া শূন্য ঘরে বৈসে॥ ৬০
কহিবে বিশেষ বন্দি কহিবে বিশেষ।
সিংহলে আসিতে কেন নিলে নৃপাদেশ॥
নাহি পুত্র জায়া মোর প্রথম যুবতি।
কনিষ্ঠ যুবতি[২৯] মোর ছিলা গর্ব্ভবতি॥ ৬৪
জখন তাহার গর্ব্ভ হৈল পঞ্চ[৩০] মাস।
হেনকালে নৃপাদেশে দীর্ঘ পরবাস॥
পুত্র কন্যা হৈল তার কিছুই[৩১] না জানি।
কহিতে কহিতে বন্দি চক্ষে পড়ে পাণি॥ ৬৮
সকল অবলা ঘরে সকলি অবলা।
পুরাতন চেড়ি মাত্র আছয়ে দুবলা॥
নানাধন দিয়া বন্দীগণ কৈলে দয়া।
আমারে বিদায় কর পদছায়া দিয়া॥ ৭২
দেহ ধুতি একখানি দেহ ধুতি একখানি।
ভিক্ষা করি খেয়ে রায় যাব উজাবনী॥
এতেক শুনিয়া বোলে সাধুর নন্দন।
আমার রসুয়ে আজি করিবে ভোজন॥ ৭৬
প্রভাতে সংহতি করি দিব যে তোমারে।
দিন চারি পাঁচে যাবে উজানী নগরে॥
গন্ধবণিক জাতি গৌড়দেশে ঘর।
পরিচয় নাহিক কেমন দ্বিজবর॥ ৮০

২৮ মন্দিরে (দী, ব) ২৯ বনিতা (ব) রমণী (দী)
৩০ ছয় (ব) ৩১ একই (ব) একুই (দী)

CENTRAL LIBRARY

যখন করিলে আজ্ঞা করিব ভোজন।
একমুষ্টি চাল দেহ পথের জলপান ॥
উজানি নগরে হৈলুঁ রাজার চাকর।
তরণী সাজিয়া আইলাম এইতো সফর ॥ ৮৪
মাধব আচার্য সুত আমার সংহতি।
চিন দেখি যদি বট উজাবনী স্থিতি ॥
মহাকুল বন্দ্যঘটী উত্তম ব্রাহ্মণ।
বন্দিশালে নাহি দোষ করহ ভোজন ॥ ৮৮
ইঙ্গিত বুঝিয়া সাধু দিলা অনুমতি।
পুনর্বার কহে সাধু করিয়া মিনতি ॥
দ্বাদশ বৎসর শিবপূজা নাহি করি।
এই হেতু যত দুখ দিল ত্রিপুরারি ॥ ৯২
শিবপূজা আয়োজন যদি দেহ মোরে।
তোমার প্রসাদে পূজি মৃত্তিকা শঙ্করে ॥
দিব দিব বলি সায় দিলেক শ্রীপতি।
শ্রীকবিকঙ্কণ গান মধুর ভারতী ॥ ৯৬

ধনপতির প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ

পিতৃ পরিচয়ে সাধু হৈলা আমোদিত[১]।
দাড়ি নখ চুল তার মুড়ায় নাপিত ॥
[২]কর্মকারে আনিয়া ভাড়ুকা করে দূর।
সাধু বলে উদ্ধারিলে মহেশ ঠাকুর ॥[২] ৪
কেহো শিরে তৈল দিয়ে আঁচড়ে চিকুর।
কুমকুমে অঙ্গে[৩] মলা কেহো করে দুর ॥

---

১ পরম মোদিত (দী)

২ কামার আসিয়া পায় বেড়ি করে দূর।
বন্দী বলে দয়া কৈলে মহেশ ঠাকুর ॥ (দী)

৩ চন্দনে (দী)

CENTRAL LIBRARY

নারায়ণ তৈল্য [৪]কেহো করয়ে মর্দন[৪] ।
প্রসাধনি দিয়া করে [৫]জটা বিমোচন[৫] ॥ ৮
কেহো জল [৬]জোগায় আনি[৬] ভারে ভারে ।
স্নান করে [৭]সাধু কেহো[৭] জল ঢালে শিরে ॥
পরিবারে দেয় কেহো উত্তম বসন ।
কোন দাসে সদাগরে জোগায় আসন ॥ ১২
কেহো আনি দেয় শিবপূজার আওজন ।
একভাবে সদাগরে পূজে ত্রিলোচন ॥
সমাপ্ত করিয়া পূজা দিলা বিসর্জন ।
সাধু বলে মোর বাসায় করিবে ভোজন ॥ ১৬
বন্দী বলে উদর পুরিয়া অন্ন খাই ।
অদিষ্টের ফলে পাছে জা করে গোসাই ॥
পঞ্চাশ বেঞ্জন অন্ন রান্ধিল ব্রাহ্মণ ।
পীতা পুত্রে দুই জনে করেন ভোজন ॥ ২০
ভোজন করিয়া দোঁহে বসিলা কম্বলে ।
কর্পূর তাম্বুল খেয়্যা হাসে কুতুহলে ॥
হেনকালে শ্রীয়পতি [৮]বলেন বচন[৮] ।
পড়িবারে জান কিছু বাঙ্গলা কারণ[৯] ॥ ২৪
ইহা শুনি সদাগর করে জোড়পাণি ।
পারিসি[১০] বাঙ্গলা রায় পড়িবারে জানি ॥
এত বলি পত্র দিল সাধুর নিকটে ।
লইলেন পত্র সাধু করি কর পুটে ॥ ২৮
[১১]শ্রীমন্ত আদেশে বন্দি[১১] পত্র নিয়া করে ।
ছাব উতারিয়া পত্র পড়ে ধীরে ধীরে ॥

---

৪ অঙ্গে দেয় কোন জন (ব)
৫ জটার বর্জ্জন (ব) ৬ বহিয়া আনয়ে (ব) ৭ সদাগর (ব)
৮ দিলেন উত্তর (দী. ব) ৯ অক্ষর (দী. ব)
১০ নাগরি (দী. ব)
১১ শ্রীমন্তের আশ্বাসে সাধু (ব)
সাধুর বচনে বন্দী (দী)

CENTRAL LIBRARY

স্বস্তি আগে পড়িয়া পড়িলা ধনপতি।
অশেষ মঙ্গলধাম খুল্লনা যুবতি ॥ ৩২
তোরে আশীর্বাদ দিয়ে পরম পীরিতি।
সন্দেহ ভঞ্জন পত্র করিয়া লিখিতি ॥
জখন তোমার গর্ভ হৈল পঞ্চমাস।
হেনকালে নৃপাদেশে দীর্ঘ পরবাস ॥ ৩৬
জদি কন্যা হয় শশিকলা নাম থোবে।
উত্তম বংশজ বরে তার বিভা দিবে ॥
জদি পুত্র হয় নাম থুইবে শ্রীয়পতি।
পড়ায়্যা শুনায়্যা তারে করিবে সুমোতি ॥ ৪০
জদি সেই পুত্র হয় ইসত প্রবল।
তরনি সাজিয়া তারে পাঠাবে সিংহল ॥
এবার বৎসরে জবে নহে আগমন।
পিতার উদিসে যাবে দক্ষিণ পাটন ॥ ৪৪
এইত নিয়মে পত্র দিলাম তোমারে।
পত্র পড়ি সদাগর কান্দে উচ্চস্বরে ॥
কান্দে সাধু ধনপতি পত্র করি করে।
বসন ভিজিল তার লোচনের নিরে ॥ ৪৮
[১২]জয়পত্র ছিল তার সপ্তম মহলে।
কেমনে আইল পত্র দুর্জয় সিংহলে ॥[১২]
নিদারুণ ছিল পত্র মাণিক অঙ্গুরি।
রাজা লুটী কৈল কিবা উজবনি পুরি ॥ ৫২
তৃতীয় মাসের পথ নগর উজানি।
আইনু অনেক দিন সাজিয়া তরণি ॥
না জানি কেমন পত্র আইল বিপাকে।
[১৩]আরোপীল মোন মোর কুমারের চাকে ॥[১৩] ৫৬

---

১২ জয়পত্র ছিল মোর মাণিক ভাণ্ডারে।
কেমনে আইল পত্র দুর্জ্জয় সফরে ॥ (ব)

১৩ আরোহণ করে মন কুমারের চাকে ॥ (দী, ব)

কার তরে সঞ্চয় করিনু ঘর গারি।
কোথা গেল লোহনা খুল্লনা দুই নারি ॥
দারুণ দোষের লাগী বিধি মোরে দণ্ডী।[১৪]
ধনপতি জিত্যে দুই জায়া হৈল রাণ্ডি ॥ ৬০
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে শিরে মারে হাত।
সঁঙরে শঙ্কর ত্রিলোচন বিশ্বনাথ ॥
বাপের ক্রন্দনে কান্দে কুমার শ্রীয়পতি।
শ্রীকবিকঙ্কণে গান মোধুর ভারথি ॥ ৬৪

শ্রীমন্তের পরিচয়দান

না কান্দ ২ বাপ দূর কর মোনস্তাপ[১]
আমি হে তোমার বংশধর।
তোমার উদ্দেশ আশে আইনু সিংহল দেশে
আজি মোরে প্রসন্ন বাসর ॥ ৪
কোন[২] শুভক্ষণ বেলে পায়রা উড়াতে গেলে
নগরিয়া মেলি কুতুহলে।
ইছানি নগর পথে [৩]বেগে ধায় পারাবতে[৩]
পড়ে গীয়া খুল্লনা অঞ্চলে ॥ ৮
[৪]বিভা হেতু[৪] কৈলে মোন সঙ্গে ওঝা জনার্দন
গেল লক্ষপতির ভবনে[৫] ॥
খুল্লনা বিবাহ করি আল্যা বাপা নিজ পুরি
পিছে গেলা রাজ সম্ভাসনে ॥ ১২
রাজা পাইল সারি সুয়া [৬]পঞ্জর আনিতে তুয়া
গেলে তুমি গোউড় নগরে।[৬]

---

১৪ দারুণ দৈবের দোষে বিধাতা পাষণ্ডী। (ব)
দারুণ দৈবের ফলে বিধাতা পাষণ্ডী। (দী)
১ পরিতাপ (ব) ২ হেন (ব)
৩ পায়রা ধায় ব্যোমপথে (ব) ৪ বিবাহের (ব) ৫ সদনে (ব)
৬ তোমারে দিলেন গুয়া
আনিবারে সুবর্ণ পিঞ্জর। (দী, ব)

CENTRAL LIBRARY

[৭]সতিনি রাখায় ছেলি দেখি চণ্ডি উত্তরালি
বরদান দিলা সরোবরে ॥[৭] ১৬
[৮]চণ্ডি দিলা বরদান লোহনা সাধিলে মান
তুমি ঘরে আল্যা পূজা ফলে।
স্বামির সৌভাগ্য অতি আনন্দে পুলক মোতি
মন্দিরে আছিলে কুতুহলে ॥[৮] ২০
জ্ঞাতি বন্ধু ধরে ছল নাহি খায় অন্নজল
পরীক্ষাতে মাতা শুদ্ধ মোতি।
সঙ্খ চন্দনের তরে [৯]সাজে সাত ডিঙ্গা ভরে[৯]
রাজা দিল বিষম আরতি ॥ ২৪
তুমি জাহ পরবাস মাতা কৈল আদ্দাস
নিদর্শন দিলা জয় পাঁতি ॥
মাতা পূজে ভদ্রকালি তার ঘট পায়ে ঠেলি
সিংহলে আইলে লঘুগতি ॥ ২৮
চণ্ডির লঙ্ঘন [১০]ফলে বান্ধা হৈল বন্দিশালে
আমার হইল উৎপতি ॥
পোষেন পালেন মাতা শুনান তোমার কথা
জতনে পড়াল্য নানা পুঁথি ॥ ৩২

---

৭ সপ্ত মায়ের পায়ে সমর্পিয়া মোর মায়
গেলা বাপ গউড় নগর। (ব)
সঁপি বিমাতার পায় হাথে হাথে মোর মায়
গেলে বাপা গৌড় নগরে। (দী)

৮ পাঠান্তর
বৎসর বিলম্ব তথা ছাগল রাখিল মাতা
কাননে চণ্ডিকা দিল বর।
কেবল চণ্ডীর দয়া আইলে পিঞ্জর লয়্যা
কথোকাল সুখে কৈল ঘর। (ব)

৯ সাজিয়া তরণী বরে (ব)
সাজি সাত তরীবরে (দী)

১০ ঘট লঙ্ঘনের (ব)

CENTRAL LIBRARY

গুরু সঙ্গে হৈল দ্বন্দ্ব দ্বিজ বলে মোরে মন্দ
[১১]কটু গালি[১১] ব্রাহ্মণ সভায়।
তোমার উদ্দেশে[১২] আসে প্রবেশি সিংহল দেশে[১২]
ভরা দিয়া আইনু সাতনায়॥ ৩৬
উপস্থিত মগরায় ঝড় বিষ্টি সাতনায়
কালিদহে হৈনু উপনিত।
বিকচ কমল দলে নারি[১৩] হয়্যা গজ গীলে
[১৪]দেখিলাম অতি[১৪] বিপরীত॥ ৪০
প্রতিজ্ঞা রাজার স্থানে হারি সভা বিদ্যমানে
মশানে কোটাল বধে প্রাণ।
বিদ্ধ ব্রাহ্মণির বেশে উরিয়া মসান দেশে
[১৫]চণ্ডি মোরে দিলা প্রাণদান॥[১৫] ৪৪
নৃপতি করিলা মান নিজ কন্যা দিবে দান
বন্দিঘর মাগী নিল দান।
তোমার চরণ দেখি সফল হইল আঁখি
বিভা করি [১৬]জাইব উজান॥[১৬] ৪৮
[১৭]পুত্রের শুনিয়া কথা ধনপতি ভাবে ব্যথা
সবিনয়ে বলেন বচন।[১৭]
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালি করিল বন্ধ
চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ॥ ৫২

---

১১ গালি দিল (ব) ভণ্ড বলে (দী)
১২ তত্ত্বে লইয়া রাজার বিত্তে (ব)
তত্ত্ব লইয়া রাজার বিত্ত (দী)
১৩ কন্যা (দী, ব) ১৪ পুন উগারয়ে (ব) দেখি লঘুগতি (দী)
১৫ চণ্ডী রক্ষা করিলা পরাণ। (ব)
দেবী মোর কৈল পরিত্রাণ। (দী)
১৬ যাব নিজ স্থান (ব)
১৭ শ্রীমন্তের কথা শুনি ধনপতি বলে বাণী
নাহি বল এমন বচন। (ব)

CENTRAL LIBRARY

শ্রীমন্তের বিবাহে ধনপতির নিষেধ

[১]তোমারে বলিয়ে দড়[১] সিংহলিয়া ঠক বড়
ইহার দয়ার নাহি লেশ।
বিবাহে নাহিক কাজ সভাতে পাইবে লাজ
অবিলম্বে চল জাই দেশ ॥ ৪
নৃপতি অধর্মশিল দয়া নাহি আধ[২] তিল
নিষ্ঠুর সভার জত লোক।
দারুণ কৃপণ ভণ্ড লঘু দোষে গুরু দণ্ড
পরধন খাইতে জেন জোঁক ॥ ৮
বচন বিষের কণা সভামাঝে জেঠাপনা
মহাপাত্র জোমের সমান।
দেখিতে ২ চুরি না দেখি এমন পুরি
কায়স্থের কি কব বাখান ॥ ১২
বেদ পঢ়ি ছয় অঙ্গ সভাতে পণ্ডিত ঢঙ্গ
অধর্ম ধর্মের অধিকারি।
নিত্য দিয়া পরে দুখ ইচ্ছে আপনার সুখ
অপরাধ বিনে হৈনু[৩] অরি ॥ ১৬
কোটালিয়া দেয় ফাঁস রান্ধা ভাতে পোঁতে বাঁস
পরধন খায় ঢেসা দিয়া।
স্থাপ্য ধন প্রজা হরে এদুখ কহিব কারে
কত দুখ সহে পাপ হিয়া ॥ ২০
ধর্মে না করিলা শঙ্কা লুটী কৈল লক্ষ তঙ্কা
অন্ন বস্ত্র বঞ্চিত আমারে।
বার মাস ভিক্ষা করি পোতা মাঝি তাহে অরি
মজিলাম বিপদ সাগরে ॥ ২৪
সিংহলের ভোগ জত বিসেস বলিব কত
[৪]কিছু ভোগ কর্যাছ মশানে।[৪]

---

১ তোরে আমি বলি দঢ় (ব) ২ এক (দী, ব) ৩ হয় (দী, ব)
৪ ভোগ কৈলে আপনি মশানে। (ব)

CENTRAL LIBRARY

মোর শিব পূজা ফলে তোমার প্রমাই বলে
জিয়া আছ পরম কল্যাণে ॥ ২৮
গোত্রেতে দুর্ব্বা রিসি মোর কুল সবে ঘোষী
দেশে গেলে [৫]দিব সাত[৫] বিয়া।
সিংহলিয়া দুরাচার ভারত ভূমির পার
চারি মাস দঢ় কর হিয়া ॥ ২৮
জত দোষ দেন তাত শ্রীয়পতি যুড়ি হাথ
মাগী নিল বাপের চরণে।
[৬]বুঝিয়া পুত্রের মোতি আজ্ঞা দিলা ধনপতি
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভনে ॥[৬] ৩২

সুশীলার গন্ধাধিবাসন

॥ মঙ্গলরাগ ॥

নৃপতি সালবান সুশীলা দিতে দান
করিলা শুভক্ষণ বেলা।
[১]দুন্দুভি বাজে বিনা মৃদঙ্গ ভেরি নানা
মুণ্ডিতক আচ্ছাদনা ॥[১] ৪
নৃপতি অভিলাসে কন্যার অধিবাসে
করিল বেদের বিধান[২]।
[৩]আরোপী হেমঘটে যুগল করপুটে
গণেশ কৈল আবাহন ॥[৩] ৮

---

৫ করাইব (ব)
৬ রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়া বন্ধ
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণে ॥ (ব)
১ আরোপি হেমকুম্ভ করিল কার্য্যারম্ভ
বিচিত্র বান্ধিল ছান্দলা ॥ (ব)
২ বিধানে (ব)
৩ কপাল জুড়িয়া ফোঁটা বসিলা দ্বিজঘটা
সম্ভায় বেদ উচ্চারণে। (দী)

CENTRAL LIBRARY

সুশিলা রূপবতি হরিদ্রা যুত ধুতি
পরিয়া বসিলা আসনে।
জতেক দ্বিজ মুনি করেন বেদধ্বনি
কন্যার গন্ধাধিবাসনে ॥ ১২
মহি গন্ধ শিলা দূর্বা পুষ্প মালা
ধান্য ফল ঘৃত দধি।
স্বস্তিক সিন্দুর কজ্জল কর্ণপুর
সঙ্খ দিল জথাবিধি ॥ ১৬
বান্ধিল করে সূত্র প্রশস্ত দ্বিপ পাত্র
মস্তকে করিল বন্দনা।
কণক সিথি[৫] শিরে অঙ্গুরি দিয়া করে
করিল আসিস যোজনা ॥[৬] ২০
নৈবিদ্য দিয়া ভুরি মাতৃকার পূজা করি
দিলেন বসুধারা দান।

ইহার পর অতিরিক্ত

করিয়া পুটহাথ আরাধে জগন্নাথ
দিবাকর পূজে মহেশ্বর।
বিধি বিরিঞ্চি আর বিবিধ উপচার
আনন্দে পূজে নৃপবর। (ব)
সম্পুট করি হাথে আরোপি গণনাথে
পূজিল বিষ্ণু মহেশ্বর।
বিরিঞ্চি আদি সুরে ষোড়শ উপচারে
আনন্দে পূজে নৃপবর। (দী)

৪ করিয়া স্বরভেদ ব্রাহ্মণে পড়ে বেদ (ব)

৫ সুবর্ণ সিঁথি (ব)

৬ ইহার পর

রজত দর্পণ তাম্র গোরোচন
সিদ্ধার্থ চামর পবন।
মোদক দিয়া লাজ পূজিল চেদিরাজ
কন্যার গন্ধাধিবাসন। (ব)

CENTRAL LIBRARY

[৭]প্রধান চেতি রাজা বসুর করিলা পূজা[৭]
তবে নান্দীমুখের বিধান ॥ ২৪
কাঁখে হেম ঝারি রাজার সুন্দরি
জল সহে ঘরে ঘরে।
জতেক আয়্য মেলি করিয়া হুলাহুলি
মঙ্গলসূত্র বান্ধি করে ॥ ২৮
হোথা আদিবাস আদি শ্রীয়পতি জথাবিধি
করিলে বেদের বিধানে।
[৮]করিয়া সুছন্দ পাঁচালি প্রবন্ধ[৮]
শ্রীকবিকঙ্কণ ভণে ॥ ৩২

শ্রীমন্তের বিবাহ

রাজা করে কন্যাদান দ্বিজগণে[১] বেদগান
নাচে গায় রঙ্গে বিদ্যাধরী।
[২]পট্ট দুন্দুভি বেনি সপ্তস্বরা শঙ্খধ্বনি[২]
আনন্দিত নৃপতি কেশরি ॥ ৪
পাটে চড়ে রূপবতি প্রদক্ষিণ করে পতি
শুভক্ষণে দুজনে ছামুনি।
দিলেন পতির[৩] গলে আপনার কণ্ঠমালে
রামাগণ দেয় জয়ধ্বনি ॥ ৮
অভয়ার ব্রত[৪] ফলে করে কুশে গঙ্গাজলে
নৃপতি করেন কন্যাদান।
[৫]সজ্যা ঝারি ধেনু থালা[৫] রথ গজ ঘোড়া দোলা
দিয়া জামতার কৈল মান ॥ ১২

---

৭ বসুর পূজা সব করিল নৃপবর (ব)
৮ রচিয়া নানা ছন্দ সুকবি মুকুন্দ (ব)
১ বিপ্রগণে (ব) ২ সপ্তস্বরা শঙ্খধ্বনি পঢ়া দুন্দুভি বেণী (ব)
৩ সাধুর (ব) ৪ অভয়াকৃপার (ব) অভয়ার প্রতি (দী)
৫ কলধৌতকণ্ঠমালা (ব)

CENTRAL LIBRARY

বাজয়ে দুন্দুভি[৬] পড়া দিজে বান্ধে গাঠিছড়া[৭]
বরকন্যা দেখে অরুন্ধতি।
বান্ধিয়া রোহিণি সোম লাজাহুতি কৈল হোম
দোঁহে কৈল অনলে প্রণতি ॥ ১৬
[৮]দম্পতি প্রবেশি ঘরে[৮] খিরখণ্ড ভোগ করে
রাত্রি গেল কুসুম সজ্জায়।
রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান কবি শ্রীমকুন্দ
হৈমবতী জাহারে সহায় ॥ ২০

শ্রীমন্তকে দেবীর ছলনা

শ্রীমন্তেরে রাজা যদি কৈল কন্যাদান।
নানা ধন দিয়া তার সাধিল সম্মান ॥
ভোজন করিল দোঁহে খিরখণ্ড ঝোলে।
ফুল-ঘরে শোয় সাধু রাজকন্যা কোলে ॥ ৪
জনে জনে বিচার করেন ভগবতী।
পদ্মাবতী সঙ্গে মাতা করেন যুকতি ॥
খুল্লনা দুঃখিতা ঘরে মোর ব্রত দাসি।
পিতাপুত্রে হৈল সাধু সিংহল প্রবাসি ॥ ৮
কি বুদ্ধি করিব পদ্মা বল না উপায়।
কেমন প্রকারে সাধু নিজ দেশে যায় ॥
পদ্মাবতী বলে মাতা শুন ভগবতি।
[১]দুখিনি হইয়া ধর খুল্লনা মুরতি ॥[১] ১২
ধীরে ধীরে জাহ গো সাধুর ফুল ঘরে।
সপন কহ গো মাতা বসিয়া শিয়রে ॥

---

৬ মৃদঙ্গ বাজয়ে (ব)

৭ গাঁটছড়া (ব) গ্রন্থছড়া (দী)

৮ দোঁহে প্রবেশিয়া ঘরে (ব)
প্রবেশিয়া ফুল-ঘরে (দী)

১ কপট করিয়া ধর খুল্লনা মুরতি ॥ (ব)

CENTRAL LIBRARY

কাঁদিয়া শিয়রে বসি কহ গো সপন।
[২]ঘরের বারতা দুঃখ সকল[২] নিবেদন ॥ ১৬
এমন শুনিয়া চণ্ডি পদ্মার ভারতি।
আকৃতি প্রকৃতি হইলা খুল্লনা মুরতি ॥
উপনীত হইল গিয়া সাধুর ফুল ঘরে।
[৩]সপন কহেন চণ্ডী বসিয়া শিহরে ॥[৩] ২০
অভয়ার চরণে ইত্যাদি।

চণ্ডীর স্বপ্ন প্রদান

চিয় পুত্র শিয়রে[১] জননী
রাজ ভোগে পড়ি ভোলে কামিনী করিয়া কোলে
পাসরিলে অভাগি খুল্লনী ॥ ৩
দুঃখ পেয়্যা[২] দশমাস [৩]দিনু তোরে[৩] গর্ভবাস
পুশিলাম বড়[৪] মনোরথে ॥
[৫]ব্যয় করি বহু বিত্ত জানানু শাস্ত্রের তত্ত্ব
তুমি চ্যুত হইলে ধর্মপথে ॥[৫] ৭
বাপের উদ্দেশ তরা সাত নায়ে দিয়া ভরা
সিংহলে আইলে দ্রুতগতি।
বিলম্ব দেখিয়া তোর নৃপতি মানিয়া চোর
লুঠা নীল সে বিত্ত বসতি ॥ ১১
রাজা নিল ধন ঘর আশ্রয় করিল পর
দু সতিনে সুতা বেচি হাটে।
পরের ভানিয়া ধান দু সতিনে রাখি প্রাণ
তুমি নিদ্রা জাহ হেমখাটে ॥ ১৫

---

২ কহিবে রাজার পীড়া দুঃখ (ব)
৩ শিয়রে বসিয়া স্বপ্ন কহে ধীরে ধীরে ॥ (ব)
১ স্মরণে (ব) ২ দশদিন (ব) ৩ তোরে দিলা (ব) ৪ অতি (ব)
৫ পঢ়াইলু দিয়া চিত্ত জানাইনু শাস্ত্র তত্ত্ব
পাসরিলে তুমি ধর্ম্মপথে ॥ (ব)

CENTRAL LIBRARY

কি কব দুখের কথা হের দেখ রুখু মাথা
শত ছেঁড়া কানি পরিধান।
গায়ে মোর উড়ে খড়ি জৌবনে হইনু বুড়ি
শত শির দেখ বিদ্যমান ॥ ১৯
আমি মজি শোকসিন্ধু নৃপতি তোমার বন্ধু
শাশুড়ি তোমার পাটরাণি।
শালা তোর যুবরাজ সাধিলে আপন কাজ
পাশরিলে অভাগী জননী[৬] ॥ ২৩
যেমন রোহিণী সোমে দুজনে আছহে ঘুমে
রাজকন্যা কোলে কুতুহলি।
আমি জত কৈনু ইছা সকলি হইল মিছা
সঙরিয়া দিহ জলাঞ্জলি ॥[৭] ২৭
মায়ের ক্রন্দনধ্বনি শ্রীপতি স্বপনে শুনি
উঠে সাধু তেজিয়া শয়ন।
ভূতলে পড়িয়া কান্দে গান মোনহর ছন্দে
চক্রবর্তী শ্রীকবিকঙ্কণ ॥ ৩১

স্বপ্নদর্শনে শ্রীমন্তের বিলাপ

কান্দয়ে শ্রীপতি সাধু জননীর মোহে।
বসন ভিজিয়া গেল লোচনের লোহে ॥
এখনি আছিলা মাতা বসিয়া শিয়রে।
ক্রোধযুক্ত হৈয়া গেলে না বলিয়া মোরে ॥ ৪

---

৬ খুল্লনী (ব)

৭ ইহার পর অতিরিক্ত অংশ

বাপ তোর গুণপূর্ণ আমার অষ্টাঙ্গ শীর্ণ
বামহাতে আয়ত লোহার।
উদরে অন্নের জ্বালা কর্ণেতে লাগয়ে তালা
তৈল বিনা কেশ জটাভার। (ব)

CENTRAL LIBRARY

গড়াগড়ি যায় সাধু করি আত্মঘাতি।
সপনে মেলিল দেখি মায়ের মকতি ॥
তেজে সাধু অঙ্গদ কঙ্কণ কর্ণপুর।
অঙ্গুরি অঙ্গদ কণ্ঠ মালা করে দুর ॥ ৮
দেখিনু সপন জত সকলি সরূপ।
আমার বিলম্বে পুরি লুটী কৈল ভূপ ॥
কেন বা চণ্ডিকা মোরে রাখিলে মশানে।
সাগরে প্রবেশি আমি তেজিব পরাণে ॥ ১২
কারে বা কহিব ইহা কহিতে প্রাণ ফাটে।
আমার জননি হয়্যা সুতা বেচে হাটে ॥
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে শিরে মারে ঘা।
গদ ২ স্বরে বলে কোথা গেলে মা ॥ ১৬
চিয়াল্য সুশিলা রাজা পতির ক্রন্দনে।
অম্বিকা[১] মঙ্গল কবিকঙ্কণে ভণে ॥

সুশীলা কর্তৃক শ্রীমন্তকে প্রবোধদান

স্বামির ক্রন্দন ধ্বনি শুনি রাজ নন্দিনী
উঠে রামা আকুল কুন্তলে।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে পতির[১] চরণে পড়ে
সবিনয়[২] ভাষে কিছু বলে ॥ ৪
প্রভু অকারণে[৩] করহ কন্দন।
রাজার জামাতা তুমি, বিশেষে আমার স্বামি
[৪]কেন দুঃখ ভাব অকারণ ॥[৪] ৭
[৫]কি কারণে ভাব নাথ দুখ।[৫]
বিভারাত্রি সুমঙ্গল[৬] নয়নে না আন জল
ভিঙ্গারে পাখাল চান্দ মুখ ॥ ১০

---

১ অভয়া (ব)
১ প্রভুর (ব) ২ সকরুণ (দী, ব) ৩ কি কারণে (ব)
৪ কেবা কি বলিল কুবচন। (ব) ৫ অকারণে ভাব প্রভু দুখ। (ব)
৬ অমঙ্গল (ব)

আপনার অপকীর্তি মায়ের মোলিন মূর্তী
সপ্ন দেখিলাম অবিসাল।
দেখিনু অদ্ভুত জত তাহাত কহিব কত
কহিতে রিদয়ে বাজে সাল ॥ ১৪
বাপঘরে থাকহ রূপসি।
মায়ের হাইবাসে[৭] মরি সত্তরে সাজিয়া তরি
দেখিব মায়ের মুখশশি ॥ ১৭
স্বপন স্বরূপ নয় অকারণে কর ভয়
শুন [৮]প্রভু বেন্যার নন্দন।[৮]
কলধৌত কর দান সাধহ দ্বিজের মান
আজি শুন গজেন্দ্র মোক্ষন ॥ ২১
প্রভু তোমার[৯] লোচন ফান্দে মোর মোন মৃগ বান্ধে[৯]
তিল আধ না দেখিলে মরি।
দেয়াব বারতা আনি সাতদিনে উজবোনি
পাঠাইব চানূর কেশরি ॥ ২৫
প্রিয়ে, আমার অন্তির মোন পাঠাইবে অন্য জন
ইথে [১০]মোর নাহিক পিরিতি।[১০]
জদি জাহ মোর সনে বিচার করিয়া মোনে
ঝাট মোরে দেহ অনুমতি ॥ ২৯
হইয়া মোরে কৃপানিধি বিলম্ব না কর জদি
সিংহলে থাকিহ বার মাস।
সিংহলের ভোগ জত তাহা না কহিব কত
দাসির রাখহ আদ্দাস ॥[১১] ৩৩

---

৭ হাব্যাসে (দ, ব) ৮ নাথ, আমার বচন। (ব)
৯ বদন চাঁদ মোর মন মৃগ ফাঁদ (ব)
১০ নাহি আমার প্রতীতি। (ব)
১১ ইহার পর অতিরিক্ত
মহামিশ্র জগন্নাথ, হৃদয় মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ। (শী, ব)

বারমাসিয়া

বৈশাখে বসন্ত রিতু সুখের সময়।
প্রচণ্ড তপন তাপ তনু নাহি সয়॥
চন্দনাদি তৈল দিব [১]সুবাসিত বারি।[১]
[২]সাঙলি গামছা দিব ভূষিত কস্তুরি॥[২] ৪
পূর্ণ বৈশাখ মাস ২।
দান দিয়ে পুরিবে দ্বিজের অভিলাষ॥
নিদাঘ জইষ্টি মাস প্রচণ্ড তপন।
পথ পোড়ে খরতর রবির কিরণ॥ ৮
শিতল চন্দন দিব চামোরের বায়।
বিনোদ মন্দিরে থাক না চলীহ নায়॥[৩]
নানা সুখ ভুঞ্জাইব সুখে জেষ্ঠী মাসে।
উদর পুরিব প্রভু পাকা আম্র রসে॥ ১২
করি হে বিনয় নাথ করি হে বিনয়।
কৌতুকে থাকহ নাথ আমার নিলয়॥
আষাঢ়ে গর্জ্জয়ে মেঘ নাচয়ে মোউর।
জলধর ডাক শুনি নাচয়ে দাদুর॥ ১৬
শালি অন্ন খির[৪] খণ্ড ভুঞ্জাব প্রচুর।
আমার [৫]মন্দিরে থাক[৬] না জাইও[৬] দুর॥

---

১ হৈয়া সহচরী (দী)

২ সামলী গামছা দিব সুবাসিত বারি॥ (দী)
ইহার পর অতিরিক্ত
কুসুম কাননে করি রতন মন্দিরে।
সহচরী হয়ে নাথ ঢুলাব চামরে॥ (ব)

৩ ইহার পর অতিরিক্ত
চাঁদের উপরে চন্দ্রাতপ টাঙ্গাইয়া।
হাস্য পরিহাসে যাবে রজনী বহিয়া॥
শুন প্রাণনাথ ওহে শুন প্রাণনাথ।
নিদাঘে শীতল বড় তরুণীর হাথ॥ (অ)

৪ দধি (অ, ব) ৫ বচন শুন (ব) ৬ চলিহ (ব)

CENTRAL LIBRARY

আষাঢ়ে সুখ হেতু হে আষাঢ়ে সুখ হেতু।
নিদাঘ বরিসা হেম একা ছয়[৭] ঋতু ॥
সঙ্কট সময় বড় ধারাত শ্রাবণ।
[৮]জলধর আচ্ছাদিত[৮] রবির কিরণ ॥
[৯]পরিচ্ছন্ন হয় বিষ্টী দিবস রজনি।
সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি ॥ ২৪
শুন হে দাসির বাক্য নিবেদিয়ে পায়।
বিনোদ মন্দিরে থাক না চাপীহ নায় ॥[৯]
ভাদ্রপদ মাসে ঝড়[১০] দুরন্ত বাদল।
নদনদি একাকার চারিদিগে জল ॥ ২৮
ডাঁস মসা নিবারণে পাটের মশারি।
চামর বাতাস দিব হয়্যা সহচরি ॥[১১]
ঘরে কর বাসা প্রভু ঘরে কর বাসা।
আর না করিহ প্রভু বানিজ্য বেবসা ॥ ৩২

---

৭ তিন (দী) ৮ সাধ লাগে অঙ্গে দিতে (দী)

৯ পাঠান্তর

জলধারা বরষিয়ে আটদিগে বায়।
বিনোদ মন্দিরে থাক না চলিহ রায় ॥
পুরাব অভিলাষ পুরাব অভিলাষ।
শুখান মন্দিরে নাথ করাইব বাস ॥
শুন মোর নিবেদন শুন মোর নিবেদন।
বিষাদ না কর প্রভু স্থির কর মন ॥ (ব)

১০ নাথ (ব)

১১ ইহার পর অতিরিক্ত

নিরমল আকাশে শোভিত শশধর।
তরুণী তরণী লয়ে যাব সরোবর ॥
সখীগণ মিলি আমরা খিয়াইব নায়।
করিবে পরাণ নাথ আরোহণ তায় ॥ (ব)